INDEX

Date | Page

FRIDAY, THE 5TH SEPTEMBER, 1986.

Errata : a) "Shri Sudhir Rn. Majumder" is to be read at page 23 in place of "Shri Rn. Majumder" printed thereon.

b) "Statement by the Deputy Chief Minister" is to be read as Head-lines on the pages 29 and 31 in place of "Obituary Reference" printed thereon.

INDEX

Date **Page**

MONDAY, THE 8TH SEPTEMBER, 1986

Errata : "Short discussion on matters of urgent public importance" is to be read as Head-lines on the Pages 69, 71 73, 75, and 77 in place of otherwere printed thereon.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 5th September, 1986, on Friday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Chief Minister, 11 (Eleven) Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন :—

২ তন্মধ্যে কতটি উপজাতি অধ্যুষিত ও কতটি অউপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম এবং

৩। কিসের ভিত্তিতে বিদ্যুতায়নের জন্য গ্রামগুলি নির্ধারিত হয়ে থাকে ;

৪। খোয়াই বিভাগের সিঙ্গিছড়া পঞ্চায়েতের চেবমা গ্রাম, গোমাতলা পঞ্চায়েতের ভূমিহীন কলোনী পূর্বগণকী পঞ্চায়েতের তবলাবাড়ী এবং পহরমুড়া পঞ্চায়েতের বাজারবেড় এই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের মোট ১৬৫টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে।

২। তন্মধ্যে ১০০টি উপজাতি অধ্যুষিত এবং বাকী ৬৫টি অউপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম।

৩। গ্রামের লোক সংখ্যা, সম্ভাব্য পাম্পক সংখ্যা, আর্থিক ও কারিগরী বিবেচনা, সম্ভাব্য জলসেচের সুযোগ, ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটির শিল্পের সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করা হয় এবং বৈদ্যুতিকরণের জন্য গ্রাম চিহ্নিত করা হয়

৪। সিঙ্গিছড়া পঞ্চায়েতের "চামা" একটি সেন্সাসভুক্ত বৈদ্যুতিক গ্রাম (কোড নং— ৯০), ১৯৮০-৮১ ইং সনে বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

সোনাতলা পঞ্চায়েতের "ভূমিহীন কলোনী" সেন্সাসভুক্ত গ্রাম (কোড নং—১৩৭) ।, গ্রামটি এখনও বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হয়নি।

পূর্বগঙ্গী পঞ্চায়েতের "বেলবাড়ী" সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নয়। তবে পহড়মুড়া গ্রামের এলাকা বিশেষ। পহড়মুড়া একটি সেন্সাসভুক্ত ও বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম। ১৯৭৯-৮০ ইং সনে-এর বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

স্যার, এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলি সেন্সাসভুক্ত গ্রাম, এদের মধ্যে একটি আমরা এখনও করতে পারিনি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি,যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হচ্ছে, মূলতঃ সেইসব জায়গায় কিছু কিছু পোষ্ট বা দুই একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের বিদ্যুতের সুযোগ করে দিলেও গ্রামের অভ্যন্তরে কোথায়ও বিদ্যুৎ পৌছচ্ছে না। সুতরাং এ বছর যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হচ্ছে সেটাও কি পূর্বতন পরিকল্পনা গুলির মত একই রকম করা হবে অর্থাৎ গ্রামের দুই একটি খুঁটি বসালেই তাকে বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম বলা হবে কিনা অথবা গ্রামের মানুষ যাতে বিদ্যুতের সুযোগ পেতে পারে সেইরকম জায়গায় লাইন সম্প্রসারিত করা হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—একটা সেন্সাসভুক্ত গ্রামে যদি একটা খুঁটি যায় তাহলে ভারত সরকারের নর্মস অনুযায়ী সেটা বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম। এই হিসাবে আমাদের ত্রিপুরাতে ৪.৭২৭টি

Questions & Answers

সেন্সাস ভিলেজ আছে ১৯৭১-এর সেন্সাস অনুযায়ী। আমরা এ পর্যন্ত ২০০০-এর উপর গ্রাম বিদ্যুতায়ন করেছি। এটা ঠিক যে সম্ভবত কোন গ্রামকেই সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়ন করা যায় নি। তার কারণ একটা গ্রামকে যদি পুরোপুরি বিদ্যুতায়ন করতে হয় তাহলে যে সমস্ত কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালস দরকার সেটা আমাদের নেই। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি আরও একস্টেনশান করা যায় কিনা। কিন্তু একস্টেনশান খাতে অর্থ বরাদ্দ নাই বলে এটা হচ্ছে না।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— আমরা যতটুকু শুনেছি দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যে, যদি কোন গ্রামের উপর দিয়ে হাই টেনশান লাইন যায় তাহলে সেখানকার মানুষ বিদ্যুৎ না পেলেও সেই গ্রামকে বিদ্যুৎতায়ন বলে ধরা হচ্ছে। এই যে গ্রামের মানুষের অসুবিধাগুলি সেগুলিকে দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

এবং সঙ্গে সঙ্গে রেভিনিউ ভিলেজ যেগুলি আছে তার সঙ্গে ১৯৭১ এর যে সেন্সাস সেই অনুযায়ী দপ্তরের কাছে যে চার্ট আছে সেই চার্টের মধ্যে সেই গ্রামগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সেই ক্ষেত্রে রেভিনিউ ভিলেজগুলিকে আবার নূতন করে সেনসাস করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রথম প্রশ্ন যেটা, হাই টেনশান লাইন, যদি আমদের কোন জায়গায় লিফট ইরিগেশান স্কীম থাকে, যেখানে হাই ভলটেজ দরকার হয়, তবে সেখানেকার গ্রামগুলিকে আমরা হয়ত ইলেকট্রিফায়েড বলতে পারি। কিন্তু জেনারেলী জো টেনশান লাইন নিয়ে যাওয়া হলে আমরা বলিনা।

মাননীয় সদস্যের যে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে সেনসাস ভিলেজ, ১৯৮১-এর যে সেন্সাস সেটা রেভিনিউ ভিলেজ হিসাবে সেন্সাস করা হয় এবং তাতে ৪.৭২৭টা সেনসাস ভিলেজ। ১৯৭১-এর সেনসাস অনুযায়ী সেটা অনেক কমে যায় ৮০০-এর কিছু বেশী এসে যায়। কারণ অনেক বড় এলাকা নিয়ে, অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে সেটা করা হয়। এখন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বলতে পারেন তারা কি করবেন। এটা এখনও আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

শ্রীরতন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি, গ্রামগুলিকে বিদ্যুতায়নের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রামের একটা অংশের মধ্যে শুধুমাত্র বিদ্যুতের লাইনটা দেওয়া হয় কিন্তু বাকী গ্রামের অর্ধেক বা বেশী কিছু বাদ রেখে দুই তিনটা

বাড়ীতে বিদ্যুত পৌছে দেওয়া হয়। এই যে অবস্থাটা এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কি যে, গ্রামগুলিকে যে আমরা বৈদ্যুতিকরণের কথা বলি সেটা দ্বারা পুরো গ্রামটাকে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে বলা যাবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি এর জবাব দিয়েছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :—দপ্তর কিছু প্যাসের কথা বলছেন যে প্রয়োজনীয় খুঁটি এবং তার পাওয়া যাচ্ছে না বলে এখানে সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কিছু কিছু কনস্ট্রাকশনে ম্যাটেরিয়ালস্-এর অসুবিধা থাকতে পারে কোথায়ও কোথায়ও।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস এবং শ্রীভবানী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীকেশব মজুমদার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

শ্রীরাসেল চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে খরা জনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় কত পরিমাণ [illegible] ও অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়েছে, (বিভাগভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কি কি সহায়তা করা হয়েছে ;

৩। খরা [illegible] মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সহায়তা করার জন্য কোন দাবী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কিনা ;

৪। হয়ে থাকলে উপরোক্ত দুই বৎসরে কি পরিমাণ সহায়তা পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬—৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে খরাজনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় যে পরিমাণ বরো আউশ ও জুট এবং গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী নষ্ট হয়েছে বলে অনুমিত হয়, তার বিভাগ—ভিত্তিক বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্ন রূপ—

Questions & Answers

বিভাগ	১৯৮৫—৮৬ (মে: টন)		১৯৮৬—৮৭ (মে: টন)		
	চাউল	গ্রীষ্মকালীন শাক সব্জি	আউস চাউল	জুম চাউল	গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জি
ধর্মনগর	৩০২	৬৫	৭৬৮০	৭০	৩০
কৈলাসহর	১০০৫	১১৮	৭২১০	২৪৫	৩১
কমলপুর	২৪৬	৪০	২০৫০	৬০৫	১০
খোয়াই	১৭৪৬	৩০	৬৫২০	৯৯	৭
সদর	৬৭৮৪	৮৬	৯৮৭০	১৯৫	৫১
সোনামুড়া	৩০৫৫		১৩৮০	৮৬	২০
উদয়পুর	৩৮৭২	—	৩৪১০	৫৪	২৪
অমরপুর	২৪১৪	৫০	২০৪০	৯০	৩৯
বিলোনিয়া	১২৭১	২০	৩২০৫	২৬০	৫৬
সাব্রুম	২০৯৮	১৬	৮৫৫	৬৬	৬৫
	২৩০৯৩	৪২৫	৪৪২২০	১৭৭০	৩৩৪

২। খারিপ খন্দে

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে সাহায্য করা থ্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন, তা এরূপ—

ক) ১০ কে, জি হারে ১৯২০০ জন চাষীকে আ ন বীজ ধানের মিনিকিট বিতরন,

খ) ১৫ কে, জি হারে ৭০, ০০০ জন চাষীকে ইউরিয়া সারের মিনিকিট বিতরন,

রবি খন্দে—

গ) ৫ লক্ষ টাকার সব্জি বীজের মিনিকিট বিতরন,

ঘ) টোরিয়া জাতীয় তৈলবীজ চাষের জন্য ২০, ০০০ জন চাষিকে বীজ ও সার বিতরন,

ঙ) মুগ ডাল চাষের জন্য ৮০০০ জন চাষীকে বীজ সার বিতরন,

চ) ১০ কে, জি হারে ১০,০০০ জন কৃষককে গম বীজের মিনিকিট বিতরন,

ছ) ১০ কে, জি হারে ২০,০০০ জন কৃষককে বরো বীজ ধানের মিনিকিট বিতরন,

জ) আঁখ চাষের জন্য ৬০০ জন চাষীকে আখের চারা ও সার বিতরণ।
তদুপোরি, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যারা ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি হতে ধান চাষের জন্য শস্য ঋণ নিয়েছে, তারা নির্দিষ্ট নিয়মে শস্য বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতি পুরণ পাইতে পারেন।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজধান, সার ও পাম্পসেট বিতরনের জন্য মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হয়েছিল।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে কৃষি সামগ্রী বিতরনের জন্য মোট ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য ১৯৮৬—৮৭ সনে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এবারে যে ব্যাপক খরা চলছে এবং এখনও তার একই অবস্থা চলছে, তাতে লক্ষ্য করা গেছে যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীজ অথবা সার ইত্যাদি দিয়ে তাদের যে উপকার করার কথা, তা সময় মত না দেওয়ায় তারা যে উপকার আশা করা গিয়েছিল, সেই আশানুরূপ উপকার তাদের হয় নি। কাজেই এক রকম পরিস্থিতিতে সময় মত বীজ, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আগামী ফসলও যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে, সময় মত কৃষকদের কাছে যাতে বীজ এবং সার পৌছায়, তার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তা ঠিক, কারণ প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত না হওয়ার দরুন, আমাদের এই রাজ্যে এই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্ষাকালে যে পরিমাণ বৃষ্টি আশা করা গিয়াছে সেই রকম বৃষ্টি এখন পর্যন্ত হয় নি, অনেক কম বৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় বীজ ধান বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় বিলম্বিত হয়েছে কারণ এই বীজ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডার-টেকিংগস

Questions & Answers

বীজ করপোরেশান থেকে সংগ্রহ করতে হয় এবং আমরা আমাদের যে চাহিদা জানিয়েছি, সেই চাহিদা তো আমরা পাইনি যেটুকু পেয়েছি, সেটুকু দিতেও তারা অনেক দেরী করে ফেলেছে। উপরোন্তু সেটা পাওয়ার পর আনার জন্য রেল-ওয়ে ওয়াগন পাওয়ার ক্ষেত্রেও খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। তাই আমরা দপ্তর থেকে নির্দেশ দিয়েছি যে যেখানে সময় মত বীজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেখানে যাতে বাজার থেকে বীজ কিনে সময়মত কৃষকদের বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খরা পরিস্থিতেও দেখা যায় যে সময় মত কৃষকদের বীজ ধান দেওয়া হয় না, দিতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন জায়গায় পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং পোকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে সমস্ত স্প্রেয়ার মেসিন এবং ঔষধ প্রয়োজন, তা অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, পঞ্চায়েতে যে সমস্ত স্প্রে মেসিনগুলি আছে, সেগুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে আছে, ফলে সেগুলিকে ইউটিলাইজড করা যাচ্ছে না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন, তা ঠিক, এরই মধ্যে কিছু কিছু এলাকায় পোকার আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তাই পোকা যাতে ফসলের আর বেশী ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের মধ্যে যে সমস্ত স্প্রে মেসিনগুলি আছে, সেগুলিকে সচল করে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে, এমন কি ব্যক্তিগত মালিকানায় যে স্প্রে মেসিনগুলি আছে, যে গুলি কৃষকদের মধ্যে আগেই বিলি বন্টন করা হয়েছে, সেগুলিও যাতে ঠিকমত কাজ করতে পারে, তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছরে যে রকম ব্যাপক ইচি পোকার আক্রমণ ঘটেছিল, এই বারে সেই রকম না হলেও নতুন ধরণের একটা ডিজীজ দেখা দিয়েছে, যেটাকে বলা হচ্ছে প্যারা এটাক, গাছগুলি যেন বসে যাচ্ছে। কাজেই এই রোগের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জন্য ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঔষধপত্র যেগুলি সংগ্রহ করার প্রয়োজন, সেগুলিও সংগৃহীত হয়েছে এবং আমাদের কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন অফিসে সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সারা বছরে ধরে এবারে যে খরা পরিস্থিতি চলছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি ফসল যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলছে, তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য সরকার এই পর্যন্ত কয়টি ছড়ায় নতুন করে বাঁধ দিয়েছেন, অথবা কতটা এলাকা নতুন করে সেচের আওতায় এনেছেন এবং পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করবার জন্য কয়টি স্প্রেমেসিন মেরামত করেছেন তার একটা স্পেসিফিক হিসাব আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী : স্যার মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানাতে চাই যে এই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য আমরা সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাই। এটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা যে এই ধরনের বিপর্যয় ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন না কোন মন্ত্রী তা সচোখে প্রত্যক্ষ করার জন্য ছুটে যান এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে যথা সাধ্য সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারে আমাদের এখানে যে ক্ষতি হল, সেটা দেখার না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তো দূরের কথা, একজন অফিসার পর্যন্ত তা দেখতে এলেন না। তারা আমাদের ২৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকার সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্যের পরিমাণ আমাদের চাহিদার তুলনায় এত অপ্রতুল যে বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকারকে ৫০ [illegible] টাকার অতিরিক্ত সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দেওয়ার জন্য মঞ্জুর করতে হয়েছে। ড্রপ পিট, ফিল্ড চ্যানেল, সীজন্যাল বাঁধ ইত্যাদির সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থা যে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গত দুই মাস এফ. আই. সি. দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্যের তিন জেলা শাসকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকগুলির প্রত্যেককে ৮০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন এবং সেই ভাবে বিভিন্ন এলাকায় কাজ-কর্ম এগিয়ে চলেছে। তবে যেহেতু বর্ষাকাল এসে পড়ায় এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সেই কাজ করতে গেলে কতটুকু কার্যকরী হবে তা বিবেচনা করে যে পরিমাণ কাজ করার প্রয়োজন ছিল, তা সংখ্যার দিক থেকে তার চাইতে কিছু কম কাজ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১০

শ্রী অখিল সরকার .— কোয়েশ্চান নং ১০

Questions & Answers

প্রশ্ন

১। Self-employment Scheme চালু হওয়ার পর হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবক যুবতীকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর প্রকল্পের (Self-employment Scheme মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে)।

উত্তর

Self-employment Scheme চালু হওয়ার পর হতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যতজন বেকার যুবক যুবতীকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাহা বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে নীচে দেওয়া হল :—

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে :—

মহকুমার নাম	১৯৮৩—৮৪	১৯৮৪—৮৫	১৯৮৫—৮৬ (৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত)
সদর	৩১৩	২৭৯	মঞ্জুরীকৃত ৯২৯ জনের মধ্যে মাত্র ৬২৮ জনকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণ দিয়েছেন মঞ্জুরী ও বিলম্বিত বিভাগ—ভিত্তিক বিস্তারিত হিসাব সংগ্রহ করা হচ্ছে।
সোনামুড়া	৫	৩১	
খোয়াই	৩২	৩৩	
কৈলাশহর	৫২	৫৬	
ধর্মনগর	৪১	৪৯	
কমলপুর	১৯	১৭	
উদয়পুর	৬৯	৭৮	
বিলোনীয়া	৯১	৬৫	
সাব্রুম	০	১৭	
অমরপুর	৫	৯	
মোট :—	৬৪০	৬৩৪	

রাজ্য প্রকল্প :—

মহকুমার নাম	১৯৮৩—৮৪	১৯৮৪—৮৫	১৯৮৫—৮৬ (৩১শে মার্চ পর্যন্ত)
সদর	৫২	২০৯	
সোনামুড়া	৩	২৬	প্রস্তাবিত ৮৭৪ জনের
খোয়াই	২	২৪	মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মাত্র
কৈলাসহর	—	২২	২৬ জনকে ঋণ দিয়েছেন
ধর্মনগর	—	১০	মঞ্জুরী ও বিলম্বিত টাকার
কমলপুর	২	৬	বিভাগ ভিত্তিক হিসাব
উদয়পুর	১৪	২৯	সংগ্রহ করা হচ্ছে।
বিলোনীয়া	৩	৬৬	
সাব্রুম	৮	৩	
অমরপুর	—	৩	
মোট :—	৮৪	৩৯৮	

উত্তর

২। এদের মধ্যে কতজন তাদের স্কীম অনুযায়ী কাজ শুরু করেছেন।

১৯৮৩—৮৪ এবং ১৯৮৪—৮৫ ইং সনে মোট ১০৫ জন যুবক যুবতী স্কীম অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে। ১৯৮৫—৮৬ইং সনের হিসাব এখনও করা হয়নি। কারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্কীম অনুসারে ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী টাকা বিলির হিসাব এখনও জেলা শিল্প কেন্দ্রে প্রেরণ করেননি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য হাউসে পেশ করলেন এতে বুঝা যাচ্ছে এই সব বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কি রকম অনীহা এটা পরিস্কার হয়ে গেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি,

Questions & Answers

নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি যেখানে ৪/৫ হাজার দরখাস্ত সুপারিশ করে পাঠিয়েছে সেখানে দেখা গেছে মাত্র ৪/৫ জনকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দিয়েছে। অথচ আমরা যখন স্টেট স্কীমের ব্যাপারে আলোচনা করেছি তখন এই কোটা সিস্টেম চালু

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি স্পেসিফিক প্রশ্ন করুন

শ্রীকেশব মজুমদার :—স্যার, আমি স্পেসিফিক প্রশ্নই করছি—তারা ২৫ হাজার টাকার স্কীম—এর জমা মাত্র ১০/১২ হাজার টাকা পাচ্ছে কাজেই এই সব বেকার যুবক যুবতীরা নির্দিষ্ট স্কীমের জন্য যে পরিমাণ টাকা প্রার্থনা করে ব্যাঙ্ক থেকে সেই পরিমাণ টাকা যাতে পায় সেজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীআনিস সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব বেকার যুবক যুবতীদের দরখাস্তগুলির মধ্যে সবগুলি সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্র ছাড়া এই সব বেকারদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহ প্রকাশ করছে না। শিল্প ছাড়া বিভিন্ন ব্যবসার জন্য ঋণ দিতে তাঁরা আগ্রহী নয় সেজন্য এই অসুবিধা হচ্ছে যাই হউক আমরা এই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাঙ্ক রাজী হয়েছে শিল্পের স্কীম ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসার প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়ার জন্য এবং আমরা আশা করছি আগামী বছর থেকে তাদের দাবীগুলি আমরা পূরণ করতে পারব

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্য সরকার যে সব স্কীম করেন তার উপর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ টাকা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমরা আরও দেখছি যেমন গোষ্ঠীর জন্য সাধারণ জন, টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে না বিভিন্ন এডভাইজারী কমিটির সুপারিশের পরও দেখা যাচ্ছে যে দরখাস্তকারীগণকে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে না বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে। কাজেই আমার অনুরোধ রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে বিভিন্ন ত্রুটিগুলি সংশোধন করে ব্যাঙ্ক থেকে যাতে সহজে আর্থিক সাহায্য পেতে পারে তার জন্য সরকার চেষ্টা নেবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সেগুলির ব্যাপার আমরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনা করেছি তিন হাজার টাকার যে স্কীম — সেখানে ৪৮টা কেস্ আছে, এই ব্যাপারে আমরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সংঙ্গে বার বার আলোচনা করেছি কিন্তু তাদের যে কেপাসিটি, তাদের যে স্ট্যাফ তাদের যে যে ওয়ার্কার অফিসার, এই সব মোটামুটি তারা দিতে পারবে, কিন্তু আমাদের চাহিদার তুলনায় সেটা খুব কম। তবে তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করছি আরও বাড়ানো যায় কি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—স্প্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমে বেকারদেরকে যে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় সেটার পরিমাণ খুব কম। আমরা এষ্টিমেট কমিটির সংঙ্গে বিভিন্ন জাগায় ঘুরে দেখছি এই টাকার দ্বারা বেকাদের ডিমাণ্ড ফুলফিল হচ্ছে না। কাজেই সেটি বাড়ানো হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন যে এই টাকাটা যেন ৫০ হাজার টাকা করা হয়। কিন্তু এখন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার কাছ থেকে কোন রেস্পন্‌স আসে নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফজুর রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭১, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৭১

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমা কদমতলা হইতে লক্ষ্মীনগর পি, ডবলিউ, ডি, রাস্তা এবং রানী বাড়ী হইতে মহেশপুর বকবকী ভায়া ধর্মনগর পর্যন্ত পি, ডবলিউ, ডি, রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকিলে কবে পর্যান্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Question & Answer

উত্তর

ক) ১) কদমতলা হইতে লক্ষ্মীনগর পি, ডবলিউ ডি রস্তা—**পূর্তদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী উক্ত রাস্তাটির প্রকৃত** নাম প্রেমতলা হইতে **লক্ষ্মীনগর** ভায়া **ফুলবাড়ী বাজার।** এম, এন, পি প্রকল্পে রাস্তাটির **কাজ হইয়াছিল** এবং **জমির অপ্রতুলতার জন্য রাস্তাটিকে প্রয়োজনমত প্রশস্ত** করা সম্ভব **হয় নাই। প্রয়োজনমত প্রশস্ত করার** পর রাসতার মেটেলিং **ও কারপেটিং** এর কথা বিবেচনা **করা** যাইতে পারে উক্ত **রাস্তাটিতে সলিং করা** আছে।

খ) রানীবাড়ী হইতে মহেশপুর **বকবকি** ভায়া ধর্মনগর পর্য্যন্ত রাস্তা। **উক্ত** রাস্তাটির **প্রকৃত** নাম ধর্মনগর **রাগনা**—ব্রজেন্দ্রনগর সাত-সংগম রাস্তা **উক্ত** রাস্তার মেটেলিং-এর এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে বর্তমান বছরে **কাজটি** হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া **আশা** করা যায়। **উক্ত** রাস্তাটিতে সলিং **করা আছে।**

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে **এই প্রশ্ন** আসে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২০ ইনড্রাসট্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩০

প্রশ্ন

১) রাজ্যে একটি সূতা কল স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২) প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকিলে ঐ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত কি ?

উত্তর

২) ১৯৮৬-৮৭ ইং সালের বার্ষিক যোজনার আলোচনাকালে প্লেনিং কমিশন রাজ্য প্রতিনিধিদের কাছে সুপারিশ করেছেন যে রাজ্য সরকার যেন ন্যাচারেল হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট অথবা অনুরূপ কোন এজেন্সি থেকে প্রয়োজনীয় সূতা সংগ্রহ করেন। যদি প্রয়োজনীয় সূতা পেতে অসুবিধা হয় তবে প্লেনিং কমিশন রাজ্যে একটি সূতার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন। সূতাকল স্থাপনের অনুকুলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে লেটার অব ইনটেনট্ পাওয়া গেছে কিন্তু লাইসেন্স এখনও পাওয়া যায়নি এবং সপ্তম যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থও বরাদ্দ করেনি।

প্রশ্ন

৩) রাজ্যে সূতাকল স্থাপনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

৩) বিগত ৫/২/৮৬ ইং তারিখে দিল্লী প্লেনিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাত্কারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় সূতাকল স্থাপনে যুক্তিকতা বুঝিয়ে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে শিল্পমন্ত্রী থেকে লেটার অব ইনটেন্ট পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সূতাকল স্থাপনে প্লেনিং কমিশন অসম্মত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি ত্রিপুরার তাঁতীদের অসুবিধার কথাও যোজনা কমিশনকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। প্রস্তাবিত সূতাকলের অর্থলগ্নীর জন্য আই, ডি বি আই, আই. এফ সি, আই. এন. সি ডি. সি এবং ইউকো, ব্যাংক ইত্যাদি ফাইনেন্সিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনগুলির নিকট প্রথমে চিঠি ও পরে রিমাইনডার দেয়া হয়েছে। তদুপরি ত্রিপুরা এপেক্স উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ব্যক্তিগতভাবে গৌহাটিস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা সমূহের কর্মকর্তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। অল ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ অব স্পিনিং মিল-এর নিকট থেকে ২৫ হাজার স্পিনডলস-এর জন্য একটি টেকনো ইকোনোমিক ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উক্ত মর্মে চলিত সনের মে মাসে লাইসেন্স এর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Question & Answer

প্রশ্ন

৪) বর্তমানে প্রয়োজন অনুসারে রাজ্যে একটি কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

৪) রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত সূতা কলটি সমবায় ভিত্তিতে স্থাপনের জন্যই উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সে ভাবেই শিল্পমন্ত্রীও প্লেনিং কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সূতাকল স্থাপনের ব্যাপারে পার্লিয়ামেন্টে কটি প্রশ্ন উঠেছিল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নেন নি। এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার : এটা সত্যি নয়। আমি আগে বলেছি যে লাইসেন্সের জন্য আমরা লিখেছি কিন্তু এখন পর্যান্ত কোন জবাব পাইনি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্পিনিং মিল স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার কোন জায়গা স্থির করেছেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার : রাজ্য সরকার পানিসাগরে এই মিল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছেন।
মিঃ স্পীকার : - শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২৯ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাদল চৌধুরী : কোয়েশচন নং ৩৯।

প্রশ্ন

১) কৃষি দপ্তর বাজার উন্নয়ণ ও শেড্ তৈরীর জন্য ১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৬ ইং মার্চ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ করেছেন এবং এর মাধ্যমে কয়টি বাজার উন্নয়ণ হয়েছে ?

উত্তর

১) কৃষি দপ্তর বাজার উন্নয়ণের ও শেড্ তৈরীর জন্য মোট ২,৫৩,২৭,২৯৪,৮৯ টাকা খরচ করিয়াছে এবং ২০৪টি বাজার উন্নয়ণ করিয়াছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই এলাকায় ৫৬টি বাজার উন্নয়ণের কাজ করানো হচ্ছে না। এই বাজারগুলি উন্নয়ণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ৭৪টি বাজার উন্নয়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এটা নির্দিষ্টভাবে আমরা বলতে পারি না। তবে রাজ্য সরকার এই বাজারগুলি উন্নয়ণের জন্য চেষ্টা করছেন। কাজ কতটুকু হবে সেটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সবকার কত টাকা অনুমোদন দেন তার উপর।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস ও শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : - মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং —৪২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে সরকার মার্কেট শেড্ তৈরীর জন্য কতটি বাজারে ভুমি ক্রয় করেছেন।
২। এর মধ্যে কতটি বাজারে মার্কেট শেড্ নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছে।
৩। বাকীগুলির কাজ কবে শুরু হবে আশা করা যায়।
৪) ধর্মনগর মহকুমার জালাইবাড়ী বাজারে শেড্ তৈরী করার জন্য জায়গা দেওয়া সত্ত্বেও এখনো শেড্ তৈরী না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে বাজার শেড্ তৈরীর জন্য কোন ভুমি ক্রয় করা হয় নাই।

Question & Answer

২) ১নং— উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) ধর্মনগর মহকুমার জালাইবাড়ী বাজারটি মাত্র ১১ মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত বাজারে এখন পর্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম হয় নাই। ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম হইলে তাহাদের সুবিধার্থে শেড্ তৈরী করা হইবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি। ধর্মনগর বিভাগের পেচারথল ও পানিসাগর এলাকায় ভূমি ক্রয় করে এই ২টি বাজারে শেড্ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সনে ধর্মনগরের পেচারথল ও পানিসাগর সহ ১০টি এলাকায় বাজার শেড্ তৈরীর জন্য ভূমি ক্রয় করার জন্য ৪১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কিছু কিছু করা হয়েছে এবং কিছু কিছু তৈরী করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। পানিসাগর এবং পেচারথলে বাজার শেড্ তৈরী করার জন্য টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তবে জায়গা রেজিষ্ট্রির কাজে কিছু প্রসেসের জন্য বিলম্বিত হওয়ায় জন্য এখনও শুরু করতে পারে নি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— উত্তর দিকের দামছড়া একটি প্রসিদ্ধ বাজার। সেখানে একটি শেড্ রয়েছে। ঐ এলাকায় আরো একটি বাজার শেড্ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদযের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। এছাড়া, খেদাছড়া একটি দূর্গম অঞ্চল। যদিও সেটা বর্ত্তমানে এ. ডি, সি, এলাকার মধ্যে পড়েছে তথাপি সেখানে একটি বাজার শেড্ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মূলতঃ আমরা যেখানে ফায়ার ষ্টেশন পাচ্ছি, সেখানে গুরুত্ব সহকারে বাজার শেড্ তৈরীর পরিকল্পনা নিচ্ছি। সরকার এবং জেলা পরিষদও বাজার উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছেন। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যে বাজার ২টির কথা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমি খোঁজ নেব।

শ্রীসমীর দেব সরকার:— আমি যতটুকু জানি খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত বাচাইবাড়ীতে একটি বাজার শেড্ তৈরী করার কাজ ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বছর শেষ করার জন্য দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল। সেটা বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই বাজারটাকে আমরা ইতিমধ্যে মার্কেট অর্থাৎ বাজারের আওতায় এনেছি যেহেতু আমরা এখনও এর জন্য জায়গা পাইনি সেই হেতু জায়গা কিনার পর বাজার উন্নয়ন করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৬ ৮

মি: স্পীকার :— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার— ৬৬

প্রশ্ন

১। দামছড়া থেকে সোদাছড়া পর্যান্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ কবে পর্যান্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

২। ঐ রাস্তা নির্মাণ কার্য্য কবে শুরু হয়েছিল ; এবং

৩। কাজ সম্পন্ন হতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে ঐ রাস্তার ফর্মেশনের কাজ ডিসেম্বর ১৯৮৮র মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। ঐ রাস্তা নির্মাণ-কার্য্য (প্রথম অংশের) জুন ৮২ ইং সনে শুরু হয়েছিল।

৩। উপরোক্ত রাস্তাটির কাজ ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০ কি, মি, হইতে ৮.৭৬ কি, মি, মধ্যে প্রথম কি, মি, এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি যথাসময়ে না পাওয়া এবং বাকী অংশের জন্য এন, ই, সি, হইতে মঞ্জুরী অনেক দেরীতে পাওয়ায় কাজটি সম্পন্ন হতে বিলম্ব হইতেছে।

স্যার, এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, সেকেণ্ড গ্রুপের কাজের জন্য এই বছরে মাত্র মঞ্জুরী পেয়েছি। ৮.৭৬ কি, মি, থেকে ২৫ কি, মি, এর কাজের মঞ্জুরী পেয়েছি। কাজেই এটার জন্য সময় লাগবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে, প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে রাস্তার কাজ হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, দামছড়া থেকে সালেমা পর্যান্ত ২৫ কি, মি, জমি পাওয়া গেছে কিনা ? আমরা জানি, সার্ভেও হয়েছে এবং ৮ কি, মি, এর মাটি কাটার কাজ শেষ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরো জানাবেন কি, এন, ই, সি থেকে বাকী কাজের জন্য টাকার মঞ্জুরী পাওয়া গেলে, ট্রাইবেল বেকার ছেলেদের দ্বারা সেই কাজ করান হবে কিনা ?

Questions & Answers

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, প্রথম গ্রুপের কাজের জন্য ২১.৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। ফাষ্ট গ্রুপের ৩০ কি, মি, বাকী আছে। আমরা এই টাকা দিয়ে ২৪০ কি, মি, করতে পারব। বাকী ৬০ কি, মি হলে আমাদের ৮,৭৬ কি, মি, কমপ্লিট করতে পারব। পরবর্তী পর্যায়ে ধরা হবে ৮৭৬ কি, মি, এর পুরো অংশ এষ্টিমেইট করে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং স্যাংকশানও হয়েছে। কাজ যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন আমাদের ভূমি পেতে অসুবিধা হয়েছিল। বন সম্পুর লোক ভূমি পেতে সময় লাগছে। এই কাজে ৫৮.৪৮১ লক্ষ টাকার মঞ্জুর হয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস —আমার একটি প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি। ট্রাইবেল বেকার ছেলেরা প্রথম ৮ কি, মি, রাস্তার কাজে অংশ নেওয়ায় তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে। কাজেই বাকী কাজের মঞ্জুরী পাওয়া গেলেও যাতে ট্রাইবেল বেকার ছেলেদের দিয়ে কাজ করানো হয় এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা আমরা করছি। যে সব কাজে কারিগরী দক্ষতার দরকার হয় না সেই সব ক্ষেত্রে আমরা ট্রাইবেল ছেলেদের কাজ দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার : - শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার— ৮৭।

মিঃ স্পীকার : কোয়েশ্চান নাম্বার— ৮৭।

শ্রীঅখিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কত পরিমাণ জমিতে মালবেরী চাষ হচ্ছে?

২। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে চাষযোগ্য জমি থাকা সত্ত্বেও মালবেরী চাষ এর উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রগতি হয় নি;

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৬ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৫. ৬৩ একর জমিতে তুঁত চাষ করা হচ্ছে।

২। হ্যাঁ।

৩। একই সঙ্গে তুঁত চাষ যোগ্য সমস্ত জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয় নি। কেননা, তুঁত চাষের চারা সরবরাহ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের কাজ পর্যায়-ক্রমে চলছে এবং প্রতিবছরই অতিরিক্ত জমি তুঁত চাষের আওতায় আনা হচ্ছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই মালবেরী চাষ শুরু হয়েছে প্রায় ২ বছর হল। এতে অনুদান বাবদ এবং এই কাজটি দেখাশুনা করার জন্য কর্মচারী পি, এ, ও ডি এ, বাবদ যত টাকা খরচ হয়েছে, তত টাকার ফসল পাওয়া গিয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার : স্যার মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এটা ঠিকই যে, কর্মচারীদের খরচ বাবদ যত টাকা ব্যয় হয়েছে তত টাকা আয় হয়েছে কিনা মালবেরী চাষ ত্রিপুরাতে পাহাড় জমিতে শুরু হয়েছে ১০ বছর আগে এটাকে একত্রিত করে ২২টি বাগানে আনা হয়েছে। যে বাগান গুলিতে মালবেরী চাষ করা হয় তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা সিলেকশান করা হয়েছে এ কাজটি করার জন্য। কিন্তু এই কাজটিতে এত আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় নি। ছুট চাষী যারা তাদের যে পরিমাণ আগ্রহ থাকা দরকার এবং অ্যাক্টিভিটিজ থাকা দরকার, সেটা এখনও হয়নি. রেশম চাষের ক্ষেত্রে সে সাফল্য আমাদের এখনও আসেনি।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলার নিকটে বাধারঘাটে ছটো স্পিনিং মিল আছে যার ক্যাপাসিটি হল ১৩ হাজার কে, জি, মিলের টোটাল যে ক্যাপাসিটি সেখানে গতবারের প্রডাকশান হয়েছে মাত্র ১৬৫ কে, জি। সুতরাং রেশম শিল্পে যে সংকট সে সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে সোসিয়াল ফরেষ্ট্রির সুযোগ দিয়ে এই মালবেরী চাষ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— স্যার, আমাদের স্পিনিং সেন্টারের ক্যাপাসিটি ১৩ হাজার কে, জি. সে বাৎসরিক প্রডাকশান হয়েছে ৪৭৬. কে, জি, । সুতরাং আমাদের প্রচণ্ড মাত্রায় ঘাটতি আছে। মাননীয় সদস্য সোসিয়াল ফরেস্ট্রির সুযোগ নেওয়া হবে যে কথা বলছেন, সে সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করে স্পেসিফিক ইনসেনটিভ দিয়ে সোসিয়াল ফরেষ্ট্রি করে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা আমরা দেখছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১১৬ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ১১৬ স্যার।

Questions & Answers

প্রশ্ন

১) গত ৩ ৪.৮৬ইং তারিখে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির ফলে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত কতজন তাঁতীর তাঁত গৃহ এবং তাঁত সরঞ্জামের ক্ষতি হইয়াছে (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব),

২) তাহাদের এই ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) বিগত ৩ ৪.৮৬ইং তারিখে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলা বৃষ্টির ফলে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত ৪টি গাঁও সভার মোট ৮৭ জন তাঁত শিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে সরকারকে জানিয়েছেন। গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল—

ক)	তারানগর গাঁওসভা	৪৭টি।
খ)	কালাছড়া	১৬ টি।
গ)	ঈশানপুর	২৩ টি।
ঘ)	পশ্চিম সিমনা	১টি।
	মোট—	৮৭ টি

২) ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের আবেদনের ভিত্তিতে বিস্তারিত তদন্ত করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত যে-সব তাঁতী গত শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের কোন সোর্স অব ইনকাম নেই। সুতরাং অতি সত্বর তাদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে ডি. এম, অফিস থেকে রিলিফ দেওয়া হয়। শিল্প দপ্তরে অধস্তন হ্যাণ্ডলুম করর্পোরেশনে এই ধরনের কোন স্কীম নেই। তদন্ত করে জানা গেছে যে ৮০ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তন্মধ্যে ৫৬ জনের নাম সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক রিপোর্ট সহ গত ৫, ৮, ৮৬ ইং তারিখে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছে পাঠান এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে অতি সত্বর আর্থিক অনুদান দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—কোয়েশ্চান নং ৩০৪ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৩০৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট ব্লকের ধুমাছড়া—ফটিকরায় রাস্তায় সাইদার পার হইতে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ১৯৮৫-৮৬ইং সালের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক নুতন মাটি ভরাট করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে মাটির পরিমাণ কত, এবং

২) উক্ত মাটি ভরাট বাবত প্রতি কিলোমিটার রাস্তার খরচের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ৪ কি, মি, হইতে ৭ কি, মি, রাস্তা পর্য্যন্ত মাটি ভরাটের পরিমাণ ১০,১১৮ কিউবিক মিটার। ৭ কি.মি হইতে ৮ কি, মি, পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ চলিতেছে। মাটির পরিমাণ নিরূপন হয় নাই।

২) উক্ত রাস্তায় মাটি ভরাট বাবদ প্রতি কিলোমিটার খরচের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল—

৪ কি, মি, হইতে ৫ কি, মি পর্য্যন্ত— ১৩ ৩০০,০০ টাকা।
৫ কি, মি, হইতে ৬ কি, মি, পর্য্যন্ত— ১৫, ৯৭৪.০০ টাকা।
৬ কি, মি, হইতে ৭ কি, মি, পর্য্যন্ত— ১৯, ২৭৮.০০ টাকা।

মি, স্পীকার :— যে সব তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" C "B")

POINT OF ORDER

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার— স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার আছে।

মিঃ স্পীকার—কি ব্যাপারে পয়েন্ট অব্ অর্ডার ?

Point of Order

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—আমি বলছি কনষ্টিটিউশনের পয়েন্ট।

Either in the Constitution of India or in "Conduct of Business of the Govt.", the Chief Minister of the State has been defined as Chief Minister or any other Ministers working in his behalf for the time being.

If in Indian Constitution or in any Rule made thereunder there is a provision of giving authority to other Ministers to work on his behalf during his absence by the Chief Minister.

If while Dy. Chief Minister was functioning as Chief Minister-in-charge allocation of Department of the C. M was re-allocated to Dy. C.M. under provision of Art 166 (3) of the constitution of India.

In absence of such re-allocation, Whether it has been valid and Constitutional, if the works done by and Cabinet meetings prosided over by the Dy. C. M. (C. M. in-charge) ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতা হিসাবে ফাঙ্কসন করছেন

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার আজ থেকে। আপনি এই যে পয়েন্ট অব্ অর্ডার তুলেছেন চীফ মিনিষ্টার অথরাইজড করেছিলেন ডেপুটি চীফ মিনিষ্টারকে এবং লিডার অব্ দি হাউস হিসাবেও ফাঙ্কসন করার জন্য অথরাইজড্ করেছেন। আমাদের বিধান সভার সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি সেই কথাই বলতে পারি, কোন বাধা নেই সেই অথরাইজেশান অনুযায়ী তিনি চীফ মিনিষ্টার হিসাবে ফাঙ্কসন করছেন।

Shri Rn Mazumdar :— Sir, Chief Minister, that is, Council of Minister is responsible to the House that is Legislature My point of order was constitutional, Whether constitution does permit to do so by the Chief Minister and to authorise other and in the business of allocation of the Departments Governor whether he can do, that was my question.

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা বলছি, এটা কনষ্টিটিউশন্যাল কোয়েশ্চান না, কোয়েশ্চান হচ্ছে গভর্ণমেন্টের নিজেদের

কনডাকটের। বিজনেস্ কনডাকট্ গভর্ণমেন্টের রুলস্ আছে, সেখানে চীফ মিনিষ্টার তার অনুপস্থিতিতে হি ক্যান অথরাইজ, যে তাঁর এবসেনসে কাজ পরিচালনার জন্য তাব যে পোর্টফলিও এটা আর একজনকে রি-এলোট করতে পারেন এবং চীফ মিনিষ্টার যখনই বাইরে চলে গেছেন যেমন একবার রাশিয়ায় চলে গেছেন, একবার অসুস্থ হয়ে চলে গেছেন দুইবারই হি হ্যাজ অথরাইজড্ অর রিকোয়েসটেড দি গভর্ণমেন্ট টু রি-এলোকেট দি পোর্টফলিও টু ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার এ্যাণ্ড দ্যাট ওয়াজ ডান। আমাদের গেজেট নোটি ফকেশ্যান হয়েছে। দুটি টার্মেই হয়েছে কাজেই ওইদিন দি কনষ্টিটিশ্যান এ্যাণ্ড ওইদিন দি পার্ভিউ অব্ দি গভর্ণমেন্ট কনডাকট্ রুলস্ অর এবাউট দি কেবিনেট এন্ডার মিটিং যদি চীফ মিনিষ্টার উপস্থিত থাকতে না পারে হি ক্যান অথরাইজ এনি মিনিষ্টার টু প্রিসাইড অভার দ্যাট কেবিনেট মিটিং ইন এবসেন্স অব্ আওয়ার চীফ মিনিষ্টার। এণ্ড ওই হেলড্ টু কেবিনেট মিটিং ইন দি টাইম অব্ হিস এবসেনস, হি হ্যাজ অথরাইজড্ মি টু প্রিসাইড অভার দি কেবিনেট মিটিং। ইট ইজ অন রেকর্ড। আই ক্যান লে অল দি রেকর্ডস।

মিঃ স্পীকার—আপনার পয়েন্ট অব্ অডারটা আমি মেনে নিতে পারছি না কারণ ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার উইল এ্যাকট্ অন দি ফংশ্যান অব্ চীফ মিনিষ্টার।

OBITURY REFERENCE

মিঃ স্পীকারঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলোঃ— "অবিচ্যুয়ারী রেফারেন্স"।

আজকের কার্যসূচীতে চারটি অবিচ্যুয়ারী রেফারেন্স এবং একটি শোক প্রস্তাব আছে।

ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী জগজীবন রামের স্মৃতি তর্পন

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম গত ৬ই জুলাই, ১৯৮৬ইং দিল্লীর ডাঃ রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

অনুন্নত ও সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্যই সারাটা জীবন তিনি নিজেকে সঁপে ছিলেন। জগজীবন রাম ছিলেন নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রিয় 'বাবুজী"। দেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর নব ভারতের রূপায়নে তাঁর ছিল নিরলস অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

OBITURY REFERENCE

ভারতের রাজনীতিতে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল জুড়ে তিনি সক্রিয় ছিলেন একজন সমাজসেবী, দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল দেশের সেবা করেছেন।

সাসারাম জেলায় চাঁদোয়ায় ১৯০৮ সালের ৫ই এপ্রিল তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তপশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় নানা বাধার মধ্য দিয়ে তাঁকে বড় হয়েছে।

১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক হন। ১৯৩০-এ লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস স্বাধীনতার ডাক দিলে তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ সত্যাগ্রহীর সঙ্গে কারাবরণ করেন তিনি।

১৯৩৭ সালে বিহার বিধানসভার সংসদীয় সচিব নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৪০-এর ডিসেম্বর-এ কারাবরণ করেন। এক বছর জেল খাটার পর ১৯৪২-এর আগষ্টে পাটনায় আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়েও তাঁকে আটক করা হয়। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন বাবুজীকে হরিজন শ্রেণীর মতামত ব্যাখ্যা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪৬ সালে অন্তবর্তী সরকার তৈরী হলে তিনি হন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত ক্যাবিনেটে নেহেরু ডেকে নেন তাঁকে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল অবধি জগজীবন কেন্দ্রীয় আইনসভা ও গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ থেকে ৯৫২ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অন্তবর্তী সংসদের সদস্য। বিহারের সাসারাম লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৫২ সাল থেকে তিনি একটানা জেতেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত টানা ৩৭ বছর তিনি এ আই. সি. সির সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের সদস্য। ১৯৪৭-এ আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ জুলাই পর্যন্ত এক নাগাড়ে বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে তিনি গণতান্ত্রিক কংগ্রেস (সি. এফ. ডি.) দল গঠন করেন।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ (দু) মিনিট দাড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যরা দাঁড়িয়ে দু মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড লেডুয়ানের স্মৃতি তর্পন

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর দুঃখের সঙ্গে ভিয়েতনামের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

১৯০৭ সালের ৭ই এপ্রিল কোয়াঙ ত্রিপ্রদেশে এক দরিদ্র দারুশিল্পী পরিবারে লেডুয়ানের জন্ম হয়। স্কুল জীবনেই তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩০ সালে ইন্দোচীন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। লেডুয়ান ছিলেন ইন্দোচীন কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ত্রিশের দশকেই হো চি মিনের নেতৃত্বে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই ফ্রন্ট ভিয়েৎমিন নামে পরিচিত। লেডুয়ান ছিলেন ভিয়েতনামের অন্যতম সংগঠক। ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চল মুক্ত হয়। এই বছরের ২রা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী ভিয়েতনাম। লেডুয়ান হোচিমিন মন্ত্রী সভার সদস্য হোন। এই সময় তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম বিভক্ত হয়। লেডুয়ান দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জেনারেল গিয়াপের রণকৌশলের অন্যতম সংগঠক। ১৯৬০ সালে গঠিত হয় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। এই ফ্রন্ট গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭৫ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভিয়েতনাম মুক্ত হলে ১৯৭৬ সালে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকে ওয়ার্কার্স পার্টির নাম পরিবর্তন করে ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টি রাখা হয়। চতুর্থ কংগ্রেস থেকে লেডুয়ান ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মৃত্যুর দিন অবধি তিন এই পদে আসীন ছিলেন। লেডুয়ান সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন' লাভ করেন।

লেডুয়ান বিশ্বে পরমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো এবং স্থায়ী শান্তির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন ভারতের একজন ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি ভারত ও ভিয়েতনাম মৈত্রী বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে ছিলেন।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং ভিয়েতনামের জনগণের এই শোকের মুহূর্তে তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২(দু) মিনিট দাড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যরা দু মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করেন)।

OBITURY REFERENCE

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিংয়ের স্মৃতি তর্পন।

মিঃ স্পীকার :—এবারে আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিংহ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৯ই জুলাই, ১৯৮৬ইং দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সে তিনি পরলোক গমন করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনীতিতে তাঁর জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে। "রাষ্ট্রবাণী" নামে একটি হিন্দি দৈনিকে সহ-সম্পাদক হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রথম বিহার বিধানসভায় আসেন। ১৯৭০ সালে রাজ্যে মন্ত্রী হন এবং ১৯৮০ সালে বাঁকা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় আসেন। ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং প্রয়াত সিংহের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২(দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যরা দাঁড়িয়ে দু মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

ভারতের সেনা বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল অরুণ শ্রীধর বৈদ্যের স্মৃতি তর্পন।

মিঃ স্পীকার :—আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল অরুন শ্রীধর বৈদ্য গত ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৬ইং পুনে ক্যান্টন মেন্টের সার্কিট হাউসের নিকট কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

তিনি ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৬ ইংরেজীতে বোম্বাইয়ে জন্মেছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মিলিটারী সায়েন্সের বিভিন্ন শাখায় পড়াশুনা সমাপ্ত করে ১৯৪৫ সালে ২০শে জানুয়ারী সাঁজোয়া বাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর

সেনা বাহিনীর বিভিন্ন পদে যোগ্যতার পরিচয় দেন। ভারত-পাক যুদ্ধে তাঁর অসাধারন বীরত্ব ভারতকে গৌরবান্বিত করেছে। ১৯৮০ সালে জুলাই মাসে তিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীর পূর্বাঞ্চল শাখার কোর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সালে জেনারেল বৈদ্য হন সেনা বাহিনীর ইস্টার্ণ কমাণ্ডের প্রধান। এই পদ থেকেই ১৯৮৩ সালে তিনি হয়েছিলেন সেনা বাহিনী প্রধান। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতকে সমুন্নত করার সংগে সংগে মানুষের সেবায় জোয়ানদের কাজে লাগানো ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের সর্বোচ্চ শান্তি পুরস্কার "প্রেম-বিশিষ্ট সেবা মেডেল", তিনি লাভ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২(দু) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত সেনাধ্যক্ষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যরা দাড়িয়ে দু মিনিট নীরবতা পালন করেন)।

(শোক প্রস্তাব)

মিঃ স্পীকার :— এখানে আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে গত ২৯শে আগষ্ট কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে টি, এন, ভি,-এর একদল সশস্ত্র খুনে বাহিনী অতর্কিতে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর উপরে বিনা প্ররোচনায় বর্বর আক্রমন করে। যার ফলে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ সহ ১৪ জন জাতি উপজাতির নিরপরাধ নাগরিককে প্রান দিতে হয় এবং পাঁচজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়।

ত্রিপুরা বিধানসভা বিচ্ছিন্নতাবাদী টি, এন, ভি সন্ত্রাসবাদীদের এই ফ্যাসিষ্ট সুলভ গণহত্যার তীব্র নিন্দা করছে। এই সভা ত্রিপুরার দলমত নির্বিশেষে সব গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের নিকট আবেদন রাখছেন তারা যেন রাজ্য-ব্যাপী এই গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

নিহতদের প্রতি বিধানসভা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। সমবেদনা জানাচ্ছে তাদের প্রতি যারা আহত হয়েছেন এবং এখনো চিকিৎসীত হচ্ছেন।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২(দু') মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে উগ্রপন্থী আক্রমনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যরা দাড়িয়ে দু-মিনিট নীরবতা পালন করেন।)

OBITURY REFERENCE

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই সম্পর্কে আমরা একটা অ্যাডজর্নমেন্ট মোশান এনেছিলাম, এখানে বলা হয়েছে এইটা ডিসএলাউ করা হয়েছে মাননীয় স্পীকার বলেছেন এইটা ডিসএলাউ করা হয়েছে, অথচ এত বড় একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল, এতে আমরা মনে করি মান্দাইয়ের ঘটনার পর এইটা আর একটা বড় ঘটনা। এতে ১৪ জন মারা গেছে ৫ জন আহত হয়েছে। এইটা পূর্বপরিকল্পিত একটা ঘটনা এবং সরকারের এইটা আগে থেকে জানা ছিল বলেই সরকার এইটা সম্পর্কে কোন তথ্য এখানে পরিবেশন করছেন না ?

শ্রীদশরথ দেব
(মুখ্যমন্ত্রী) এইটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানাব।

মিঃ স্পীকার : —আমাদের ভারপ্রাপ্ত চীফ মিনিষ্টার যিনি আছেন, তিনি আজকেই এবং এখনই এইটা সম্পর্কে স্টেটমেন্ট দেবেন।

শ্রী দশরথ দেব (উপমুখ্য মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯-৮-৮৬ তারিখে রাত্রি অনুমান সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কমলপুর থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর এ ১৫/২০ জনের একটি দুষ্কৃতিকারীর দল রাইফেল, দাও ও অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হয়ে বাড়ী ও দোকান আক্রমন করে কয়েকজনকে নিহত ও আহত করে।

সর্বশ্রী নৃপেন্দ্র পাল, নলিনী দেব, সোনামনি ঘোষ, প্রেমানন্দ ঘোষের বাড়ী এবং শ্রী নরেন্দ্র ঘোষের মুদীর দোকান আক্রমন করে। দুষ্কৃতকারীগণ রাইফেল হাতে বেপরোয়া ভাবে গুলি বর্ষন করে এবং বেয়নেট এবং দাও দ্বারা আক্রমন করে। রাইফেলের গুলিতে এবং অন্যান্য অস্ত্রের আঘাতে ১৪ জন মারা যায় এবং ৫ জন আহত হয়। আহতদের আগরতলার জি বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। তারা বর্তমানে আরোগ্যলাভ করছে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলসের ক্যাম্প থেকে তিপুটি কমাণ্ডেন্ট দুই কোম্পানী রাইফেলম্যানকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। ডি, আই, জি (ট্রেনিং)

এস, পি, নর্থ এবং ত্রিপুরা ষ্টেট রাইফেলসের কমাণ্ডেন্ট— যারা তখন কমলপুর অবস্থান করছিলেন, ঘটনা স্থলের দিকে অগ্রসর হন। শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই পর্য্যন্ত সন্দেহক্রমে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবজনকে সনাক্ত করা হয়েছে, কেস স্বরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে তল্লাসী করে ১০টি গুলি করা বন্দুকের কার্তুজ, একটি ভাঙ্গা কার্তুজ এবং একটি মিসফায়ার্ড কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। এই সব কার্তুজ ৩০৩ বোর রাইফেলের।

আগরতলা এবং কৈলাশহর থেকে প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে যান। রিলিফ এবং শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা তারা করেন।

নিকটবর্তী সমস্ত থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। শ্রীরামপুর গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। দুষ্কৃতকারীদের ধরবার এবং এই এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দেওয়া হয়েছে।

নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের নাম নিচে দেওয়া হল।

নিহত :—

১। শ্রীসুখময় ঘোষ, বয়স— ৭০ বছর।
২। শ্রীজ্যোৎস্না ঘোষ, বয়স— ৩০ বছর।
৩। শ্রীঅঞ্জন ঘোষ, বয়স— ৪ বছর।
৪। শ্রীমতি সাধনা ঘোষ, বয়স— ৩৫ বছর।
৫। শ্রীমতি বকুল ঘোষ, বয়স— ৩৫ বছর।
৬। শ্রীবনী গোপাল দেব, বয়স— ১৭ বছর।
৭। শ্রীমতি শুক্লা দেব, বয়স— ১৭ বছর।
৮। শ্রীমতি রেখা দেব, বয়স— ৩৫ বছর।
৯। শ্রীঅন্নু দেব, বয়স— ৩ বছর।
১০। শ্রীবিশ্বজিৎ পাল, বয়স— ৪ বছর।

OBITURY REFERENCE

১১। শ্রীনৃপেন্দ্র পাল, বয়স— ৭৫ বছর।
১২। শ্রীশুধাংশু ঘোষ, বয়স— ২০ বছর।
১৩। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ, বয়স— ১৮ বছর।
১৪। শ্রীপ্রদীপ দেববর্মা, বয়স— ২০ বছর।

—: আহত :—

১। শ্রীমতি আশালতা দেব, বয়স— ৬০ বছর। ২। শ্রীপিনাকপাণী দেববর্মা বয়স - ১৬ বছর। ৩ শ্রীমতি সুরঙ্গ বালা দেব, বয়স — ৭০ বছর। ৪। শ্রীপানু দেব, বয়স — ৯ বছর ৫। শ্রীরাজী ঘোষ, ৪ বছর। গভর্ণমেন্ট এই ঘটনার জন্য উদ্বিগ্ন, কারণ এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা, তাই যেসব দুস্কৃতকারী এই ঘটনা করেছে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। মি: স্পীকার স্যার, আমি এটা বলছি যে, হাউজ যদি মনে করেন আর মাননীয় স্পীকার যদি অনুমতি দেন তাহলে এই হাউজ চলাকালীন যে কোন দিন টাইম ফিক্স করলে আলোচনা করতে রাজী আছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা যদি মনে করেন যেহেতু মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার বলেছেন একদিন আলোচনার জন্য সেহেতু দিন ধার্য্য করা যেতে পারে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা রাজী।

মি: স্পীকার : — আচ্ছা তাহলে সময়টা ঠিক করে জানিয়ে দেব কবে আলোচনা করা যায়।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল :—

বিজনেস এডভাইজরি কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা। বর্তমান অধিবেশনের ৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮৬ ইং থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারি কমিটি যে সময় নির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মি: স্পীকার স্যার বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১৯৮৬ ইং থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারি কমিটি যে সময় নির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— এখন আমি রিপোর্টটি হাউজের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Questions & Answers

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মিঃ স্পীকর স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে-বিজনেস এডভাইজারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

শ্রীরসিক লাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বিধানসভা ৫ই সেপ্টেম্বর হেকে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত চলবে কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব উগ্রপন্থী ও অন্যান্য সমস্যা রয়েছে সে সব আলোচনা করা দরকার তাই যদি সময় দেওয়া না হয় তাহলে কি করে আলোচনা হবে? সেজন্য আমি বিজনেস এডভাইজারি কমিটির কাছে অনুরোধ রাখছি তারা যেন এই জিনিষটা বিবেচনা করে হাউজের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেন।

মিঃ স্পীকার :- বিজনেস এডভাইজারি কমিটিতে শাসক ও বিরোধী দল নিয়ে গঠিত এবং তারা বিবেচনা করে ৫ই সেপ্টেম্বর হেকে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত করেছেন। আর যদি আপনারা আলোচনা করতে চান তাহলে ত সেটা পরের ব্যাপার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা যথোপযুক্ত, কারণ আমাদের জন্য যেভাবে সময় নির্ঘণ্ট করা হয়েছে তাতে আমরা কোন কিছুই বা আলোচনা করতে পারিনা। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে উগ্রপন্থী ও যুবকদের সমস্যা নিয়ে জর্জরিত সেগুলি আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা অতীতে দেখছি আমরা আলোচনা করতে পারিনা, কারণ আমাদের জন্য সে সময় থাকেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজহর সাহা :— আমরা যদি আলোচনা না করতে পারি তাহলে বিধান সভায় এসে কি হবে ?

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, বিজনেস এডভাইজারি কমিটি শাসক ও বিরোধী দল থেকে সদস্য নিয়ে গঠিত, কাজেই এ ব্যাপারে কোন কথা আমি শুনতে চাইনা

CALLING ATTENTION

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি: স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমাদের বিরোধীদের ১২ তারিখ পর্যন্ত ২৭টা কোয়েশ্চান ছিল কিন্তু পরিকল্পিতভাবে সেগুলিকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি "পরিকল্পিত" কথাটা বলতে পারেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি: স্পীকার স্যার, আমি নিজে গত সেসনের ঠিক পরে এই প্রশ্নগুলি দিয়েছিলাম ।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল-বিজনেস এডভাইজারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

(ভোটে মোশনটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা বসুন

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, কিন্তু রেফারেন্সের কোন কিছু আমার সামনে নেই। তবে আমি কয়েকটি দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথমটি পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদয় থেকে। নোটিশের বিষয়বস্তু হল "মোটর শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশালগড়ে ২১-৮-৮৬ ইং আই. এন. টি, ইউ, সি, পরিচালিত ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির বিশালগড় শাখা কর্তৃক আহুত পরিবহন ধর্মঘট সম্পর্কে।

মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদয় উপস্থিত আছেন আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন সেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৮ই তারিখ বিবৃতি দেবেন

আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ৩১-৮-৮৬ ইং রাত্রে আনুমানিক ৮টার সময় কং (ই) সমাজ বিরোধীদের দ্বারা উদয়পুর মহকুমার শালগড়া বাজারে অবস্থিত সি. পি. আই. (এম.) পার্টি অফিস ভাংচুর ও ১০ জন ক্ষেত মজুরকে আহত করা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় উপস্থিত আছেন আমি উনার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহা মহোদয় থেকে আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ৬ই আগষ্ট, ১৯৮৬ ইং কৈলাসহর বিভাগে মনু থানা এলাকাধীন গয়নামা গ্রামে ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের সদস্য শ্রীহরিমোহন দাসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কতিপয় সমাজদ্রোহী উগ্রপন্থী নামধারী শ্রীদাসের

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

বাড়ীতে খোঁজ করে না পেয়ে তার দুই স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করা এবং মা ও অন্যান্যদের গুলিবিদ্ধ করা সম্পর্কে।”

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিনহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশটি যেহেতু তিনি সভায় উপস্থিত আছেন উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি [illegible] অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃত দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

[illegible] :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতি দেব

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল-পেপার্স টুবি লেইড।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য আমার কাছে ত আসে নাই, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, কেন আপনার কাছে আসল না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কখন দিয়েছেন, ? বেলা ১০টার পরে দিলে আসবেনা।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— পেপার্স টু বি লেইড অন দি টেবিল অব দি হাউজ। "Laying of the Sixth Annual Report and Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1980 of the Tripura Jute Mills Limited, as required under Sub-Section (3) of the Section 619A of the Companies Act, 1956,

আমি এখন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীঅখিল সরকার— Mr. Speaker sir. I beg to lay before the House a copy of the Sixth Annual Report and Statement of Accounts for the year ending 31st March, 1930 of the Tripura Jute Mills Limited as required under Sub-Section (3) of the Section 619A of the Companies Act, 1956.

মিঃ স্পীকার— এবার লেইং অন্ রুলস্।

Mr. Speaker ; Now I request the Minister-in-charge of the Revenue Department to lay on the Table of the House.

The Tripura weights and Measures (Enforcement) (Fourth Amendment) Rules, 1986, as required under Sub-Section (5) of the section 50 of the Tripura weights and Measures (Enforcement) Act, 1967"
Sri Khogen Das ; Mr, Speaker Sir, I beg to move for laying on the Table of the House—

"The Tripura Weights and Measures Enforcement Amendment) Rules, 1986, as required under Sub-Section (5) of section 50 of the Tripura Weights and Measures (Enforcement) Act, 1967."

——

Mr. Speaker ; Now I request the Honourable Members of the House to collect the copies of the papers laid on the Table of the House by the Ministers concerned, from the 'Notice Office' of this Assembly Secretariat.

GOVERNMENT BILLS

REPORT TO THE HOUSE BY THE SECRETARY OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY REGARDING MESSAGE OF THE RAJYA SABHA SECRETARIAT IN RESPECT OF RATIFICATION OF AMENDMENT OF CONSTITUTION.

Mr. Speaker : Now the question before the House is to report to the House by the Secretary of the Legislative Assembly regarding message of the Rajya Sabha Secretariat in respect of Ratification of Amendment of Constitution.

Now I request the Secretary, Legislative Assembly to report to the House regarding the message of the Rajya Sabha Secretariat in respect of the Constitution (Fiftyfourth Amendment) Bill, 1986.

মিঃ সেক্রেটারী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভাকে অবহিত করার জন্য, আমি রাজ্যসভা কর্তৃক প্রেরিত ভারতের সংবিধানের ৫৪তম সংশোধনী বিল, ১৯৮৬ ইং-এর প্রতিলিপি সভার টেবিলে পেশ করছি ।

মিঃ স্পীকার : সদস্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভাতে পেশ করা নোটিফিকেশন-এর প্রতিলিপি পূর্বেই আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে ।

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker : Now the question before the House is Introduction of the Indian-Forest (Tripura Second Amendment) Bill, 1986, (Tripura Bill No. 6 of 1986).

I now request the Minister-in-charge of the Forest Department to move for leave to introduce, "The Indian Forest (Tripura Second Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 6 of 1986."

Sri Araber Rahaman : Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce, "The Indian Forest (Tripura Second Amendment) Bill, 1986 (Tripura Bill No. 6 of 1986.)"

Mr. Speaker ; Now I am puting the Motion to Vote

The Motion is—

"THE INDIAN FOREST (TRIPURA SECOND AMENDMENT BILL, 1986 (TRIPURA BILL NO. 6 OF 1986)" "এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক"

(The Leave of the House was give by voice vote)

(The motion was put to voice voled passed by the House)

Mr. Speaker ; Now the question before the House is Introduction of THE TRIPURA NURSING COUNCIL BILL, 1986, (TRIPURA BILL NO. 7 OF 1986).

I now request the Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department to move for leave to introduce The Tripura Nursing Council Bill, 1986 (Tripura Bill No. 7 of 1986)'

Sri Samar Chowdhury ;— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Indian Nursing Council Bill, 1986 (Tripura Bill No. 7 of 1986)."

Mr. Speaker ; Now I am puting the Motion for leave to introduce "The Indian Nursing Council Bill, 1986 (Tripura Bill No. 7 of 1986) to vote.

(The Motion was adopted by the House)

Private Member's Resolutions

Mr. Speaker : Now the question before the House is Introduction of the Tripura Apartment Ownership Bill, 1986 Tripura Bill No 8 of 1986)

I now request the Minister-in-charge of the Public Works Department to move for leave to introduce 'The Tripura Apartment Ownership Bill, 1986 (Tripura Bill No, 8 of 1986),'

Sri Baidyanath Majumder ; Mr, speaker Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Apartment Ownership Bill 1986 (Tripura Bill No, 8 of 1986.)

Mr, Speaker : No I am puting the Motion moved by the Minister-in-charge of the Public Works Department to Vote,

The Motion is for leave to introduce "The Tripura Apartment Ownership Bill, 1986 (Tripura Bill No, 8 of 1986).

(The Motion was adopted by the House in Voice Vote,)

মি স্পীকার : মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, এখানে উত্থাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি তাঁহারা যেন নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS,

Mr. Speaker ; Now the question before the House is Private Members Resolution

There are three Private Member's Resolutions brought by the Honourable Members Sri Makhanlal Chakraboriy, Shri Manik Sarkar, and Shri Samir Kr, Nath,

Now I request Honourable Member Shri Makhanlal Chakraborty to move his Resolution,

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজলুসানটি উত্থাপন করছি। রিজলুসানটি হচ্ছে—

ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে, ভারতের সংবিধানে অঙ্গ রাজ্যগুলিকে যে—সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জাতীয় স্বার্থের নামে তা সংকোচিত করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্রমশঃ দুর্বল করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, জাতীয় স্বার্থের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখা এবং তা রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে রাজ্য সরকার সমূহ সম্পূর্ণ সংকল্পবদ্ধ। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ ভারতের ঐক্য সংহতির উপর আঘাত হানছে। এই সম্পর্কে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগীতায় এই অশুভ শক্তি সমূহের মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বদ্ধ।

কিন্তু দুঃখজনক যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্ষমতার উপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং উপদ্রুত অঞ্চল আইন, সন্ত্রাসবাদী এলাকা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, বিশেষ আদালত আইন প্রভৃতি চালু করার মধ্যেই তা প্রমানিত হয়েছে। অথচ এই সকল আইন পাশ করে কেন্দ্র বিশেষ ক্ষমতা হাতে নিয়েও বিভেদকামীদের পরাস্ত করায় সক্ষম হননি

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন তারা সংবিধানের ২৪৯ ধারা সংশোধন করা থেকে বিরত থাকুন এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পাহারা দেবার ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করুন এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে দমন করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির রক্ষা করতে রাজ্য সরকার সমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিন।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এমন এক সময়ে এই প্রস্তাব এনেছি যখন সারা ভারতবর্ষে চলেছে এক চরম সংকট। এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। তার সংবিধান রচনা করা হয়েছে স্বাধীনতার পরে। এবং এই সংবিধানে ভারতবর্ষকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কিভাবে

চলবে তার নির্দেশ পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এই সবিধানে এবং এই সংবিধানেই পরিস্কার ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যগুলি কি কি ক্ষমতা ভোগ করবে এবং কেন্দ্র কি কি ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে। এবং রাজ্য ও কেন্দ্র কিভাবে যুক্তভাবে কাজ করবে তাও উল্লেখ পরিস্কার ভাবে রয়েছে এই সংবিধানে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই সংবিধানের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাজ করছেন তাতে মনে হয় যে এই ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়, সেটা এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। কাজেই আজকে আমরা দেখছি যে, আজকে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট চলছে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানে বর্ণিত নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে লংঘন করে চলেছেন এবং আজকে ভারতবর্ষকে এক চরম সংকটের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই দেখা যায় দেশে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি হচ্ছে, মানুষ দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রতর হচ্ছে, অসহায়তা বাড়ছে, আর অন্য দিকে দেশের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত হচ্ছে। এই অত্যাচার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজকে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ গরীব মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, আর কেন্দ্রীয় সরকার সেই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে একের পর এক আইন তৈরী করে চলছেন। আজকে আমরা দেখছি যে সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ দমনের নামে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছেন ফলে এই কেন্দ্রীয় সরকারের সেই অনুসৃত নীতির ফলেই আজকে সারা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে চলছে। এই জাতীয় সংহতি রক্ষা করবার জন্যে আমাদের রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার সে সকল প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করেছেন। আজকে আমরা দেখেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্রাজ্যবাদীর শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের অধিকারকে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা আন্দোলন করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ স্থাপন করতে পেরেছেন। আমরা ত্রিপুরা লোকেরা প্রথম এর শিকার হই এবং ত্রিপুরার ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বিভিন্ন ধর্মের নামে, কেউ খৃষ্টান,

কেউ আনন্দ মার্গী, এইভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আমাদের এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাইনি বরং আমরা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে ৭ম তপশীল দেওয়ার জন্য যখন প্রস্তাব করেছিলাম তখন আমরা দেখলাম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতি নানা রকম প্রশ্ন তোলে এই এলাকায় একটা অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা কিছুই সাহায্য পাইনি। একটা দাঙ্গা হয়ে গেল, কিন্তু বি, এস, এফ, সি, আর পি, এইগুলি কিছুই চেয়েও পাওয়া যায়নি। আমরা দেখলাম আসামে বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন সুরু হলো। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম যে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে মোকাবিলা করতে হলে রাজ্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে তারা তলে তলে সাহায্য করেছেন। আজকে পাঞ্জাবের অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবের ভিন্দ্রাওয়ালা যখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে মিলেছেন তখন আমাদের সংযুক্ত সরকার বার বার বলেছিলেন যে, তোমরা এটা দেখ। ত্রিপুরার মত যদি চলে তা হলে ভারতবর্ষ টুকরো হয়ে যাবে ভিন্দ্রাওয়ালাকে রাজীবগান্ধী বলেছিলেন যে, উনি একজন সাধু লোক কিন্তু আজকে দেখছি যে পাঞ্জাবে একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া যে সমস্ত রাজ্য সরকারের সংগে মিলিত হয়ে ঠিক হয়েছিল যে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর সংগে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তিকে না মেনে একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন সুতরাং আমরা দেখলাম রাজ্য সরকারের সমস্ত সাহায্য চেয়েছেন সেগুলি নাচক করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন ২৪৯ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল সেগুলি পর্যন্ত আজকে কেড়ে নেওয়ার জন্য একটা বিল আনতে চেয়েছিলেন। যদিও সেই বিলের উপর বিরোধীদের বিরোধীতার জন্য সেটা আনতে সাহস পায়নি। যে ক্ষমতা ছিল সেটাকে পর্যন্ত তারা বরদাস্ত করতে পারছেন না। তারা ২৪৯ ধারা প্রয়োগ করে সেটাকে সংকোচিত করার চেষ্টা করছে।

আমরা যদি প্রশ্ন করি যে এ সব ক্ষমতা নিচ্ছেন, আজকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি কি একা কেন্দ্রীয় সরকার? ভারতবর্ষে যতগুলি রাজ্য আছে তারা সবাই সংবিধানের শপথ নিয়ে লড়াই করছেন। সুতরাং কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই অশুভ কাজ করতে এগিয়ে যাচ্ছেন? আজকে এইভাবে যদি কেন্দ্রীয় সরকার ২৪৯ ধারা প্রয়োগ করার

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

চেষ্টা করেন তাহলে প্রতিটি রাজ্য এবং প্রতিটি নাগরিক এটার বিরোধিতা করবেন। কাজেই আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে, এই পরিস্থিতি তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকার যে ২৪৯ ধারা সংশোধনের জন্য যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা করছেন তা থেকে তারা বিরত থাকবেন আশা করি এবং সীমান্তবর্তী এলাকাকে পাহারার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবেন এবং সেইভাবে সমস্ত দেশ এগিয়ে যাবে সুতরাং আমি মনে করি এই হাউস আমার প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— এই সভা আজকে বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকবে।

মি. ডেপুটি স্পীকার :— প্রথম রিজলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু হয়েছে। আমি, মাননীয় সদস্য, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মি: ডেপুটি স্পীকার, এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য, তাঁর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যে কি চাইছেন, তা পরিস্কার নয়। তিনি যেমন এক দিকে চাইছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ধ্বংশ হউক, বিপদগামী শক্তিগুলিকে দমন করা হউক, দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষা করা হউক, আবার সেই সঙ্গে চাইছেন সীমান্তকে সুদৃঢ় করা হউক। আবার কনিস্টিটিউশনের ফেডারেল স্ট্রাকচারের কথা বলা হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান ফেডারেল স্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এই ফেডারেল স্ট্রাকচার, তার ইতিহাস, তার কালচার ইত্যাদির সমস্ত দিকের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীর মধ্যে দুই রকমের সংবিধান আছে, যা চালু প্রচলিত, তার একটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট টাইপ, আর একটা হচ্ছে কানাডিয়ান টাইপ যেগুলির ইউনিটারী কিছু ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে কেন্দ্রকে শক্তিশালী রাখা যায় এবং দেশের ঐক্য সংহতি সুদৃঢ় করা যায়। আমি এখানে উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ক্ষমতা, অর্থাৎ তার যে আর্থিক সঙ্গতি—এই ক্ষমতার অধিকারের অর্থ হচ্ছে কি? তার অর্থ হচ্ছে এই রাজ্যের যে ফিনান্সিয়েল পাওয়ার, এই রাজ্যে আমরা যে ট্যাক্স আদায় করি, তার সবটাই আমাদের খরচ করতে দিতে হবে, এই যে অধিকারের দাবী যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ভারতবর্ষে যে-সমস্ত বড় বড় রাজ্যগুলি আছে, যেমন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট

অথবা তামিল নাড়ু আছে, তারাই সব চাইতে বেশী পরিমাণ টাকা পাবে। আর আমরা যে-সমস্ত গরীব রাজ্যগুলি আছি, যেমন ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, মিজোরাম অথবা সিকিম, আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে কিভাবে গ্রেন্টাস-ইন-এইড পাব? বড় বড় রাজ্যগুলি যদি তাদের অর্জিত আয়ের সবটা নিজেরা নিয়ে নেয়, তাহলে যে আমাদের কিছু পাওয়ার থাকবে না, এটা আমাদের বুঝা দরকার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য কিভাবে চলবে? শতকরা ৯৮ টাকাই কেন্দ্র আমাদের দিচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরার যে আয়, তাতো ৮ থেকে ১০ কোটি টাকার বেশী নয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী নিজেই ভাল করে বলতে পারবেন। এত সামান্য টাকা দিয়ে কি আমরা ত্রিপুরা রাজ্য চালাতে পারব? এটা কখনও সম্ভব নয়। তাই আজকে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা আছে বলেই তো, ভারতের মধ্যে যতগুলি অঙ্গ রাজ্য আছে, তাদের আর্থিক সংহতি বজায় আছে। যেগুলি বড় রাজ্য বেশী বেশী টাকা আয় করছে, তাদের থেকে এনেই তো আমাদের মত গরীব রাজ্যগুলিকে দিচ্ছে। সুতরাং এটা বলা বাহুল্য যে কেন্দ্রের হাতে আধিক ক্ষমতা থাকার মানে হল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। তিনি কি এটাকে অস্বীকার করে দিতে চান? দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি যেটা রেখেছেন, সেটা হল সংবিধানের ২৪৯ ধারার সংশোধনের বিরোধীতা। দেশের স্বার্থে আমাদের সংবিধানের কোন ধারা সংশোধন করা যাবে না, এই রকম কোন প্রভিশন আমাদের সংবিধানে নাই আমাদের সংবিধানেই বলা আছে যে দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে সেটা করা যাবে। লোকসভা অথবা রাজ্য সভায় আমাদের যে সব রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছেন, তারা যদি দেশের স্বার্থ ও সংহতির প্রয়োজনে মনে করেন যে কোন রাজ্যের ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, তাহলে কেন্দ্র সেটা করতে পারেন। আজকে যদি পাঞ্জাবের কথাই ধরা হয়, কারণ এটাকে আমাদেরা ছোট করে দেখলে চলবে না, কারণ সেখানে যে গোলমাল চলছে, তার পিছনে একটা বিরাট শক্তি রয়েছে, যেটাকে আপনারাও বলেন আমরাও বলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বিশেষ করে সেই রাজ্যে এই পর্য্যন্ত যতগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে পাকিস্থান সরকারের কার্য্যকলাপ জড়িত রয়েছে এটা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সুরজিত সিং বারনালাও একাধিকবার স্বীকার করেছেন। এমত অবস্থায় এই সব অশুভ শক্তির মোকাবিলা করার জন্য যদি কেন্দ্র এগিয়ে না আসেন, অথবা কেন্দ্রকে যদি সেই ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের দেশের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, তা আমাদের প্রত্যেকেরই ভেবে দেখতে হবে। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের এই

PRIVATE MEMBER S' RESOLUTIONS

সদনের ক্ষমতা এধরনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন এবং সমর্থন করেছেন। এছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোন রাস্তা নাই। কাজেই এটাকে বিরোধীতা করে তিনি কি কেন্দ্রকে দুর্বল করতে এবং দেশের সংহতিকে নষ্ট করতে চাইছেন না? এটা তাদের দলের কথা, তাদের ইতিহাসের কথা, কারণ এটা দেখা গিয়েছে যে তারা গোলাজলে মাছ শিকার করতে চান তাই আমি এই ধরনের কোন প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারি না, তাদের প্রস্তাবই বলুন আর কার্যক্রমই বলুন, সব কিছুতেই এই ধরনের বিরোধীতা রয়েছে, সে জন্য আমি এটার বিরোধীতা করছি। বিদেশ থেকে কোন রকম বিপদ আসলে সেটা কি কোন মতে রাজ্য সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর মোকাবিলা করতে বদ্ধ পরিকর। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাকে শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা হল রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে বাধা দিচ্ছেন যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও মানুষের কোন নিরাপত্তা নাই, যেখানে সেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে; এই যে রাজ্যের অবস্থা, তাতে আমরা এই বিধান সভায় এসে এই ধরনের কোন প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না, কারণ সাধারণ মানুষ আমাদের সেই অধিকার দেয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি, এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এটা খুবই আশ্চর্যের যে তারা এক দিকে দেশের নিরাপত্তার কথা বলছেন, আর সেই নিরাপত্তার প্রয়োজনে যদি কিছু আইন তৈরী করার প্রয়োজন হয়, তার বিরোধীতা করছেন। কি মনে করে সরকার এই আইনটা করতে চাইছেন এবং এই আইন করার জন্য আমাদের সংবিধানে কি বলা হয়েছে, তা এখানে তুলে ধরছি। সেটা হচ্ছে .

Article 249 :—

"(i) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, if the Council of States had declared by resolution supported by not less than two third of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State list specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of Territory of India with respect to that matter while the resolution remain in force."

এটা হচ্ছে স্টেটের ব্যাপার, যদি রাজ্য বিধানসভা মনে করেন, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে এবং পার্লামেন্ট এই প্রয়োজনে আইন তৈরী করতে পারেন। বর্তমানে পাঞ্জাবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, পাকিস্তানের দিক থেকে বিশেষ করে পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে উগ্রপন্থীরা নানা রকমের ষড়যন্ত্র করছে, এগুলি বন্ধ করবার জন্য রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কেন্দ্রকে ক্ষমতা দিয়ে দিতে পারেন, যাতে কেন্দ্র এই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারেন কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন যে নতুন করে আইন তৈরী করার কোন দরকার নাই, যে-সব আইন বর্তমানে চালু আছে, সেগুলির মধ্য দিয়ে এর মোকাবিলা করা সম্ভব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপাঠী :—তার জন্যই এটা করা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার বিধান সভায় আইন না করে পার্লামেন্টই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় সংহতিকে রক্ষার জন্য এটা করছে এটা একটা প্রচেষ্টা মাত্র। এটা ঠিক নয় যে এর দ্বারা রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য এবং সংবিধানের যে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে তাকে নষ্ট করার জন্য এই আইন করা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে প্রচলিত আইন দ্বারা সব সময় বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা যায় না। '৫৪ সালে নাগাল্যাণ্ডে আমরা দেখেছি '৬৬ সালেও আমরা মিজোরামে দেখেছি যে প্রচলিত আইন দ্বারা সেখানকার সমস্যা মোকাবিলা করা যায়নি। সাময়িক কালের জন্য হলেও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কাজেই মাননীয় সদস্য মাখন বাবু যে বলেছেন, উপদ্রুত অঞ্চল আইন, সন্ত্রাসবাদী এলাকা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন,

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

বিশেষ আদালত আইন-করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এটা ঠিক নয়। কারণ আমরা বিগত '৮০ সালের দাঙ্গার সময় দেখেছি যে প্রচলিত আইন দ্বারা সরকার সেটাকে দমন করতে পারে নি, কাজেই তখন রাজ্য সরকার বিশেষ আদালত আইন ইত্যাদি আইন চালু করেছিলেন। কারণ সেই সময় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন সরকারকে এই রকম আইন চালু করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। তখন প্রচলিত আইনগুলি সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না সরকার সেগুলির দ্বারা সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন নি। কাজেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-কে কোন কোন সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। কাজেই আজকে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। যেমন করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে। সেখানে প্রচলিত আইন থাকা সত্ত্বেও সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছেন না। কাজেই মাননীয় সদস্য মাখন বাবু যে ভাবে এই প্রস্তাবটি এনেছেন এটা শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটাকে এই হাউসে এনেছেন সে জন্য এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মাখন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ উনি যে প্রস্তাব এনেছেন তাতে এটা পরিষ্কার হয়েছে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রস্তাব এনেছেন এর সংগে জাতীয় স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই বা উনি জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন নিয়ে যে উক্তি এই হাউসে একটু আগে প্রকাশ করেছেন তার বক্তব্যের সাথে এটার বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। কারণ সংবিধানের ২৪৯ ধারার সংশোধনের ব্যাপারে উনি যে কথা রেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোদ্ধে, দেশের ঐক্য ও সংহতির রক্ষার স্বার্থে সেগুলি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য তিনি রেখেছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন তার বিরোদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে ভাবে চোখের জল ফেলতে গিয়ে নিজের জামা কাপড় ভিজিয়েছেন সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে এই কথাই বলতে হয় যে, আমাদের ত্রিপুরাতে যেভাবে দিনের পর দিন নিরীহ

জনসাধারণকে অত্যাচার করে চলছে ঐ সব বৈরীরা তাদের বিরোদ্ধে যদি কোন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোন প্রস্তাব আনতেন তাহলে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পারতাম যারা জাতীয় সংহতি নষ্ট হচ্ছে বলে চীৎকার করছেন তারা যদি আজকে সীমান্ত সিল্ড করে দিতেন তাহলে আজকে কমলপুরের শ্রীরামপুরে যে ভাবে বৈরীরা ১৪জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে পালিয়ে গিয়েছে সেটা তারা পারত না। যদি কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে পাঞ্জাবের সীমান্ত সিল্ড করে দিয়েছে সেই ভাবে যদি রাজ্য সরকার ত্রিপুরার সীমান্ত সিল্ড করে দিতেন তাহলে এই ভাবে বৈরীরা একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড করার পর সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যেতে পারত না। এবং সেটা হত জাতীয় স্বার্থের সহায়ক। আর বাস্তবে আমরা দেখেছি যে রাজ্য সরকার সেই সব বৈরীদের বিভিন্ন ভাবে তাদের সেই সব কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তুলামুড়ায় আমরা দেখেছি যে তুলামুড়া ব্যাঙ্ক যারা ডাকাতী করে ব্যাঙ্ক লুঠ করল—টাকা পয়সা নিল সোনার অলঙ্কার নিল তাদেরই আবার কিছু দিন পর দেখা গেল উগ্রপন্থী সেজে আমাদের মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং আমাদের মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী তাদের রক্ষা করলেন। ··· ·· যাহারা জাতীয় সংহতি নষ্ট করতে চায়, যারা ত্রিপুরার মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করেছে, যারা খুনী উগ্রপন্থীদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যদি দেখে যে কোন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন, দেশের সংহতি বিপন্ন সেখানে নূতন আইন করে ভারতের জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং যাদের প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা এসেছিল সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে সমর্থন করতে হবে। এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আনা হচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার রাজনীতির ঘোলাজলে ঘোরপাক খাচ্ছে। সেই জন্যই এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটাকে সমর্থন করা যায় না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। মাননীয় সদস্য

একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই বিধান সভায় এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন। গোটা ভারতবর্ষের আজ যে পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এর জন্য মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বাথ তাই দায়ী। কারণ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল এবং যারা ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তারাই স্বাধীনতার পর দেশের শাসন ভার নিজেদের হাতে নেয়। এর পর তারা দেশ চালাতে গিয়ে যে-সমস্ত আর্থিক পরিকল্পনা নিয়েছিল, যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করেছিল তারই ফল আজ পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপকর্মের জন্য আজকে রাজ্যগুলি বঞ্চিত হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চল বঞ্চিত হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা, শিল্প পরিকল্পনা। বিরোধী দলনেতা ওদের মুখে আজ সাম্রাজ্যবাদীদের কথা শোনা যায় কিন্তু ওরা কেন মুখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা বলে না। এই নাম তারা মুখে আনছে না। কংগ্রেস (আই) এর নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিজের রক্ষীর হাতে প্রাণ দিলেন এবং তারপর তার পুত্র এলেন। এখন ভারতবর্ষের চেহারাটা কি? একে একে রাজ্যগুলি হাতছাড়া হচ্ছে, ওদের পা রাখার জায়গা নাই। ওরা জমিদারী ও স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক। তাই তারা গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরেছে। সেই জন্যই এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে ৫৪ বার সংবিধানে সংশোধন করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলতে পারেন যে এর মধ্যে দশটা সংশোধন দেশের গরীব জনসাধারণের স্বার্থে হয়েছে? মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু ২৪৯ ধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আসলে তারা সংবিধান পড়েন না বলে তার পরিণতি এই হচ্ছে। পার্লিয়ামেন্টের দুইটা কক্ষ আছে, রাজ্যসভা ও লোকসভা। রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে এটা পাশ হয়। আসলে শ্যামাচরণ বাবুরা পাহাড়ে জঙ্গলে এইভাবেই মানুষদেরকে বুঝান। এখানে বিধানসভায় তো এটা চলে না। এখানে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা বলেছেন যে উগ্রপন্থীদেরকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। উনার গাত্রদাহ কেন হচ্ছে? উগ্রপন্থীদের মধ্যে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সরকার সাহায্য করছেন। এতে গাত্রদাহের কি থাকতে পারে? কংগ্রেস (আই) সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরামে উগ্রপন্থীদের নেতা লাল ডেংগাকে চীফ মিনিষ্টার করেছে। একটা ইলেকটেড সরকারকে সরিয়ে সেখানে লাল ডেংগাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। এতে গাত্রদাহ হয় না। রাজ্য

সরকারগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করা হচ্ছে, রাজ্য সরকারগুলিকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সেইজন্যই পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতা দমন হল না, কাশ্মীরে ও আসামে হল না। রাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত করে সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঐক্য সংহতিকে রক্ষা করা যায় না। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন সেটা ঠিক নয়। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কেন পার্লামেন্ট বিল আনলেন না? রাজ্যসভায় প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্বেও আনলেন না। গোটা ভারতবর্ষের মানুষ বিরোধীতা করছেন। কাজেই ভয় পেয়ে আনতে পারছেন না। এখন পেছনের দরজা দিয়ে আনার জন্য বদ মতলবে রয়েছেন। আজকে মাখনবাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে যাতে এই বিধানসভায় সম্মিলিত ভাবে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে পারি সেই আহ্বান রেখে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় রিজলিউশান এখানে এনেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য, সহযোগিতা চেয়ে। তিনি বলেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ ভারতের ঐক্য সংহতির উপর আঘাত হানছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাখনবাবুর প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী কেশববাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হচ্ছে। অবশ্য মাখনবাবু উনার প্রস্তাবে রাজ্যের উগ্রপন্থী দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরো আধা সামরিক বাহিনী চাইছেন। পরিচালনা করছেন রাজ্য সরকার। কিন্তু, আধা সামরিক বাহিনী পাওয়া সত্বেও টি. এন, ভি লোক মারছে। রাজ্যসরকার অর্থ চাইছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিচ্ছে। রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী দমন করার নামে অর্থ লুট করছেন। দিনে দুপুরে টি. এন, ভি লোক মারছে।

কি চাচ্ছেন এই রিজলিউশনে তা উনারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতায় ত্রিপুরা রাজ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে। উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে টি, এন, ভি, দূর করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের যেটুকু অঞ্চল উপদ্রুত ঘোষণা হয়েছে সেখানে কিছুই হচ্ছে না। যেখানে যেখানে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা নেই সেই সব জায়গায় লোক কেন মারা গেল ?

(ট্রেজারী বেঞ্চের হাস্য রোল)

মানুষের মৃত্যু হচ্ছে আর আপনারা হাসছেন? আপনারা মশাই খুন করছেন। আপনারাও খুনের মধ্যে আছেন। না হলে হাসছেন ? মানিকভাণ্ডারে যা ঘটে গেছে সেই অপদার্থতা চাপার জন্য কেশব বাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। আপনাদের ডিঙ্গিয়ে কি কেন্দ্রীয় সরকার এসেছেন ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাখন বাবু বলেছেন, কিন্তু দুঃখজনক যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্ষমতার উপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং উপদ্রুত অঞ্চল আইন, সন্ত্রাসবাদী এলাকা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, বিশেষ আদালত আইন প্রভৃতি চালু করার মধ্যেই তা প্রমানিত হয়েছে"। এর কারণ কি ? আপনারা তো লুট কিছু কম করছেন না। কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই) সরকারের কাছ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কোটি কোটি টাকা এনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা না করে তাদের মারছেন তা কি কেন্দ্রীয় সরকার জানে না ? কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার মাখন বাবুর আনা এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে পারলাম না। ধন্যবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মাখন লাল চক্রবর্তী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, সাম্রাজ্যবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যমত পোষণ করার জন্য আহ্বান করেছেন। তাছাড়াও দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ঐক্যমত ঘোষণা করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরাও চাই, দেশে অশুভ শক্তি না থাকুক. সাম্রাজ্যবাদী শক্তি না

থাকুক, সমস্ত কিছু ছিন্ন হয়ে যাক, নির্মূল হয়ে যাক। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজ্য সরকারের মদত পুষ্ট কিছু লোক তা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্য মাখনলাল বাবু তাঁর প্রস্তাব ২৪৯ ধারা সংশোধন করা থেকে বিরত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন। আমার মনে হয়, ২৪৯ ধারা ভারতীয় সংবিধানে কেন যাখ্যা হয়েছে তা পড়েন নি। হয়ত, কোন রাজনৈতিক গুরু বলেছেন, বিরোধীতা করুন, না করলে হয় না তাই করা হয়েছে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে প্রস্তাব আনা হয় এই বিধানসভায়। কিন্তু বাংলাদেশকে ঘাটি করে টি, এন, ভি, ত্রিপুরা রাজ্যে খুন সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তার কিছুই করতে পারছেন না। আপনাদের একমাত্র বক্তব্য হল, উপজাতি যুব সমিতি করেছে। উপজাতি যুব সমিতির এই ব্যাপারে বক্তব্য কি? 'আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যে খুন করে থাকি, তাহলে উপজাতি যুব সমিতির টি, এন, ভি-রা যে দিক থেকে আসে সে দিকটুকু মিলিটারী দিয়ে যেভাবেই হউক সীল করে দিন' কিন্তু, এখন তো আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কম বি, এস, এফ, দিচ্ছেন, তাই সরকার কিছুই করতে পারছেনা যখন বাংলাদেশ থেকে উপজাতি চাকমারা বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেয় তখন তো আপনারা বি, এস এফ, দিয়ে উপজাতি লোকদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পুরো মদৎ দিচ্ছেন এইখানে বলছেন উপজাতি যুব সমিতি স্বাধীন ত্রিপুরা চায়, আমরা বাঙালী—অনেক কিছু তাঁরা দেখাচ্ছেন, অনেক কিছু উদাহরণ দিচ্ছেন। আজ পর্যান্ত আমরা এই হাউসের মধ্যে বাম ফ্রন্ট সরকারের একটি বিবৃতিও দেখিনি এই "আমরা বাংগালী" বাংগালিস্তান দাবী করে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু টি, এন. ভি, কোথায় কি করল, কোথায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করল সেগুলিই শুধু উনারা পড়ে এখানে শুনাচ্ছেন। গত ১৫ই আগষ্ট "আমরা বাংগালী" যে কালো পতাকা ওড়াল সেজন্য তো একটা কথাও আপনারা বললেন না। স্বাধীন ত্রিপুরা যারা চাইছে তাদের সঙ্গে "আমরা বাংগালী"র এই কার্য্যকলাপ একই মনোভাব নয় কি? আপনারা এখানে আসামের কথা বলছেন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখি? ১৯৮০ ইং সনে জুনের দাঙ্গার সময় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নীচু তলা থেকে উপর তলা পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দকে ৬ই আগষ্টের মন্ত্রী সভার একটা বৈঠকে ২ মাসের জায়গায় ৪মাস এবং ৩মাসের জায়গায় ৬মাস এমেণ্ডমেণ্ট করে অর্ডিনান্স জারী করে জেলে পুরে রাখলেন।

কারা করেছে এই কাজ? কেন্দ্রীয় সরকার? মাননীয় সদস্য কেশব বাবু মিজোরামের কথা বলতে গিয়ে উগ্রপন্থী নেতা লালডেঙ্গাকে কি করে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধীর সরকার মুখ্যমন্ত্রী করলেন, তার সমালোচনা করছেন। কিন্তু পাশাপাশি একটা প্রশ্ন এসে যায়— খগেন্দ্র জমাতিয়া কি ছিল? সে কি উগ্রপন্থী ছিল না? সুতরাং একজন উগ্রপন্থীকে কি করে রাজ্যপালের নোমিনেশান পাইয়ে দিয়ে আপনারা ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছেন? এই কাজটি লালডেঙ্গার পরে হয়নি, আগেই হয়েছে। বিনন্দ জমাতিয়াকে রাতারাতি আপনারা গনপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান করে দিলেন। জানিনা, আজকে বিনন্দ জমাতিয়া বেঁচে থাকলে দশরথ বাবুর আসনে বসতেন কিনা? ঐ খগেন্দ্র জমাতিয়াকে কি কেন্দ্রের রাজীব সরকার ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন? আজকে মিজোরামে লালডেঙ্গাকে যদি নৃপেন বাবু, দশরথ বাবুরা মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতেন তাহলে নিশ্চয়ই দোষ হত না। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্রের রাজীব সরকার বসিয়েছেন তো তাই দোষ হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যারা আজকে কেন্দ্রের উপর দোষ চাপাচ্ছেন, তাঁরাই তো ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। আজকে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করতে হয় আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। তাহলে উনারা কি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন নি? আগে আত্ম সমালোচনা করে দেখুন। সুতরাং আজকে যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য মাখন বাবু এনেছেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছাড়া আর কিছু নয়। এটা হচ্ছে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য মাখন বাবু হাউসে যে বেসরকারী প্রস্তাবটি এনেছেন তার মধ্যে কোন নীতি নিয়ম নেই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্‌গার করে আসছিলেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে আমি এর কোন ব্যতিক্রম দেখছি না। কোথায় কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করল এই নিয়ে প্রতি নিয়ত সমালোচনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কমলপুরের ঘটনা কি প্রমান করে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোলমা নবী আজাদ যখন শ্রীরামপুরের ঘটনা সরজমিনে দেখার জন্য এখানে আসেন, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন। জনৈক সাংবাদিক জানতে চান—রাজ্য সরকার যা করেছেন, তার বিকল্প আপনারা করতে চান কিনা। উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিস্কার ভাষায় বলেন— রাজ্য

সরকার যা চিন্তা করছেন তার বাইরে কেন্দ্র চিন্তা করছেন না এবং রাজ্য সরকার না চাইলে কেন্দ্র কিছু করবেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্য ত্রিপুরাবাসী শুনেছেন এবং আমরাও শুনেছি তারপরও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারের কি প্রয়োজন, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। অমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের কথা উনারা প্রতি কথাতেই বলে থাকেন যে ওরা বিভিন্ন দেশে উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করছে। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে গত ২৬শে জানুয়ারী তৈতুতে আমাদের জাতীয় পতাকাকে ছিড়ে উগ্রপন্থীরা যে স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা উত্তোলন করল এবং একজন শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করল, এর চেয়ে বড বিচ্ছিন্নতাবাদ আর কি হতে পারে আমার জানা নেই। স্যার, এই তো সেদিন শ্রীরামপুরে, চিন্তা করতে গেলে এত বড় নারকীয় হত্যা কাণ্ড আর কোথাও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, দুইজন শিশুকে পর্য্যন্ত গুলি করে হত্যা করেছে উগ্রপন্থীরা। বিভিন্ন জায়গায় গোলামাল আছে, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শ্রীরামপুরের মতো এমন কলংকজনক ইতিহাস আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। এমন একটি ঘটনায় ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের প্রগতিশীল সরকারের পক্ষে নীরব থাকা কি সম্ভব? আজকে আমাদের এই প্রশ্ন ভাবতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশে যে কোন রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা সম্ভব। কিন্তু তা না করে এই ভাবে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, এটা কি চিন্তা করা যায়? সব কিছুরই একটা সীমা আছে দেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন চিন্তা ভাবনা করেন, তাহলে এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজকে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সার্বভৌমকত্বকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী চিন্তাধারা নেবেনই এবং কেন্দ্রের হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সোচ্চার হওয়া দরকার। তাই আমি এ অবস্থায় সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি দেশের সার্বভৌমকত্বকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট হোন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন, আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। স্যার, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার একটার পর

একটা আইন করে ক্ষমতাকে নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাখবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে সেই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠের জোরে সমস্ত আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ভারতবর্ষ একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো। সেখানে অঙ্গ রাজ্যগুলির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় সরকার তার হাতে আরও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিচ্ছেন। এই ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে দিচ্ছেন, তাতে দেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হতে পারে না। আজকে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাব যে সেখানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেখানে ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরন করে দেওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন যে অঙ্গ রাজ্যগুলি আছে তাদের উপর এমন কি বিযুক্ত হওয়ার মত ক্ষমতা দেওয়া আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা ঘটনাও ঘটেনি সেই সমস্ত জায়গাতে যে সমস্ত রাজ্য সেখানে আছে। আমরা কি সেই সমস্ত জায়গাতে দেখি বিযুক্ত হয়েছে? না তা তো হয় নি, বরঞ্চ সেখানে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন শিক্ষা, দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এত বেশী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বিযুক্ত হওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। আমাদের ভারতবর্ষ আজকে সমাজবাদ অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে পরিচালিত এবং এটা সবাই জানেন যে আমাদের ভারতবর্ষ আজকে ধনবাদী শাসন ব্যবস্থায় চলছে। ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এমন ভাবে আইন-কানুন ধরা হয়েছে, ধনীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং অপর দিকে গরীব মানুষের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত করা হয়েছে। কাজেই সংকুচিত যে অধিকার তার মধ্যে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা আছে সেটা যদি তারা প্রয়োগ করতে চায় তাহলে গলা টিপে ধরা হয় এটা বিভিন্ন ইতিহাস থেকে প্রমানিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় দেখেছি কিভাবে জরুরী অবস্থা দিয়ে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে গলা টিপে ধরেছিলেন। আজকে সারা দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের যে প্রভাব দেখা দিয়েছে সেটার মূল কারণ ধনবাদী ব্যবস্থা। তাহলে ধনবাদ এবং সমাজবাদ ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই বিচ্ছিনতাবাদ, এই সাম্প্রদায়িকতা, এই আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি। এই ধনবাদকে আটকে রাখার জন্যই মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, আঞ্চলিকতা সৃষ্টি করে। তারই পরিনাম হিসাবে আমরা দেখছি বিভিন্ন রাজ্যে আজকে আঞ্চলিক দলগুলি গজিয়ে উঠছে। কাজেই এটা আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতির মধ্য দিয়ে চলেছেন সেটা বিপদজনক অবস্থার মধ্যে দাড়িয়েছে। কাজেই এমন অবস্থায় আজকে ২৪৯ ধারা সংশোধন করে যে সমস্ত সীমান্তবর্ত্তী

অঞ্চলগুলি আছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে চাচ্ছেন যেকোন সময় জরুরী অবস্থা জারী করে সেনাবাহিনী নামিয়ে দেবেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই। কাজেই এই যে অবস্থা এটা গণতন্ত্রের উপর আঘাত আনবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এমনি অবস্থায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা গভীর উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য বিশেষ করে আমাদের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল কি অর্থনৈতিক দিক থেকে, কি রাজনৈতিক দিক থেকে, কি সামগ্রিক দিক থেকে উপেক্ষিত। পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল করে রেখেছেন, কারন আমরা দেখছি এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নজর দিচ্ছেন না এমন কি রেল পর্যান্ত আমাদের রাজ্যে হয় নি। তাছাড়া এই পূর্বাঞ্চলকে সেনা বাহিনী দিয়ে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে আমাদের রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। কাজেই এই যে সিদ্ধান্ত, এই যে আইন এটাকে গণতান্ত্রিক মানুষ মেনে নিতে পারছেন না। কাজেই আমিও এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন সেই আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাতে এখানকার মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করতে পারে সেই সুযোগ করে দিন। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং আশা রাখছি হাউসও এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা মহারাণী বিভু দেবী।

Maharani Bibhu Kumari Devi :— Sir, let me start with the complain that we have received our paper in the last minute, so we could not be ready.

Mr Speaker Sir, I would like to reming this House that once previously I had confirmed Congress party's faith in law, freedom consquently our dislike tyrant whether in a group or single. We are here to-day because we are acountable to the people of Tripura. We are here to-day because we are meant to be a responsible Government, responsible to the people of Tripura and I find that we have lost our real intention which is a constructive intention to criticise the Government. The idea that the disturbed area's act is not for the benifit of the people of Tripura, I think it very wrongly interpreted. The disturbed area act is a must for this little state. I think to-day even more after the Kamalpur killings do you

mean to tell me that any people in the world, any country in the world would tollerate this sort of mental attitude of the terrorist and not complaining aganist it ? I think the Central Government is very correct and you have had many chance to fight with this insergency and now time has come when we should be give a fair chance. I use the word "fair chance" So that the centre can prove its point. As regard Lal Denga I think one of my very eminent and very senior colleague in the opposition, has well-comed this accord. I think the treasury Branch wanted to rehabilate those insurgents, those who wants to say that the political agreement is the necessity that there must be a political solution to the problem of insurgency of terrorist action that are taking all other the country and the state then I see no reason as to why that Lal Danga has been reinstatedin Mizoram as Chief Minister as my opposition friend says then I would ask that any of you be able to sacrifice what our party has sacrificed ? Would any of be ablo to give up your seat after killing of Mandai ? And other places I am sure "no" by laughing and by replying in an un seeming manner you do not increase the dignity of your seat my colleague, my friends, the dignity of this House in fairness, the dignity lies in this House by facing the truth because all of us you and I included have sworn in this very room that we will protect the sovereignty and the liberty of the country. What are we doing to day ? Are you protecting the liberty and the sovereignty and the dignity of the country ?

When there is a group which is asking for an independent Tripura "no we are not". We all hints that we ask speaking the truth, we are not bluffing the people I feel I have nat, because those of us who think of history, those of us who think of the people of Trpiura, will not try in keeping the public by mere flattery, by

mery speech making, by mere criticism of the Congress part, or by individual criticism. You will not solve the problem of the people of Tripura. I am concerned with the people of Tripura. The Congress party is concerned with the problem of people of Tripura. We want Tripura to be saved, we want Tripura to be secured, we want to have a place in the whole union of India as a state where there is peace, where people can live in respect, where people can live without fear. It is not merely of politicalise action on the part of the Congress party. The disturbed areas act is a must. We have now the Chakmas coming over from Bangladesh. How do You know that we do not have more Chakmas from Bangladesh, who will be insurgence from them, who could hamper the cause and security of the people of Tripura So if we have an independent body, which has the power to look after the various areas, then only I think, Mr. Speaker sir, that you will be able to accounts to the people of Tripura, you will be able to think for the people of Tripura and not for individual party or individual ideology, because above all, ideology and above all politics, comes the people and I think it is what the party shohld try for. Thank you.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই প্রস্তাবে যে কথা বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অনবরত

রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করছেন তা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের সর্ব্বশেষ উদ্যোগ যে ২৪৯ ধারা সংশোধন করে বর্ডার এরিয়াগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করার জন্য যে উদ্যোগ তারা নিচ্ছেন তাকে বিরোধীতাকরেই বলা হয়েছে। সমস্যা সম্বন্ধে আমরা একমত। প্রচলিত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাই সমস্যাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। নতুন করে আর কোন আইনের প্রয়োজন নাই। বিগত দিনে আমরা দেখেছি, যে উদ্দেশ্যে এই আইন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করা হয়নি, তার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকার জন্য। ব্যাক্তির যে সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখানো হয়েছে। ১৯৭৫ সনে ব্যাক্তি প্রধানমন্ত্রীর গদীচ্যুতের জন্য দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে দাঁড়িয়ে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবে সংবিধানের ২৪৯ ধারার মধ্যে আছে পাওয়ার অফ পার্লামেণ্ট টু ম্যাকলইন রেসপেক্ট অব এ মেটার ইন দি ষ্টেইট ইন দি ন্যাশনাল ইণ্টারেষ্ট। বলা হয়েছে কি কি বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। সেটা আসবে কি করে সেটা বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রস্তাব করবে কেন্দ্রীয় সরকার আইন করবে তারপর প্রয়োগ করবে। কিন্তু দেখা গেল রাজ্যসভায় প্রস্তাব নেওয়া হল, প্রবল বিরোধীতার ভয়ে বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টে সেটাকে আইনে রুপায়ন করা হয়নি। তা না করলেও অর্ডিন্যান্স জারী করা হবে। সব প্রস্তুত। আমরা দেখেছি ১৯৫৫ সনে নাগাল্যাণ্ডে, তারা ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। মিজোরামের তারা ভারত থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিল। এত বড় ভারতবর্ষ তার নিরাপত্তা কোথায়? অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা নাই। তাদের যে গৃহীত নীতি সেই নীতির ফলে আজকে এই অবস্থা হয়েছে। সেই সমস্যাকে সমাধান না করে তারা এমন পথ নিয়েছিলেন সেটা হল দমনের পথ। মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন, মিলিটারী তুলে নিতে হবে। সেটা ত কংগ্রেসের সরকার। তারা কেন বিরোধীতা করল? বিরোধীতা না হয়, বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করছে। আরমি নামানোর যে ক্ষমতা আছে তার বিরোধীতা করছে। আমরা যখন প্যারা মিলিটারী গ্রুপ চাই, আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাই, এত বড় ভারতবর্ষ, এরু মধ্যে অঙ্গ রাজ্য আমরা যখন চাই তখন হয়না। পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, এই সমস্ত জায়গায় বর্ডার সীল করার জন্য আইনের দরকার। কেনা করেছে?

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি ইঞ্চিতে বি, এস, এফ, আউটপোষ্ট বসিয়ে বর্ডার সীল আপ করতে পারে। সেখানে কি সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে? দরকার হলে নতুন করে নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করা হোক। এত কোটি কোটি টাকা যদি খরচ করা হয় আরমিকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য তাহলে আরও প্রয়োজনে নতুন ব্যাটেলিয়ান তৈরী করা হোক। একজন সদস্য বলেছেন যে বি, এস, এফ, শর্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের। আরমি ষ্টক আছে, বি, এস, এফ, শর্ট আছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আরমিকে ব্যবহার করা হয় সেখান থেকে আর আরমি ফিরে আসতে পারেনা। অর্থাৎ আরমিকে যেখানে পাঠানো হয় সেখানেই থেকে যায়। আমরা দেখি ১০-১২টা রাজ্য সরকার বিরোধী দলের সরকার। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্য, সন্ত্রাসবাদ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য, বিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত যে রাজ্যগুলি সেই রাজ্যগুলিতে একভাবে না একভাবে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। আইনের ব্যবস্থা আছে ১ বৎসরের জন্য হবে অথবা পরে আরও ১ বৎসর কনটিনিউ হবে। মিসাও দেখেছিলাম ৬ মাস, ১ বৎসরে দোষ হয়না, যখন ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব শেষ হল তখন শেষ হল। আবার ইন্দিরা আসল, ন্যাসাও আসল তারা বলছেন বিরোধীরা কেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্য বিরোধীতা করছেন। আসামে আসুকে কে সোনার টুকরো বলেছিল? বিরোধীরা না কংগ্রেস (আই)? ভিন্দ্রেনওয়ালাকে কে নির্বাচনে ব্যবহার করেছিল, বিরোধীরা না কংগ্রেস (আই)? জি, এম, শাহ কাশ্মীরের উনি পশ্চিম পাকিস্থানী লোক তাকে দিয়ে সরকার গঠন করা হল। কে করল? গোর্খাল্যাণ্ডের সুভাস ঘিসিং সেও সোনার টুকরো ছেলে আসামের আসুর মত। পশ্চিমবংগে কংগ্রেসের সরকার নয় বামফ্রন্টের সরকার। ন্যাশন্যাল ইন্টারেষ্ট সামনে এনে রাজনৈতিক ইন্টারেষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলা সরকারকে বলা হচ্ছে বর্ডার সীল আপ করার জন্য। কিন্তু বাংলা সরকারের কি ক্ষমতা আছে? কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আছে। উনারা সাপ হয়ে কাটে আবার ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসে। তারা যখন সারা দেশে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে আবার তারাই ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসে। আমরা জানি গ্রাম্য ভাষায় একটা কথা আছে যে, চোরের মায়ের বড় গলা। রাজ্যেই থাকেনা, আবার রাজ্যের লোকের কথা চিন্তা করা। কংগ্রেস তার দলের মধ্যে, যদি সাম্রাজ্যবাদ অনুপ্রবেশ বন্ধ করে তাহলে পরে ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে।

কারণ সেই দলের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা অনুপ্রবেশ করেছে, কারণ আমরা দেখেছি ইন্দিরা গান্ধীর খুন। কাজেই সেই দলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য যদি কোন আইন করাত হয় তাহলে সেই আইন রাজীব গান্ধী করুক, আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য এই সমস্ত ভাওতাবাজী চলবে না, এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে সে প্রস্তাবের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য আমি এখানে দেখতে পাই না। এইটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত, নিজের সরকারের ব্যর্থতাকে ঢেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি একটা উষ্মা প্রকাশ করার একটা সুযোগ করে নেওয়া ছাড়া এই প্রস্তাব কিছুই না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সব সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গনতন্ত্রে বিশ্বাসী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গনতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই আজকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন আছে এবং তাদের ক্ষমতা ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারছেন। যেমন কর্নাটকে এখনও জনতা সরকার আছে, অন্ধ্রে এখনো তেলেগু দেশম সরকার আছে, পশ্চিমবঙ্গে আছে বামফ্রন্ট সরকার এবং এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পার্টির সরকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামোতে বিশ্বাসী বলেই কেন্দ্রীয় সরকার সেইগুলিকে তাদের ক্ষমতায় বহাল রেখেছেন। এই যে ২৪৯ ধারার সংশোধনীর মাধ্যমে এবং সিকিউরিটি এক্ট প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে যাবে এবং গনতন্ত্রের প্রতি আমরা আস্থাশীল নই, এইটা ঠিক নয়। কারণ এইগুলি হচ্ছে একটা জরুরী সমস্যা সমাধানের ব্যাপার, এইটা স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়, মাননীয় সদস্যদের এইটা বোঝা উচিৎ। কারণ যখন একটা সরকার ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা জন-সাধারণের নিরাপত্তা ও সমস্ত রকমের দায়িত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন হতে হয়। যখন একটা রাজ্যে সরকার সেই ক্ষমতা পালন ঠিকমত করতে পারেন না তখনই কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব ঠিক ভাবে পালনের জন্য একটা সুযোগ করে নিতে হয়। এই সংশোধিত নিরাপত্তা আইন এইটার জন্য। কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখি ১৯৭৮ সাল থেকে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা কি অবস্থায় আছে এইটা আপনারা সবাই জানেন। এইটা যদি স্বীকার না করেন কিছু করার নাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা নাই এবং সেটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে যা হয়ে আসছে এটা তারই স্বাক্ষী। যেমন তেলিয়ামুড়ার ১৯৭৯

এর ঘটনা, ৮০র জুনের দাঙ্গা এবং কয়েকদিন আগে কমলপুরের শ্রীরামপুর, এ ছাড়াও সব সময় আমরা দেখে আসছি যে খুন সন্ত্রাস ও রাহাজানী ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং এইটাকে দমন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যত বি. এস. এফ, এবং সি. আর. পি, চেয়েছেন ততটাই পেয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার সেগুলিকে ঠিকমত ইউটিলাইজ করতে পারেন নি বা করছে না, হয়তো ইচ্ছাকরেই করেন না, কারণ তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের মনোভাব আছে কি না সেটা আজ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও সন্দেহজনক। সেই জন্যই আজকে বিভিন্ন জায়গায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলেই আজকে ২৪৯ ধারার সংশোধনের প্রশ্ন উঠেছে, সিকিউরিটি এক্টের প্রশ্ন উঠেছে. না. হলে হয়তো উঠত না। প্রত্যেক রাজ্য সরকার যদি নিজের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে এইটার আজ কোন প্রয়োজনই হতো না। কাজেই আজকে এই যে প্রস্তাব তার মধ্যে মাখন চক্রবর্তী যেভাবে ২৪৯ ধারা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করেছেন সেটা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝি এই বামফ্রন্ট সরকার ৮/৯ বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের এবং রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। তাই আজকে আমাদের প্রত্যেকটা সদস্যকে স্বীকার করা উচিৎ এবং এই প্রস্তাবটাকে মেনে নেওয়া উচিৎ যে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা স্বার্থে ও আইন শৃংখলাকে সুদৃঢ় করার স্বার্থে এই ২৪৯ ধারাকে অতি সত্বর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োগ করা হউক, যাতে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়েছে বলে অনুভব করতে পারে। কাজেই আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তারাও এই বিভ্রান্তিমূলক নেব বিরোধিতা করে এই যে আমার প্রস্তাব ২৪৯ ধারাকে জারী করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্ত্তী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এখানে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং-এর বক্তব্য শুনার পর আমার মনে হল একটা কথা, "রাজা যতটা না বলে পরিষদ বর্গ না কি তার চেয়ে বেশী বলে" কেন্দ্রীয় সরকারের ২৪৯ ধারা যেটা সংবিধানের ধারা. এখানে এইটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলেনি যে ত্রিপুরার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব ছিল টু ক্রিয়েট এ সিকিউরিটি ব্যাল্ট ইন দা ওয়েষ্টার্ণ বর্ডার স্টেট। তার জন্যই বললাম যে পরিষদ বর্গ তার চেয়ে অনেক বেশী বলে এবং এই আলোচনা শুনে মনে হল ২৪৯ ধারাটা কি সেই সম্পর্কে কিছু কিছু সদস্যের একটু বিভ্রান্তি আছে। এই ২৪৯ ধারাটা সংশোধনের

প্রশ্ন নয়, কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধনের প্রশ্ন আনে নি। ভারতীয় সংবিধানে যে ২৪৯ ধারাটা আছে সেই ধারাটা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া যায়। কারণ সংবিধানে দুইটা ধারা আছে, একটা ডাইরেকটলী রাজ্য গুলির অধিনে, আর একটা ডাইরেকটলী কেন্দ্রের অধিনে, এর মাঝখানে আছে কনকারেণ্ট সাবজেক্ট কেন্দ্র ও রাজ্য দুইটার দায়িত্ব সেখানে রয়েছে।

২৪৯ নং ধারা যদি প্রয়োগ হয় তাহলে ভারতের পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকার আইন করতে পারেন এবং যে আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের হাতে নিজেরা একস্‌ট্রা অর্ডিনারি পাওয়ার তুলে নিতে পারেন। তাই আমাদের বক্তব্য হল এই আইনটা করবে কি করবে না সেটা বলার ফাইনাল অধিকার হল রাজ্য সভার। তখন রাজ্যসভা বলল যে এই আইনটা পাশ করা যাবে কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে অনুসারে গত পার্লামেণ্টে এই বিলটা পাশ করে নাই। আজকে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রশ্নটা এবং বিতর্কটা চলছে সেটা হল ভারতবর্ষ ফেডারেল স্ট্রাকচার থাকবে কিনা। আজকে ও রাজ্যে রাজ্যে যে ক্ষমতা আছে সেটাকে ধীরে ধীরে সংশোধন করে ইন-এফেকটিভ করে দেওয়া হচ্ছে। এখানে বিষয়টা আলোচনার জন্য এসেছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্র-পন্থীরা কি করল না করল সেটা না। এখানে যে বিষয়টা উঠেছে সেটা হল আজকে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম সীমান্তে একটা নিরাপত্তা বলয় অর্থাৎ সেকুরিটি বেল্ট তৈরী করার জন্য ক্ষমতা চাইছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যে গুলি রয়েছে সেগুলি মোকাবিলা করার জন্য এই নিরাপত্তা বলয়টা কেন্দ্রের হাতে তুলে দিতে চান। আমাদের আপত্তি এখানে যে প্রশ্ন আজকে পাঞ্জাবে, যে প্রশ্ন আজকে কাশ্মীরে সেটার জন্য যে আইন করতে চাওয়া হয়েছে সেটা কি সত্যি সত্যি নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদীতের জন্য না এর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। আমবা জানি এই হাতিয়ার দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে. প্যারা মিলিটারি ফৌর্স দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। এটা আমরা ভারতবর্ষের বিগত ২৪/২৫ বছরে দেখেছি সেই নাগাল্যাণ্ডে, মনিপুরে, মিজোরামে যে মিলিটারি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায়নি। শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক সমাধান করতে হয়েছে। পাঞ্জাবে শক্তি প্রয়োগ করে যদি সমস্যার সমাধান কথা যেত তাহলে স্বর্ণ মন্দিরে ব্লু-ষ্টার অপারেশনের সময় ভৃন্দ্রানওয়ালে সেই কয়েক জন মানুষকে মেরে ফেলার পর ত সেটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আজও হয়নি। তার-জন্য পলিটিক্যাল সলিউশান চাই আর সেজন্যই পাঞ্জাবে চুক্তি হয়েছে কিন্তু সে চুক্তি আজকেও সেখানে কার্য্যকরী হচ্ছেনা। চুক্তির বহির্ভূত কতকগুলি কমিশনের পর কমিশন করে সে চুক্তিকে বিলম্বিত করা হচ্ছে। তাই এখন সোজা পথ খুঁজছেন মিলিটারি প্রয়োগ

করতে। বলা হচ্ছে আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও আমরা মোকাবিলা করব। আমাদের আপত্তি হচ্ছে সেখানে যে এভাবে প্রত্যেকটি রাজ্যকে ক্ষমতাহীন করার চেষ্টা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিক্রিয় হউক সেটা আমরা চাইনা, কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হবে সেটা আমরা চাই কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে সেটা আমরা চাইনা। কারণ আমরা জানি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশান থাকা দরকার আছে যাতে করে ওয়াননেস ফিলিং আসতে পারে। সংবিধানে যে ফেডারেল স্ট্রাকচার আছে সেটাকে ইনএফেকটিভ করার জন্য একটার পর একটা সংশোধন করে কেন্দ্রের হাতে সমস্ত পাওয়ার নেওয়ার জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে তা করতে আমরা দিতে পারিনা। পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়না ঠিকই কিন্তু সংসদে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিংকে এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে যে আইনত পাশ হয়নি কিন্তু আপনারা কি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন যে ইন্টার সেসন পিরিয়ডে আপনারা কোন অর্ডিন্যান্স জারি করবেন না। তারা কেউ প্রতিশ্রুতি দিলেন না এবং বললেন সারকামসটেন্সস বাধ্য করলে হতেও পারে। এই জিনিষটাতেই আমাদের মূল প্রতিবাদ, আমাদের মূল আপত্তি কিন্তু আমাদের সুধীরবাবু যেটা বললেন সেটার সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি বললেন কেন্দ্র ক্ষমতায় আছে বলে ত্রিপুরা টাকা পায়। তাহলে আপনারা কি মনে করেন ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি কেন্দ্রের দয়ায় বেঁচে আছে। আমি মনে করি এটা কনষ্টিটিউ-শন্যাল রাইট অব্ ইণ্ডিয়া। মোরারজি দেশাইও তো স্বল্প সময়ের জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিলেন তারাও পাবেন নাই নো বডি উড্‌ল বি এবল টু ওভার রাইড দিজ। শ্রীমতি বিভু দেবী একটা খুব অদ্ভুত কথা বলেছেন যে অনেক ত হয়েছে একস্‌ট্রিমিস্ট বলে এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে একটু সুযোগ দিন ত্রিপুরার একস্‌ট্রিমিষ্টদের মোকাবিলা করার জন্য। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ৩০ বছর তারা নাগাল্যাণ্ডে চ্যান্স পেয়েছেন কিন্তু কি করেছেন। তারা আজকে বলছেন কংগ্রেসের সেক্রেফাইস। হ্যাঁ ইট ওয়াজ ফর দ্যা পাষ্ট বাট নট দ্যা কং ই। কং-ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন সে রকম কোন ইতিহাস নাই। ইতিহাস হচ্ছে কোন্দল, ঝগড়া প্রভৃতি। তবে কংগ্রেস বলতে কং-ই নয়। কাজেই এই আইন যখন পাশ হয় তখন আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করেছি রাজীব গান্ধীর কাছে এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের কেবিনেটে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি-দি কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স অব দ্যা ষ্ট্যাট অব্ ত্রিপুরা নোট উইদ কন্‌সার্ণ দ্যাট দ্যা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট হ্যাজ মুভড্ টু এনঅ্যাক্ট এ ল্যাজিসলেশন আণ্ডার আর্টিকেল ২৪৯ অব্ দি কনষ্টিটিউশান অব্ ইণ্ডিয়া এম্পাওয়ারিং দ্যা সেন্টার টু ক্রিয়েট এ সেকুরিটি বেল্ট ইন দ্যা ওয়েষ্টার্ন বর্ডার স্ট্যাট টু ডিল উইদ দ্যা একসৃটিমিষ্টি এণ্ড টেররিস্টস্ এখানে বলা হয়েছে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করে একসট্রিমিষ্ট ডিল করবেন কিন্তু আসল উদ্দেশ্য

হচ্ছে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেওয়া, স্টাপিং টু অথরিটারিয়েনিজম।

এগজিসটিং যে আইন রয়েছে সেই আইনের মাধ্যমেই এই বিষয়ে মোকাবিলা করা যায়। কাজেই কেন্দ্রিয় সরকার এই এগজিসটিং আইনের মাধ্যমেই এই সব বিষয়ের মোকাবিলা করুন সেটা পলিটিক্যালী বা অরগেনাইজেসন্যালী।

দ্যা লেজিসলেসন পাশড দেয়ার আণ্ডার উড্ বি এবল্ টু-সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট একসারসাইজ্ কনট্রোল অভার দ্যা এরিয়া আণ্ডার দ্যা জুরিসডিকসন অব্ দ্যা স্টেট্। এই আইন অনুযায়ী যদি আইনটা পাশ হয় তাহলে এই আইনটা এমন এক জায়গায় চলে যাবে যে এরিয়াটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত যেখানে আইনশৃংখলার প্রশ্নে কেন্দ্রিয় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। যেটা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা, যে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজ্য সরকারের নাকের ডগায় কেন্দ্রিয় সরকার প্যারা মিলিটারী ফোস্ ব্যবহার করে রাজ্য সরকারকে নপুংসক করে দেবেন এটা কখনই বাঞ্চনীয় নয়। হেনস্ ইন্ দিস্ মেটার ইট ইজ নেসাসারী দেট ডিসিসনস্ অব্ অল স্টেটস্ গভার্ণমেন্ট আর অবটেনিং বিফোর্ স্টেপ্স্ আর টেকেন বাই দ্যা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট।

এমন একটা অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রিয় সরকার ক্ষমতা নিতে চাইছেন যেটা কাম্য নয়, আমি নিজে ডেপুটি চিফ্ মিনিস্টার হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে চিঠি দিয়েছি যে, এই ধরণের একটা অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেবার আগে প্রত্যেকটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। প্রত্যেকটি লেজিসলেসনের বিল তৈরী করে রাজ্য সরকারের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ একটানেশন্যাল ডিবেট। এটা কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, এণ্টায়ার নেশন্যাল ইন্টারেস্ট ইজ্ ইনভলবড্।

দ্যা কাউন্সিল অব্ মিনিস্টারস্ নোটস্ ইন্ এংজাইটি দ্যাট আমি আজই বলেছি যে, কোন অবস্থাতেই এই অন্তবর্তীকালীন পিরিয়ডে আর্ডিন্যান্স্ জারী করে এই ক্ষমতা নিতে পারবেন না তারজন্য নেক্টস পার্লামেন্ট এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই সেই দিক থেকে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী যে, প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন সেটা সময়োপযোগী হয়েছে। আমরা চাই ভারতের ফেডারেল স্ট্রাকচার যদি মেনটেন করতে হয় তবে কোন অবস্থাতেই রাজ্যগুলির এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। আর বল প্রয়োগ করে কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায়না। এই পথ যেন কেউ না খোঁজেন সবচেয়ে ভাল হবে রাজ্যের সঙ্গে সহযোগীতা করে এই সকল রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করা। আর কেবলমাত্র কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে কখনই কেন্দ্র শক্তিশালী হতে পারে না কাজেই এইযে, ভাবছেন এই বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্প্রাদায়িকতাবাদী শক্তি যারা আজকে ভারতবর্ষের জাতীয়

সংলতির পক্ষে বিপজ্জনক, তাদের বল প্রয়োগের দ্বারা দমানো যাবেনা পলিটিক্যালী সেটার সমাধান করতে হবে। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী আপনার রাইট অব, রিপ্লাই আছে আপনি বলতে পারেন।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে আমার যে প্রস্তাব তার উপর আলোচনা করেছেন ট্রেজারী বেঞ্চের এবং বিরোধি দলের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ। কিন্তু আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, এখানে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস এর সদস্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, এইটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পার্ল্যামেন্টের সময় বাড়িয়ে এই বিল এনে পাশ করতে পারেন। তাই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে এই বিলের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার ১২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, সকলেই এটাকে সমর্থন করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর মাননীয় সদস্যরা এর বিরোধীতা করেছেন। কাজেই এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা আজকে কত জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন আমি সকল সদস্যদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটিকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করেন। এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ — আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ভারতের সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জাতীয় সার্থের নামে তা সংকোচীত করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্রমশঃ দুর্বল করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, জাতীয় স্বার্থের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখা এবং তা রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সরকার সমূহ সম্পূর্ণ সংকল্প বদ্ধ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ ভারতের ঐক্য মত ঘোষণা করেন এবং কেন্দ্রিয় সরকারের সহযোগীতায় এই অশুভ শক্তি সমূহের মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কিন্তু দুঃখজনক যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ক্ষমতার উপর ক্রমশঃ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং উপদ্রুত অঞ্চল আইন, সন্ত্রাসবাদী এলাকা আইন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন বিশেষ আদালত আইন প্রভৃতি চালু করার মধ্যেই তা প্রমানিত হয়েছে। অথচ এই সকল

আইন পাশ করে কেন্দ্র বিশেষ ক্ষমতা হাতে নিযেও বিভেদকামীদের পরাস্ত করায সফল হয়নি।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করছেন তারা সংবিধানের ২৪৯ ধারা সংশোধন করা থেকে বিরত থাকুন এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি পাহারা দেবার ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করুণ এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে দমন করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে রাজ্য সরকার সমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিন।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ-- আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজোলিউসানটি সভায় উংথাপন করতে।

শ্রী মানিক সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাবটি এখানে উংথাপন করছি তা মূলতঃ ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের সঙ্গে উতপ্রোত ভাবে জড়িত। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর আমরা এই বিধানসভায় আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নিয়ে প্রস্তাব আনতে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধর্ম, বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষা, এবং নদীর জল বন্টন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গকে সামনে রেখে আমাদের দেশের ঐক্যও সংহতিকে ধ্বংস কবার জন্যে, আমাদের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এবং এটা ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের প্রত্যেকের কাছে প্রায পরিষ্কার। ভারতবর্ষের বর্তমান যে সরকার, তাদের অনুসৃত যে নীতি, দেশের ঐক্য সংহতি বিরোধী এবং এই অশুভ শকৃতিগুলিকে, এই জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক কাজগুলি পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে চলেছেন। পাঞ্জাবের প্রশ্ন বাদ দিয়ে আমবা কোন জাতীয় প্রশ্ন আলোচনা কবতে পাবি না। রাজীব লঙ্গোয়াল চুক্তি হযেছে। কিন্তু আজকে এই চুক্তির অবস্থা কি? এক বছর হয়ে গেল। যখন এই চুক্তি সাক্ষরিত হয়, গোটা ভারতবর্ষের শান্তিকামী মানুষ, প্রায় প্রতিটি বিরোধী দল, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় সংহতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং এটাই ছিল তাদের আবেদন যে ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করার যে চেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার এগিয়ে আসুন। কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার এই জায়গায় একটা সুবিধামূলক নীতি অবলম্বন করার চেষ্টা করছেন। চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পুরোপুরিভাবে চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের হাতে তুলে দেওয়ার একটা চুক্তি ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনটা কমিশন তারা তৈরী করেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি

যে প্রতিটি কমিশন শেষ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে হতাশ করেছে। এর পেছনে কেন্দ্রের শক্তিশালী রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে। শ্রীমতী গান্ধী জীবিত থাকতে এই চুক্তি সম্পর্কে যেমন দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত দিধ্বা এবং দন্ধের মধ্যে ছিলেন এবং যার খেসারত ভারতবর্ষের মানুষকে দিতে হয়েছে, ঠিক পরবর্তীকালে আজকে আমরা দেখছি হরিয়ানাতে শ্লোগান উঠেছিল যে, রক্ত দেব তবু চণ্ডীগড়কে আমরা পাঞ্জাবকে দেব না। কংগ্রেস দলের মুখ্যমন্ত্রী সেখানে। কিন্তু সেখানে আন্দোলন সংগঠিত হলো। অথচ একাধারে কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই চুক্তি করলেন। তারপর এই চুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে। সুতরাং কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চুক্তিগুলি করার পেছনে একটা প্রহসনাত্মক দৃষ্টিভংগী কেন্দ্রীয় সরকারের আছে এবং আছে বলেই আমরা লক্ষ্য করলাম যে হরিয়ানা কংগ্রেসের দল এবং কংগ্রেস সরকারের এই ধরণের শ্লোগানের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন নি। কি হরিয়ানার ভিতর কিংবা পাঞ্জাবের ভিতর এই চুক্তি কার্যকরী করার জন্য কোন রকম প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন নি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটা আজকে সবার কাছে পরিষ্কার যে, পাঞ্জাবে খালিস্তানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছেন না। পাকিস্তানীদের কাছে অস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা পাঞ্জাবে ঢুকে একটার পর একটা খুন সংগঠিত করছে। শুধু পাকিস্তানের নয়, কানাডা এবং গ্রেট ব্রিটেনেরও বসে তারা খালিস্থানের পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছে। সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ দেখা দরকার। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, সরকার সেটা করছেন না। কাশ্মীর সরকারকে অসাংবিধানিক প্রথায় ভাঙ্গা হলো। সেখানে জামাতে ইসলামের মত একটা দল এবং যে দলটা স্বাধীনতার পর থেকে শুধু কাশ্মীরে নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের একটা অংশকে ধর্মের দোহাই দিয়ে উস্কাতে চেষ্টা করছিল তাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই সরকারটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। তাদের অপরাধ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধীতা করছিল। জি, এম, শাহ্ সরকার গঠন করলেন এবং কংগ্রেস দল সেটাকে সমর্থন করল এবং তাদের দলের লোক সেখানে উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন। জামাতে ইসলাম স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীরের মধ্যে যারা অমুসলমান আছে তাদের উপর সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের সাহায্যে আক্রমন ঘটিয়েছে। গোটা কাশ্মীরে এই অবস্থা চলছে। তারপর এই অজুহাতে সরকারকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিধানসভা ভাঙ্গা হয় নি। আজকে চেষ্টা চলছে বিধানসভা জিইয়ে রেখে দলছুটদের আবার কংগ্রেস দলে এনে সেখানে একটা কংগ্রেস সরকার গঠন করার! গুজরাটে এই ধরণের দাঙ্গা আমরা কখনও দেখিনি। একটানা সেখানে দাঙ্গা চলছে। স্রেফ নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য এটা করা হচ্ছে। দাঙ্গায় গুজরাটে সবচেয়ে বেশী লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এর জন্য দায়ী কংগ্রেস দল।

এরপর আমরা দেখলাম আসাম অ্যাকর্ড। সেটা রাতের অন্ধকারে করা হয়েছিল। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি, পত্রপত্রিকায় বেরুচ্ছে যে সেখানে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে আসাম থেকে বিতাড়ন করা চেষ্টা হচ্ছে।

এখানেই তারা ক্ষ্যন্ত হয় নি, জোর করে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে অ-অসমীয়াভাষীদের শিখতে ফর্মান জারী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এজন্য কাছাড় জেলায় অ-অসমীয়া ভাষাভাষীদের ঘরে আগুন জ্বলছে। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে প্রায় বলা যায় বুদ্ধিজীবি জনগণের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং সেখানে পুলিশ গুলি চালিয়ে মানুষগুলিকে পাখির মত হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, সর্বশেষ যে একডহল মিজোরাম সেখানে বিগত ২০ বছর যাবত যে ভদ্রলোক লণ্ডনে বসে ভারত বিরোধী প্রচার করলেন এবং তিনি নিজেই দাবী করেছিলেন যে আমি এম. এন. এফ-এরজন্য বাংলাদেশে ঘাটি গেড়েছি বাংলাদেশ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, তিনি আরও বলেছেন যে তিনিই ত্রিপুরা রাজ্যের টি, এন, ভিকে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছেন, ত্রিপুরাতে অনেক খুন খারাপি করেছেন এবং টি, এন, ভিকে দিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিয়েছেন এবং তাদেরকে এম. এন, এফই ট্রেনিং দিয়েছে। তিনি এটাও দাবী করেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, তাতে তাঁর মদত আছে। আজকে সেখানেও দেখি যে, তাকে বীরের সম্মান দিয়ে, ভারতের সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একটা নির্বাচিত সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি এবং এটা তার মধ্যেই সীমাদ্ধব নয়। আমরা আরও দেখলাম ধর্মান্ধ যে শক্তি, সেখানে মুসলিমদের মধ্যে যারা ধর্মান্ধ, তাদের ধর্মান্ধতাকে জাগিয়ে দিয়ে একটা অশান্তি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে. যে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হউক। শিখ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র হউক খলিস্তান, আর মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কথাও বলেছেন। মুসলমান ধর্মালম্বীদের মধ্যে যারা ফানণ্ডামেণ্টারিষ্ট. তারা বলছেন ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র আবার যারা আর,এস, এস তারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কথা বলে বিভিন্ন ধরণের সেনা তৈরী করছেন, কেউ হিন্দু সেনা কেউ শিব সেনা ইত্যাদি তৈরী করে তারা এই পর্য্যন্ত ৮ হাজার ত্রিশুল ঐসব সেনাদের সাপ্লাই দিয়েছেন। আর তাদেরকে যখন ত্রিশুল দেওয়া হল, যারা শিখ আছেন তাদের এমনিতেই কৃপান নিয়ে চলবার অধিকার আছে, আর মুসলমান ধর্মাবলম্বী যারা তারাও বলেছে যে আমাদের সওয়ার্ড দেওয়া হউক, আমাদের সওয়ার্ড পাওয়ার অধিকার আছে। এই সমস্ত শক্তিগুলি বিভিন্নভাবে উস্কানি দিয়ে ভোটের বাক্সে নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য একটার পর একটা সমঝোতা করা হচ্ছে। এই যে বাগলি মসজিদ বা রামজন্মভূমি এখানেও দেখা গেল

হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তির কাছে কেন্দ্রীয় সরকার আত্ম সমপর্ণ করলেন। তারপর আছে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হলে, স্বামীর কাছ থেকে তাদের খরপোষ পাওয়ার কথা, সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে মুসলিম ফাণ্ডামেণ্টারিষ্টরা যখন আপত্তি জানালো এবং সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করলো, তখন সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদকৃত মুসলিম মহিলাদের যে খরপোষ পাওয়ার অধিকার, সেই অধিকারকে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করলেন। আজকে কেরেলাতে লক্ষ্য করেছি যে কংগেস দল সেখানে সংখ্যা গরিষ্ট হওয়া সত্বেও সেখানকার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সংগে সমঝোতা করে সরকার চালাবার চেষ্টা করেছেন তেমনি আমাদের এই রাজ্যে টি, এন, ভি, যারা স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান তুলেছে, যাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ চালাবার কোন সুয়োগ নেই, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) মিলিত ভাবে তাদের বেইসগুলির মধ্যে ঐ টি, এন, ভিকে তাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ চালাতে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারকে হঠাবার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাই এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এই সভার সামনে সেগুলির তুলে ধরতে চাইছি। আমাদের দেশের মধ্যে যেসব খলিস্তান পন্থি অথবা পাকিস্তান পন্থি শক্তি রয়েছে সেই শক্তিগুলিকে উস্ক নি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই রকম আজকে পশ্চিম বাংলায় সুভাষ ঘিষিংকে সামনে রেখেও সেই রকম একটা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যার জন্য দার্জিলিং এবং দিল্লীতে দৌড়দৌড়ি চলছে। কাজেই এর থেকে বুঝা যায় এই পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কাজ করেছে, সরকার এই জিনিসগুলি দেখেও না দেখার বান করেছেন, একমাত্র নিজেদের দলীয় স্বার্থে, ক্ষমতায় টিকে থাকার যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নে মুসগুল হয়ে তারা আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছেন এই প্রশ্নটা, আজকে গোটা ভারতের মধ্যে যে-সব দেশপ্রেমী রয়েছেন, তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ এই রকম অবস্থা হলে ভারত এক থাকবে কিনা অথবা ভারতের সার্বভৌমত্ব থাকবে কিনা, এটাই এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। তাই এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে ও আহ্বান করতে চাইছি যে, দেশের মধ্যে যে ধর্মান্ধশক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঘাটি গেড়ে বসেছে, তাদের ক্রিনড়ক হয়ে কিছু অসুভ শক্তি যারা প্রত্যেক্ষ এবং প্ররোক্ষ ভাবে মদত যোগাচ্ছে, তাদের কাছে আত্ম সমর্পণ না করে বা তাদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে দেশ ও জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের বিরোদ্ধে রুক্ষে দাঁড়ান, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন তাহলে গোটা ভারতের মানুষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবো যাতে এই সমস্ত অশুভ শক্তিগুলিকে মোকাবিলা করা যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর হাতকে আমরাও শক্তিশালী করবার চেষ্টা করব। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সেই সঙ্গে আমি আশা করব যে এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় এই সভার সামনে যে রিজলিউশানটি এনেছেন এবং এটা আনতে গিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন, তা সত্য কথা যে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমিকত্বকে নষ্ট করে ফেলতে চাইছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, যে সম্প্রতি দিল্লীতে জাতীয় সংহতি কাউনসিলের যে বৈঠক হয়ে গেছে, তাতে এর জন্য উদবেগ প্রকাশ করা হয়েছে এটা সত্যি কথা যে দেশের ঐক্য, সংহতি ও সার্বভৌকত্ব রক্ষায় আমাদের সকলেরই এক মত হতে হয়। আজকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের যে-সব তৎপরতা চলছে, আমাদের ত্রিপুরাতেও তদরূপ। যেখানে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে দেশের ঐক্য সংহতির স্বার্থে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক, উগ্রজাতি-য়তাবাদী ও ধর্মান্ধ অশুভ শক্তিসমূহ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোনঠাসা করতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক, এটা বেশ ভাল কথা। কিন্তু এটার সঙ্গে আমার একটা প্রস্তাব যুক্ত করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থিদের দমনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করে বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থিদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোনঠাসা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক এটা যদি হয়, তবে আমার প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে কোন অসুবিধা হবে না, অন্যথায় আমার সমর্থন করতে অসুবিধা হচ্ছে। যেহেতু মাননীয় সদস্য জনস্বার্থে এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন, সেহেতু আমি যে পরামর্শ দিলাম, সেটাও যদি এই প্রস্তাবে যুক্ত হয়, তাহলে এটা আরও বেশী কার্য্যকরী হবে বলে আমি মনে করি এবং এটাকে সমর্থন করতে আমাদের কোন অসুবিধা থাকবে না। আর তা যদি না করেন, তাহলে আমাকে একটা কথা বলতে হয়, সেটা হল, আমাদের এখানে একটা প্রচলিত কথা আছে- "ঠাকুর ঘরে কেরে? আমি তো কলা খাই না"। তাই এই ধরণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কোন উপকার হবে না।

ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করে তিনি যে কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বলব যে ত্রিপুরার মানুষের জীবন রক্ষার জন্য যদি মাননীয় সদস্য এই রিজোলিউশান আনতেন তাহলে আমরা এটা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারতাম এবং আমরাও তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে পারতাম। কাজেই তিনি যদি সেটাকে যুক্ত করতে পারেন তাহলে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারতাম এবং যেহেতু তিনি সেটা করতে রাজী নন সেজন্য আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিষয় বস্তুর সঙ্গে আমি একমত হলেও তিনি যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোদ্ধে আক্রমনের সূচনা করছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমরা জানি যে ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার প্রশ্নে এবং

সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় এখন নয়। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করা। কারণ আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী আজকে সারা বিশ্বে যে ধরণের বিশ্ব মানবিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন এবং সেজন্য তিনি বিরোধী পক্ষের এম, এল, এ ও এম, পি, দের ডেকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির রক্ষার জন্য যে শুভ প্রচেষ্টা শুরু করেছেন আমাদের উচিত তাঁর সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিঃসার্থ-ভাবে সামিল হওয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার ঠিকই বলেছেন, এখানে জাত পাত ভিত্তিক যে ভাবে জাতীয় অনৈক্য গড়ে উঠেছে সেটা খুবই লজ্জার কথা কলঙ্কের কথা। এবং তাকে মোকাবিলা করার জন্য যে ভিত্তি ভূমি তৈরী করা দরকার সেই সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

সেই ভাবে যদি আমাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তাহলে আমাদের তার মূল কারণ সম্পর্কে আমাদের খোঁজ করতে হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এর মূলে রয়েছে আমাদের নিরক্ষরতা-এই নিরক্ষরতার জন্যই আজকে আমাদের সামনে এই সব সমস্যা আজকে আমাদের জাতীয় জীবনকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। এবং এই যে জাতীয়তাবাদের গোড়ামী এটা অবশ্য থাকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে ভারতবর্ষে কিছু লোক প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেজন্য কিছু লোকের মধ্যে ক্ষোভ ও বৈরী মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে গিয়ে আজকে আমাদের সমস্যার গভীরে গিয়ে আমাদের আসল সমস্যার সমাধান করার জন্য ভিত্তি ভূমি তৈরী করতে হবে। এবং এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার কথা খালিস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত কেন তাদের মধ্যে বৈরী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণটা খোঁজে বের করতে হবে কেন তাদের এই রকম বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, কেন তাদের মনে আজকে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণটা আমাদের খোঁজে বের করতে হবে। সেটাকে যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে নিরক্ষরতা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার জন্যই এই সব বৈরী মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। এর পেছনে বিদেশী শক্তির মদত আছে কি না তার খোঁজ করতে না গিয়ে আমাদের প্রথমে খোঁজ করতে হবে সেই সব কারণগুলি কিভাবে আমরা দূর করতে পারি। এবং তাদের সেই নিরক্ষরতা ও অর্থনৈতিক অসন্তোষকে পুঁজি করে যদি কেউ তাদের শোষণ করার জন্য তাদের মধ্যে বৈরী মনোভাবের সৃষ্টি করে তাহলে সেটাকে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার সেই দিকে নাগিয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার কথা বলেছেন, ত্রিপুরার উগ্রপন্থির কথা বলেছেন। কিন্তু এখানকার যে মেজরিটি অংশ বাঙ্গালীরা "বাঙ্গালীস্থান" করতে চান সেদিকে তিনি যেতে চাইছেন না। কারণ এখানে যদি 'আমরা বাঙ্গালীরা' যদি শক্তিশালী হয় তাহলে কংগ্রেসের ভোটই ভাগ হবে, তাঁরা ভোটে জিততে পারবেন। কাজেই সেদিকে তিনি

যেতে নারাজ। কাজেই যে ভাবে আক্রমন সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা নিরপেক্ষ নয়। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলব যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য সার্বিক ভাবে আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে। আর এখানে মাননীয় সদস্য আজাদ কাশ্মীরের কথাও বলেছেন। স্যার, কিছুদিন আগে আমি যখন কাশ্মীর গিয়েছিলাম, সেখানে আমি বিভিন্ন রাস্তায় দেখলাম পাশে যে সব হোটেল আছে সেখান থেকে আহ্বান করা হচ্ছে, এখানে যারা খাঁটী হিন্দু তারা আসুন। আমার সঙ্গে একজন শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মুসলিম স্টেটের মধ্যে হিন্দুদের এই-ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই মনোভাব দূর হওয়া দরকার। এবং আমার মনে হয় যদি সেখানে মুসলমানদেব ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি এই-ভাবে বৈষম্য দেখানো না হয় তাহলে ভাল হবে। কাজেই আজকে আমাদের বুঝতে হবে, সেই সব সমস্যার মূল কারণ কি সেটাকে দূর করার জন্যই আজকে আমাদের সর্ব প্রথম চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই সমস্যার বাস্তব সমাধান আমরা করতে পারব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য ফৈয়জুর রহমান।

শ্রী ফৈয়জুর রহমান ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন প্রথমে আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই প্রস্তাবের মধ্যে আজকে ভারতবর্ষের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রতিক্রীয়াশীল গোষ্ঠিকে যে-ভাবে মদত দিচ্ছে দেশের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করার জন্য।

যেমন আমরা লক্ষ্য করছি পাঞ্জাবে, মিজোরামে, আসামে এবং কাশ্মীরে আন্দোলন চলছে ভারতবর্ষটাকে টুকরো টুকরো করার জন্য। এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে সাম্রাজ্যবাদীর দালাল ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করল এবং তার মৃত্যুর পর পুত্র রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীর নাম উচ্চারণ করছেন না। আজকে যারা সংখ্যালঘু তাদের বিরুদ্ধে কিছু অংশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসামে,মিজোরামে উগ্রপন্থীদেরকে জামাই আদর করে এই কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাখছে। আজকে আসামে সংখ্যালঘুরা বিশেষ বিশেষ করে যারা বাঙ্গালী তারা আসামে দুঃসহ জীবন যাপন করছেন সেটা সকলেই জানেন সেখানে সংখ্যালঘুরা জমি কিনতে পারছে না কিন্তু জমি বিক্রী করতে পারবে। এই অবস্থা হয়েছিল বাংলাদেশে আয়ুব খানের আমলে। মেডিকেল এবং ইনজিনীয়ারিং কলেজে সংখ্যালঘু ছাত্ররা বোর্ডিএ থাকার সুযোগ পাচ্ছে না। বুক গ্রাণ্ড পাচ্ছে না। ওখানটার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্ত কিছু দিন আগে কাছাড়ে এসেছিলেন। সংখ্যালঘুরা তাদের দাবী জানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে নির্ষাতিত হতে হয়েছে। সেখান থেকে যে-সমস্ত ছাত্র পুলিশের অত্যাচারে ধর্মনগরে এসেছে তাদের কাছে থেকে আমরা শুনেছি। শিলচর, বরবেটা, করিমগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় অসমিয়া পুলিশ দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পুষ্ট টি, এন, ভি, ত্রিপুরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জোর করে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা

আদায় করছে বাজার লুট করছে এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। কংগ্রেস (ই, দলও মার্কিন মদত্ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা ধর্মনগরে লক্ষ্য করছি, জামাতি ইসলামের কিছু নেতা সভাসমিতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এবং পাশা পাশি দেখছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর কিছু নেতা মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করছে। সেখানে একটা জায়গাতে শিব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে কংগ্রেসের নেতারাও ছিলেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি হস্তক্ষেপ না করলে সেখানে একটা দাঙ্গা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হয়ে যেতো। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী কালী কুমার দেববর্মা।

শ্রী কালী কুমার দেববর্মা :— মাননীয় সদস্য কক্-বরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,

মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটা জাতীয় সংহতির উপর। জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হউক, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু আছে, যা দেশকে বিখণ্ডিত করে সেই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে কাংগ্রেস লড়াই করছে, করবে। এটা তার নীতি। এবং এটা আন্তরিক, আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই প্রস্তাবের পেছনে আপনাদের আন্তরিকতা কতটুকু? 'নিজেরে আচরি ধর্ম অপরে শেখায়'। এইখানে এই রাজ্যে আপনারা কি করছেন? আপনাদের জন্ম এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি ভাবে? সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের জন্ম। আমি বলব, জাতি-উপজাতি দীর্ঘদিন ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্য সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছিল। এই রাজ্যে যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে-ছিল। এই রাজ্যের মহারাজা পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ত্রিপুরা রজ্যের উদ্বাস্তু আগমন ঘটে তখন এইখানে অভয়নগর সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে কোথায় সেই অভয়নগর এই ত্রিপুরা রাজ্যে? টি, এন, ভি, বলেছেন? এটা তো আপনাদের সৃষ্টি। কারণ, এইখানে যে জনগোষ্ঠী জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলতে চায় সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য আপনারা টি, এন, ভি, কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, 'কেউ এইখানে আমরা বাঙ্গালীর কথা বলা হচ্ছে না, যারা বাঙ্গালীস্থানের কথা দাবী করছে?' সেটা সু-কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। কারণ, আমরা জানি, মোহনপুরের একটি গাঁওসভা এরা মিলিত ভাবে করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিচ্ছেন? ভূতের মুখে রাম নামের মত। আসামে আপনাদের দলের ভূমিকা কি? আপনার দলের লোকেরা সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উস্কানি দিচ্ছেন। আজকে অ-অসামীদের জন্য এখানে চোখের জল ফেলছেন, আবার প্রফুল্ল মহন্ত সরকারকে আপনারাই সমর্থন জানাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধছেন কোন আন্তরিকতার স্বার্থে? আসামে একর্ড হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ আমরা সমর্থন করি না। জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে কংগ্রেস।

কক্—বরক

শ্রী কালি কুমার দেববর্ম্া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার,

কক্ আংখা সারা ভারতবর্ষে যত রাজ্য সংহতি বিপন্ন' কোন খান' নাইঅ খালিস্তান কোন খান' নাইঅ হিন্দু মুসলমানানি দাঙ্গা কোন খান আংখা স্বাধীন ত্রিপুরা, স্বাধীন মিজোরাম, স্বাধীন, নাগালাণ্ড, আবনি বাগাই সারা ভারতবর্ষে সি, আই, এ-নি এজেন্ট-রগ কাম খৗলাই-নানি সুবিধা মানখা। সেই কার্য খৗলাইনানি সুবিধা মানাই সারা ভারতবর্ষঅন জাতীয় সংহতি পঙ্গু খৗলাই তৗসানানি বাগাই ব্যবস্থা আংখা। সেই সি, আই, এ-নি এজেন্ট-রগ/ তিনি ভারতবর্ষঅ যেমন মুখুং হৗলাবাই মুখুংনি সাল মুগমানি হাই সারা ভারতবর্ষঅ মুখুং সাংসাঅয় তংসিঅ, কিন্তু জাতিয় সংহতি আবনি বাগাই জোর খৗলাই বাচানানি সাহস মানলিয়া, কেন না সারা ভারতবর্ষ, মানে কেন্দ্রঅ আংখা কংগ্রেস (আই) সরকার। সেই কেন্দ্র কংগ্রেস (আই) সরকার চিন্তা খৗলাই না ইদি, এই জাতীয় সংহতিনি ব্যাপার বরগ যদি জোরদার খৗলাই তিসাকা হৗনকাই মার্কসবাদী কমনিষ্ট পার্টি সারা ভারতবর্ষঅ সব সময় জাতীয় সংহতিনি কক্ সাঅ।

কিন্তু কংগ্রেস (আই) সরকার বুখুক বাই সাঅ জাতীয় সংহতিনি কক্ কিন্তু তিনি না ইদি বিভিন্ন খানে এই যে মিজোরামনি চুক্তি নি ব্যাপার' একজন নির্বাচিত সরকারনি তিখালাই লালডেঙ্গানি চুক্তিঅ আবদ্ধ আংগাই মুখ্যমন্ত্রী খৗলাইরৗখা। সেই মুখ্যমন্ত্রীনি ফলে তিনি তাবুক তাম আংখা ? বৃহত্তর মিজোরাম তৗসাখা, বৃহত্তম মিজোরামনি লগে লগে তাম সাকা ? তাবুকনি যে উপঃ মুখ্যমন্ত্রী লালথাংহাওলা ব সাকা আব কোন প্রোবলেম্ কৗরাই। আবনি বাগাই বৃহত্তম মিজোরাম খৗলাইনানি মত কোন অসুবিধা কৗরাই। চিন্তা খৗলাই নাইদি যদিন' কেন্দ্রনি কংগ্রেস (আই) সরকার এই বিরোধিতা খৗলাইকা হৗনখৗই তিনি বিনি দলনি ন' এক-জন সেই মিজোরামনি কংগ্রেস (আই) -নি সভাপতি কংগ্রেস-নি উপঃ মুখ্যমন্ত্রী ব' বাহাই অম-তৗই কক্ সাঅয় মানমা বাগাইন এই যে ভারতবর্ষনি জাতীয় সংহতি সাঙ্ঘাতিক তলৗ কৗলাই তংখা। সেই জাতীয় সংহতি যদিন' তিসানানি হৗনকাই যতন যদি ফৗন বাগসা খৗলাই তিসায়া হৗনকাই, যতন' কাঁধে কাঁধে মিলি-অটয় আবনি বাগাই আন্দোলন খৗলাইয়া হৗনকাই আবনি কোন পথ কৗরাই। চিন্তা খৗলাই নাইদি শুধু আবনি সিমি প্রমানয়া তিনি এই যে, ত্রিপুরাঅ টি, এন, ভি, হিনৗই উগ্রপন্থী যে তংনাইরগ গত "৮০" ইংরাজীঅ এক সপ্তাহ যাবৎ এই যে টি, ইউ, জি, এস, রগ' বাজার বয়কট্ খালাইকা সেই বাজার বয়কট্ খৗলাইমানি লগি লগিন' "আমরা বাঙ্গালী" রগ উগ্র জাতিয়তা, সি, আই এ নি এজেন্ট-রগব বাঙ্গালী স্থান নাইঅ, তাই একদিকে স্বাধীন ত্রিপুরা নাইঅ। এই যে আন্দোলন খৗলাইফুরু একজন বাঙ্গালী যদিন ট্রাইবেলনি বাগাই কক্ সাকা হৗনকাই ট্রাইবেল বিশুদ্ধ আন্দোলন আংলিয়া ফৗন। তিনি

তাম আঁংখা বিশুদ্ধ ট্রাইবেল আন্দোলন আঁংলিয়া হীন। তিনি তাম আঁংখা বিশুদ্ধ ট্রাইবেল আন্দোলন খীলাইনাই রগবাই কংগ্রেস (আই) মিতালী ? আবনি বাগাঁইন' সেই বরগনি নেতৃত্বে টি, এন, ভি, সেই টি, এন, ভি, রগ বিভিন্ন জায়গাঅ জাতীয় সংহতিন নষ্ট খীলাইকা, সেই জাতিয় সংহতিন নষ্ট খীলাইসানি কিছু দিন আগে শ্রী রামপুর গ্রাম যে আঁংমানি আবনি পারিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংহতি নষ্ট খীলাইবা। এই যে টি, ইউ, জি, এস বাই টি, এন, ভি নি নেতৃত্বে।

যদি-ন'তিনি আবতাই আঁংয় হীনকাই, কিন্তু চিন্তা খীলাই নাইদি এই যে, আঠারমুড়া এলাকাঅ সেখানে নাগরাজ কলই, যদি উপজাতি যুব সমিতি টি, এন, ভি, রগন ফান রৌঅয় তংগ তবু ও তিনি ৭ জন লগিসংন কগই দস্যু জীবন ত্যাগ খীলাই স্বাভাবিক জীবন কীফিলাই ফাইকা। কিন্তু টি, ইউ জি. এস-রগ নির্দল- বগ' তাম খীলাইনানি মাপ রি, পূর্ণবাসন রি, বগন তাম' খীলাইনানি চাকরি বীঅয় তং হীন কি সমস্যানি, ব্যাপার আবনি বাগাইন জাতীয় সংহতি রক্ষা খীলাইনানি হীনকাই কি বিরোধী দল, দি ট্রেজারী ব্রেঞ্চ, কি অন্যান্য সংগঠন মিলিআইন' এই জাতীয় সংহতিন রক্ষা খীলাইয়া হীনখে ভারতবর্ষ টুকরা টুকরা আঁং থাংনাই ভারতবর্ষ ফান কীরাই আঁংগাই থানাই। সেই ফান কীরাক খীলাইনা বাগাই সমস্ত জাতি গুষ্টি সমস্ত মিলিআই যদি আন্দোলন খীলাইকা হীনখে সি, আই, এ-নি এজেন্ট রগনব চীং ভারতবর্ষ হইতে তাড়গাই রহীরাই মাননাই। ভারতবর্ষেনি জাতীয় সংহতি রক্ষা খীলাই মাননাই। সেই কক্ সাআঁয়ন মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব তুবুই ফাইমানি আবন' সমর্থন খীলাইন' আনি কক্ পাইবীখা। ধন্যবাদ

—ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ—

মাননীয় স্পীকার স্যার,

কথা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই সংহতি বিপন্ন। কোন কোন জায়গায় দাবী করা হচ্ছে খালিস্তান, আবার কোন কোন জায়গায় হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা, আবার কোন কোন জায়গায় স্বাধীন ত্রিপুরা, স্বাধীন মিজোরাম, স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড এর শ্লোগান। এ সব কারণেই ভারতবর্ষের সি, আই, এর এজেন্টরা সুবিধা করার সুযোগ পাচ্ছে। এই সব কাজের সুযোগ পেয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে পঙ্গু করে দেবার ব্যবস্থা চলছে। খড় দিয়ে ঘর ছাওনি দিয়ে যেমন এর ফাঁক দিয়ে সূর্য্য দেখার সুযোগ পাওয়ার মত সি, আই, এর এজেন্টরা ভারতবর্ষের মধ্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। এই কারণেই জাতীয় সংহতি জোরদার হচ্ছে না। কারণ কেন্দ্রে হচ্ছে কংগ্রেস (আই) সরকার।

কংগ্রেস সরকারেরও চিন্তা করে দেখা দরকার যে, এই জাতীয় সংহতি মজবুত করে তোলার জন্য একমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আন্দোলন করে।

কিন্তু কংগ্রেস সরকার মুখে জাতীয় সংহতির কথা বলে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কি দেখা যায়? যেমন মিজোরাম চুক্তির ব্যাপারটা, একটা নির্বাচিত সরকারকে নামিয়ে দিয়ে লালডেঙ্গার মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়া হল একমাত্র চুক্তির অবন্ধে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ফলে আজকে কি দেখা যায়? বৃহত্তর মিজোরামের দাবী তুলেছেন। বর্তমান উপঃ মুখ্যমন্ত্রী লালথাংহাওলী বলছেন, এটা কোন সমস্যা নয়। এটার জন্য বৃহত্তর মিজোরাম গড়ে তোলতে কোন অসুবিধা হবে না। চিন্তা করে দেখুন, যদি কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই) সরকার তার বিরোধিতা করেন তবে তার দলেরই মিজোরামের কংগ্রেস (আই) এরই উপঃ মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কি করে এ কথা বলতে পারেন? এর জন্যই ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি নষ্ট হচ্ছে ও নীচে নেমে যাচ্ছে। সেই জাতীয় সংহতি যদি ধরে রাখতে হয় তবে ভারতবর্ষের সবারই উচিৎ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করা এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। একটু ভেবে দেখুন শুধু এটাই নয়। এই যে ত্রিপুরায় টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী যারা আছে গত "৮০" ইংরাজীতে এক সপ্তাহ যাবৎ আর টি, ইউ, জি, এসরা বাজার বয়কট করল, সেই বাজার বয়কট করার সঙ্গে সঙ্গে "আমরা বাঙ্গালী" উগ্র জাতীয়তাবাদী, সি আই এর এজেন্টরা "বাঙ্গালী স্থান" দাবী তুলল। আর একদিকে স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী এইযে। আন্দোলন করার সময় যদি একজন বাঙ্গাল একজন ট্রাইবেল এর জন্য কথা বলে তবে সে আন্দোলন নাকি বিশুদ্ধ আন্দোলন হয় না। আর আজকে কি হয়েছে? বিশুদ্ধ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কংগ্রেস (আই) এর মিতালী। সেই জন্যই এদের নেতৃত্বে টি, এন, ভি ও টি, ইউ, জি, এসরা বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সংহতি নষ্ট করেছে, সেই জাতীয় সংহতি নষ্ট করার প্রমান শ্রী রাম-পুরের ঘটনা। এই যে টি, ইউ, জি, এস ও টি, এন, ভির যোগাযোগ না থাকলে এ রকম অবস্থা হত না। চিন্তা করে দেখুন আঠারমুড়া এলাকায় সেখানে নাগরাজ কলই বলেছে উপজাতি যুব সমিতি টি এন, ভি, দের মদত দিয়ে থাকে তবু তার ৭ জন সঙ্গীকে গুলি করে দস্যু জীবন ত্যাগ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে কিন্তু টি, ইউ, জি, এনও নিদলরা বলেন, কেন এদেরকে ক্ষমা করা হচ্ছে, পূর্ণবাসণ দেওয়া হচ্ছে, চাকুরী দেওয়া হচ্ছে? কি সমস্যার ব্যাপার। জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে হলে, কি বিরুধীদল, কি ট্রেজারী ব্রেঞ্চ, কি অন্যান্য সংগঠন সবাই মিলেই করতে হবে। নতুবা ভারতবর্ষ টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের শক্তি কমে যাবে। সেই শক্তি যদি গড়তে হয় তবে সমস্ত জাতি গোঠি সমস্ত মানুষ একত্রে হয়েই আন্দোলন করতে হবে। এর পর সি, আই, এ, এজেন্টদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে। এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। সেই কথা বলেই মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন, এটাকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটা জাতীয় সংহতির উপর। জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হউক, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু আছে, যা দেশকে বিখণ্ডিত করে সেই সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই করছে, করবে। এটা তাঁর নীতি। এবং এটা আন্তরিক। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই প্রস্তাবের পেঁছনে আপনাদের আন্তরিকতা কতটুকু? "নিজেরে আচরি ধর্ম অপরে শেখায়"। এইখানে এই রাজ্যে আপনারা কি করছেন? আপনাদের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি ভাবে? সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের জন্য আমি বলব, জাতি-উপজাতি দীর্ঘদিন ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছিল এই রাজ্যে যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করেছিল এই রাজ্যের মহারাজা পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্বাস্তু আগমন ঘটে তখন এইখানে অভয়নগর সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে কোথায় সেই অভয়নগর এই ত্রিপুরা রাজ্যে? টি এন ভির কথা বলেছেন এটা তো আপনাদের সৃষ্টি। কারণ, এইখানে যে জনগোষ্ঠি জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলতে চায় সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য আপনারা টি, এন, ভি, কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, কই এইখানে "আমরা বাঙ্গালী" কথা বলা হচ্ছে না, যারা বাঙ্গলীস্থানের কথা দাবী করছে, সেটা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। কারণ, আমরা জানি, মোহনপুরের একটি গাঁওসভা এরা মিথ্যা ভাবে দখল করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিচ্ছেন? ভূতের মুখে রাম নামের মত। আসামে আপনাদের দলের ভূমিকা কি? আপনাদের দলের লোকেরা সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উস্কানি দিচ্ছেন। আজকে অ-আসামীদের জন্য এখানে চোখের জল ফেলছেন, আবার প্রফুল্ল মোহন্ত সরকারকে আপনারাই সমর্থন জানাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধছেন কোন আন্তরিকতার স্বার্থে? আসামে একর্ড হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ আমরা সমর্থন করি না। জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে কংগ্রেস। পাঞ্জাবেও করেছে, আসামেও করেছে মিজোরামে লালডেঙ্গাকে কংগ্রেস ক্ষমতায় এনেছে। সেটা কংগ্রেসের উদারতা। লালডেঙ্গা যখন ভারতবর্ষের সংবিধান মানেন নি তখন তাঁকে এই দেশে থাকতে দেওয়া হয় নি। যখন লালডেঙ্গা ভুল বুঝতে পেরেছেন, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছেন, সংবিধানকে মেনে নিয়েছেন তখনই তাকে ক্ষমতায় আনা হয়েছে। এটা কংগ্রেসের উদারতা। আছে কি আপনাদের সেই উদারতা? এই রাজ্যে আপনাদের অপদার্থতার জন্য মানুষগুলি বেঘোরে

মরছে উগ্রপন্থীর হাতে। গদীতে বসে আছেন আপনারা জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে যারা মিলে যাবে তারা যে রাজনীতিরই করুক না কেন কংগ্রেসের সে উদারতা আছে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার। রাজনীতির জন্য যদি কোন প্রস্তাব এখানে এনে থাকেন, এবং সেটা যদি কংগ্রেসের সমালোচনা করার জন্য বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেই প্রস্তাবে সমর্থন থাকতে পারে না। আমি আবার ঘোষণা করি, কংগ্রেস গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, সংবিধানকে বিশ্বাস করে, ঐক্যকে বিশ্বাস করে. ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য থাকতে কংগ্রেস তা বিশ্বাস করে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই পাঞ্জাবে, আসামে একর্ড হয়েছে মিজোরামে একর্ড হয়েছে। আরো হতে পারে, হবে। কিন্তু, বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বা যা-ইচ্ছা তা করতে পারেন না কারণ তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়ে যাবে, লড়ছে। সেই জন্য আমি আবেদন রাখব, আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করুন এই আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপ্যুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ— মি ডেপ্যুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় আজকে জাতীয় সংহতির রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতা শক্তিকে বিরোধীতা করে দেশের জনগনকে একটা আপোষহীন সংগ্রামে আহ্বান জানিয়ে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করছি। আমি মনে করি মাননীয় সদস্য গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই প্রস্তাবটি এনেছেন। কারণ, এর আগে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি এমন ভাবে বিপন্ন হয় নি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি এমন ভাবে মাথা চারা দিযে উঠে নি। আজকে সারা ভারতবর্ষে কোথাও হিন্দু-মুসলমান কোথাও পাহাড়ী বাঙ্গালী কোথাও বা বর্ণ হিন্দু রেষারেষি দেখ দিয়েছে। কন্যাকুমারী থেকে আরম্ভ করে হরিদ্বার পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে যদি মোকাবিলা না করা যায় তাহলে সারা ভারতবর্ষে মানুষের ঐক্য বিনষ্ট হবে, বিপর্যস্ত হবে। আমরা দেখছি গুজরাটে নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগেস (আই) দল তপশিলী জাতিদেরকে চাকুরীতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তারা তপশিলী জাতিদের জন্য আর সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখেন নি। যার ফলে সেখানে বর্ণ হিন্দু এবং তপশিলী জাতিদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এবং এর ফলেই আমরা দেখেছি তপশিলী জাতিদের মধ্যে "সারা ভারত বহু জন সমাজ পার্টি" দল গড়ে উঠেছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংকট সৃষ্টি হচেছ সেগুলির সবগুলিই নেতৃত্ব দিচেছ বর্ণ হিন্দু। তাই ভারতবর্ষের সমস্ত তপশিলী জাতি এক হয়ে আজকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আজকে আমেরিকান সাম্রাজ্য বাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দিচেছ। তেমনি অপর দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৩৯ বৎসর পরেও কেন্দ্রীয়

সরকারে দুর্নীতির ফলে তাদের শোষণ নীতির ফলে ধনবাদীদের সঙ্গে গাটছড়া বাধার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈষম্য থেকে জন্ম নিয়েছে বিক্ষোভ এবং এই বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ শক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠেছে এবং দেখা দিয়েছে বর্ণে বর্ণে বিরোধ। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই বিরোধকে তাদের নির্বাচনের স্বার্থে মদত দিয়ে যাচেছ। মদত দিচেছ পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা ল্যাণ্ড আন্দোলনকে এবং বলছেন জি, এন, এল, এফ নেতা সুভাষ ঘিসিং-এর লাইন এবং ত্রিপুরার উগ্রপন্থী নেতা বিজয় রাঙ্খলের লাইন এক। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে-ভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে তাতে ভারত-বর্ষের মতে একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক। সুতরাং আজকে দলমত নির্বিশেষে এই চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিৎ এবং একটা আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সেটাকে মোকাবিলা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এই বলে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন সে প্রস্তাবের সাথে উনার বক্তব্যের কোন সংগতি নেই। আমি জানি না, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ রাজ্যের মানুষকে প্রতারনা করলেন। উনার প্রস্তাবটি হল সংহতির পক্ষে, বিচিছন্নতার বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের যুক্ত রাষ্ট্রিয় কাটামোকে মজবুত করার লক্ষ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উনি যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সেইগুলি হচেছ বিকৃত প্রতিফলন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাশ্মীর প্রসঙ্গে উনি বলেছেন যে-মহম্মদ সাহকে দিয়ে কংগ্রেস (আই) বিচিছ-ন্নবাদীদের মদত দিয়েছেন। কিন্তু আপনার মাধ্যমে এই প্রশ্নটা আমি করতে চাই যে শেক আবদুল্লার শাসন কালে আজাদ কাশ্মীর শ্লোগান কারা দিয়েছিলেন? তারপর ডঃ ফারুক আবদুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে শ্রী নগরে পাকিস্তানী টিমের সঙ্গে ভারতীয় টিমের যে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল, তখন পাকিস্তানী দর্শকরা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে ভারতীয় খেলোয়ারদের লাঠি পেটা করেছিল এবং মাঠে দাঁড়িয়ে আজাদ কাশ্মীর এবং পাকি-স্তান জিন্দাবাদ বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন। সেই ফারুক আবদুল্লাকে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের সময় বামফ্রন্টের দরকার হয়েছিল। কারণ এখানকার মুসলমান ভোটারদেরকে প্ররোচিত করতে হবে। পশ্চিমবংলার মুসলমান ভোটারদের বামফ্রন্টের পক্ষে টানার জন্য সে দিন ফারুক আবদুল্লার কোন সমালোচনা করা হয় নি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গের গোর্খাল্যাণ্ডের ব্যাপারে সেখানে কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে? এই পশ্চাদপদ, এলাকার এই অনুন্নত পিছিয়ে পরা এলাকার উন্নতির জন্য গত ৯ বছরে পশ্চিমবংলার বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেন নি। ফলে

স্বাভাবিক ভাবেই সেখানকার পিছিয়ে পরা মানুষরা তাদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া এবং বামফ্রন্ট সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সেই প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। গোর্খালেণ্ড আন্দোলনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রথম থেকে শুরু করে রাজীব গান্ধী থেকে শুরু করে তার বিরোধিতা করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্ন করতে চাই এই যে কিছু দিন আগে সুভাষ ঘিসিং গোপনে উনি দিল্লী গেলেন। কই রাজীব গান্ধীর সঙ্গে তো কথা হয় নি, কাদের সাথে কথা হয়েছে? জর্জ ফার্নানডেজ। চরণ সিং, বহুগুণা, চন্দ্রসেখর, ওরা কারা? ওরা তো সি, পি, এম এর-বন্ধু ওরা তো সি, পি, এম-এর নির্বাচনের আতাতের শরিক সুতরাং আজকে এই যে সুভাষ ঘিসিং-এর ভূমিকার এই বিধানসভায় উষ্মা প্রকাশ করলে চলবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমাকে আরও ৩ মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ১ মিনিট।

শ্রী জওহর সাহা :— আজকে সাধারণ মানুষ আর হাউসকে বিভ্রান্ত করলে চলবে না, দেখতে হবে কার ভূমিকা কোথায়। আমরা এই বিধানসভায় এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাই। যারা সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান তুলেছেন এবং এই স্বায়ত্ব শাসনের দাবাতে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার গোর্খাদের স্বায়ত্ব শাসন সেট কে সমর্থন করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বেশী বর্ণনা না করে এই খালিস্থানের আইনের ভূমিকার ইতিহাস ভারতবর্ষের জনসাধারণের কারো কাছে অজানা নেই। আমরা কংগ্রেস আমাদের প্রিয় নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে রাজীব গান্ধী কিংবা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিহত করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন। আমাদের এই ত্রিপুরার কথা এই প্রসঙ্গে আসতে চাই যে, ত্রিপুরার মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন ওদের কারা মদত দিয়েছে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় অভার হয়ে গেছে, আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন

শ্রী জওহর সাহা :— এই হাউসে একবারও উঠল না বিনন্দ জমাতিয়ার কথা যিনি নাকি প্রথমে ত্রিপুরা রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান তুলেছিলেন। আজকে বলা হচ্ছে গ্যালেন্ডেঙ্গার কথা ঐ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— আমাকে শেষ করতে দিন। আপনিই তো বলেছেন ৩ মিনিট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনিই তো বলেছেন ১ মিনিট।

শ্রী জওহর সাহা :— আমি বলেছি ৩ মিনিট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বলেছি ১ মিনিট।

শ্রী জহর সাহা ঃ— এই ত্রিপুরাতে বিচিছন্নতাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান কে তুলেছিল ? বিনন্দ জমাতিয়া। কংগ্রেস লালডেঙ্গাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন ঘোষণা করে যুক্তি দিয়ে। আর আপনারা বিনন্দ জমাতিয়াকে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতার শীর্ষে উঠিয়েছিলেন অগণতান্ত্রিক ভাবে যা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছে অজানা নয়। আজকে আমরা দেখছি যারা বিচিছন্নতাবাদী আন্দোলন করছে তাদের মাথায় তুলে নাচছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন। সভাকে সাহায্য করুন। শ্রী জওহর সাহা শেষ করছি। সুতরাং শুধু বক্তব্য না রেখে তাদের বিরুদ্ধে যারা কিনা বিচিছন্নতাবাদী আন্দোলন করছে, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে অখণ্ডতাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিন। মাননীয় সদস্য রসিক বাবু যে বলেছেন ত্রিপুরার মতো ক্ষুদ্র রাজ্যে কংগ্রেসের ৩০ বছর শাসনের সময় সেখানে জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু এখন বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন না। আপনার বক্তব্য একস্‌পাণ্ডড্ করা হবে। এতবার বলার পরও আপনি শেষ করছেন না কেন ?

শ্রীজওহর সাহা ঃ— সুতরাং আজকে আমরা এটা চাই এই উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে উনি যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটাকে কার্যকরী করার জন্য, রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের শান্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা যেন কার্য্যকরী করা হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সময় খুব কম এবং তার পর আর একটা প্রস্তাব আছে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার উৎথাপন করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই খারাপ এই বিচ্ছিন্নতাবাদ তার পর ভেদ-বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা মোল্লাতন্ত্র ইত্যাদি এবং জাত-পাতের ভিত্তিতে জন-গোষ্টিকে পৃথক করার যে প্রবণতা ভারতবর্ষের মধ্যে খুব বাড়ছে যে সব জায়গায় কংগ্রেস (আই) এর সরকার আছে সেখানে সবচেয়ে বেশী মদত হচ্ছে এবং একটা ঘটনা বোধ হয় আপনার মনে আছে কেরালায় বিধান সভায় খুব হৈ-চৈ হয়েছিল মোল্লাতন্ত্র এক উপকূল দেশথেকে এক মোল্লা সাহেব এসেছেন যা ভারত সরকার পর্য্যন্ত অবাঞ্চিত ব্যাক্তি মনে করেছেন, ভারতবর্ষে থাকতে দেয় নি কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রীরা, এম, পিরা নাকি তাকে বিমানবন্দরে অর্ভ্যথনা জানিয়েছেন এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। কাজেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কেরালায় হোক, পাঞ্জাবে হোক, বিভিন্ন জায়গায় হোক সকলেরই একই চেহারা। এবং এমন কি যে কতগুলি চুক্তি হয়েছিল যেমন পাঞ্জাব চুক্তি, সেগুলি কার্য্যকরী

হচ্ছে না। এমন কি আসামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সরকারকে কংগ্রেস সাহায্য করেছেন এখন আসামে এই সরকার গঠিত হবার পর এটা বড় দুর্ভাগ্যজনক যে সেখানে সংখ্যালঘু বা অন্যান্যদের উপর খুবই নির্যাতন হচ্ছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি কাজেই এই অবস্থাই একটা বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে আমরা সচেতন করতে চাই এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে যাতে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা, একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারি তার জন্য গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে ওদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত এই বক্তব্য রেখে এবং এই প্রস্তাবের সর্থমন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার .— মাননীয় প্রস্তাবক মানিক সরকার কিছু বলবেন কিনা।

শ্রী মানিক সরকার ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সময় সংক্ষিপ্ত আমি তাই ২/১টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন এই সভায় সামনে ছুড়ে দিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তিকে মদত দিয়ে দেশকে টুকরো টুকরো করার জন্য তাদের পক্ষে সাহায্য করছেন তারা পিঠ বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, কাজেই তার জন্য ২/১টি কথা না বলে আমি পারছি না। প্রথম প্রশ্ন নগেন্দ্র বাবু এবং সুধীর বাবু যুগপৎ বলবার চেষ্টা করেছেন "আমরা বাঙ্গালী" সম্বন্ধে তো কিছুই বলা হয় নি। বিশ্রামগঞ্জে কিছু দিন আগে "আমরা বাঙ্গালী" বন্ধ ডেকেছেন এবং মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে হস্তান্তরিত জমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য বামপন্থী সরকারের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত যাতে সেখানে কার্যকরী না হতে পারে তার জন্য 'আমরা বাঙ্গালীকে' সামনে রেখে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি জল ঘোলা করবার চেষ্টা করছেন। মুনসুর আলি সাহেব কংগ্রেস (আই) নেতাদের এবং যুব সমিতি এলাকার নেতাদের নিয়ে সেখানে তিন মাস আগে মিটিং করেছেন যাতে সেখানে ভূমি হস্তান্তরের কাজে বিঘ্নিত হয় সেখানে 'আমরা বাঙ্গালীদের' উস্কানি দেওয়া হচ্ছে এবং এর পরবর্তী সময়ে মুনসর আলি সাহেব এবং মোহন লাল রায় দুই জনই কংগ্রেস (আই) করেন। উনারা গিয়ে চীফ সেক্রেটারীর কাছে ডেপুটেশ্যান দিয়েছেন, জমি হস্তান্তর করা যাবে না। কাজেই 'আমরা বাঙ্গালী'কে কারা সাহায্য করছেন বামফ্রন্ট না কংগ্রেস (আই) না, উপজাতি যুব সমিতি? জবাব উনাদের দিতে হবে, আমরা জবাব দেব না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সব জিনিষ বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন।

আর সুধীর বাবুর লজ্জা হওয়া উচিত, আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও। আমরা সংহতির জন্য মার্কসবাদী কমিনিষ্ট পার্টির মানুষ, বামপন্থীরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। একটা কংগ্রেস (আই)-এর লোক সংহতির জন্য রক্ত দিয়েছেন বলতে পারবেন? একটি নাম বলতে পারবেন? একটি নামও বলতে পারবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভির হাতে কংগ্রেস (আই)-এর লোক একজনও প্রাণ হারিয়েছেন? গত ৯টি বছর ধরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির, গণমুক্তি পরিষদের, বামপন্থী পরিষদের, বামপন্থী আন্দোলনের সামনের সারির মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন দেশের ঐক্যের জন্য। আমিত বলেছি পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়,

গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে, কাশ্মীরে, আসামে কংগ্রেস (আই) দেশের ঐক্য সংহতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হয়ে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে। আছে একটা তাদের স্টেইটমেন্ট, আছে একটা মিছিল, আছে একটা কনভেনশান দেশে সংহতিকে আহ্বান করার জন্য ? এই ত্রিপুরায় বিচিছন্নতাবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালালরা এই উপ-জাতি যুব সমিতি, টি, এন, ভি, ষড়যন্ত্র করছে। এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস (আই এর একটা মিছিল করেনি, একটা কনভেনশান করেনি। আজকে অশোক বাবু নেই, তার চেয়ারে সুধীর বাবু বসেছেন তেরেঙ্গা ঝাণ্ডা ঝুলিয়ে। ৮ই জুনের দাঙ্গার পর যারা শিবিরবাসী হয়েছিলেন তাদের নিয়ে তারা যে মিছিল করেছিলেন তখন তাদের শ্লোগান কি ছিল ? দেশের ঐক্য না, সংহতি না। নৃপেন, দশরথ ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই। ত্রিপুরার শান্তি সংহতি নৈব নৈবচ। কাজেই আপনাদের মুখে এই সব কথা সাজেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচিছ। রিজলিউশানটি হলোঃ—

"ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে সুদ্ধোশ্বও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-সমূহের মদতপুষ্ট হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে তারা দেশের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির উপর ক্রমাগর আঘাত হানছে। কোথাও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, কোথাও জাতি-উপজাতি বিরোধ, কোথাও উচ্চবর্ণ ও তপশিলী জাতির বিরোধ, বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে, বিভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। খালিস্তান গোর্খাল্যাণ্ড বিদেশী বিতাড়ণ আন্দোলন, স্বাধীন ত্রিপুরা প্রভৃতি বিচিছন্নতাদাবী দাবী সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাক্তি সন্ত্রাস, গণহত্যা প্রভৃতি হিংসাশ্রয়ী কার্য্যকলাপ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি কাউন্সিলের বৈঠকেও সে সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা বিশ্বাস করেন যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যই প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো স্বীকার করে দেশের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতবাদ ও জাত-পাতে বিশ্বাসী বিভেদকামী শক্তি-সমূহের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রাম না করে এই দায়িত্ব পালন করা যায় না। তাই, ত্রিপুরা বিধানসভা ভারতের সকল অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান জানাচেছ তারা যেন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক প্রতিটি বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হন। ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচেছ দেশের ঐক্য-সংহতির স্বার্থে বিচিছন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক, উগ্রজাতীয়তাবাদী ও ধর্মান্ধ অশুভ শক্তি-সমূহকে জনগণ থেকে বিচিছন্ন ও কোণঠাসা করতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।"

PAPERS LAID ON THE TABLE

Questions & Answers

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে, সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আর সময় নাই। এই সভা আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৮৬ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 19

Name of Member :- Sri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be please to state :-

১] পাণিসাগর ব্লকের চুরাইবাড়ী গাঁওসভার অন্তর্গত মোট কয়টি বাজার আছে এবং

২] উক্ত বাজারগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ বাজারে পশু হাট করার জন্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ধর্মনগর এস, ডি, ও, এর নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১] চুরাইবাড়ী গাঁও সভায় মোট দুইটি বাজার আছে ;

২] জোলাইবাড়ী বাজারে পশু হাট করার জন্য সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ধর্মনগর এস, ডি, ও-এর নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন।

Admitted Question No. : 29 (STARRED).

Name of Member : Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State.

১] ১৯৮৬ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা কত ছিল এবং বর্ত্তমানে উক্ত সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি কল্পে রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ;

২] তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির অর্ন্তভূক্ত নয় এমন তাঁত শিল্পীদের কাছ থেকে পাছড়া, গামছা ও বিভিন্ন প্রকারের কাপড় ক্রয় করে লাভজনক দাম নিয়ে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১] ক) ১৯৮৬ইং সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ১৪৩টি তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি ছিল।

খ) সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি কল্পে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

১] গৃহ নির্মাণ বাবদ্ ঋণ ;

২] তাঁত আধুনিকী করণের জন্য ঋণ ,

৩] যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য অনুদান ;

৪] ম্যানেজার নিযুক্তি করণের জন্য অনুদান প্রদান ;

৫] ৯০% শেয়ার মূলধন প্রদান ;

২] হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 32

Name of member :— Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be please to state :—

১। এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে যতটি বাজারকে (রেগুলেটেড্ মার্কেট) নিয়ন্ত্রিত বাজার আইনের আওতায় আনা হয়েছে ;

২। এবং এই বাজারগুলির উন্নতি সাধনে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আর কয়টি বাজারকে এই আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। এখন পর্য্যন্ত ২১টি বাজারকে নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

২। বাজারগুলিতে প্রয়োজন-ভিত্তিক যে-সকল উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে তা এইরূপ :—

ক) সেল হল তৈরী করা

খ) ষ্টল নির্মাণ করা

গ) ইট বিছানো রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ করা

ঘ) শৌচাগার নির্মাণ করা

ঙ) জমি ক্রয় করা (প্রয়োজন-ভিত্তিক)

চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা করা

ছ) মার্কেট কমিটির অফিস গৃহ নির্মাণ করা

জ) কৃষকদের সুবিধার্থে বাজারে গুদাম ঘর তৈরী করা।

৩। আরো কয়েকটি বাজারকে নিয়ন্ত্রনের অওতায় আনা যায় কিনা তাহা বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38.

Name of member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be please to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি V.L.W. Stores এবং Sub-Seed-store খোলার পরিকল্পনা আছে ;

২। খোয়াই মহকুমার দুর্গানগর ও উত্তর দুর্গানগর এলাকায় কোন Sub-Seed store খোলাব পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। ৩৬টি V.L.W. Store খোলার পরিকল্পনা আছে। Sub-Seedstore খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। আপাততঃ এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 51

Name of member :—Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত মহারাণী ওয়াটার সেড্ মেনেজমেণ্ট প্রজেক্টের নির্মান-কার্য্য কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায় ;

২। উক্ত প্রজেক্টের নির্মাণ–কার্য্যে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ;

৩। উক্ত প্রজেক্টের মাধ্যমে কত একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে বলে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে ?

Minister In-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

ANSWER

১। ১৯৮৭-৮৮ইং সনে উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

২। প্রকল্পের কাজ ১৯৮৩-৮৪ইং সনে শুরু করে ১৯৮৫-৮৬ইং সনে তা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু, ১৯৮৩-৮৪ইং সনের শেষ নাগাদ এন্. ই. সি. থেকে. উক্ত প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যায়। তাই প্রকল্পের কাজ ১৯৮৬-৮৭ইং সাল নাগাদ শেষ হবে বলে করা হয়।

কাজ শেষ হতে এক বছর দেরী হওয়ার কারণ এই যে, ওয়াটার শেড্ প্রকল্প ত্রিপুরায় এক নতুন উদ্যোগ এবং এর কাজের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

৩। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০০ একর জমিতে জলসেচ্-এর সুযোগ তৈরী করা সম্ভব বলে ধরা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 65 (৬৫)

Name of the M. L. A. :- SHRI SUBODH CHANDRA DSA

Will the Minister Incharge of Animal Husbandry Department be pleased to state-

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১] পাণিসাগরে অবস্থিত ডিষ্ট্রিক পলট্রি ফার্মটির উন্নয়নে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

২] উক্ত ফার্মে বর্তমানে মোট কতজন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন, এবং

৩] এ ফার্মে বর্তমানে মোট কি পরিমান হাঁস ও মুরগী রয়েছে ?

উত্তর— ঃ MINISTER INCHARGE SHRI CHOWDHURY

১] মুরগী ছানা পালনক্রমে বিভিন্ন প্রকলের আওতাধীন জনসাধারণকে তাহা সরবরাহের কর্মসূচী খামারটিতে চালু রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান আর্থিক বছরে Layer House, Brooder House-ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

২) উক্ত ফার্মে বর্তমানে মোট ৪ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

১] ষ্টকম্যান, ষ্টক-সুপারভাইজার-২ জন

২] চতুর্থ শ্রেণী- ১ জন

৩] পার্টটাইম কর্মী- ১ জন

৩) বিভিন্ন প্রকল্পে সরবরাহের কারণে খামারে মুরগী সংখ্যার তারতম্য হয়। বর্তমানে

পাণিসাগর মুরগী পালন খামারে ৬০০টি মুরগীর ছানা আছে।

Admitted Starred Question No. :- 79

Name of Member :- Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Panchayat Department be pleased to State-

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১] পাণিসাগর ব্লকের কুর্তি ও চুরাইবাড়ী গাঁও সভাকে ছোট করে আরও দুইটা গাঁও সভা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ঃ— উত্তর ঃ—

১] এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাতত নেই।

Admitted Starred Question No.88

Name of M. L. A. :- SHRI RUDRESWAR DAS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :-

১] প্রশ্ন ঃ- বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কমলপুর মহকুমার মরাছড়া বাজার হইতে ধলাই নদীর উপরে অবস্থিত ঝুলন্ত ব্রীজ পর্য্যন্ত রাস্তায় মেটেলিং কারপেটিং এর কাজ সম্পন্ন করা হবে কিনা ?

১] উত্তর ঃ- না। তবে উপরোক্ত রাস্তায় মেটেলিং কারপেটিং-এর কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 89

Name of Member : Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P. W. (Electricity) Deptt. be pleased to state:-

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১] বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কমলপুর মহকুমার কয়টি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

চলতি আর্থিক বৎসরের অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ইং সনের কর্মসূচী অনুযায়ী কমলপুর মহকুমার মোট ১০টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রামগুলির নাম বিস্তৃতভাবে নীচে দেওয়া হল :—

গ্রামের নাম ঃ—		কোড্ নং	ব্লকের নাম
১]	বামিং চৌ পাড়া	১৪৪	সালেমা
২]	কানাইলাল হালাম পাড়া	১২২	ঐ
৩]	চৈ বংগল পাড়া	১১৯	ঐ
৪]	জামথাং বাড়ী	১৮৩	ঐ
৫]	তে চাগীংহালিম পাড়া	১৮৫	ঐ
৬]	পুলিন হালাম পাড়া	১৮৬	ঐ
৭]	নূতন চৌ পাড়া	১৮৭	ঐ
৮]	মেলারৈ চৌঃ পাড়া	৯৩৮	ঐ
৯]	জিগরাম চৌঃ পাড়া	৮৫০	ঐ
১০]	লন্টন রায় চৌঃ পাড়া	৮৮২	ঐ

Admitted Starred Question No. 96

Name of M. L. A. SHRI HARI CHARAN SARKER

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Public works Department be pleased to state :-

১) প্রশ্ন :- বেড়ীমুড়া হইতে বামুটিয়া ভায়া তালতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটি পুরোপুরি ব্রিক সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

১] উত্তর ঃ- হ্যাঁ। ইতিমধ্যে যেখানে জায়গা পাওয়া গিয়াছে সে সব জায়গায় রাস্তাটিতে সলিং-এর কাজ করা সম্ভব হইয়াছে।

২] প্রশ্ন ঃ- থাকিলে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২] উত্তর ঃ- প্রয়োজনীয় জায়গা পাইলে সলিং-এর বাকী কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Staned Question No. 100

Name of member : Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় একটি সুতাকল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্মতি দিয়েছেন ;

১। যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত সূতাকল স্থাপন করে কখন উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

— ঃ উত্তর ঃ—

১। ত্রিপুরায় সূতাকল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'Letter of Intent' দিয়েছেন।

২। সূতাকল স্থাপনের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স এবং যোজনা কমিশনের অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার এর কোনটিই এখনো মঞ্জুর করেন নি। লাইসেন্স এবং অর্থ বরাদ্দ পেলে মিল স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 104.

Name of Member :—Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be please to state—

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চন বাড়ী বাজারটি সংস্কার এবং তৎসংলগ্ন ড্রেইনগুলি পাকা করার জন্য সরকার পরিকল্পনা করেছেন এবং উক্ত কাজের জন্য তথায় প্রচুর ইটও নেওয়া হইয়াছিল

২। সত্য হলে ঐ কাজ এখনো আরম্ভ না করার কারণ কি -

৩। কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে ?

A N S W E R

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SRI BADAL CHOUDHURY)

১। বাজারটির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা এখরও গ্রহণ করা হয় নাই। তবে পার্শ্ব-নালা এবং তাহার উপর রাস্তা পারাপারের জায়গায় আর সি. সি. শ্লেব নির্মাণের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে এবং মঞ্জুরীও দেওয়া হইয়াছে।

২। গত আর্থিক বৎসরের শেষ নাগাদ ব্যয় মঞ্জুরী হওয়ায় ঠিকাদার নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় টেণ্ডার ডাকা হয় নাই, তবে চলতি আর্থিক বৎসরে টেণ্ডার ডাকা হয়েছে এবং ঠিকাদার নিয়োগ করা হলেই কাজটি শুরু হবে।

৩। চলতি জুলাই মাসেই কাজটি আরম্ভ করা হবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 108

Name of Member :—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-

১। গত ১৯৮৪ইং সালের বন্যায় অমরপুর মহকুমার তৈছলং মাঠের কি পরিমান জল

বালি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ?

২। উক্ত মাঠের কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত থেকে এ পর্যন্ত বালু সরানো সম্ভব হয়েছে ? (৩১-৩-৮৬ইং পর্যন্ত তথ্য)

৩ উক্ত কাজের জন্য মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। পশ্চিম তৈছলং মাঠের ৪·১৫ হেক্টর জমিতে বালিজমে ক্ষতিগ্রস্ত হযেছিল।

২। উক্ত মাঠের ১·৮ হেক্টর জমি থেকে এ পর্যন্ত (৩১-৩-৮৬ইং পর্যন্ত) বালি সরানো সম্ভব হয়েছে।

৩। উক্ত কাজের জন্য মোট ৬৮৪১ টাকা খবচ কবা হযেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 113

Name of M.L.A :— SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— চলতি আর্থিক বৎসবে চেববী-তুলাশিকব, খোয়াই- চাম্পাহাওব রাস্তা এবং খোয়াই বেলছডা-বতনপুর রাস্তাগুলির উপর সলিং, মেটেলিং কাজ করা হইবে কিনা ;

১। উত্তব :— ক] চেবরী তুলাশিকর রাস্তাব মেটেলিং ও কার্পেটিং এব কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে হাতে নেওযার পবিকল্পনা আছে।

খ] খোয়াই চাম্পাহাওর রাস্তার সলিং-এর কাজ শেষেব পথে। মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর কাজের জন্য-এই বৎসর কোন পবিকল্পনা নেই।

গ] পদ্মবিল বেলছড়া রাস্তার সলিং শীঘ্রই শেষে হইবে। মেটেলিং ও কার্পেটিং-এব কাজ করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

ঘ] রতনপুর রাস্তার সলিং-এর কাজের জন্য ছারপত্র আহ্বান কবা হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষে কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। উক্ত রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং এর জন্য কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন :— উক্ত রাস্তাগুলিতে যেখানে উক্ত কাঠের ব্রীজ আছে সেখানে পাকা ব্রীজ করা করা হইবে কিনা ; এবং

২। উত্তব :— আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। প্রশ্ন :- যদি করা হয় তাহা হইলে রাস্তাগুলির ও পাকা ব্রীজের কাজ তখন হইতে করা হইবে ?

উত্তর :— ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 119

Name of M.L.A :— SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be please to state :--

১। প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য খোয়াই আশারামবাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী এবং বাচাই বাড়ী গোপালনগর ইত্যাদি রাস্তাগুলি নির্মানের ফলে যাহাদের জমি পড়িয়াছে, তাহাদের অদ্যাবধি জমির কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি ?

১। উত্তর :— হ্যাঁ

২। প্রশ্ন :— যদি না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে চলতি আর্থিক বৎসরে ঐ সমস্ত জমির মালিকদের জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে কিনা ?

২। উত্তর :— খোয়াই উদনা রাস্তার জন্য রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ৪নং সেকশনে একটি নোটিশ ১০/৪/৮৬ইং এবং বাচাই বাড়ী গোপালনগর রাস্তার জন্য ৬নং সেকশনে একটি নোট ৩/৫/৮৬ইং তারিখে জারী করা হয়েছে। রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট হইতে সময়মত পাওয়া গেলে বর্তমানে আর্থিক বর্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 120

Name of M L.A :— SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

(১) প্রশ্ন: -- বেহালাবাড়ী হইতে করঙ্গীছড়া রেষ্ট ক্যাম্প এবং গোপালনগর হইতে পুরাতন শিকারী বাড়ী রাস্তাগুলি নির্মাণের পরিকল্পনা পূর্তবিভাগ গ্রহণ করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ঐ রাস্তাগুলি নির্মানের কাজ আরম্ভ না করার কারণ কি ?

১। উত্তর - বেহালাবাড়ী হইতে করাঙ্গীছড়া রাস্তার সলিং-এর কাজ শেষ হইয়াছে। গোপালনগর হইতে পুরাতন শিকারীবাড়ী রাস্তার এ্যাষ্টিমেট তৈরী হইতেছে।

২। প্রশ্ন :— কবে পর্য্যন্ত উপরোক্ত রাস্তাগুলির কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 141

Name of Member :- Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be please to State-—

১] সোনামুড়া বাজার একসটেনসান ও সংস্কারের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা ;

২] গ্রহণ করা হলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ;

৩] ঐরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

:— উত্তর :—

১] হ্যাঁ

২] ইতিমধ্যে সোনামুড়া বাজারে ৪ (চারটি) টি ষ্টলঘর ও একটি সেলহল কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে। আগামীতে আরো কিছু উন্নয়ন মূলক কাজ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩] প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 143

Name of member :— Sri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

ক) মেলাঘর মার্কেটকে এগ্রি প্রডিউস মার্কেট বলিয়া সরকার ঘোষণা করেছেন কিনা ;

খ) যদি করা হয়ে থাকে তবে উক্ত বাজারেব প্রয়োজনীয় নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে ;

গ) ইহা কি সত্যি যে উক্ত এগ্রি প্রডিউস মার্কেটের কমিটি গঠণ করা হয়েছে ,

ঘ) যদি সত্য হয় তবে তাহা কবে করা হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

ক) হ্যাঁ

খ) বাজার তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জমি ক্রয় করার পর প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজের ব্যবস্থা করা হইবে।

গ) হ্যাঁ

ঘ) ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ইং।

Admitted Starred Question No. 181

Name of Member :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

১। এ পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের মোট কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করা হয়েছে তার হিসাব;

২। ঐ ব্লকের অন্তর্গত সাতনালা গ্রাম, সাতনালা বাজার, আনন্দবাজার গছিরাম পাড়া, লালজুরী জয়শ্রী বাজার, মাছমারা রাংগুনাপাড়া এবং কৃষ্ণটিলাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে,

৪। ঐ রূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। ১৯৮৬ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৪৫টি গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

২। "সাতনালা" গ্রাম ১৯৮১ইং সনের মার্চ মাসে বৈদ্যুকিকৃত করা হয়েছে। "সাতনালা" বাজার (৩৩৫) ১৯৮২ইং সনের ফেব্রুয়ারীতে বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে বাজারের স্থান পরিবর্ত্তন করায় বৈদ্যুতিক লাইনের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং কাজ হাতে নেয়া হয়েছে
"আনন্দবাজার" গ্রামের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। "গছিরাম পাড়া" কোড্ভুক্ত গ্রাম (৩৭৭)। এইটি এ বৎসরের পরিকল্পনা ভূক্ত নয়।

"লালজুরী" একটি বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম। এর কোড্ নং ২৯৮ ঐ গ্রামটি ১৯৮৬ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

"জয়শ্রী বাজার" বা গ্রাম কোড্ভুক্ত গ্রাম নয়। তবে পুষ্পঞ্জয় রিয়াং চৌঃপাড়া নামক কোড্ভুক্ত গ্রামের এলাকা বিশেষ। উক্ত কোড্ভুক্ত গ্রামটির বৈদ্যুতিকরনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং জয়শ্রী এলাকা যাতে উপকৃত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।

"মাছমারা" সেন্সাসভূক্ত গ্রাম নয়। তবে ধনিরাম কারবাডী পাড়া (২৩৫) গ্রামের এলাকা বিশেষ এবং ঐ গ্রামটি বৈদ্যুতিকৃত। মাছমারা ও উপকৃত।

"রাংগুনা পাড়া ফালেরায় চৌঃ পাড়া নামক সেন্সাসভূক্ত গ্রামের এলাকা বিশেষ। উক্ত গ্রামটিকে এ বছরের কর্মসূচীতে ধরা হয়েছে। রাংগুনা পাড়া এলাকা যাতে উপকৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হবে।

"কৃষ্ণটিলা" (৩০১) গ্রামকে এবছরের কর্মসূচীতে মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাজ এগিয়ে চলেছে।

৩। উপরের জবাব দ্রষ্টব্য।

৪। বর্ত্তমান অর্থ বৎসরের পরিকল্পনায় গছিরাম পাড়া গ্রামটি অন্তর্ভূক্ত হয় নাই। কারন সীমিত অর্থ বরাদ্ধ। আগামী বৎসরের পরিকল্পনায় এই গ্রামটিকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 183

Name of M. L. A. :— SHRI LEN PRASAD MALSAI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be peeased to state :—

১। প্রশ্ন :— আনন্দবাজার হইতে ভাণ্ডারীমা গাঁও পঞ্চায়েতের সিমানাপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটির মধ্যে সংস্কার ও সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

১) উত্তর :— উক্ত রাস্তাটির মধ্যে আনন্দবাজার হইতে ভাণ্ডারিমা পর্য্যন্ত অংশটির সংস্কার এবং সলিং করার পরিকল্পনা আছে। ভাণ্ডারিমা হইতে সীমানাপুর পর্য্যন্ত রাস্তার পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয়নি।

২। প্রশ্ন :— থাকলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়;

২) উত্তর :— উক্ত রাস্তার কাজের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে।

৩। প্রশ্ন :— আনন্দবাজার হইতে দশদা পর্যান্ত রাস্তাটি পিচ্ করার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

৩) উত্তর :— উক্ত রাস্তায় মেটেলিং এর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তবে রাস্তাটি খুবই দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার জন্য এবং মালপত্র নেওয়ার বিশেষ অসুবিধা থাকায় পীচ্ করার কাজ কবে শেষ হবে এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 184

Name of M. L. A :— SHRI SAMIR KUMAR NATH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public Works Department be please to state :—

প্রশ্ন :— ১). ইহা কি সত্য চুরাইবাড়ী-রানীবাড়ী P. W. D. রাস্তার কদমতলা বাজার হইতে প্রেমতলা বাজার পর্য্যন্ত অধিগ্রহন করা ভূমির ক্ষতিপূরণ জমির মালিকদের আজও দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর :— ১). হঁ্যা।

প্রশ্ন :— ২). সত্য হইলে ক্ষতিপুরন না দেওয়ার কারন; এবং.

উত্তর :— ২). রাস্তাটি বহুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সময় তৈরী করা হইয়াছিল। ঐ রাস্তার কিছু লোকের জমির ক্ষতিপুরন না দেওয়ার ঘটনা বর্তমান সরকারের নজরে আসার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। L. A. Collector এর নিকট হইতে জমির ক্ষতি-পুরনের award না পাওয়া পর্যান্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতেছেনা।

প্রশ্ন :— ৩). কবে নাগাদ তাহা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— ৩). ক্ষতিপুরণ সংক্রান্ত award L. A. Collector এর নিকট হইতে পাওয়া গেলেই ক্ষতিপুরণ দেওয়া যাইবে।

Admitted Starred Question No. 185

Name of M. L. A. SHRI RASIK LAL ROY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— সোনামুড়া-আড়ালিয়া রাস্তার যে অংশটির পাকা করার কাজ এখনো বাকী আছে সেই অংশটি পাকা করার কাজ এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী

ড্রেনের কাজ পুনঃরায় আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

১) উত্তর :— সোনামুড়া হইতে আড়ালিয়া রাস্তাটি ৫ কিঃ মিঃ। তারমধ্যে অনুমোদিত ব্যায় বরাদ্দ অনুযায়ী সোনামুড়া হইতে সোনামুড়া হাসপাতাল (৯৫০ মিটার দৈর্ঘ্য) পর্য্যন্ত অংশে পাকা ড্রেন ও পিচের কাজ করা হইয়াছে। বাকী অংশে পাকা করা ও ড্রেনের কাজের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা আরম্ভ করা হবে,

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন :— ঐ রুপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

৩) উত্তর :— আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য এরুপ কোনও পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No—188.

Name of M. L.A SHRI JAWHAR SAHA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন :— ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যে পুর্ত্তদপ্তরের অধীনে এস. পি. টি. ব্রীজ মেরামতের কাজে কতটাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল,

১). উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২). প্রশ্ন :— উক্ত সময়ে ঐ ব্যাপারে কতটাকা ব্যয় করা হয়েছিল,

২). উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩). প্রশ্ন :— উক্ত সময়ে কতটি ব্রীজকে দুই বা ততোধিকবার মেরামত করা হয়েছিল এবং

৩). উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৪) প্রশ্ন :— ১৯৮৬-৮৭ সালে ঐ ব্যাপারে কতটাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে,

৪). উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Starred Question No.—189

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ছামনু টি. ডি. ব্লকাধীন লবন ছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের ঘর নির্মাণ করার জন্য ১৯৮৬-৮৭ইং সালে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোন টাকা মঞ্জুর করেন নাই

PAPERS LAID ON THE TABLE

[Questions & Answers]

প্রশ্ন

২। যদি বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তাহা হইলে মোট কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No—191.

Name of M. L. A SHRI MATILAL SAHA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Work Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে বিশালগড়-গোলাঘাটি রাস্তাটি বর্ত্তমানে যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে আছে;

১). উত্তর :— এই রাস্তাটির অবস্থা খারাপ, তবে যানবাহন চলাচল করিতেছে।

২). প্রশ্ন :— সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায় ?

২). উত্তর :— সোলিং করা এই রাস্তাটিতে ভারী গাড়ী চলাচল করায় বেশ কিছু বড় গর্ত হইয়াছিল গর্তগুলির মেরামতের কাজ চলিতেছে। তাহাছাড়া এই রাস্তার মেটেলিং এর কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

Admitted Starred Question No—192.

Name of M. L. A. SHRI MATILAL SHAA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে চড়িলাম বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রামছড়া গাওসভায় রাঙ্গাপানিয়াতে একটি কাঠের ব্রীজ নির্মানের জন্য অনেকদিন আগে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক টেণ্ডার গ্রহন করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত উক্ত ব্রীজটির কাজ আরম্ভ হচ্ছে না,

১). উত্তর :— হ্যাঁ।

২). প্রশ্ন :— যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত ব্রীজটির কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারন কি; ? এবং

২). উত্তর :— দরপত্র গ্রাহ্য হওয়ার পর প্রথম ঠিকাদার কাজ করেন নাই। দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ্বান করার পর ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ঠিকাদার কাজটি আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করিতেছে।

৩). প্রশ্ন :— কতদিনের মধ্যে উক্ত ব্রীজটির কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩). উত্তর :— প্রয়োজনীয় মালপত্র যোগাড় হইলে পর কাজটি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 202

Name of member :— Sri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be please to state :—

১) ত্রিপুরায় মোট কতটি পরিবার পাট উৎপাদন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ;

২) তাদের মধ্যে কতটি পরিবারকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পাট উৎপাদনকারী হিসাবে কার্ড বণ্টন করা হয়েছে

৩) সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক আদেশ বলে উত্তর-পূর্ব ভারতে পাট চাষের এলাকা সংকোচিত করার জন্য যে নির্দেশজারী হয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কত সংখ্যক চাষী পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বলে সরকার মনে করেন, এবং

৪) সম্প্রতি রেলদপ্তর চটের থলের পরিবর্তে সিনথেটিক থলে ছাড়া সিমেণ্ট, লবন, সার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সামগ্রী পরিবহন করবে না বলে যে সার্কুলার দিয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের পাট শিল্পে কিরূপ ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে মোট ৮৮,২২০টি পরিবারকে পাট উৎপাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

২। ৮২,১২৪টি পরিবারকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পাট উৎপাদনকারী হিসাবে কার্ড বণ্টন করা হইয়াছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ম পরিকল্পনাকালে পাটের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম না করার নির্দেশ আছে। এই সিদ্ধান্তের এখনই মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

৪। এরূপ কোন তথ্য জানা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 205

Name of Member :— Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be please to state :—

ক) বর্তমান বৎসরে প্রবল শিলা বৃষ্টিতে বিলোনিয়া বিভাগের কোন কোন অঞ্চলে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে।

খ) উক্ত ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কত; (টাকার অংকে)

গ) ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কোন প্রকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে কিনা ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

উত্তর

ক) বর্তমান সনের এপ্রিল মাসের শিলাবৃষ্টিতে বিলোনিয়া বিভাগের নিম্নলিখিত অঞ্চলের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে :—

ব্লক	ক্ষতিগ্রস্থ গাঁওসভার নাম
রাজনগর—	১। রাজনগর—
	২। কমলপুর
	৩। উত্তর শ্রীরামপুর
	৪। রাধানগর
	৫। দক্ষিণ শ্রীরামপুর
	৬। রাঙ্গামুড়া
	৭। মতাই
	৮। দেবীপুর
	৯। হরিপুর
	১০। খন্ত্যমুখ
	১১। কৃষ্ণনগর
	১২। অভয়নগর
	১৩। কৈলাশনগর
	১৪। মোহিনীনগর
	১৫। পূর্ব পিপাড়িয়াথলা

	১৬। কাসারি আর এফ
	১৭। উত্তর সোনাইছড়ি
	১৮। দক্ষিণ সোনাইছড়ি
	১৯। চিত্তামারা
	২০। পাইথলা
	২১। ঈশান চন্দ্র নগর
রাজনগর	২২। বাঁশপড়ুয়া
	২৩। সাড়াসীমা
	২৪। বড়পাথরী
	২৫। পশ্চিম পিপাড়িয়াথলা
	২৬। দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর
	২৭। বিলোনিয়া নোটিফাইড এরিয়া (শহর)
বগাফা	২৮। রতনপুর
	২৯। মনিরামপুর
	৩০ মধ্য পিলাক
	৩১। পশ্চিম পিলাক
	৩২। দক্ষিণ হিছাছড়া
	৩৩ মুহুরীপুর

খ) টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান আনুমানিক মোট ১৩,২৬,৮০০ (তের লক্ষ ২৬ হাজার আট শত) টাকা মাত্র

গ) না

Admitted Starred Question No—206

Name of M. L. A. SHRI MONORANJAN MAJUMDER

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— বর্তমান আর্থিকবর্ষে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুলের পাশ দিয়া বাঁশপাড়া কলোনী হইয়া ১নং টীলার যোগাযোগ রাস্তাটি প্রশস্ত করিয়া সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

১) উত্তর :— উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে। উক্ত রাস্তার যে ৩০৬ মিঃ অংশ সিনেমাহল হইতে আর্য্য কলোনি রাস্তার মধ্যে পরে সেই অংশ প্রশস্ত করারও পরিকল্পনা আছে শহরের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ খুবই ব্যয় সাধ্য হওয়ায় সম্পূর্ণ অংশ প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন :— থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিকবর্ষে কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়

Admitted Starred Question No. 231

Name of Membeı :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে দৈনিক কত মেগাওয়েট বিদ্যুতের প্রয়োজন,

২। বর্ত্তমানে রাজ্যে প্রতিদিন কত মেগাওয়েট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে,

৩। রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এবং

৪। ১৯৭৭-৭৮ সালের রাজ্যে প্রতিদিন উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান কত ছিল ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে বিদ্যুতের সর্বাধিক দৈনিক চাহিদার পরিমান ২৭ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান বর্ত্তমানে ১৪ মেগাওয়াট।

৩। আগামী ৭ম পরিকল্পনাকালের মধ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তাবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যথা

ক) গ্যাস কমিশন থেকে বর্ত্তমানে নির্ধারিত ৪০ হাজার ঘনমিটার দৈনিক সরবরাহ বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ঘনমিটারের ভিত্তিতে বড়মুড়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দৈনিক ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

PAPERS LAID ON THE TABLE

[Questions & Answers]

খ) রুখিয়াতে প্রতিটি ৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম নূতন ২টি তাপ বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন।

গ) মহারানীতে ২টি, প্রতিটি ০.৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম ইউনিট চালুকরন।

ঘ) গোমতী প্রকল্পের বর্ত্তমান ৮.৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ১০ মেগাওয়াটকরন।

ঙ) গজালিয়াতে গ্যাসপ্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তাজনিত কারনে, পূর্বাঞ্চল পরিষদের সহায়তায় বড়মুড়ায় আরও একটি অতিরিক্ত ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন।

৪। ১৯৭৭-৭৮ইং সালে রাজ্যে প্রতিদিন ৬২,০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত।

Admitted Starred Question No – 237

Name of M. L. A. SHRI KASHIRAM REANG

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— বগাফা ব্লকের অন্তর্গত বাইখোড়া কোয়াইফাং ভায়া লক্ষীছড়া রাস্তাটি বাসগাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১) উত্তর :— আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্য করী হবে বলে আশা করা যায়,

২) উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Question No. 249 (STARRED)

Name of Member :— Sri Diba Ch. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সালেমা ব্লকে স্বনির্ভর প্রকল্প কর্মসূচী রূপায়নের জন্য B. I D. C. আছে কিনা;

২। থাকিলে উক্ত B. I. D. C. এর সদস্য সংখ্যা কত (নাম ও পদবী সহ তাহার হিসাব)

উত্তর

১। ক) কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সালেমা R. D. Block এ ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি B. I. D. C কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমেই রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্প রূপায়ন করা হয়।

খ) কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর প্রকল্প জেলা টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

২। B. I. D. C.-র ৮ (আট) সদস্যের নাম ও পদবী নীচে দেওয়া হল।

ক) শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, চেয়ারম্যান
বিধায়ক

খ) সমষ্টি উন্নয়ন সদস্য
আধিকারিক

গ) শ্রীহরিমাধব শর্মা সদস্য

ঘ) শ্রীসুরেশ চন্দ্র শর্মা সদস্য

ঙ) শ্রীনরেন্দ্র নাথ নমঃশুদ্র সদস্য

চ) শ্রীহরি দেববর্মা সদস্য

ছ) হাফিজাজিজুর রহমান সদস্য

জ) শ্রীঅরুন রায়
শিল্প সম্প্রসারন সদস্য
আধিকারিক

Admitted Starred Question No.—268

Name of Member :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কেমতলী গাঁওসভার লেটামুড়া বৈষ্ণবমুড়া এবং চৌমুহনী গাঁওসভার কুমারিয়া মোচা, কাঠালিয়ামুড়া গ্রামগুলিকে বৈদ্যুতিকরনের আওতায় আনার জন্য সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কিনা,

২। যদি থেকে থাকে, কতদিনের মধ্যে উহার কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না, এমন কোন প্রস্তাব নেই। কেমতলী গাঁওসভাধীন "লেটামুড়া" "বৈষ্ণবমুড়া" "বরাকমুড়া" এবং চৌমুহনী গাঁওসভাধীন "কুমারিয়া মোচা" ও "কাঠালিয়ামুড়া" কোনটিই সেলাসভুক্ত গ্রাম নয়, ফলে ঐগুলি সম্প্রসারন কার্য্যের আওতাভুক্ত।

Admitted Starred Question No—280

Name of M. L. A SHRI NAGENDRA JAMATIA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১ প্রশ্ন :— অম্পিবাজার হইতে বৈশ্যমনি পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরীর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়,

২) উত্তর :— বর্ত্তমান আর্থিকবর্ষে উক্ত কাজটি হাতে নেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়

Admitted Starred Question No—282.

Name of M. L. A. SHRI NAGENDRA JAMATIA

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন :— পুরান তৈদু স্কুল হইতে তৈদু শিংগিলুং গ্রাম হইয়া তৈছলং অবধি পি. ডব্লিউ. ডি. রাস্তা নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১). উত্তর :— পুরাতন তৈদু স্কুল হইতে শিংগিলুং পর্যান্ত একটি রাস্তা নির্মানের পরিকল্পনা আছে।

২). প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ এই রাস্তার কাজ হাতে নেয়া হবে বলে আশা করা যায়।

২). উত্তর :— বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষের শেষ ভাগে এই কাজ হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 283

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhwl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত আনন্দ সাগর গাঁও পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী শ্রীখগেন্দ্র দেববর্মা ১৯৮৬ সালের মে মাসের ঐ পঞ্চায়েতে ৫ (পাঁচ) টি কাঁচা কুয়া খনন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে টাকা নিয়েছিলেন ?

উত্তর

১। না মহাশয়, বিষয়টি সত্য নহে।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত টাকায় কাঁচা কুয়াগুলি খনন করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

২। প্রশ্ন আসেনা।

প্রশ্ন

● যদি না করা হয়ে থাকে তাহা হইলে তাহার কারন ?

৩

উত্তর

●। প্রশ্ন আসেনা

Admitted Starred Question No. 298.

Name of M. L A SHRI MATILAL SAHA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন ;— ইহা কি সত্য যে বামছড়া গাঁওসভা অন্তর্গত রাঙ্গাপানিয়াতে যে কাঠের সেতু নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে তাহাতে নিম্ন মানের এবং নির্ধারিত মাপের চেয়ে ছোট সালের খুঁটি ব্যবহার করা হচ্ছে,

১). উত্তর :— উক্ত কাজের জন্য কয়েকটি সাল খুটি পুলের খুটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে কম হওয়ায় সেগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং পুলের খুটি হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। এই কাজে যাহাতে নিম্নমানের বা নিম্নমাপের খুটি ব্যবহৃত না হয় সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা হইতেছে

২). প্রশ্ন :— সত্য হলে সরকার এব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

২) উত্তর ঃ— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না

Admitted Starred Question No.—311

Name of Member :— Maharani Bibhu Kumari Devi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

Question

1. What are the causes of power shortage in the state at the moment specially from the month of May and June, 86.

2. What actions have been taken by the Govt. to improve the power crisis in the state ?

Answer

1. Causes of power crisis in the state in the peak hours is mainly attributable to

i) Inadeequate and crratic supply from Assam Electricity Board on which state has to depend for nearly 50·/. of the peak requirement.

ii) Drought condition prevailing in the state limiting generation of power at Gumti Hydro power station

The position was acute in May & June '86 in Tripura and also is other North Eastern states. Severe drought condition curtailed power generation in Kopili, Loktak and also at Meghalaya. Thermal Power Stations is Assam also failed to compensate low hydro generation. Being dependent on extenal sources to the extent of 50·/. power supply to Tripura was accordingly badly disrupted during that period.

2. In order to increase power generation within the state, during 7th Five year plan, following schemes are being implemented.

a) Augmentation of generation at the Gas Thermal Power Plant to 10 M. W. with increased availability of Gas from O. N G. C.

b) Installation of 2×5 MW Gas Thermal Generation Plant at Rokhia.

c) Commissioning of 2×0.5 M. W. Micro Hydel Units at Maharani.

d) Increase in the maximum generation capacity at Gumti by angmenting power generation capacity from 8.5 MW to 12 M. W.

e) Because of delay in getting availability certificate of Gas at Gazalia, Government is proposing with the help of N. E. C., installation of another 5 M. W. set at Barmura.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 320

Name of Member : Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। অমরপুর বাজারে দৈনিক বাজারের জন্য শেড নির্মানের কাজ কবে শুরু হয়েছে

২। উক্ত নির্মানের কাজ বর্ত্তমানে কতটুকু সম্পূর্ণ হয়েছে

৩। উক্ত শেড নির্মানের জন্য কতটাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং

৪। কবে নাগাদ উক্ত শেড নির্মানের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY).

উত্তর

১। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ইং আরম্ভ হয়েছে

২। শেড নির্মানের কাজ পিলার পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে এবং মাটি ভরাটের কাজ ও শেষ হইয়াছে।

৩ ৩,৪৩,৬৯০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৪। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে কাজ শেষ হইবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Que·tion No. 328

Name of Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের চাহিদা কত মেগাওয়াট এবং

২। বর্ত্তমানে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান কত,

৩। উক্ত উৎপ্রাদিত বিদ্যুৎ কতটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে, ত্রিপুরার দৈনিক বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার পরিমান ২৭ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে, বর্ত্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের সর্বোচ্চ পরিমান ১৪ মেগাওয়াট।

৩। কেন্দ্র ভিত্তিক বর্ত্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব নীচে দেখানো হল –

গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প— ৬.০ মেগাওয়াট।
বড়মুড়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প— ৮.৫ মেগাওয়াট।
মোট— ১৪.০ মেগাওয়াট

Admitted Starred Question No : 340 (STARRED).

Name of Member : Sudhir Ranjan Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে হাফানীয়া জুটমিলে কতজন ব্যক্তিকে কোন কোন পদে চাকুরী দেয়া হয়েছে ?

২। উক্ত মিলের শ্রমিকদের বেতন ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বেতন ক্রম অনুযায়ী দেয়া হয় কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুটমিলে ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে মোট ২০ জন ব্যাক্তিকে চাকুরী দেয়া হয়েছে। পদওয়ারী হিসেব নীচে দেয়া হল :—

ক)	শ্রমিক	১ জন
খ)	করনিক	৬ "
গ)	অফিসার/সুপারভাইজার	৮
	মোট—	২০ জন

২ না; জুটমিলের শ্রমিকদের বেতন ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বেতন ক্রম অনুযায়ী দেয়া হয়না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 343

Name of M. L. A. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— আগরতলা শহর থেকে পুরাতন আগরতলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি লোক চলাচলের উপযোগী করে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর :— হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ করা হবে আশা করা যায়?

২। উত্তর :— আগরতলা শহর (চন্দ্রপুর বাঁধ) হইতে বলদাখাল হইয়া পুরাতন আগরতলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ বর্ষার পরই হাতে নেওয়া হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 360

Name of Member :— Shri Mondranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

ক) বিগত এপ্রিল মাসের ঝড়ে বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত মাইছড়া কৃষি খামারের কি কি ক্ষতি হইয়াছে; এবং ক্ষতির পরিমান কত ?

খ) উক্ত খামারে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত ? অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

গ) কি কি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উক্ত খামারে আছে ? কতটা সচল এবং কতটা অচল অবস্থায় আছে ?

ঘ) উক্ত খামারের শুরু হইতে ১৯৮৬ইং সনের জুন পর্য্যন্ত সর্ব মোট কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?

ANSWERS

Minister-in-charge of Agriculture :— Sri Badal Choudhury.

ক) বিগত এপ্রিল মাসের ঝড়ে মাইছড়া খামারের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বিবরণ ও তার আর্থিক মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	কোয়ার্টার (টাইপ ৩)	১টি	আর্থিক মূল্য	৩৩২১৬ টা
২।	পাম্পমেসিন ঘর	১টি	} ,,	১৪৯০২ ,,
৩।	পাওয়ার টিলার শেড	১টি		
৪।	পাহারাদারের ঘর	৩টি	,,	১০৭৭৫ ,,
৫।	গোশালা	১টি	} ,,	৫৭০০ ,,
৬।	কিউরিং শেড/ ড্রাইং শেড	১টি		
			সর্ব মোট :—	৬৪৫৯৩ টা:

খ) উক্ত খামারের নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা— ৫ জন

২। অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা— নাই।

গ) উক্ত খামারে ব্যবহৃত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির নাম, মোট সংখ্যা; সচল অচল সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	নাম	মোট সংখ্যা	সচল সংখ্যা	অচল সংখ্যা
১।	পাওয়ার টিলার	৪টা	২টা	২টা
২।	পাম্প (বিদ্যুৎ চালিত)	২টা	২টা	—
৩।	পাম্পসেট (২০ অশ্বশক্তি)	১টা	১টা	—
৪।	পাম্পসেট (৫ অশ্বশক্তি)	২টা	২টা	—
৫।	স্প্রেয়ার মেসিন	৮টা	৩টা	৫টা
৬।	সিডড্রিল	২টা	২টা	—
৭।	বীজ শোধনের যন্ত্র	১টা	১টা	—
৮।	নিড়ানী যন্ত্র	৫টা	৫টা	—

ঘ) উক্ত খামারে শুরু হইতে ১৯৮৬ইং সনের জুন পর্যান্ত সর্বমোট ব্যয় হইয়াছে— ২৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

Admitted Question No. 361 (STARRED).

Name of Member :— Sri Kali Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি ত্রিপুরায় একটি সিমেন্ট কারখানা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে;

২। সত্য হলে, কবে এবং কোথায় উক্ত কারখানা স্থাপন করা হবে, এবং

৩। উক্ত কারখানা চালু করা হলে দৈনিক কি পরিমান সিমেন্ট উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কুমারঘাট শিল্প উপনগরীতে।

৩। ·১২ মেঃ টন।

Admitted Starred Question No. 372

Name of M. L A SHRI BUDDHA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা গাঁওসভার অধীনে বিটংবাড়ীর সন্নিকটে রাঙ্গা পানিয়া নদীর উপর একটি সেতু নির্মান এবং ঐ পুরাতন ইট ভাটা পর্য্যন্ত সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

১). উত্তর :— বিটংবাড়ীর সন্নিকটে রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর একটি সেতু নির্মানের পরিকল্পনা আছে।
বিটংবাড়ী হইতে জোরপুকুর পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে। জোরপুকুর হইতে ইট ভাটা পর্য্যন্ত রাস্তাটি পুর্ত্ত দপ্তরের আওতাধীন নহে।

Admitted Starred Question No. 373

Name of the M. L. A ;— শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to State :—

QUESTION :

১। জম্পুইজলা সাব-ব্লক অন্তর্গত মধ্য ঘনিয়ামারা গাঁও সভার অধীনে পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র স্থাপনের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যান্ত উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। এইরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারন ?

ANSWER :

MINISTER-IN-CHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। এই ধরনের কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩ প্রতি বছর প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খোলা হয়। মধ্য ঘনিয়ামারায় একটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার বিষয় আগামী বছরে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 374,

Name of M. L. A SHRI BUDDHA DEB BARMA,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১). প্রশ্ন :— বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁওসভা অধীনে দক্ষিণ গোলাঘাটিতে দক্ষিনছড়ার উপর সেতুটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩). প্রশ্ন :— ঐরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে তার কারন ?

১). উত্তর :— দক্ষিন গোলাঘাটিতে দক্ষিনছড়ার উপর কোন সেতু সম্বন্ধে পূর্ত্ত বিভাগের জানা নাই। তবে আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ রাস্তা হইতে লাঠিয়া ছড়া হইয়া যে রাস্তাটি গোলাঘাটি পর্য্যন্ত গিয়াছে সেই রাস্তায় একটি কাঠের সেতু নির্মানের পরিকল্পনা আছে। এই সেতুর স্থানটি গোলাঘাটি বাজারের মোটামুটি দক্ষিনে।

২). উত্তর :— পূর্ত্ত বিভাগের উল্লিখিত সেতুটির নির্মান কাজের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩). উত্তর :— ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Question No :— 402 (STARRED).

Name of Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে একটি Mechanised Wrist Watch Assembly-Cum-Mfg. Unit স্থাপনের ব্যাপারে বিবেচনা করার জন্য একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরন করিয়াছেন এবং তাহা বিবেচনাধীন আছে।

২। যদি সত্য হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এই ব্যাপারে কোন প্রকার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No :— 403

Name of Member :— Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস নাগাদ রাজ্যের গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল,

খ) সত্য হলে নির্ধারিত সময়ে উক্ত প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে কিনা,

গ) না হলে তার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। না।

৩ প্রকল্পটি বিলম্বিত হওয়ার কারন :—

ক) গ্যাস কমিশন কর্তৃক গ্যাস প্রাপ্তির বিষয়ে বিলম্বে আশ্বাস প্রদান।

খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন ও তদ্ প্রয়োজনীয় বৈদেশীক মুদ্রা মঞ্জুরীর বিষয়ে বিলম্ব।

গ) উপযুক্ত পরিমানে বার্ষিক অর্থ বরাদ্দের অভাব।
উপরোক্ত কারনগুলির জন্য প্রধানত: প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষের দিকে অনুমোদিত হয় ও প্রকল্প চালুর সময় ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে পুর্ননিধারিত হয়।

Admitted Starred Question No. 405

Name of the M. L. A :— শ্রীসৈয়দ বসিত আলী।

Will the Minister-In-charge of Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

ক) ত্রিপুরায় গাঁও সভা ভিত্তিক একটি করে ক্ষুদ্র আকারের পলট্রি ফার্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

খ) থাকিলে তাহা কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করবেন তার বিবরন ?

ANSWER : MINISTER IN-CHARGE SHRI SAMAR CHOWDHURY

ক) ত্রিপুরায় গাঁওসভা ভিত্তিক ক্ষুদ্র আকারের পল্টি ফার্ম গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় নাই।

Planning Commission— এই ধরনের কর্মসূচীর কোন অনুমোদন দেয় নাই। তবে Back-yard Poultry scheme করার জন্য রাজ্য সরকার বেকারদের সহায়তা করেছেন।

খ) প্রশ্ন ওঠে না।

ANNEXURE "B"

Admitted Un-Starred Question No. :— 8

Name of M. L. A. SHRI SAMIR DEY SARKAR

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Public Works Department be pleased to state :-

১) প্রশ্ন :— ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৬ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত খোয়াই নোটিফায়েড এলাকায় নূতন কতটি রাস্তা পূর্ত্তদপ্তর হাতে নিয়েছেন (রাস্তার নাম সহ),

১) উত্তর :— মোট ১৪টি রাস্তা। রাস্তার নাম সংযোজনী 'ক'-তে দেওয়া হইল।

২) প্রশ্ন :— উপরোক্ত সময়ে তথায় যে সব রাস্তা হাতে নিয়েছেন ঐ সকল রাস্তায় ৩১/৩০/৮৬ পর্য্যন্ত কত টাকার কাজ করানো হয়েছে,

২) উত্তর :— মোট ২১,৭৪,৫০৩ টাকা।

৩) প্রশ্ন : ইহা কি সত্য যে ১৯৮৫ইং সনে আরও নূতন কয়েকটি রাস্তা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি পূর্ত্তদপ্তরকে দিতে প্রস্তাব করেছিলেন,

৩) উত্তর :— হ্যাঁ।

৪) প্রশ্ন :— সত্য হলে পূর্ত্তদপ্তর তাহা নিযেছেন কি, এবং

৪) উত্তর :— রাস্তার বিস্তারীত বিবরণ সহ হস্তান্তর করার জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৫) প্রশ্ন :— না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

৫) উত্তর :— নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্ত্তৃক Hand plan সহ রাস্তাগুলির বিস্তারিত বিবরণ না দেওয়ার এখনও পর্য্যন্ত ঐ রাস্তাগুলির হস্তান্তর করা সম্ভব হয় নাই।

সংযোজনী "ক"

রাস্তার নাম	মোট খরচের পরিমাণ
১) দূর্গানগর কালী বাড়ী রাস্তা	৩,৭৪,০৫৭ টাকা
২) তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তা হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত	উল্লিখিত বৎসরের মধ্যে খরচ হয় নাই।

রাস্তার নাম	মোট খরচের পরিমাণ
৩) খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে শ্রী নাথ বিদ্যানিকেতনের পাশ দিয়া দূর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা	১,০৯,১১৬ টাকা
৪) নিয়তি প্রেস সংলগ্ন খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত	কোন খরচ হয় নাই।
৫) খোয়াই হাসপাতালের উত্তর দিকে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে দূর্গানগর কালী বাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত	কোন খরচ হয় নাই।
৬) খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তা টি, আর, টি, সি, বাস ষ্টেণ্ড হইতে খোয়াই থানা পর্য্যন্ত	৯,৪১,৮৬০ টাকা।
৭) খোয়াই ঔদনা রাস্তা থানা হইতে সিঙ্গিছড়া হাইস্কুল পর্য্যন্ত	৪,০৫,৭৫৩ টাকা।
৮) খোয়াই গোদারাঘাট রাস্তা কালী বাড়ী পর্য্যন্ত	৮১,৯৭৭ টাকা।
৯) খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তা (দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন) হইতে দূর্গানগর হইয়া হাতিমারা টিলা তহশিল অফিস পর্য্যন্ত	১,৮১,৫৭৬ টাকা।
১০) তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তা ৩০ কি, মি, হইতে হাতিমারা টিলা অফিস পর্য্যন্ত	উল্লিখিত বৎসরের মধ্যে কোন খরচ হয় নাই।
১১) খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল সংলগ্ন রাস্তা	২৮,৭৮৫ টাকা।
১২) দূর্গানগর কালী বাড়ী রাস্তা হইতে খোয়াই কলেজ পর্য্যন্ত	উল্লিখিত বৎসরের মধ্যে কোন খরচ হয় নাই।
১৩) খোয়াই তেলিয়ামুড়া হইতে খোয়াই রাস্তা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাশ দিয়া দূর্গানগর কালী বাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত	উল্লিখিত বৎসরের মধ্যে কোন খরচ হয় নাই।

১৪) খোয়াই অফিসটিলা হইতে জাম্বরা
হইয়া চাম্পা হাউর পর্য্যন্ত ৫০,৩৭৯ টাকা।

মোট—২১,৭৪,৫০৩ টাকা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 10

Name of M. L. A. SHRI FAYZUR RAHAMAN

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

১) প্রশ্ন ঃ — ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর বিভাগে কোন কোন পি, ডব্লিও, ডি, রাস্তায় ইট সলিং মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ করা হবে বলে আশা করা যায়।

১) উত্তর ঃ— ১৯৮৬-৮৭ইং সনে ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে পূর্ত্তদপ্তরের অন্তর্ভূক্ত যে সকল রাস্তায় সলিং, মেটেলিং ও পিচের কাজ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে তাহা সংযোজনী 'ক'-তে দেওয়া হইল।

২) প্রশ্ন ঃ— উক্ত সময়ে কদমতলা হইতে কালাছড়া পি, ডব্লিও, রাস্তা কূর্ত্তি হইতে লক্ষীনগর ভায়া ফুলবাড়ী বাজার পি, ডব্লিও ডি, রাস্তা এবং ইছাইলালছড়া মহাদেব বাড়ী হইতে চুড়াইবাড়ী পর্য্যন্ত পি, ডব্লিও ডি, রাস্তার উন্নতিকল্পে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

২) উত্তর ঃ— কদমতলা হইতে জুলাইবাড়ী স্কুল হইয়া কালাছড়া এবং কুর্ত্তি হইতে ফুলবাড়ী বাজার হইয়া লক্ষীনগর রাস্তা দুইটিতে মাটির কাজ ইটের সলিং এবং স্পান পাইপ কালর্ভাট বসানোর মাধ্যমে উন্নতি করা হইয়াছে। লক্ষীনগর ও ফুলবাড়ী হইয়া ইছাই নূতন বাজার মহাদেব দিঘি (চুরাই বাড়ী পর্য্যন্ত) রাস্তার তাগিদের মাধ্যমে যতটুকু জমি পাওয়া গেছে সেই অনুযায়ী মাটির কাজ করা হইয়াছে এবং স্পান পাইপ কালভার্ট বসানো হইয়াছে।

১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে এই তিনটি রাস্তার অধিকতর উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা নাই, এই সময়ে প্রয়োজনমত মেরামতির কাজ করা হইবে।

সংযোজনী 'ক'

রাস্তার নাম :	সলিং	মেটেলিং	কারপেটিং
১) এ, এ, রোড হইতে লাল ছড়া ও লাটুগাও হইয়া ডি, টি, রোড।	১,৪০কিঃ মিঃ	৩,৪০ কিঃ মিঃ	০,৪০ কিঃ মিঃ
২) কদমতলা হইতে কালা গাঁঙ্গের পাড় হইয়া তারক-পুর।	৫,০০ কিঃ মিঃ	—	—
৩) চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর	—	৩,০০কিঃমিঃ	৩,০০ কি, মি,
৪) ধর্মনগর তিলথৈ রাস্তা (রাধাপুর) কালিকা পুরের রাধাপুর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় হইয়া যাহা ডি, কে, রাস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছে—	১,১০ কিঃ মিঃ	—	—
৫) নয়াপাড়া হইতে জামিরালা হইয়া কলেজ টিলা রাস্তা-		১,৫০ কিঃ মিঃ	১.৩০ কিঃ মিঃ
৬) তিলথৈ দামছড়া রাস্তা হইতে আসাম বর্ডার পর্য্যন্ত রাস্তা-	১,৬৫ কিঃ মিঃ	— —	— —
৭) নোয়া গাঁও জলেবাসা রাস্তা-	৮,৫০ কিঃ মিঃ	—	—
৮) পানিসাগরের এন, এইচ, ৪৪ রাস্তা হইতে বি, এস, এফ, কেম্প পর্যন্ত রাস্তা—	—	১ কি,মি,	১ কি,মি,

রাস্তার নাম	সলিং	মেটেলিং	কারপেটিং
৯) ধর্মনগর-রাঙ্গনা-ব্রজেন্দ্রনগর সাতসঙ্গম রাস্তা	—	৬ কি, মি	৬ কি, মি
১০) ধর্মনগর টাউন রোড—	—	২ কি,মি,	২ কি,মি,
১১) পানিসাগরের নিকটবর্ত্তী জরী রাবার প্লেণ্ট সেণ্টারের রাস্তা—	৬ কি,মি,	—	—
১২) তিলথৈ আনন্দ বাজার রাস্তা—	১ কি,মি,	—	—
১৩) ভি, কে, রাস্তা হইতে যুবরাজনগর হইয়া রাজনগর রাস্তা—	—	—	—
১৪) চন্দ্রপুর হইতে গুচা পুর হইয়া রাঙ্গনা—	১ কি,মি,	৪ কি,মি,	১ কি,মি,
১৫) উপ্তা খালির (শান্তিপুর) নিকট এ, এ, রোড হইতে জলা বাজার হইয়া পদ্মবিল পর্য্যন্ত—	২ কি,মি,	—	—
১৬) বিল্লথৈ-চাঁন্দপুর রাস্তা পাউলগাঁও পর্য্যন্ত-	২ কিঃমিঃ	—	—
১৭) চুবাইবাড়ী রানীবাড়ী রাস্তা—	—	১০ কিঃমিঃ	৭ কিঃমিঃ
১৮) দামছড়া-মনপই রাস্তা—		০·৮ কিঃমিঃ	৩ ৩ কিঃমিঃ
১৯) কদমতলা হইতে ভি, নাগার্পা রাস্তা	২ কিঃমিঃ	—	—
২০) উত্তর পদ্মবীল পুরাতন বাজার হইতে কোয়ারী পর্যন্ত রাস্তা—	১·৫ কিঃমিঃ	—	—

রাস্তার নাম	সলিং	মেটেলিং	কারপেটিং
২১) চুরাইবাড়ী (ডি, টি, রোড) হইতে উপ্তা মালি (এ, এ, রোড)—	০˙৪ কিঃমিঃ	০˙৪ কিঃমিঃ	০˙৪ কিঃমিঃ
২২) ডি,টি, রোড হইতে পানিসাগর হইযা এ, এ, রোড পর্য্যন্ত—	০˙৪ কিঃমিঃ	০˙৪ কিঃমিঃ	০˙৪ কিঃমিঃ
২৩) এ, এ, রোডের ১১০ মাইল হইতে দুর্গজা পর্য্যন্ত রাস্তা—	২· কিঃমিঃ	—	—
২৪) পানিসাগর শৈলেন বাড়ী রাস্তা—	১ কিঃমিঃ	—	—
২৫ পদ্মপুর-মধুবাড়ী রাস্তা—			কিঃমিঃ

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 11

Name of the M.L.A. SHRI FAYZUR RAHAMAN

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state—

QUESTION

১। সারা ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে মোট কতটি পলট্রি ফার্ম আছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৪ইং হইতে ১৯৮৬ইং সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ঐ ফার্মগুলিতে কত ডিম প্রডাকশন হয়েছে; পলট্রি ভিত্তিক হিসাব।

৩। পানিসাগর ব্লকের চুড়াইবাড়ী ও রাণীবাড়ীতে পলট্রি ফার্ম করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

ANSWER: MINISTER IN-CHARGE SHRI SAMAR CHOWDHURY

১। রাজ্যের তিন জেলায় তিনটি পলট্রি ফার্ম আছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—ক] রাজ্যিক মুরগী পালন খামার, গান্ধীগ্রাম।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা—ক] জেলা মুরগী পালন খামার, উদয়পুর।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা— ক] মুরগী পালন কেন্দ্র, পানিসাগর।

২। ফার্মগুলিতে ডিম উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক] রাজ্যিক মুরগী পালন খামার, গান্ধীগ্রাম : ১৯৮৪-৮৬ = ৭,৮১,৮৭৭টি

খ] জেলা মুরগী পালন খামার, উদয়পুর : ১৯৮৪-৮৬ = ১,০৯,৯৯৫টি

গ] মুরগী পালন কেন্দ্র, পানিসাগর : ১৯৮৪-৮৬ = ৪৮,১৬৭টি

৩। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 14

Name of member :— Sri Haricharan Sarkar

Subject :— Damage of crops due to Cyclone & hail storm, held on 3/4/1986

Will the Hon'ble Minister In-Charge of Agriculture Department be please to state :--

১। গত ৩/৪/৮৬ইং তারিখের প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ে এবং শিলা বিষ্টিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কত জন কৃষকের ফসল নষ্ট হয়েছে এবং এর মধ্যে বর্গাদার কতজন, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই ফসল হানির ক্ষতির পরিমান কত এবং

৩। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। গত ৩/৪/৮৬ইং তারিখের ঘূর্ণাঝড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে কত জন কৃষক ও বর্গাদারের ফসল নষ্ট হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে কতজন বর্গাদার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন
১। পানিসাগর—	—	—
২। কাঞ্চনপুর—	—	—
৩। কুমার ঘাট—	—	—
৪। কমলপুর—	৭০	৫
৫। ছামনু—	—	—
৬। খোয়াই—	—	—

ব্লকের নাম	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে কতজন বর্গাদার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন
৭। তেলিয়ামুড়া—	—	—
৮। জিরানিয়া—	১৪০	—
৯। মোহনপুর—	৮৮৫	২৭
১০। বিশালগড়—	—	—
১১। সোনামুড়া—	—	—
১২। মাতারবাড়ী—	—	—
১৩। অমরপুর—	—	—
১৪। ডুম্বুরনগর—	৬৬৯	—
১৫। সাতচান্দ—	—	—
১৬। বগাফা—	১৮৭	২৪
১৭। রাজনগর—	—	—
	১৯৪৯	৫৬

২। টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ৩৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা।

৩। ঘুর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরাসরি কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও বিগত খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যের জন্য সরকার যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ—

ক] ১০ কেজি হারে ১৯২০০ জন চাষীকে আমন বীজ ধানের মিনিকিট বিতরণ।

খ] ১৫ কেজি হারে ৫০০০০ জন চাষীকে ইউরিয়া সারের মিনিকিট বিতরণ।

গ] ৫ লক্ষ টাকার সবজী মিনিকিট বিতরণ।

ঘ] টোরিয়া জাতীয় তৈল বীজ চাষের জন্য ২০০০০ জন চাষীকে বীজ ও সার বিতরণ।

ঙ] মুগ ডাইল চাষের জন্য ৮০০০ জন চাষীকে বীজ ও সার বিতরণ।

চ] ১০ কেজি হারে ১০০০০ জন চাষীকে গম বীজের মিনিকিট বিতরণ।

ছ] ১০ কেজি হারে ১০০০০ জন চাষীকে বোরো বীজ ধান মিনিকিট বিতরণ।

জ] আখ চাষের জন্য ৬০০ জন চাষীকে আখের চারা ও সার বিতরণ।

উক্ত সাহায্য ঘুর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণও পাইতে পারেন।

Questions & Answers

Admitted :— 20 (UNSTARRED)

Question No.

Name of Member : Sri Tarani Mohan Singha.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be please to state—

১। ১৯৮০ইং হইতে ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ইটের ভাট্টার সংখ্যা কত ছিল ; (বছর ও বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত সময়ে ইটের ভাট্টাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত (ত্রিপুরা ও অন্যান্য রাজ্য হইতে আগত শ্রমিকের পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

৩। উক্ত সময়ে সরকারী সংস্থাদারা পরিচালিত প্রতিটি ইটের ভাট্টায় ইট উৎপাদনের পরিমান কত ছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১, ২ এবং ৩} তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un—starred Qurstion No. 22

Name of M.L.A SHRI TARANI MOHAN SINHA

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Publie Wokrs Department be pleased to state —

১। প্রশ্ন :— ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮৬ইং এর মার্চ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি পাকা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উত্তর :— মোট ২৩টি। (কাঞ্চনপুর ডিভিসন্ ১টা, কুমারঘাট ডিভিসন্ ২টা, ধর্মনগর ডিভিসন্ ১টা, আগরতলা ডিভিসন্ নং ৪-১টা, আগরতলা ডিভিসন্ নং ২-২টা, তেলিয়ামুড়া ডিভিসন্ ১টা, শান্তির বাজার ডিভিসন্ ১টা। সাব্রুম ডিভিসন্ নং ৩-১৪টা)

২। প্রশ্ন :— তারমধ্যে কয়টি সম্পন্ন হইয়াছে এবং কয়টির কাজ চলিতেছে ও কয়টির কাজ আরম্ভ হয় নাই (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। উত্তর :— ক] ৫টির কাজ শেষ হইয়াছে (কাঞ্চনপুব-১টা, আগরতলা ডিভিসন্ নং ২-২টা, সাব্রুম ডিভিসন্ নং ৩-২টা)।

খ] ৮টির কাজ চলিতেছে (কুমারঘাট-২টা, আগরতলা ডিভিসন্ নং ৪-১টা, সাঔর্দান ডিভিসন্ নং ৩-৫টা)

গ] ১০টির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। (ধর্মনগর-ডিভিসন্-১টা, তেলিয়ামুড়া ডিভিসন্ ১টা, সাঔর্দান ডিভিসন্ নং ৩-৮টা)।

৩। প্রশ্ন ঃ— আরম্ভ করা পাকা সেতুর মধ্যে কোন কোন সেতু কোন কোন বৎসরে শেষ করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, এবং

৩। উত্তর ঃ— সেতুর নাম এবং কাজ শেষ করার আনুমানিক বৎসর নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

মাছমাড়াছড়া—	১৯৮১
কামরাঙ্গাবাড়ী—	১৯৮৪
বাতাঢেপাছড়া—	১৯৮১
ইছাছড়া—	১৯৮৭
গঙ্গাছড়া—	১৯৮৮
মনুছড়া—	১৯৮৭
অলয়ছড়া—	১৯৮৭
উত্তরকালিছড়া—	১৯৮৮

৪। প্রশ্ন ঃ— পরিকল্পিত বৎসরের মধ্যে নির্মাণে কার্য্য শেষ না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

৪। উত্তর ঃ— প্রথম ঠিকাদার কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় মাছমারাছড়ার কাজ বিলম্বিত হয়। ভূগর্ভস্থ মাটির স্তর শক্ত হওয়ায় এবং ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৫ইং সনের বর্ষায় বিশেষ ক্ষতি হওয়ার দরুণ কামরাঙ্গাবাড়ী ব্রীজের কাজ বিশেষভাবে বিলম্বিত হয়।

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 24

Name of M.L.A. :— SHRI FAYZUR RAHAMAN

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Public Works Department be pleased to State-

১। প্রশ্ন ঃ— ধর্মনগর মহকুমার রেল ক্রসিং হইতে দীগলবাক্ ভায়া প্রত্যেকরায়

পর্য্যন্ত PWD রাস্তা নির্মাণে যে সকল ব্যক্তির জমি অধিগ্রহন করা হয়েছিল তারমধ্যে এ পর্য্যন্ত জমির ক্ষতিপূরণ বাবত্ মোট কতটাকা দেওয়া হয়েছে, এবং

১। উত্তর ঃ— উপরোক্ত রাস্তা নির্মাণে মোট ১৫১ জনকে জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানের রায় দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ১১৭ জনকে জমির ক্ষতিপূরণ বাবং মোট ৫,১৪,৫৪৭,৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন ঃ— যাদের ঐ টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের নাম এবং টাকার পরিমান ?

২। উত্তর ঃ — যাদের ঐ টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের নাম এবং টাকার পরিমান সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

সংযোজনী 'ক'

জায়গায় ক্ষতিপূরণ প্রাপকের নাম ও তাদের প্রদেয় টাকার পরিমানের তালিকা ঃ—

ক্রমিক নং	জায়গার ক্ষতিপূরণ প্রাপকের নাম	টাকার পরিমান
(১)	(২)	(৩)
১।	মহম্মদ খান্দেকর সফর উদ্দিন—	৫১১·০০ টাকা
২।	কিফায়েৎ উল্লা চৌধুরী—	৮,১৭৬,০০ টাকা
৩।	কৈলাশ চন্দ্র দেব কাননগো—	১৪,৩০৮,০০ টাকা
৪।	কৃপেশ রঞ্জন দেব কাননগো	৪,০৮৮,০০ টাকা
৫।	মসারক্ আলী এবং অন্যান্য	১৮,০৩১.০০ টাকা
৬।	অব্দুল কৈয়ূম —	১০,১২০,০০ টাকা
৭।	নরেশ চন্দ্র দে—	৭,৩০০,০০ টাকা
৮।	মহম্মদ আবদুল কৈয়ুম	৫,১১০,০০ টাকা
৯।	রহিমা খাতুন —	৪,৫৯৯,০০ টাকা
১০।	আতারোনিশা এবং অন্যান্য—	২৮,৬১৬.০০ টাকা
১১।	মহেন্দ্র রাম দাস—	১০,২২০,০০ টাকা

(১)		(২)	(৩)
১২ ।	বিমল কান্তি অধিকারী—		২,৫৫৫,০০ টাকা
১৩ ।	গৌরাঙ্গ দাস—		৬,১৩১,০০ টাকা
১৪ ।	যামিনী বালা দাস—		৫,১১০,০০ টাকা
১৫ ।	বলরাম দাস—		৭,৬৬৫,০০ টাকা
১৬ ।	সুধীর চন্দ্র নাথ—		২,০৪৪.০০ টাকা
১৭ ।	চুরামনি নাথ-		৩,৫৭৭,০০ টাকা
১৮ ।	বিহারী নাথ এবং অন্যান্য—		৪,০০৮.০০ টাকা
১৯ ।	বীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ—		৭৩০,০০ টাকা
২০ ।	মালতী দাস—		৪,০৮৮,০০ টাকা
২১ ।	রজনী চন্দ্র শর্মা—		৩,২৮৫,০০ টাকা
২১ ।	শচীন্দ্র চন্দ্র নাথ—		১০,৪৮৫,০০ টাকা
২৩ ।	গিরীবালা দাস কর-		৩০,৬৬,০০ টাকা
২৪ ।	শচীন্দ্র কুমার সেন		২,৫৫৫,০০ টাকা
২৫ ।	আবদুল কৈয়ুম —		৭৩,০০,০০ টাকা
২৬ ।	রাধিকা রঞ্জন এবং অন্যান্য		২,৯২০,০০ টাকা
২৭ ।	রমেশ চন্দ্র নাথ—		৫,১১০,০০ টাকা
২৮ ।	প্রমোদিনী অধিকারী		১,৫৫৩,০০ টাকা
২৯ ।	অতুল চন্দ্র নাথ—		১১,২২৪,০০ টাকা
৩০ ।	ললিত মোহন নাথ		৫,৬৯৪,০০ টাকা
৩১ ।	কেতন রাম দাস		২,১৯০,০০ টাকা
৩১ ।	নিশীকান্ত রায়—		১,১৯০,০০ টাকা
৩৩ ।	সরযূ রানী চক্রবর্ত্তী—		১,১৭৭,০০ টাকা
৩৪ ।	প্রমীলা রানী দে		৪,০০৮,০০ টাকা
৩৫ ।	অরুণ চন্দ্র নাথ এবং অন্যান্য		৯,৮৭২,০০ টাকা
৩৬ ।	বীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ—		৫,১১০,০০ টাকা

(১)	( )	(৩)
৩৭।	অনুদ চন্দ্র নাথ—	৫,১২৯,০০ টাকা
৩৮।	মিহির বরণ নাথ এবং অন্যান্য—	৬,৯৩৫,০০ টাকা
৩৯।	নিবোদ রঞ্জন নাথ —	৭,১৫৪,০০ টাকা
৪০।	সত্যেন্দ্র কুমার দাস—	৭,০০৮,০০ টাকা
৪১।	রসময় নাথ এবং অন্যান্য	২,৬১৮,০০ টাকা
৪২।	খাতুন বিবি—	৩,৭০৬,০০ টাকা
৪৩।	অমূল্য ভূষণ নাথ এবং অন্যান্য—	২৪,৭৪৪,০০ টাকা
৪৪।	বিহারী নাথ এবং অন্যান্য—	৬,১৩২,০০ টাকা
৪৫।	বিনোদ বিহারী দেবনাথ—	২,৬২৮,০০ টাকা
৪৬।	রাধা গোবিন্দ নাথ—	৪৩,৮০,০০ টাকা
৪৭	বীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ—	৩,২৮৫,০০ টাকা
৪৮।	সাবিত্রী দেবী—	২,০৪৪,০০ টাকা
৪৯।	ললিত মোহন নাথ—	৮৭৬,০০ টাকা
৫০।	অশ্বিনীকুমার নাথ এবং অন্যান্য—	১,৩১৪,০০ টাকা
৫১।	ললিত মোহন নাথ-	১,৩১৪,০০ টাকা
৫২	দুর্গাচরণ নাথ—	৮,৭৬,০০ টাকা
৫৩।	নরেন্দ্র নাথ—	১,৩১৪,০০ টাকা
৫৪	মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য--	৬,৬৭২,০০ টাকা
৫৫।	অশ্বিনী কুমার নাথ—	১,৭১২,০০ টাকা
৫৬।	মতিলাল ভট্টাচার্য্য—	৪৩৮,০০ টাকা
৫৭।	রতনমনি নাথ	৫৮৪,০০ টাকা
৫৮।	অশ্বিনী কুমার নাথ-এবং অন্যান্য—	৭৩০,০০ টাকা
৫৯।	প্রদীপ কুমার নাথ এবং অন্যান্য	১,৬১৮,০০ টাকা
৬০।	হরেকৃষ্ণ নাথ এবং অন্যান্য —	৪৩৮,০০ টাকা

(১)	(২)	(৩)
৬১।	অশ্বিনী কুমার নাথ এবং অন্যান্য—	১,৪৬০.০০ টাকা
৬২।	হিরন্ময় প্রভা দেবী—	৩,৩৫৮,০০ টাকা
৬৩।	রসিক লাল নাথ—	২,৮৪৭.০০ টাকা
৬৪।	নিরোদা দেবী—	২,৮৪৭,০০ টাকা
৬৫।	গোপাল চন্দ্র নাথ—	২,৪০৯,০০ টাকা
৬৬।	মনোরঞ্জণ নাথ—	২,১৯০,০০ টাকা
৬৭।	মহেন্দ্র রাম দাস—	৩,৯৪২,০০ টাকা
৬৮।	বিধুভূষণ নাথ ও অন্যান্য	৩,৬৫০,০০ টাকা
৬৯।	মালতী দেবী এবং অন্যান্য—	৩,৭১৩,০০ টাকা
৭০।	হিরন্ময় কুমারী দেবী এবং অন্যান্য—	১,১৬৮.০০ টাকা
৭১।	সুস্প্রীতি দেবনাথ—	১,৬২৮,০০ টাকা
৭২।	নিরোদ রঞ্জণ নাথ এবং অন্যান্য—	৩,১৮৫,০০ টাকা
৭৩।	রোহিনী কুমার ভট্টাচার্য্য— এবং অন্যান্য	৬,১৩২,০০ টাকা
৭৪।	মতিলাল ভট্টাচার্য্য—	১,০২২,০০ টাকা
৭৫।	মতিলাল ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য—	০৫২,০০ টাকা
৭৬।	রতনমনি নাথ এবং অন্যান্য—	৭৩০,০০ টাকা
৭৭।	সুখময় নাথ এবং অন্যান্য—	৫,৬২১,০০ টাকা
৭৮।	শচীন্দ্র চন্দ্র নাথ এবং অন্যান্য—	৫,৬১১,০০ টাকা
৭৯।	অশ্বিনী কুমার নাথ এবং অন্যান্য—	৩,০৬৬,০০ টাকা
৮০।	ননী গোপাল দে—	৩,০৬৬,০০ টাকা
৮১।	নন্দলাল নাথ—	৮,৭৬,০০ টাকা
৮২।	বাসন্তী রাণী দেবী—	১,৯৭১ ০০ টাকা
৮৩।	তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—	৪,৫৯৯,০০ টাকা

(১)	(২)	(৩)
৮৪।	নারায়ণ দাস—	২,০৪৪,০০ টাকা
৮৫।	সুশীল চন্দ্র নাথ—	৩,৭২৩,০০ টাকা
৮৬।	যশোদা রঞ্জণ দেব—	৭,১৫৪,০০ টাকা
৮৭।	নিতাই রাম দাস—	১,০৪৪,০০ টাকা
৮৮।	তসীর মিঞা এবং অন্যান্য —	৭,১৫৪,০০ টাকা
৮৯।	অশ্বিনী কুমার দে—	৪,০৮৮,০০ টাকা
৯০।	প্রমোদ মালাকার—	১,০৪৪,০০ টাকা
৯১।	ধর্ণময়ী দেবী এবং অন্যান্য —	৩,৫৭৭,০০ টাকা
৯২।	মোক্ষদা বালা নাথ—	১,১৯৮,০০ টাকা
৯৩।	কালীকুমার নাথ—	১,০৪৮,০০ টাকা
৯৪।	গোরীপদ চক্রবর্ত্তী—	৯৭০,০০ টাকা
৯৫।	মন্টু দেবনাথ —	১,৫৩৩,০০ টাকা
৯৬।	মিহির দাশগুপ্ত—	১,৫৯৪,০০ টাকা
৯৭।	সুভাষিনী দত্ত এবং অন্যান্য—	১,০৮৩,০০ টাকা
৯৮।	বিমলা রাণী নাথ—	১,০৪২,০০ টাকা
৯৯।	আমরেন্দ্র দেব—	৫১১,০০ টাকা
১০০।	সাধন ভৌমিক—	৩,২৭৯,০০ টাকা
১০১।	দেবেন্দ্র চন্দ্র নাথ—	১,৩১৪,০০ টাকা
১০২।	প্রদীপ কুমার নাথ—	২,৯২০,০০ টাকা
১০৩।	মহম্মদ তৈয়াব আলী এবং অন্যান্য—	৭,৬১২,০০ টাকা
১০৪।	মহম্মদ আবদুল বোরা—	৩,৪৮০,০০ টাকা
১০৫।	মহম্মদ আকবর—	৩,৯১৫,০০ টাকা
১০৬।	মহম্মদ তৈয়াব আলী এবং অন্যান্য—	১,৯২০,০০ টাকা
১০৭।	মহম্মদ খন্দিকার সফর উদ্দিন এবং অন্যান্য —	৭,৫২৫,৫০ টাকা

(১)	(২)	(৩)
১০৮।	গণ্ডু মিঞা এবং অন্যান্য—	৫,৪৩৮,৫০ টাকা
১০৯।	চরিত্র মোহন সরকার ও নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস-	২,৫৭৬,০০ টাকা
১১০।	নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস—	১,৯৩২,০০ টাকা
১১১।	বিনোদ বিহারী নাথ—	৮,৩০৬,০০ টাকা
১১২।	নন্দ লাল নাথ—	২,৩৪৬,০০ টাকা
১১৩।	অম্বিকা নাথ—	৩,০৫৬,০০ টাকা
১১৪।	যোগেশ চন্দ্র নাথ—	১ ৬৫৬,০০ টাকা
১১৫।	রসময় নাথ সরকার এবং অন্যান্য—	১,৭৯৪,০০ টাকা
১১৬।	রাধা গোবিন্দ দেবনাথ—	৪ ৬৯২,০০ টাকা
১১৭।	রাধা গোবিন্দ দেবনাথ—	৬৯০,০০ টাকা
		মোট—৫,১৪,৫৪৭.৫০ টাকা

Admitted Un-Starred Question No. :— 25

Name of member :— Sri Len Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Agriculture Department be pleased to state :-

১) কাঞ্চনপুর ব্লকের ৪১টি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে মোট কতটি গ্রাম সেবক কেন্দ্র আছে। (কেন্দ্রের নাম সহ হিসাব)

) প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি করে গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৩) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

৪) না থাকিলে তার কারণ।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE
(SRI BADAK CHOUDHURY)

উত্তর :—

১) বর্তমানে মোট ২০টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র আছে। এই সকল কেন্দ্রের নাম নিম্নে দেওয়া হল :--

১] শান্তিপুর
২] কাঞ্চনছড়া
৩] উজান মাছমারা
৪] দক্ষিণ লালজুড়ি
৫] ভাংমুন
৬] শাবোল
৭] খেদাছড়া
৮] ধইনছড়া
৯] পশ্চিম সাতনালা
১০] উত্তর দশদা
১১] তুইছামা
১২] আনন্দ নগর
১৩] উত্তর মাছমারা
১৪] দক্ষিণ মাছমারা
১৫] উত্তর ধানছড়া
১৬] পেচার থল
১৭] নবীনছড়া
১৮] পিপলাছড়া
১৯] দামছড়া
২০] কাঞ্চনপুর —

২) হ্যাঁ।

৩) সরকারের আর্থিক সঙ্গতি ও বি, ডি, সির অনুমোদন ক্রমে পর্য্যায় ক্রমে খোলা হইবে।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Question No. : 31 (UN STARRED)

Name of Member : Sir Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Indutries Department be pleased to state :-

১) ১৯৮০ সাল থেকে ৩০/৪/৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কতটি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) ঐ সকল ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে উক্ত সময়ে কত টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩) ঐ সকল ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার মধ্যে বর্তমানে কতটি চালু আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

:— উত্তর :—

৫) ১৯৮০ইং সাল থেকে ৩০/৪/৮৬ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কতটি ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব নীচে দেওয়া হল :—

ক]	সদর	—	৮১৩টি
খ]	সোনামুড়া	—	১৫টি
গ]	খোয়াই		৩১টি
ঘ]	উদয়পুর		১০৩টি
ঙ]	অমরপুর	—	১১টি
চ]	সাব্রুম	—	৩টি
ছ]	বিলোনীয়া	—	৪৬টি
জ]	ধর্মনগর	—	১০২টি
ঝ]	কৈলাসহর	—	১১৭টি
ঞ)	কমলপুর	—	২৪১টি
		মোট	১৪৯২টি

২) ১ নং উত্তরে বর্ণিত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা সমূহকে ১৯৮০ইং সাল থেকে ৩০/৪/৮৬ইং পর্য্যন্ত প্রদত্ত অনুদানের হিসাব নীচে দেয়া হল :—

মহকুমার নাম	সেন্ট্রাল স্কীম	ষ্টেইটস স্কীম (লক্ষ টাকার হিসাব)
ক] সদর	৬৯,৬৬	৬৪৭৮
খ] সোনামুড়া	—	—
গ] খোয়াই	০ ১৫	০'৬১০
ঘ] উদয়পুর	৫'১০	০'১৭
ঙ] অমরপুর	—	০'৩০
চ] সাব্রুম	০'০৬	০'১০
ছ] বিলোনীয়া	০'৩৪	০.২০

জ]	ধর্মনগর	১৪.১০	০.৬৬
ঝ]	কৈলাসহর	৫.৫৬	১.৮৩৫
ঞ]	কমলপুর	১ ০৩	০.২০
		মোট— ৯৭.০০	১০.৫৩২

৩) চালু ক্ষুদ্রশিল্পে সংস্থা সমুহের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হল ঃ

ক)	সদর	—	৬৯৮টি
খ)	সোনামুড়া	—	১৬টি
গ)	খোয়াই	—	১১টি
ঘ)	উদয়পুর	—	৯০টি
ঙ)	অমরপুর	—	৭টি
চ]	সাব্রুম	—	৩টি
ছ)	বিলোনীয়া	—	৪০টি
জ)	ধর্মনগর	—	৮৫টি
ঝ)	কৈলাসহর	—	৭৬টি
ঞ)	কমলপুর	—	১৫টি
			মোট—১০৫১টি

ADMITTED UN–STARRED QUESTION NO. 32

Name of Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Minister-in-charge of the Panchayat Dapartment be pleased to state—

—ঃ প্রশ্ন —

১) রাজ্যে ৩১/৫/৮৬ইং তারিখ পর্য্যন্ত কতজন পঞ্চায়েত প্রধানের ও পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। (১৯৭৪ সালে জুলাই থেকে ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) রাজ্যে ৩১/৫/৮৬ইং তারিখ পর্য্যন্ত ১৭ জন প্রধানের ও ১৩ জন পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

	ব্লকের নাম	প্রধানের সংখ্যা	পঞ্চায়েত সচিবের সংখ্যা
১)	পানিসাগর	২	—
২)	কাঞ্চনপুর	—	১

৩)	কমলপুর	১	—
৪)	তেলিয়ামুড়া	২	৪
৫)	জিরানীয়া	১	—
৬)	বিশালগড়	৩	৩
৭)	মোহনপুর	১	—
৮)	অমরপুর	১	১
৯)	সাতচাঁন্দ	৩	৪
১০)	ডম্বুর নগর	২	—
		১৭	১৩

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

২) উক্ত সময় পর্য্যন্ত কতটি অভিযোগের তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কতটি ক্ষেত্রে তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

—ঃ উত্তর ঃ—

২) উক্ত সময় পর্য্যন্ত ৩০ (ত্রিশ)টি অভিযোগের তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং ২০ (কুড়ী) টি ক্ষেত্রে তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) নিম্নরূপ ঃ—

১)	তেলিয়ামুড়া	—	৬টি
২)	জিরানীয়া	—	১টি
৩)	বিশালগড়	—	৬টি
৪)	সাতচাঁন্দ	—	৫টি
৫)	ডম্বুরনগর	—	২টি
			২০টি

ঃ— প্রশ্ন ঃ—

৩) ঐ সকল অভিযুক্ত প্রধানগণ কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ঃ— উত্তর ঃ—

৩) ঐ সকল অভিযুক্ত প্রধানগণ কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের সমর্থক, তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

	ব্লকের নাম	মোট	
১]	পানিসাগর	২	১-নির্দ্দল ১-কং (ই)
২]	কমলপুর	১	১-কং (ই)

৩]	তেলিয়ামুড়া	২	১-সি,পি, আই (এম)
৪]	মোহনপুর	১	১-কং (ই)
৫]	জিরানীয়া	১	১-সি, পি, আই (এম)
৬]	বিশালগড়	৩	৩-কং (ই)
৭]	অমরপুর	২	১-টি. ইউ. জি. এস ১-নির্দ্দল
৮]	সাতচান্দ	৩	২-কং (ই) ১-সি, পি, আই (এম)
৯]	ডম্বুরনগর	২	২-টি. ইউ. জি. এস.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38

Name of member :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) চড়িলাম বিধান সভা কেন্দ্রের মোট কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ শেষ হয়েছে (গ্রামগুলির নাম) এবং

২) কতটি গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি এবং

৩) ঐ গ্রামগুলিতে কতদিনের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ঃ— উত্তর ঃ—

১) এ পর্য্যন্ত চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামগুলির নাম নীচে দেওয়া হল ঃ—

	গ্রামের নাম	কোড্ নং	মন্তব্য
১]	গজারিয়া	১২৪৪	
২]	শ্যাম সর্দার পাড়া	১৩০৪	
৩]	জয় মঙ্গল পাড়া	১৩০৬	
৪]	রাঙ্গাপানিয়া	১৩০৭	
৫]	রামছড়া	১৩১০	
৬]	গাজন সর্দার পাড়া	১৩০৫	
৭]	ভৃগুরাম ঠাকুর পাড়া	১৩১৪	
৮]	তিলক ঠাকুর পাড়া	১৩১৫	

৯] মনা ঠাকুর পাড়া ১৩৪২
১০] রংমালা ১৩৬৯
১১] বাঁশতলী ১৩৬৩
১২] রামদাস বৈষ্ণব পাড়া ১৩৬৬
১৩] পূর্ণসাধু পাড়া ১৩৬৭
১৪] উমা[illegible] ঠাকুর পাড়া ১৩৭০
১৫] ভাস্কর চৌঃ পাড়া ১৩৭১
১৬] লক্ষীরাম কোব্‌রা পাড়া ১৩৭৪
১৭] আমতলী ১৩৮০
১৮] বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনী ১৩৮২
১৯] নালজলা ১৩৮৪
২০] বিশ্রামগঞ্জ বাজার ১৩৮৫
২১] তুইছারাম বাড়ী ১৩৮৭
২২] পদ্মনগর ১৩৪৯
২৩] ব্রজপুর ১৩৩০
২৪] ব্রজপুর কলোনী (আমতলী) ১৩৩১
২৫] কানাইবাড়ী ১৩৫৫
২৬] পুরাণবাড়ী ১৩৫৮
২৭] লালসিং মুড়া বাজার ১৩২২
২৮] লালসিংমুড়া ১৩১৪
২৯] যজ্ঞকোব্‌রা পাড়া ১৩২৬
৩০] চিনকারিয়া পাড়া ১৩২৭
৩১] মাধব কিল্লা ১৩১৯
৩২] দক্ষিণ চড়িলাম ১৩৫২
৩৩] দক্ষিণ চড়িলাম (মধ্যপাড়া) ১৩৬১
৩৪] ছেছড়িমাইল ১৩৯৫
৩৫] সিলেটিয়ামুড়া ১৩৯৬
৩৬] ধরিয়াতল ১৩৪১

২) ৪৯টি গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছে নাই।

৩) নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয় তবে বাৎসরিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ৮ম পরিকল্পা-কালের মধ্যে সবগুলি গ্রামই বৈদ্যুতিকরণ করার প্রস্তাব রয়েছে।

Questions & Answers

ADMITTED UN—STARRED QUESTION NO. 40 23

Name of member :— SHRI SUBODH CH. DAS.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agrioulture Department be pleased to State-

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে রাজ্যের কোন ব্লকে কতটি মার্কেট শেড নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন ;

২। ঐ মঞ্জুরীকৃত শেড গুলির মধ্যে কোন কোন শেডের কাজ শুরু হয়েছে এবং কোন কোন শেডের কাজ আজ পর্য্যন্ত শুরু হয় নি ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বৎসরে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে যে মার্কেটে শেড নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	মার্কেট শেডের সংখ্যা
১। জিরানিয়া—	৫
২। মোহনপুর—	৯
৩। বিশালগড়—	৮
৪। খোয়াই—	৭
৫। তেলিয়ামুড়া—	৬
৬। রাজনগর—	১৪
৭। বগাফা—	১০
৮। অমরপুর—	৫
৯। সাতচাঁদ—	১০
১০। মাতাবাড়ী—	৯
১১। পানিসাগর—	৩
১২। কাঞ্চনপুর—	১
১৩। ছামনু—	৪

১৪। সালেমা— $\frac{২}{৯৩}$

২) মঞ্জুরীকৃত মার্কেট শেড্‌গুলির মধ্যে যে যে শেডের নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং যে যে শেডের কাজ এখনও চলিতেছে ও যে যে শেডের কাজ এখনও শুরু হয় নাই তাহার হিসাব এই রূপ ঃ—

যে যে মার্কেটে শেডের নির্মান কাজ সম্পূর্ণ (১)	যে যে শেডের কাজ এখনও চলিতেছে (২)	যে যে শেডের কাজ এখনও শুরু হয় নাই (৩)
১] চনতাই—	১] পাটনী	১] ছেচুড়িয়া
২] সোনারাম—	২] দাওধারানী	২] জম্পুইজলা
৩] নবীনগর—	৩] পাগলাবাড়ী	৩] মোগলাল বাজার
৪] নব শান্তি গঞ্জ—	৪] নেহালচন্দ্রনগর	৪] মহারাণীপুর
৫] রামনগর	৫] ডুকলী	৫] সুবলসিং
৬] আমপুরা—	৬] অফিসটিলা	৬] মতাই
৭] রাঙ্গামুড়া—	৭] একরাইবাড়ী	৭] গজারিয়া
৮] হেজামারা—	৮] লতাবাড়ী	৮] তিপরা
৯] গুলিরাইবাড়ী —	৯] বড় মাই ধন	৯] রাধানগর
১০] প্রমোদ নগর—	১০] মান্দাই	১০] রাজ নগর
১১] তুলসী খাল—	১১] চম্পক নগর	১১] এন, জি, সি, নগর
১২] চরক পাই—	১২] রাজ কিশোর সর্দারপাড়া	১২] পূর্ব পিলাক
১৩] পাই খোলা—	১৩] শিমনা কলোনী	১৩] মন্দু বাজার
	১৪] বটতলী	১৪] পশ্চিম পত্তিছরি
	১৫] সুন্দর টিলা	১৫] মনিরাম বাড়ী
	১৬] গুরু পদ কলোনী	

(১)	(২)	(৩)
	১৭। বনবাজার	১৬। লক্ষ্মীছড়া
	১৮। থালাবাড়ী	১৭। গুমাকো বাজার
	১৯। রঙ্গনাথ ডেপা	১৮। আনন্দপুর
	২০। ধনঞ্জয় বাজার	১৯। ছেচুরিয়া
	২১। উত্তর সোনাইছড়ি	২০। ভূরাতলী
	২২। দক্ষিণ সোনাইছড়ি	২১। আমতলীঘাট
	২৩। একিমপুর	২২। শাকতলী
	২৪। নিহারনগর	২৩। চালতাছড়ি
	২৫। ভাতখোলা	২৪। ঘোড়াকাপ্পা
	২৬। কাসারি আর এফ.	২৫। চন্দ্রপুর
	২৭। রাজাপুর	২৬। শামুকছড়া
	২৮। রতনপুর	২৭। মির্জা
	২৯। দেবদারু	২৮। গর্জি
	৩০। বাইখোরা	২৯। কিল্লা
	৩১। অমরপুর বাজার	৩০। কালাছড়া
	৩২। পূর্ব ডম্বুলাসা	৩১। জম্পুই বাজার
	৩৩। কালাছড়া	৩২। মরাছড়া
	৩৪। সাতচাঁন্দ	৩৩। বটতলা
	৩৫। কৃষ্ণনগর	৩৪। নূতনবাজার
	৩৬। মনুবাজার	৩৫। মানিকপুর
	৩৭। মনুঘাট	৩৬। ছোটস্থরমা
	৩৮। স্বতামাটি	৩৭। সেতরাই
	৩৯। শিলাছাটি	
	৪০। মাতাবাড়ী	
	৪১। রাইয়াবাড়ী	
	৪২। রামনগর	
	৪৩। শনিছড়া	

Admitted Unstarred Question No. 41 (৪১)

Name of the M. L. A.— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state—

Questions—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি শূকর পালনকারী সমবায় সমিতি আছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ফটিকছড়া গাঁওসভায় ভাটি ফটিকছড়া গ্রামে শূকর পালনকারী সমবায় সমিতি কত জন সদস্য নিয়া গঠিত,

৩। উক্ত সমিতির মূলধন কত টাকা ছিল, এবং

৪। ১৯৮৫—৮৬ ইং সনে উক্ত সমিতির মোট আয় এবং মোট ব্যয় কত ছিল ?

Answer : Minister In-charge Sri Samar Chowdhury

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ১২টি শূকর পালনকারী সমবায় সমিতি আছে। ব্লক ভিত্তিক শূকর পালনকারী সমবায় সমিতিগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :-

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা : —

মোহনপুর ব্লক— ১) সনখলা শূকর পালন সমবায় সমিতি
২) ভাটি ফটিকছড়া শূকরপালন সমবায় সমিতি

জিরানীয়া ব্লক— ১) ভৃগুদাসবাড়ী শূকরপালন সমবায় সমিতি
২) চন্দ্রসাধু পাড়া শূকরপালন সমবায় সমিতি
৩) জয়নগর শূকরপালন সমবায় সমিতি

বিশালগড় ব্লক— ১) তেরমা শূকর পালন সমবায় সমিতি
২) ধরিয়াতল শূকরপালন সমবায় সমিতি।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা :—

মাতাবাড়ী ব্লক— ১) উদয়পুর মালীজাতি শুকরপালন সমবায় সমিতি
২) খেলাকুম উপজাতি শুকর পালন সমবায় সমিতি

রাজনগর ব্লক— ১) দ্রুনাচার্য্য রিয়াং পাড়া শুকর পালন সমবায় সমিতি

সাতচাঁদ ব্লক— ১) গার্দাং শুকর পালন সমবায় সমিতি

উত্তর ত্রিপুরা জেলা :—

সালেমা ব্লক— ১) শিকারীবাড়ী শুকর পালন সমবায় সমিতি

কুমারঘাট ব্লক—১) লম্বাবিল শুকরপালন সমবায় সমিতি

কাঞ্চনপুর ব্লক— ১) দসদা শুকর পালন সমবায় সমিতি

২। ৬২ জন সদস্য নিয়া ভাটি ফটিকছড়া শুকরপালন সমবায় সমিতি গঠিত।

৩। উক্ত সমিতির মূলধন ছিল— ১,১৫,০০০.০০ টাকা।

৪। ১৯৮৫—৮৬ সালে সমিতির আয় ছিল ৬৪,৩৬৫.৯১ টাকা ও ব্যয় ছিল—৬৪,২৮৫.৬৬ টাকা।

Admitted Unstarred Question No. 65

Name of members :— Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৮৫—৮৬ইং ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়েছিল। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

Answer

Minister In-charge of Agriculture (Sri Badal Choudhury)

১। ১৯৮৫—৮৬ইং সনে রাজ্যে সুতী ও মেস্তা পাট মোট এক লক্ষ দুই হাজার আশী বেইল উৎপাদন হইয়াছে। কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

উৎপাদনের পরিমাণ (বেইল হিসাবে)

কৃষি মহকুমা	সুতী পাট	মেস্তা পাট	মোট পরিমাণ
১। পানিসাগর	৬২১	৮৬৯	১৪৯০
২। কাঞ্চনপুর	৮২৮	১৬৪০	২২৬৮
৩। কুমারঘাট	৬০৪	২১২৫	২৭২৯
৪। ছামনু	১৬৭৮	৪৩৭২	৬০৫০
৫। সালেমা	১৬৬৭	৭০০০	৮৬৬৭
৬। খোয়াই	২২৬৭	২৩২২	৪৫৮৯
৭। তেলিয়ামুড়া	১৯৮৯	২১০৮	৪০৯৭
৮। জিরানিয়া	৭২০	২৪৫৭	৩১৭৭
৯। মোহনপুর	৯৭২	৮৮৩৯	৯৮১১
১০। বিশালগড়	২৭১০	৯২০০	১১৯১০
১১। মেলাঘর	৪৯১০	১২৫৩৫	১৭৪৮৫
১২। উদয়পুর	৪৪০০	৬৪২১	১০৪২১
১৩। অমরপুর	২৬৩৬	৯৪০	৩৫৭৬
১৪। ডুম্বুরনগর	৩৯৫	৮৫৫	১২৫০
১৫। বগাফা	৫২৮	৪৭২০	৫২৫৩
১৬। রাজনগর	৪৮০	১৮২৫	২৩০৫
১৭। সাতচাঁন্দ	১০৫৫	৫৩৪৭	৬৪০২
	২৮,৫০০	৭৩,৫৮০	১,০২,০৮০

(প্রতি বেইল—১৮০ কি গ্রা.)

Admited Question No. 74 (Unstarred)

Name of member : Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জুট মিল চালু হওয়ার পর হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত লোকসানের পরিমাণ কত এবং তাহা কমানোর জন্য কবে থেকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ;

২। উক্ত জুটমিলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের কোন কোন পদ্ধতি অনুযায়ী কিসের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং তাহাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ;

৩। উক্ত জুটমিল চালু হওয়ার পর হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৬ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলের মোট লোকসানের পরিমান ১৫০৫'০৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে নগদ লোকসানের পরিমান ৮০৭'৯০ লক্ষ টাকা। বৎসর ভিত্তিক লোকসানের পরিমান নীচে দেয়া হল :—

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

বৎসর	নীট ক্ষতি	নগদ ক্ষতি
১৯৮১-৮২	১৪৪'২১	৪৪'৮১
১৯৮২-৮৩	২৪২'৭৫	১১৩'৪৬
১৯৮৩-৮৪	৩৩৩'৭৮	১৪১'৪৩
১৯৮৪-৮৫	২৭৫'৪৮	১৪১'৯২
১৯৮৫-৮৬	৪৫১'৮৮	৩৩২'৬৯
১৯৮৬-৮৭ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৫৭'২৫	৩৩'৫৯
মোট—	১৫০৫'০৫	৮০৭'৯০

প্রকাশ থাকে যে, মিলের গৃহ, যন্ত্র ইত্যাদির অবক্ষয় ব্যতিত অন্যান্য ব্যয় ধরে যে ক্ষতির হিসাব করা হয় তাকে বলা হয় নগদ ক্ষতি বা লোকসান এবং অবক্ষয় ও অন্যান্য ব্যয় ধরে যে ক্ষতির হিসাব করা হয় তাকে বলে নীট ক্ষতি।

জুটমিলের লোকসান কমানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি মিলের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পর হতেই শুরু করা হয় :—

ক) প্রত্যেকটি মেসিনকে যাতে উৎপাদনের কাজেই ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে ;

খ) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে কয়েকটি পর্য্যায়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানেও শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণের জন্যে বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) মিলের ওয়ার্কশপে (Work shop) কিছু কিছু যন্ত্রাংশ তৈরীর চেষ্টা চলছে।

ঘ) উৎপাদন কালীন সময়ে অপচয় বন্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে,

ঙ) উৎপাদনের মান বজায় রাখার জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে,

চ) উপযুক্ত মূল্যে মিলের উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য বিক্রীর চেষ্টা করা হচ্ছে।

২। জুটমিলে শ্রমিক কর্মাচরী নিয়োগ করার সময়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে :—

ক) খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া,

খ) কর্মবিনিয়োগ সংস্থাকে জানানো,

গ) কর্মপ্রার্থীদের আবেদন এবং কর্ম বিনিয়োগ সংস্থা কর্তৃক প্রেরীত নামের তালিকার ভিত্তিতে **Written Test, Trade Test, Interview, Medical examination** ইত্যাদি নেওয়া,

ভবিষ্যতে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ও উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হবে। স্থানীয় তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য একটি "Wage Committee" গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সুপারিশ জুটমিলের বোর্ড মিটিং এর সময় পেশ

করা হয়। তবে শ্রমিকদের মজুরী, ভাতা ইত্যাদির সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি।

৩। জুটমিল চালু হওয়ার পর হতে ১৯৮৬ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত মোট ৭৭'৭৩ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে। যন্ত্রাংশ ক্রয়ের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নীচে দেয়া হল :—

বৎসর	টাকা
১৯৭৬-৭৭	৩৬,৬৬৪'৬২
১৯৭৭-৭৮	—
১৯৭৮-৭৯	—
১৯৭৯-৮০	—
১৯৮০-৮১	৫,২৭,৭১০ ৭২
১৯৮১-৮২	৭,২১,৯২০ ৬২
১৯৮৩-৮৪	২০,১৬,৬৩৫'৩১
১৯৮৪-৮৫	১৪,৯০,৬০৩'৪৫
১৯৮৫-৮৬	২১,২৬,২০৩'০৬
মোট —	৭৭,৭২,৭১২'৯৬

অর্থাৎ ৭৭'৭৩ লক্ষ টাকা।

মিলের বিভিন্ন যন্ত্রগুলিকে কর্ম্মোপযোগী করে তোলা এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভেঙ্গে যাওয়া যন্ত্রাংশগুলি বদলানোর জন্যে ১৯৭৬-৭৭ সাল হতে বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য প্রচুর যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 83

Name of the M. L, A. : শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট কতটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র

(ভেটেনারী সেণ্টার) চালু রয়েছে,

২। ঐ সেণ্টারগুলির কোনটি কোন গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, (সেণ্টার ও গাঁও পঞ্চায়েত সমূহের নামসহ তালিকা) ;

৩। উপরোক্ত দুইটি ব্লকে ১৯৮৪-৮৫ইং, ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে কোন কোন সেণ্টারগুলি চালু করা হয়েছে তার নাম ?

ANSWER : Minister Incharge Shri Samar Chowdhury,

১। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট ৩৬টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র চালু আছে।

২। গাঁও পঞ্চায়েতসহ কেন্দ্রগুলির নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

কেন্দ্রের নাম	গাঁও সভার নাম
(পানিসাগর ব্লক)	
ধর্মনগর ভেটেনারী হাসপাতাল	নোটিফাইড এরিয়া
পানিসাগর ভেটেনারী ডিসপেনসারী	পানিসাগর
রাজেন্দ্রনগর এস. এম এস সি,	ব্রজেন্দ্রনগর
তিলথই ভি এফ এ সি.	তিলথই
ইছাইলালছড়া ভি এফ এ. সি,	ইছাইলালছড়া
পদ্মবিল ভি. এফ. এ. সি.	পদ্মবিল
চুড়াইবাড়ী আর. পি. সি. পি.	চুড়াইবাড়ী
দেওয়ানপাশা ভি. এফ. এ. সি.	দেওয়ানপাশা
কামেশ্বর ভি. এফ এ. সি	কামেশ্বর
রাজনগর ভি. এফ এ সি.	রাজনগর
বাগপাশা ভি এফ. এ সি.	বাগপাশা
উপটাখালি এস. এম. এস. সি.	উপটাখালি
জলাবাসা এস. এম. এস. সি.	জলাবাসা
পানিসাগর এস. এম. এস. সি.	পানিসাগর

কেন্দ্রের নাম	গাঁওসভার নাম
হাপলংছড়া এস. এম. এস. সি.	হাপলংছড়া
রাগনা এস. এম. এস. সি.	রাগনা
কদমতলা এস. এম. এস. সি.	কদমতলা
প্রেমতলা এস. এম. এস. সি,	প্রেমতলা
চাঁদপুর এস, এম, এস, সি,	শনিছড়া
ডিস্ট্রিক্ট পলট্রিফার্ম পানিসাগর	পানিসাগর
ধর্মনগর এ,,আই, সেণ্টার	নোটিফাইড এরিয়া
কৃত্তি ভি, এফ, এ, সি,	কৃত্তি
কাঞ্চনপুর ব্লক	
কাঞ্চনপুর ভেটেনারী ডিসপেনসারী	কাঞ্চনপুর
দশদা ভেটেনারী ডিসপেনসারী	দশদা
দামছড়া ভি, এফ, এ, সি,	দামছড়া
মাছমারা ভি, এফ, এ, সি,	মাছমরা
পেচারথল এস, এম, এস, সি,	পেচারথল
আনন্দবাজার এস, এম, এস, সি,	আনন্দবাজার
খেদাছড়া ভি, এফ, এ, সি,	খেদাছড়া
লালজুরী ভি, এফ, এ, সি,	লালজুরী
ভাঙমুন ভি, এফ, এ, সি,	ভাঙমুন
করইছড়া ভি, এফ, এ, সি,	করইছড়া
জয়শ্রী ভি, এফ, এ, সি,	জয়শ্রী
শান্তিপুর এস, এম, এস, সি,	শান্তিপুর
ধনীছড়া এস, এম, এস, সি,	ধনীছড়া
সাতনালা এস, এম, এস, সি	সাতনালা

৩) পানিসাগর ব্লকের কৃত্তি এবং কাঞ্চনপুর ব্লকের করইছড়া ও জয়শ্রী বাজার কেন্দ্রগুলি ১৯৮৪-৮৫ ও ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে চালু করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 8th September, 1986, on Monday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Deputy Chief Minister, 11 (Eleven) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায় ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে-কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬

প্রশ্ন

১) ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এস. টি করপোরেশান মারফতে কোন বিভাগে কত জন উপজাতি পরিবারকে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে,

২। উক্ত করপোরেশান-এর কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৩) ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে কত উপজাতি পরিবারকে ঐ করপোরেশান মারফত ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে এমন পরিবারের মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হয়েছে। সদর ৯৭৯ টা পরিবারকে, খোয়াই-১৩৫১ টা পরিবারকে, সোনামুড়া-১৪০ টা পরিবারকে, উদয়পুরে-১৬৬ টা পরিবারকে, অমরপুরে-২৭০১ টা পরিবারকে, বিলোনীয়াতে-১০০৮ টা পরিবারকে, সাব্রুমে-৯৫ টা পরিবারকে, কমলপুরে-১৮৬ টা পরিবারকে, কৈলাশহরে-৯৩ টা পরিবারকে, ধর্মনগরে-৩২৮ টা পরিবারকে।

সর্ব মোট ৭০৬৭ টা পরিবারকে।

২) ব্লক স্তরে বি, এল, সি, সি, মিটিং জেলাস্তরে ডি, সি, সি, মিটিং এবং রাজ্য-স্তরে এস এল বি সি মিটিন-এ কর্পোরেশনের প্রকল্প রূপায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্য্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বর্ষে ৭১২৫ জন উপজাতি পরিবারকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এই মিটিংগুলি ছাড়া উপজাতিদের কর্পোরেশানে যে সব কাগজ পত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ব্লক থেকে সেগুলিকে প্রসেস করার জন্য বিভিন্ন ব্লক স্তরে কর্মচারীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। শুধু একজন ট্রাইবেল সুপারভাইজার আছেন বা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার একস্টেনশান অফিসার আছেন এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য। এমন কি কোন ক্লারিক্যাল ষ্টাফ পর্য্যন্ত সেখানে নেই। এইটা যদি না হয় তাহলে পরে কাজ তরান্বিত করা যায় না। কাজেই এই ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এই কাজের জন্য শুধু ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার অফিসার নয়, সামগ্রিক দায়িত্ব ব্লকের উপর দেওয়া হয়েছে। ব্লকে তার এগজিসটিং যে ষ্টাফ আছে তাকে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা দেখছি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার থেকে আর একটু বেশী ষ্টাফ দেওয়া যায় কি না, এইটার পরীক্ষা চলছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—স্যার, এইটা আমাদের অভিজ্ঞতা, সাধারণত এস টি কর্পোরেশান থেকে যে লোন দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি বিভিন্ন কর্পোরেশান ও সংগঠনের মারফতেই দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে ল্যাম্পসের

মারফতে কিছু উপজাতিরা যারা কর্পোরেশানে লোনের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তারা এখনও পায়নি। তার পরিবর্তে ইনডিভিজুয়েলী ধরে গ্রামে গ্রামে তাদের কিছু লোকজন ঠিক করা আছে, তাদের ধরে এইগুলি দেওয়া হচ্ছে। এইটা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নেবেন কি না এবং অন্য কোন পদ্ধতি বিবেচনা করবেন কি না যাতে এই কাজ আরও বেশীর ভাগ উপজাতিদের মধ্যে ত্বরান্বিত করা যায়।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, এইটা দেখা গেছে যে আমরা এই এস, টি, ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেলদের মধ্যে সমবায়-এর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে চাই এবং তাতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু তার মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার এই ব্যবস্থাতে অন্তত পক্ষে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে অনেকটা তাদের নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। এই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ল্যাম্পস ও প্যাকসের মাধ্যমে তারা স্ক্রটিনাইজ করে বেনিফিসারী সিলেক্ট করে এবং প্রস্তাবগুলি ব্যাংকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাংক আর একবার স্ক্রুটিনি করে তারপর একটা অংশ ব্যাংক ঋণ দেয় আর একটা অংশ কর্পোরেশান দেয়। এইটা দেখে গেছে যে, ব্যাংক সাধারনত কর্পোরেশানের মাধ্যমে যে-সব প্রস্তাব যায় সেগুলির ক্ষেত্রে তাদের একটা প্রবনতা আছে যে ল্যাম্পস বা কোপারেটিভের মাধ্যমে না গিয়ে ইনডিভিজুয়েলী ঋণ দেওয়ার দিকে ঝোঁকটা একটু বেশী আছে। তবে এইটা যদি আমরা উৎসাহিত করি তাহলে পরে কর্পোরেশানের ডেভলাপমেন্ট হবে না, ফলে কর্পোরেশানের মূল লক্ষ্যটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই আমরা সব সময় ব্যাংকে বলছি যে কর্পোরেশানের সহযোগীতা নিতে হবে এবং এর মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাটা যেন গ্রহন করা হয়, যদি কোন ডিফিকাল্টি এরাইজ করে বহু বার আলোচনা করা হয়েছে, আমরা আবার ব্যাংকের কাছে বিষয়টা উপস্থিত করতে পারি।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, এইযে এস, টি, কর্পোরেশান থেকে উপজাতিদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে তাতে দেখা গেছে বিভিন্ন সময় এই ঋণ দেওয়া সত্ত্বেও সরল উপজাতিরা তাদের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে যে-টুকু হওয়া দরকার সে টুকু হয় না। এই ক্ষেত্রে যে-সমস্ত ঋণগুলি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে সেগুলি ঠিক ভাবে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা এইটা দেখার জন্য কোন সুপারভাইজেশন বা তাদের গাইড দেওয়ার জন্য কোণ ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা, থাকিলে পরে সেটা কি, আর না থাকলে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— এইটা নিশ্চয়ই দেখা হবে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস : - মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২২

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরায় দামছড়, পদ্মবিল ও পানিসাগর পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি মোট কি পরিমান মানুষের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে, এবং

২) এই প্রকল্পগুলি সম্প্রসারিত করে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১) দামছড়া জল সরবরাহ কেন্দ্রটি এখনো চালু হয় নাই। পদ্মবিল ও পানিসাগর জল সরবরাহ কেন্দ্র হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০০ ও ১০০০ জন মানুষের জন্য জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

২) উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস ঃ-- সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে দামছড়া পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি এখনও চালু হয়নি। এই ডিপ টিউব ওয়েলটি বসানোর ক্ষেত্রে এখানে একটা দুর্নীতি চক্র এইটাকে বানচাল করে দিয়েছে, কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করার পর এইটা কোন কাজে লাগবে না, এইতে আশংকা এইটা তদন্ত করে দেখা হবে কি না এবং পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া হবে কি না ? তারপর পদ্মবিলে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি এখন পর্য্যন্ত ২০০ জন লোকেরও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই পুরো স্কীমটা চালু করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, দামছড়া ডিপ টিউব ওয়েলটি দুই বার ডেভলাপমেন্ট করা হয়েছে কমপ্রেসার দিয়ে, কিন্তু তা থেকে কাদা জল উঠছে। আমরা যে সব ডিপ টিউব ওয়েল গুলি করি, শুধু আমরা কেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে

ত্রিপুরায় যে সমস্ত ডিপ টিউব ওয়েল করছে সবগুলি সাকসেসফুল হচ্ছে না, সবগুলি থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু কিছু স্কীমে আমাদের ফেইল হচ্ছে। এইটা আমরা এই স্কীমটা আবার ডেভলাপমেন্ট করব। তবে এখন পর্যান্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সেখানে জল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর পদ্মবিলে তিন থেকে চার হাজার গেলন জল পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন একটা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম যদি করতে হয় বা চালু রাখতে হয় তাহলে মিনিমাম পাঁচ হাজার কি দশ হাজার গ্যালন হলে পরে সেটাকে করা যায়। পদ্মবিলে আমরা ১৪ টা সার্ভে করেছি, নয়টাতে আমরা জল পেয়েছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা সেখানে আরও একটা ডিপ টিউব ওয়েল করব এবং যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেখানে জল পাবো কি না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা রিপোর্ট পাওয়া গেছে ত্রিপুরার গর্ভে কত টুকু জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদিও সেই রিপোর্টটা এখনও পুর্ণাঙ্গ না

ত্রিপুরার সব জায়গায় জল পাবার সম্ভাবনা নেই। পানিসাগরে আমরা আরেকটা ডিপ টিউবওয়েল করব। এখন যেটি রয়েছে সেটি পুরনো হয়ে গেছে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পানিসাগরে বর্তমানে যে ডিপ টিউব ওয়েল রয়েছে সেখান থেকে যে জল সরবরাহ করা হয় সে জল মানুষের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ সেই টিউব ওয়েল থেকে যে জল ঘাসের উপর পড়ে সেখানকার ঘাসও মরে যায় এবং লাল রং ধারন করে। কাজেই পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। কাজেই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করবার জন্যে সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মি: স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি যে, পানিসাগরে আরেকটি ডিপ টিউব ওয়েল করা হবে।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা : মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১২৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১২৭।

প্রশ্ন

১। চলতি ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে খোয়াই-এর শমকছড়া, চাম্পাছড়া, রেমাছড়া ও করাঙ্গীছড়ার উপর পাকা বাঁধ দিয়ে খোয়াই শহর ও ব্লকের অন্তর্গত

গ্রামগুলিকে প্রতি বছর বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। খোয়াই এর রেমাছড়াতে মাটির বাঁধ নির্মানের কাজ চলিতেছে। শমকছড়া চাম্পাছড়া ও করাঙ্গীছড়ার উপর পাকা বাঁধ নির্মানের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নেই।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এর কাজ বলছে সেটা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ নয়। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে সমস্ত ছড়ার উপর বাঁধ নির্মান করার জন্য আমরা বলেছিলাম সেখানে বাঁধ নির্মান করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, বন্যা নিয়ন্ত্রন আর জল সেচ এক কথা নয়। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য আমরা কেন্দ্র থেকে যে অর্থ পাই তার চেয়েও আমরা বেশী খরচ করি। এবং এই সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আগে যেখানে মাত্র ১১ কিঃ মিঃ বাঁধ সারা ত্রিপুরাতে ছিল সেখানে আজকে আমরা ১০০ কিঃ মিঃ-এর উপর বাঁধ নির্মান করেছি। কাজেই এট এ টাইম সবকিছু করা সম্ভব নয়। খোয়াই শহরকে রক্ষা করবার জন্যে রেমাছড়া থেকে আমরা যে বাঁধ নির্মান করেছি তার এস্টিমেটেড্ কষ্ট হচ্ছে ২৫, ৭০, ৬১৭ টাকা। বন্যায় প্রতি বৎসর ত্রিপুরার অনেক ক্ষতি করে কিন্তু এট এ টাইম সবটা করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার : —মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৬৪।

শ্রী দশরথ দেব : - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৬২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের মোট কতটি সীমান্ত এলাকায় চুরি, ডাকাতি, গরু চুরি ও রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে,

২। উক্ত সীমান্তবর্তী অপরাধমূলক ঘটনাগুলি বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি কি প্রস্তাব কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট পেশ করেছেন ?

৩। গত ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, টাওয়ার নির্মান করা, চৌকির সংখ্যা বৃদ্ধি ও সীমান্ত সীল করার ব্যাপারে কতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাহার কোন তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট অছে কি ?

২। থাকিলে তথ্যগুলি কি কি ?

উত্তর

১। মোট ১৮২টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যথা—

১) চুরি ৫৬টি

২) ডাকাতি ২২টি

৩) রাহাজানি ১১টি

৪) হত্যা- ৩টি

৫) অন্যান্য অপরাধ ৩৮টি।

২। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে রাস্তা তৈয়ারী, কাঁটাতারের বেড়া, টাওয়ার নির্মানকার্য্য ত্বরান্বিত করতে এবং চৌকির সংখ্যা বৃদ্ধি করে বি, এস, এফ, ফাঁড়িগুলিকে শক্তি শালী করতে কেন্দ্রিয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তরে :— সীমান্ত বরাবর ৬০টি টাওয়ার নির্মানের প্রস্তাব কেন্দ্রিয় সরকার গ্রহন করেছেন। ইতিমধ্যে ৫৩টি টাওয়ার নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি ৭টি শীঘ্রই নির্মান করা হবে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে বি, এস, এফ ফাঁড়িগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করার জন্য আরো ৪টি ব্যাটেলিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ২টি ব্যাটেলিয়ন গঠন সম্পূর্ণ হবে।

অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ কল্পে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া এবং সীমান্ত সড়ক নির্মান করে, বি, এস, এফ কর্তৃক জোর টহল দারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে কেন্দ্রিয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া এবং রাস্তা তৈয়ার কাজে রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদিতে কত টাকার জিনিস পত্র নষ্ট হয়েছে এবং কত সম্পদ ডাকাতি এবং চুরি থেকে অর্থাৎ গরু ইত্যাদি বি, এস, এফ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের খুন, ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি ইত্যাদির যে পরিসংখ্যান-আমরা দেখছি যে শুধু খুন ডাকাতি বা রাহাজানি এবং চুরি নয় সীমান্তে উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ রয়েছে।
কাজেই ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত একেবারে সিলড্ করে দেবার জন্যে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মি : স্পীকার স্যার, সীমান্ত যে-কোন সময়ে সিলড্ করে দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা এফেকটিভ করতে হলে সীমান্তে রাস্তাঘাট, টাওয়ার, আরো বি, এস, এফ এর সংখ্যা বৃদ্ধি কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদি করতে হবে। শুধু সীমান্ত সিলড্ করে দেওয়া হল এই ঘোষণা দিলেও কোন কাজ হবে না।

শ্রী সমীর দেব সরকার : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা বাংলাদেশের সীমান্তে বি, এস, এফ-এর যে চৌকি রয়েছে তার দুটি চৌকির মধ্যে দূরত্ব কত?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখানে নেই। তবে আমি বলতে পারি যে, এখানে কোথাও কোথাও দুটি ফাঁড়ির মধ্যে ২০-৩০ কিমি ফাঁক রয়েছে। ফলে এই ফাঁক দিয়ে অনেক অপরাধ হয়। এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি ডিপ টিউবওয়েল ও লিপ্‌ট ইরিগেশান স্কিম চালু ছিল?

২। এইসব স্কীমে মোট কত পরিমাণ জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্তমানে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে উভয় ধরনের আরও কয়টি স্কীম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

৪। এছাড়া আরও কি ধরনের অন্যান্য সেচ প্রকল্প নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

উত্তর

১। ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে ৭৭টি ডিপ টিউবওয়েল ও ১৬৭টি লিফ্ট ইরিগেশন স্কীম চালু ছিল।

২। এইসব স্কীমে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৬,৬৭৯ হেক্টর জমিতে (৮৫-৮৬ সাল) জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া গেল।

৩। বর্তমানে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে উভয় ধরনের ৫৬টি স্কীম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। এছাড়া বর্তমান আর্থিক বৎসরে মরশুমী বাঁধ নির্মানে জেলা শাসকদের নিকট ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু ৮টি অগভীর নলকূপ ও ১২০টি কাঁচা ইনলেট কূপ খনন করারও পরিকল্পনা আছে। ইহা ছাড়াও সালেম ব্লকে পাব ছড়াতে একটি ডাইভারশান প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

স্যার, ২ নং প্রশ্নের উত্তর বিভাগ ভিত্তিক হিসাবের যে লিস্ট, সেটা অনেক বড়। আপনি অনুমতি দিলে এটা আমি 'লে' করতে পারি।

মি: স্পীকার :— হ্যাঁ, এটা আপনি 'লে' করে দিন। (ANNEXURE -'A')

শ্রী মতিলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এখানে পেশ করলেন তার মধ্যে ৭৭টা ডিপ টিউব ওয়েলের কথা উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে কতটা ডিপ টিউব ওয়েল চালু আছে এবং ৫৬টা স্কীমের মধ্যে ডিপ টিউব সংখ্যা কত?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এই সম্পর্কে তার হিসাব আমার কাছে নেই।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি, যে ডিপ টিউব ওয়েল এবং লিফট ইরিগেশন স্কীম চালু ছিল, এটার কমাণ্ড এরিয়া কত ছিল এবং সেই কমাণ্ড এরিয়া পূরণ করা হয়েছে কিনা? যদি না হয়ে থাকে তবে তার ত্রুটি কোথায় ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— যে অংশটা লে করেছি তাতে আছে কমাণ্ড এরিয়া কত এবং কত আমরা পূরণ করেছি।

শ্রী জওহর সাহা : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সংখ্যাটা দিয়েছেন যে ডিপ টিউব ওয়েল এবং লিফট ইরিগেশান স্কীম চালু আছে, কিন্তু দেখা যায় যে কতগুলি জায়গাতে যেমন বিলোনীয়ার মতোই, গজালিয়া ইত্যাদি জায়গাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পরেও জল পাওয়া যায় না। অনেকগুলি ইরিগেশান সেণ্টার চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কোন পাইপ লাইন টানা হয় নি। স্কীম চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি। সুতরাং এইগুলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— কিছু কিছু স্কীম এই রকম হয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে মাটির নীচে কোথায় জল আছে তার পূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে নাই। সেণ্টাল গ্রউণ্ডড ওয়াটার কমিশন থেকে কিছু তথ্য রিসেন্টলী আমরা পেয়েছি। কিন্তু পুরোটা আমরা পাইনি। তারপর হলো ডিস্‌টিবিউশান সিসটেম। আমাদের এত টাকা নেই যে আমরা স্কুলের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন সিসটেম চালু করতে পারি। আমাদের আরও ৩ ৪ বছর লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— এড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং -৮৫।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরায় কোন কোন নদী বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কি কি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন ?

২) ভাল নদীর বন্যার হাত থেকে ধর্মনগর মহকুমার কৃত্রিম হাওড়া এবং কুতি বিলের আউস, আমন, বোরো ধান রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য মনু নদী ধলাই নদী, জুরী নদী, কাকরী নদী, খোয়াই নদী, গোমতী নদী, হাওড়া নদী, মুহুরী নদী, রাণী ছড়া, সিংলুম ছড়া, পিত্রাজলা ও ধলাই নদীর উপর বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প যথা, বাঁধ নির্মাণ, বাঁধকে উঁচু ও মজবুত করা ও রিভেটমেন্ট ইত্যাদি কাজের পরিকল্পনা হাতে নেওনা হয়েছে।

২) পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রী ফয়জুর রহমান : — ধর্মনগরে কুর্তি হাওর এবং কুর্তি বিলে সামান্য বৃষ্টি হলে জল ফুলে যায় এবং আসামের জল ও দুই তিনটা জলা দিয়ে কুর্তির বিলে এসে পড়ে।

মিঃ স্পীকার ; মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলেছেন পরীক্ষাধীন আছে। কাজেই স্টেটমেন্ট দিয়ে লাভ নেই।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে, কাকড়ী নদীর বন্যার হাত থেকে এবং জুড়ি নদীর বন্যার হাত থেকে শহর এবং গ্রামাঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য নদীর উভয় তীরে উঁচু বাঁধ কৃষ্ণনগর থেকে সুরু করে বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ - স্যার, আমরা সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার কমিশনকে ত্রিপুরা রাজ্যের জুড়ি, কাকড়ি, মনু এবং খোয়াই প্রভৃতি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রনের পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েছি। কারণ, এই প্রশ্নটা এতই জটিল যে আমরা যদি নদীর এক পাড়ে বাঁধ দিই তো অন্য পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দেয়, আবার নদীর দুই পাড়ে বাঁধ দিলে, নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দুই দিকের ফসলের ভীষণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজেই এই সব কাজ করার আগে বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা না করলে মুসকিল হতে পারে।

শ্রী সমীর দেব সরকার : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে খোয়াই নদীতে ইদানিং কালে বাঁধ দেওয়ার জন্য যে সব বলডার নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং এর সঙ্গে দূর্নীতি জড়িত রয়েছে, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, প্রশ্নটা যদিও রিলেটেড নয়, তবু আমি বলছি, কারণ আমি যখন খোয়াইতে যাই, তখন এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য আমাকে জানি-

য়েছেন। আমি, যে বলডারগুলি নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সেগুলি নিম্নমানের কিনা অথবা তার সংগে অন্য কোন দুর্নীতি জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবার জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের অগ্নি নিবাপক সংস্থায় নিযুক্ত নিবাপক কর্মীদের দিনে দুই শিফটে ডিউটি দেওয়ার নিয়ম চালু আছে?

২) যদি সত্য হয়, তাহলে দিনে দুই শিফ্‌টেরবদলে তিন শিফ্‌টে ডিউটি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে কি?

৩) ত্রিপুরা সরকারের অগ্নি নিবাপক সংস্থ্যার কর্মীদেরকে তাদের কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমার পরেও অতিরিক্ত সময়ের কাজ করার জন্য তাদেরকে স্পেশাল ডিউটি এ্যালাউন্স দেওয়া হয় কিনা?

৪) যদি দেওয়া হয়, তবে গড়ে প্রতি মাস কিসের ভিত্তিতে এবং কি হারে কত টাকা দেওয়া হয়ে থাকে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) তিন শিফ্‌টে ডিউটি চালু করার বিষয়টি সরকার বিবেচনাধীন আছে।

৩) হ্যাঁ।

৪) অপারেশন্যাল কর্মিগণ মূল বেতনের শতকরা বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা হারে স্পেশাল ডিউটি এলাউন্স পেয়ে থাকেন।

মিঃ স্পীকার : শ্রী ভবানী মোহন সিনহা।

শ্রী ভবানী মোহন সিনহা : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৫।

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, স্টার্ড কোয়শ্চান নাম্বার ৩০৫,

প্রশ্ন

১) ফটিকরায় থানা এলাকাধীন নতুন রাতাছড়া বাজার নিবাসী এলাচ মিয়া পিতা ইরপান আলী নামে এক ব্যক্তি ৬ই নভেম্বর ১৯৮৭ ইং সালে মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারে নিকট আছে কি ?

২) থাকিলে, কি কারণে, তার মৃত্যু হয়েছিল ? এবং

৩) এ ব্যাপারে সন্দেহজনকভাবে কাউকে আটক করা হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বিষ দিয়ায় মৃত্যু বলে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায়।

৩) না।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই এলাচ মিঞা মাছগুলি বাজার থেকে বাড়ী ফিরে আসার মাঝ পথে কোন লোক তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং এক ঘটা পরে তার বাড়ীতে খবর আসে যে এলাচ মিঞা মারা গিয়াছে। এই সময়ে এস, ডি, পি, ইন-চার্জ শ্যামল দত্ত তার গাড়ী নং টি, এইচ, এইচ ১০৭ করে এই সম্পর্কে খোঁজখুঁজ করছিলেন। এচ যোগাযোগ করার কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— আমার জানা নাই।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১১/১২টার সময় এস, পি, ডি, এস, পি এবং ফটিকরায় থানার ও, সি, এ এলাচ মিঞা মৃতদেহ কবর থেকে তুলে নেন তদন্ত করা হবে বলে, এই সম্পর্কে অবগত আছেন কি।

শ্রী দশরথ দেব : এ সম্পর্কে আপাততঃ আমার কাছে কোন তথ্য নাই।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৮ই নভেম্বর বেলা ১১টার সময় এই সম্পর্কে শ্রী রথিন দেববর্মা, তার স্ত্রী কুঞ্জরী দেববর্মা এবং শ্বশুর অরুন দেববর্মাকে ফটিকরায় থানার পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং রাত্রি ৮টা নাগাদ আবার

ছেড়ে দেয়। এই সম্পর্কে তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঘটনার বিবরণ জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব : এসব আমার জানা নাই।

মি: স্পীকার : শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাঙ্খল : স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে রাজ্যের উপজাতিদের জন্য উপ-পরিকল্পনার খাতে ব্যয় বরাদ্দের জন্য তিন কোটি টাকা সাহায্য হিসাবে চেয়েছেন?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত অর্থ রাজ্যে সরকারকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিনা?

উত্তর

১) গত ৮ই এপ্রিল, ১৯৮৬ ইং যখন কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের সাথে ত্রিপুরার উপজাতি উপ-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়, তখন বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান হিসাবে ত্রিপুরার জন্য ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যান মন্ত্রী এক ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদানের সম্ভাবনা বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদান হিসাবে অপর কোন বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় কল্যান মন্ত্রী থেকে এখন পর্যান্ত পাওয়া যায় নি।

মি: স্পীকার :— শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী : — স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১২৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১২৪।

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত বৈরাগী হাওর (পশ্চিম কল্যানপুর গাঁওসভা) মগলাম বাড়ী (গয়ামনি গাঁওসভা) পাগলাবাড়ী, রামদয়া বাড়ী, এই সমস্ত শুস্ক এলাকাগুলিতে ডিপ-টিউব-ওয়েল বসিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা গ্রহন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) পূর্ব কুঞ্জবন গাঁওসভার কচু পাড়ায় খোয়াই নদীতে মাইনর ইরিগেশন স্কীম চালু করবার প্রস্তাব সরকার নিয়েছেন কি ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) হ্যাঁ, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৬-৮৭ ইং) পূর্ব কুঞ্জবন (কচু পাড়ায়) একটি লিফ্‌টি ইরিগেশানের প্রস্তাব হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৮৩-৮৪ সনে বি ডসির মিটিং এই শুসক এলাকাগুলিতে ডিপ-টিউব-ওয়েল স্থাপন করে কৃষকদের জমিতে জলসেচের প্রয়োজনীয় গ্রহণ করা হয়, তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছিল কিন্তু। এখন পর্যান্ত সেই সব এলাকায় কোন রকম জল সেচের ব্যবস্থা না করার কারণ কি জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আর্থিক অসঙ্গতির কারণে এগুলি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যে এলাকাগুলির কথা এখানে বলেছি, সেগুলি এমনিতেই শুষ্ক, খরা না হলেও সেই এলাকাতে জল পাওয়া মুস্কিল, ফলে কৃষকদের চাষাবাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, এমতাবস্থায়, ঐ এলাকাগুলিতে জলসেচ করার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এটা সবারই জানা জানা যে আমাদের আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের যে সব সাবপ্রেন এরিয়া আছে, যে-সব এ, ডি, সি এরিয়া আছে এবং অন্যান্য এরিয়া আছে, সবগুলির জন্যই প্রতি বছর আমাদের কিছু না কিছু স্কীম হাতে নিতে হয়। কাজেই আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সব জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা স্কীম নিতে পারি না।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যে এলাকাগুলির কথা বলছি, এগুলি সবই এ, ডি, সি এরিয়ার মধ্যে, কাজেই সেই হিসাবে সরকার প্রায়টি বেসিসে এগুলির কথা চিন্তা করবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমাদের কাছে এই রকম হাজার হাজার পিটিশন আছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যেগুলির জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, সেগুলি সম্পর্কে আমি যদি কোন কমেন্ট করতে যাই, তাহলে আমাকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে।

মি: স্পীকার :— শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —২৫৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —২৫৬।

প্রশ্ন

১) মোহনপুর ব্লকের অধীন ভবানগর গাঁও সভার সোনাই নদীতে (আমলা ঘাট) ডাইভার্শান স্কীম এর জন্য একটি স্লুইচ গেইট করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থেকে থাকে, তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই সোনাই নদীর জল দিয়ে বাংলাদেশ সরকার তাদের দেশের দেশের কৃষকদের কৃষি কাজে এমন ভাবে সাহায্য করছে যে সেখানকার কৃষকেরা সারা বৎসর ধরে তাদের জমিতে ফসল ফলাচ্ছে। আর আমাদের অংশে এই সোনাই নদীর জল ব্যবহার করার কোন স্কীম নাই, যেখানে নাকি মোহনপুর ব্লকের ৭/৮টি গাঁও সভার কৃষকেরা উপকৃত হতে পারে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে সোনাই নদীতে (আমলা ঘাটে)

একটি শ্লুইচ গেইট স্কীম নেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— এখন আমাদের এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই। কারণ এক একটি ডাইভার্শন স্কীম করতে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ লাগে। তবে সোনাই নদীতে জগৎপুর এলাকায় একটি লিফ্ট ইরিগেশান স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের আর্থিক অসঙ্গতির জন্যই এক্ষুমি অন্য কোন স্কীম হাতে নেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তারাসাগরে যে ডিপ টিউব ওয়েলটি আছে সেটি অকেজো হয়ে আছে শুধু তাই নয় মোহনপুরে যেটি ছিল সেটিও নষ্ট হয়ে আছে সেজন্যই আমি এই কথা বলছি সেখানকার কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেখানে আর একটি নূতন পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেগুলি নষ্ট হয়ে পরে আছে কিনা সেই ব্যাপারে আমি ইনকোয়ারী করব তবে নূতন কোন পরিকল্পনা এই ব্যাপারে এখনই নেওয়া সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসই

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই :— কোয়েশ্চান নং—১৬৩

শ্রী দশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং—১৬৩

	প্রশ্ন	উত্তর
১)	ধর্মনগর মহকুমায় এ, ডি, সি, এলাকায় অবস্থিত আনন্দ বাজারে উপনগরী স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক বিষয়টি স্ব-শাসিত জেলাপরিষদের এক্তিয়ারে নূতন উপনগরী সংস্থাপনের স্থান নির্ধারন করার সময় আনন্দ-বাজারে উপনগরী স্থাপনের বিষয়টিও বিবেচনা করা হতে পারে।
২)	এরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ, ডি, সি, র মাননীয় চেয়ার ম্যান নিজে আনন্দবাজারে নির্দিষ্ট-ভাবে একটি উপনগরী স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—সেজন্য আমি অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার সেখানে উপনগরী সংস্থাপন করার জন্য পরিকল্পনা নেবেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি,র চেয়ারম্যান কোথায় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই রেকর্ড আমার কাছে নাই এবং এ, ডি, সি, আনন্দবাজারে উপনগরী সংস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না সরকারের জানা নাই।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্মনগরে এ, ডি, সি, এলাকায় নূতন উপনগরী স্থাপন করার জন্য এ, ডি, সি, কে অনুরোধ করা হবে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের এটা জানা উচিত যে এ ডি, সি, একটা অটোনোমাস বডি রাজ্য সরকার —এর উপর হস্তক্ষেপ করে না।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আনন্দবাজারে ত্রিপুরার উপ-জাতিদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে উপনগরী স্থাপন করার জন্য এ, ডি, সি, কে অনুরোধ জানান হবে কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :— মি: স্পীকার স্যার, এই রকম কোন প্রস্তাব আমরা এখনও পাঠাই নাই।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা

শ্রী মতিলাল সাহা :— কোয়েশ্চান নং—২৫১

শ্রী দশরথ দেব : - কোয়েশ্চান নং—২৫১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিশ্রামগঞ্জ পুলিশ আউট পোষ্টের জন্য একটি জীপ বা ভ্যান গাড়ী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।
২) যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করাযায়।	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় :— কোয়েশ্চান নং—২২০

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : — কোয়েশ্চান নং—২২০

প্রশ্ন	উত্তর
১) সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত নলছড় বগাবাসা ফাঁড়ি রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত নয়াছড়াতে বাঁধ দিয়ে বন্যার কবল থেকে উক্ত এলাকার জনসাধারনকে রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	আপাতত এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।
২) ইহা কি সত্য প্রতি বছর বর্ষার সময় উক্ত নয়া ছড়ার বন্যায় কয়েক শত লোকের কৃষি জমি নষ্ট হইতেছে ?	হ্যাঁ, নয়াছড়ার বন্যার ফলে প্রতি বছরই কম বেশী কৃষিজমি ক্ষতি গ্রস্ত হয়।
৩) যদি সত্য হয় তবে উক্ত ছড়াটিকে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারন কি ?	সীমিত কারিগরী এবং আর্থিক সংগতি হেতু ত্রিপুরার সব ছড়াতে একই সংগে বন্যারোধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নলছড়ের এই মাঠ সেটি ত্রিপুরার মধ্যে একটি উতকৃষ্ট মাঠ সেই মাঠটি রক্ষা করার জন্য মাত্র ১০০ মিটার জায়গায় একটি বাধ তৈরী করে দিলে সেই এলাকার বহু কৃষিজমি রক্ষা পাবে এবং কৃষকেরা সেখানে প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে পারবে সেই কথা চিন্তা করে সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : – মিঃ স্পীকার স্যার, সেই এলাকায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে গেলে সেই ছড়াটাকে ডাইভার্টেড করতে হবে সেই ছড়াটির উপর দিকের কোন জায়গায়। সেজন্য আমাদের প্রথমে একসপার্টদের দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার আছে এবং এজন্য আমাদের প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই এখন আমরা সেই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নিতে পারছি না। এটার করার আগে আমাদের আরও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন আছি।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই বৃহৎ মাঠটির কথা চিন্তা করে —যদি সেই জায়গায় একটা বাঁধ দিয়ে একটি বৃহৎ এলাকায় ফসল উৎপাদনের সুযোগ করে দেওয়া যায়, এই কথা চিন্তা করে সরকার সেখানে একটি বাঁধ তৈরী করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, পরে আমরা এই ব্যাপারে বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২২৮ ট্রাইবেল রিহ্যাবিলিটেশন জন প্ল্যানটেশন এবং পি. জি. পি ডিপার্টমেনট।

শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা : - মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ২২৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৪—৮৫ এবং ১৯৮৫—৮৬ সালে অমরপুর বল্কের অধীনে এ. ডি. সি এলাকার অনর্ভগত পশ্চিম তুলুমা গাঁও পনচায়েত কত পরিবার জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ?	১) ১৯৮৪—৮৫ এবং ১৯৮৫—৮৬ সালে অমরপুর বল্কের অধীনে এডিসি এলাকায় পশ্চিম তুলুমা গাঁও পনচায়েতের অধীনে কোন আদিম জাতি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন নেওয়া হয় নাই।
২) ইহা কি সত্য যে ঐ সকল এলাকাতে পূর্ণবাসের জন্য এ সকল পরিবারকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে পশ্চিম তুলুমা গাঁও পঞ্চায়েত অথবা অমরপুর বি, ডি, সির কোন মতামত নেওয়া হয় নি।	২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তুলুমা পঞ্চায়েত বি, ডি, সির মতামত নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।
২) সত্য হলে কারণ কি ?	৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর প্রশ্ন উঠে না

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, আমার প্রশ্নে ছিল কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বললেন আদিম জাতি জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্পর্কে। আদিম জাতি জুমিয়া কাথাদেরকে বুঝানো হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা :- এটা পি, জি, পি, ডিপার্টমেনটের অন্তভুক্ত নয়।

মিঃ স্পীকার : - এখানে প্রশ্নের মধ্যে জমিয়া পুনর্বসনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু উত্তরে দেখা যাচ্ছে আদিম জাতি বলা হয়েছে। দুইটা তথ্য হওয়াতে গোলমাল হয়ে গেছে। মনে হয় এটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে রিলেট করছে ?

শ্রীদশরথ দেব :— এখানে দেখছি প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ১৯৮৪-৮৫ সালে অমরপুর ব্লকের অধীনে এ, ডি, সি এলাকাতে জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উত্তরে দেখছি, আদিম জাতি পরিবারের কথা বলা হয়েছে। আদিম জাতি কোন পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়নি। প্রশ্নটা কনফিউজিং। আমি এটা খোঁজ নিয়ে পরবর্তী সময়ে দিয়ে দেব।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে পুনর্বাসনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, টাকাগুলি কিভাবে খরচ হচ্ছে

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, জুমিয়া পরিবারকে পুনবাসন দেওয়ার কতকগুলি নিয়ম পদ্ধতি আছে। সেখানে একটা কমিটি আছে এবং সেই কমিটি তারাই বেনিফিসারী ঠিক করে দেয়। বি, ডি, ওর মাধ্যমে টাকা ডিস্‌বার্স হচ্ছে। এর মধ্যে স্পেসিফিক কোন অভিযোগ থাকলে সেটা মাননীয় সদস্য জানাতে পারেন।

শ্রী জহর সাহা :— পশ্চিম ডুলমা সেখানে যে কমিটি জুমিয়া পুনর্বাসন কমিটি সেই কমিটির সুপারিশ মানা হয় নি।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে নিয়মকানুনের কথা বললেন এই ব্যাপারে কোন নিয়ম মানা হয় নি।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখছি অফিসাররা জুমিয়া কমিটি এবং বি, ডি, সিকে এভয়েড করে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে আমরা মাসখানেক আগে একটা সার্কুলার দিয়েছি যাতে বি, ডি, সিকে এড়িয়ে কোন কাজ করা হয়।

মি: স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

(ANNEXUR—"B" & "C")

রেফারেন্স পিরিয়ড

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের কাছ থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপনে অনুমতি দিয়াছি। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— অনুপস্থিত।

মি: স্পীকার :— যেহেতু মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত সুতরাং এটা আসতে পারে না।

মি: স্পীকার :— আমি আজ আর একটী উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি, এবং গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনে অনুমতি দিয়াছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টির উল্লেখ করেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— গত ২৪শে আগষ্ট, ১৯৮৬ ইং মনু থানা অন্তর্গত ধূমাছড়া চক্রধন ত্রিপুরা নামক জনৈক শিক্ষক দুস্কৃতকারীদের গুলিতে আহত হওয়া সম্পর্কে।

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী দশরথ দেব : - স্যার, আমি ১০ই সেপ্টেম্বর বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১০ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য, শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের একটি হইতে একটি উল্লেখ বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশের গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপনে অনুমতি দিয়াছি। আ'ম এখন শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— "গত ৫-৯-৮৬ইং আগরতলার আর, এম, এস চৌমুহনীতে কলেজ শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট সম্পর্কে।"

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্ত্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১০ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১০ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :— এখন দৃষ্টি আকর্ষণী পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমানের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে, "গত ১০ই জুন ১৯৮৬ইং ধর্মনগর মহকুমার ফুলবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসার কর্মরত দুইজন শিক্ষককে মাদ্রাসা থেকে বাহির করে দেওয়া সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কয়জুর রহমান মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দশরথ দেব :— আমি ১০ই সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় ১০ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস মহাশয় হাউসে উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

গত ২০শে জুন ধর্মনগর শহরের হরিমন্দির রোডে কতিপয় বড় ব্যবসায়ী কর্তৃক ৩০ (ত্রিশ) বছরের দখলীয় খাস ভূমির উপর থেকে দোকান ঘর ভেঙ্গে ৩ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা সম্পর্কে"।

আমি বিষয়টির গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনে অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, আমি ১১ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১১ই সেপ্টম্বর বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী সাহা মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। উল্লেখিত বিষয়টি হচ্ছে,

"গত ১-৯-৮৬ইং তারিখে রাত্রে বিশালগড় থানা এলাকায় জর্জরিয়া গ্রামে জনৈক পাহাড়ারত আর, এস, সি, জওয়ান ডাকাতের

গুলিতে আহত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে উৎথাপনে অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, আমি ১১ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মনত্রী মহোদয় ১১ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :-

'মোটর শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশালগড়ে ১৫-৮-৮৬ইং আই, এন. টি, ইউ সি পরিচালিত ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির বিশালগড় শাখা কর্ত্তৃক আহূত পরিবহন ধর্মঘট সম্পর্কে'।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২১-৮-৮৬ইং তাং লালসিং মুড়ার স্থানীয় তিনজন যুবকের সঙ্গে টি. আর, এস ৬৬৮ নং বাসের এসিসট্টেন্ট শ্রী সজল চক্রবর্ত্তীর লালসিং মুড়াতে নিয়মমাফিক বিরতি না দেওয়ার কারনে প্রথমে তর্কাতর্কি হয় এবং শ্রী সজল চক্রবর্ত্তী উক্ত তিন যুবকের হাতে প্রহৃত হয়। পুনরায় ২৩-৮-৮৬ইং তারিখে জাঙ্গালিয়া স্কুলের নিকট উক্ত গাড়ীর ড্রাইভারের সঙ্গে পূর্বোক্ত বিষয় নিয়া কতিপয় স্থানীয় যুবকের সঙ্গেও তর্কাতর্কি হয়। ঐ তারিখে শ্রী সেন্টু বিশ্বাস (টি, আর, এস ৬৬৮ নং বাসের মালিক) বিশালগড় থানায় ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩ ধারা মতে বিশালগড় থানায় ২২(৮)৮৬নং ঘটনাটি নথিভুক্ত করেন। এই সময়ে আগরতলা হতে লালসিংমুড়া গামী বাসগুলি বিশালগড় পর্য্যন্ত যেয়ে যাত্রী বিরতি করতে থাকে। ঐ দিন ২৩-৮-৮৬ইং তারিখ জাঙ্গালিয়া স্কুলের ছাত্রগণ কংগ্রেস (আই) বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহার নেতৃত্বে উক্ত বিরতির

বিরুদ্ধে মিছিল করে লালসিং মুড়া পর্যান্ত বাস চলাচলের দাবীতে সোচ্চার হয়। এই সময়ে বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহা এবং আই, এন, টি, ইউ, সি,র পরিচাচিত স্থানীয় মোটর কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রী হরি গোস্বামীর মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ফলে উভয় পক্ষের অনুগামীদের মধ্যে বিশালগড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উক্ত ঘটনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহার আচরনের প্রতিবাদে সিটু পরিচালিত স্থানীয় মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থকগণ গত ২৫-৮-৮৬ইং তাং সকাল ৬টা হইতে ২৪ ঘন্টার জন্য বিশালগড়ে বে-সরকারী যান বাহন বন্ধের ডাক দেয়। বন্ধ চলাকালীন সময়ে বিশালগড় হয়ে যাতায়াতকারী সবতীয় বে-সরকারী গাড়ীর চলাচল বন্ধ থাকে। সরকারী গাড়ী, ও, এন, জি, সি, র গাড়ী এবং একটি টি, আর টি, সি,র বাস উক্ত বন্ধ সময়ে বিনা বাধায় বিশালগড় অতিক্রম করে। বন্ধ শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়।

শ্রী ভানুলাল সাহা : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কিছু ত্রুটি আছে বলে মনে করি। সিটু বন্ধ ডাকে নি। ঐ ঘটনা সম্পর্কে বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে ২৪ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়। বিশালগড় থানার সামনে ২৭-৮-৮৬ ইং বেলা সাড়ে বারটায় কৃষ্ণাগুলি বাসের উপর হামলা চালান হয়। এতে একজন শিক্ষিকা নিগৃহীতা হন। এই সম্পর্কে থানায় কেসও দায়ের করা হয়েছে। আই, এন, টি, ইউ, সি'র সম্পাদক হরি গোস্বামী বিধায়ক মতিলাল সাহার দ্বারা নিগৃহীত হন। আরও একটি কেস হয়। গত ২৭-৮-৮৬ ইং বিক্ষোভ মিছিল হয়। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ লোক এই বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং "বিধায়ক মতি সাহার গুণ্ডামী চলবে না" বলে সোচ্চার হন এবং গ্রেপ্তারের দাবী জানান। সেই সাথে আরও বলা হয় যে, গ্রেপ্তার না হলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনী নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর ক্লিয়ারিফিকেশান চাচ্ছেন তা বলুন। অযথা বড় করছেন কেন?

শ্রী ভানুলাল সাহা :— বিষয়টিতো ক্লিয়ার করতে হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই দায়ের করা তিনটি কেসের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি, আই, এন, টি, ইউ, সি, এর সম্পাদক হরি গোস্বামীর সহিত বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহার ধস্তাধস্তি হয়। এম, এল, এ, আইনের রক্ষক। কাজেই কোন এম, এল, এ, এই ধরনের আইন ভঙ্গ করা কলঙ্কজনক। বাকী কেস সম্পর্কে আইনের মাধ্যমে পুলিশ যা করবার তা করবে।

শ্রীমতিলাল সাহা :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন সেটা সম্পর্ণ ভিত্তিহীন এবং মাননীয় বিধায়ক ভানু লাল সাহা উনি নির্বাচিত হওয়ার পর বিশালগড়ে গিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না। সুতরাং উনি কিসের ভিত্তিতে এই সব অসত্য এখানে পরিবেশন করছেন আমি বুঝতে পারছিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীপার : আপনি পারটিকুলার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান করুন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য যে মিথ্যা অপপ্রচার করেছেন তার কোন টিফিকেশান নেই। উনি নিজে বিশালগড় যান ন, সুতরাং উনি কি করে জানেন বিশালগড়ে কি হয়েছে না হয়েছে ? আর ঐ দিন যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সেটা আই, এন, টি ইউ, সি, নয়, মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, এটা মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ও স্বীকার করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : এটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয় না।

শ্রীভানু লাল সাহা : - পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐদিন যে বন্ধের ডাক দিয়েছিল আই. এন, টি, ইউ, সি, পরিচালিত মোটর কর্মী সমিতি। কিন্তু আপনার রিপোর্ট রয়েছে সি, আই, টি, ইউ, সি মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। পুলিশ ষড়যন্ত্র করে আপনাকে এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে এবং সেখানে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার বিধায়ক মতিলাল সাহার বন্ধু. তাই উনাকে কাভার করার জন্য মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করেছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

Shri Dasharath Deb :— Anyway I direct Police to enquire about it and if is there any mistake it can be corrected.

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৩১-৮-৮৬ ইং রাত অনুমানিক ৮টার সময় কং (ই) সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা উদয়পুর মহকুমার শালগড়া বাজার আক্রমন, সি, পি, আই (এম) পার্টি অফিস ভাংচুর ও ১০ জন ক্ষেতমজুরকে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি

গত ৩১-৮-৮৬ ইং তাং রাত অনুমান ১০.২০ মিনিটে শালগড়ার শ্রী জয়নাল আবেদিন উদয়পুর থানায় এসে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে ঐ দিন সন্ধ্যা ৬-৩০ মি: সময় শালগড়া সি. পি, আই, (এম) পার্টি অফিসে সভা চলাকালীন শ্রী মাখন ভৌমিক ও আরো ২০।২২ জনের একটি দল জোর পূর্বক পার্টি অফিসে প্রবেশ করে এবং সভায় উপস্থিত সভ্যদের এবং শ্রী জয়নাল আবেদিনকে মারপিট করে ফলে শ্রী নিমাই সরকার, শ্রী পরিতোষ কর, শ্রী বাদল কর্ম্মকার, শ্রী ভুবন চন্দ্র সরকার, শ্রী মলিন চন্দ্র দেবনাথ আহত হন। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ী তেপানিয়া গ্রামে। দুষ্কৃতিকারীগণ সি, পি, আই, (এম) পার্টি অফিসের ভিতরের টেবিল চেয়ার, ফটো, বই ইত্যাদি তছনছ এবং ভ্যাঙচুর করে, যার আনুমানিক ক্ষতি মং ২০০০ টাকা হবে।

দুষ্কৃতিকারীগণ বাজারে অবস্থিত নিম্নবর্নিত দোকানীদের দোকানে প্রবেশ করে জিনিসপত্র নষ্ট করে ফলে প্রত্যেক দোকানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

১) শ্রী ক্ষিতিশ দেবনাথ ;— দর্জির দোকান, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০০

২) শ্রী অবনী মোহন নাথভৌমিক :—ঔষধের দোকান, ক্ষতির পরিমাণ ১০০ টাকা।

৩) শ্রী তপন দেবনাথ :— মিষ্টির দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ৫০ টাকা।

৪) শ্রী দীনেশ ধর— বাজেমালের দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ১৫০ টাকা।

৫) শ্রীমনীন্দ্র দাস - বাজেমালের দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ২৫০ টাকা।

৬) শ্রীহরিভূষণ সাহা— মুদি দোকান। ক্ষতি মং ৫0 টাকা।

৭) শ্রীমনীন্দ্র সরকার— চায়ের দোকান, ক্ষতি মং ১০০ টাকা।

৮) শ্রীকৃষ্ণ সাহা— মুদির দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ২০০টা

৯) শ্রীকাজল দেবনাথ— মিষ্টির দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ১৫০টা

১0) শ্রী গৌরাঙ্গ শীল— দর্জির দোকান, ক্ষতির পরিমান মং ১০০০টা

উক্ত অভিযোগ উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৮/ ১৪৯/ ৪৪৮/ ৪২৭/ ৩২৩ ধারায় ২৩ (৮) ৮৬ নং মোকদ্দমা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

গত ৩১-৮-৮৬ ইং তারিখ শ্রী রামপুর গ্রামের হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরায় বন্ধ পালিত হয়। দুস্কৃতকারীগন কং (ই) সমর্থক বলে জানা যায়। ত্রিপুরা বন্ধের দিন তারা এই ভাবে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। দুস্কৃতকারীগণকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

স্থানীয় নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণকে নিয়ে একটি শান্তি সভা করা হয় এবং শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে এলাকটি শান্ত রয়েছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— পয়েন্ট অবক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে সব ধারা এখানে দিয়েছেন, তাতে এটা খুব পরিস্কার যে ঐ ধারাগুলি সবই

হচ্ছে খুব সহজে জামিন পাওয়া যায় সেই সব ধারা। অথচ যে ঘটনাটি ঘটে তাতে জয়নাল আবেদিন উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে এবং তার জীবন সংশয় ঘটেছিল। এই ঘটনার সংগে পুলিশের একটা অংশের কনস্পেরেসী রয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? কারন, মূলত: গকুলপুর ও ধ্বজনগর থেকে ২। ৪ জন গিয়ে বাজারটি আক্রমন করে এবং আক্রমনের পর ওরা উদয়পুর শহরে এসে কংগ্রেস (আই) নেতা কামিনী দাসের বাড়ী যায় সাহায্যের জন্য এবং কামিনী দাস সহ ওরা থানায় উপস্থিত হয় এবং অন্য দিকে ও, সি, কে বারবার বলা সত্বেও, যে ওখানে রাত ৮ টার সময় একটা আক্রমন ঘটেছে, রাত ১১ টার পর ও, সি, সেখানে যান। উপরন্তু ও, সি, সাহেব এবং কামিনী দাস সহ দুস্কৃতকারীগণ থানায় বসে এই সব চক্রান্ত করে এই ধারাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। একটা অফিস ভাঙচুর হলো, জীবন বিপন্ন হলো, বাড়ী ঘর আক্রমন হলো, এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব : স্যার, বিষয়টির তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য এখানে যে-সব তথ্য উপস্থিত করেছেন, আনুপুর্বিক তদন্তের সময় এইগুলি খাতিয়ে দেখা হবে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অবক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনা ঘটনার ১ দিন আগে, এই কামিনী দাস শালগড়া কমিনিটি হলে একটা মিটিং করে এবং সেখানে নানান রকম উত্তেজনাকর বক্তব্য রাখেন এই উদ্দেশ্য যে যেহেতু শালগড়া এলাকাটি সি, পি, আই (এম) এর একটা দুর্ভেদ্য এলাকা, কাজেই এখানে যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সময় আসন ওরা দখল করতে পারবেন এই সব স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা এই সব চক্রান্ত করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে বাজার আক্রমন করা হয়, সনত্রাস সৃষ্টি করা হয় এবং এই সব ঘটনায় কামিনী দাসের সম্পূর্ণ মদত ছিল এবং তার অনুচর বাহিনীকে গকুলপুরে পাঠিয়েছিলেন সনত্রাস সৃষ্টি করার জন্য। এই তথ্য মাননীয় মনত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, এটা আমার জানা নেই, তবে সন্ত্রাস যারা সৃষ্টি করে, তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করে। তবে এখানে তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সেটা আমার জানা নেই।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬/৭ ঘটিকার সময় সি, পি, আই (এম) সমর্থক বলে কয়েক জন যুবক কংগ্রেস সমর্থক সুরেন্দ্র বাবুর গদীতে ঢুকে ভাঙচুর করে নগদ ৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র সহকারে ১০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। এরপর কংগ্রেস সমর্থক ৮/৯ জনের বাড়ী আক্রমন করে এবং পরিশেষ ওখানে উপাসনা রত কয়েক জনের উপর হামলা করে স্বরূপানন্দের বিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রসাদী বাসন ভাঙচুর করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, এই ধরনের কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই।

ASSENT TO BILL

মি: স্পীকার :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1	The Tripura Appropriation Bill, 1986, (Tripura Bill No. 3 of 1986)"	30-3-86 Governor..

LAYING OF RULES

Mr Speakers :— Laying of the Members of the Tripura Legislative Assembly (Disqualification on ground of defection) Rules, 1986 "

মাননীয় সদস্যদের আমি অবগত করছি যে, ভারতীয় সংবিধানের ৫২ তম সংশোধনী অনুচ্ছেদে বিধানসভা অধ্যক্ষকে দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুসারে প্রয়ো-

জনীয় রুল তৈরী করার জন্য যে ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে তদনুযায়ী আমি উক্ত বিষয়ে রুল তৈরী করেছি। হাউস ইচ্ছা করলে আজই অনুমোদন করতে পারেন, না হলে পরেও করতে পারেন। আমি এখন উক্ত রুল হাউসে পেশ করছি।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের জানাচ্ছি যে সভায় পেশ করা রুলস্-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

DISCUSSION ON THE MATTER OF MURDER OF FOURTEEN PERSONS AND INJURY OF FIVE PERSONS AT SREERAMPUR

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে সশস্ত্র টি. এন, ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক ১৭ জন খুন ও ৫ জন গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্যরা কে আলোচনা শুরু করবেন বিরোধী পক্ষ থেকে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার : মি: স্পীকার স্যার, আমি একটা সাব-ষ্টিটিউট মোশান এনেছিলাম।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি একটা সাব-ষ্টিটিউট মোশান এনেছিলেন কিন্তু যে-হেতু এটা সাব-ষ্টিটিউট মোশান নয় এটা আফটার ডিসকাশন কাজেই সাব-ষ্টিটিউট মোশান আসতে পারে না কাজেই সেটা ডিস্ এলাউ করা হয়েছে। আপনি ডিসকাশনে পারটিসিপেট করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মি: স্পীকার স্যার, গত ২৯, ৮, ৮৬ ইং তারিখে কমলপুরের শ্রীরামপুরে যে সংঘবদ্ধ হামলা সংগঠিত হয়েছে সেই হামলা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারন নিরীহ জনসাধারনের উপর যে হত্যার একটা তাণ্ডব লীলা হয়ে গেল সেটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার সেটা জানতেন যে সেখানে উগ্রপন্থীর আনাগুণা চলছিল, তাই সেখানে ত্রিপুরা ষ্টেইট রাইফেলস্ মোতায়েন করা হয়েছিল যেখানে ঘটনা ঘটেছে তার ১ (এক) কিলোমিটার দূরে তাই বলছি বামফ্রন্ট সরকার

পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে সেই ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমরা জানি স্যার, যখন এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তখন পুলিশ বাহিনী যেতে দেরী করেছিলেন এবং যারা হত্যা কাণ্ড সংঘটিত করেছেন তাঁরা সবাই বামফ্রন্ট সরকারের লোক। তাই বলছি, বামফ্রন্ট সরকার আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত। এই ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারন মানুষের উপর যে নির্যাতন চলছে, উগ্রপন্থীর হামলা চলছে তাই ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করা দরকার। কারণ মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব, মেহনতি মানুষের উপর বামফ্রন্ট সরকার যে হামলা চালাচ্ছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। ২৯.৮, ৮৬ ইং তারিখ যখন কমলপুরের শ্রীরামপুরে এই ঘটনা ঘটেছিল তখন তিনি সরকারী কাজের অজুহাত দেখিয়ে কলকাত চলে গেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পাঞ্জাব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, ভারতবর্ষের নানা রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থীর হামলা সংগঠিত হচ্ছে সেটা দমন করতে পারছেন না। তাই এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা করা উচিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে এমন একটা নারকীয় গণ হত্যার পরও সরকারের এখনও লজ্জা বোধ হয় নি। আমরা দেখেছি, এই ঘটনার জন্য সরকার নিজেই তো স্বীকার করেছেন, মাননীয় উপ-মুখ্য-মন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেছেন এই ঘটনার জন্য পুলিশ দায়ী এবং পুলিশ সেখানে যথাযথ পদক্ষেপ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নেন নি বলেই এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

তাহলে পরে কি প্রমান হল না যে সরকার, পুলিশ পরিচালিত পুলিশের কোন দোষ ত্রুটি থাকা মানে সরকারের দোষ ত্রুটি ?

এই ক্ষেত্রে একটি সমাধান আছে, সেই দায়িত্ব পালনের যে অক্ষমতা সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া। মিঃ স্পীকার স্যার, উগ্রপন্থী সমস্যা, এটা আজকে না। এটা শুরু হয়েছে ১৯৮২ সন থেকে। এই সমস্যা চলেছে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন

ভাবে। কখনও বাঙ্গালী, কখনও পাহাড়ী, কখনও পুলিশ পারসনেল তাদের দ্বারা নিহত হচ্ছে। সরকারের সেদিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা দেখতে পাইনা। যথাযথ ব্যবস্থা হয়ে থাকলে সেখানে একটির পর একটি রিপিটেড ইনসিডেন্ট কি করে হয়ে থাকে? সেই দিনকার কমলপুরের শ্রীরামপুর তাদের বিবৃতি, পত্র-পত্রিকায় খবর থেকে আমরা বুঝতে পারি। আগে থেকে সরকারের জানা ছিল আমরা মনে করি। যার জন্য আগের একদিন দুদিন আগে সেখানে পুলিশের কমাণ্ডেন্ট, ডি, আই, জি, ও বড় বড় পুলিশ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। যেখানে গত বৎসর যেই এলাকার কিছু সংখ্যক শ্রমিক এবং ৬ জন পুলিশের পারশন্যাল নিহত হয়েছিলেন। সমস্ত কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কেন সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেনি. তাছাড়া এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, চারিত্রিক, রাজনৈতিক পরিচয়ে তারা সবাই সি, পি, আই, (এম) দলের লোক। এইটা সব সময় দোষারোপ করা হয়ে থাকে যুব সমিতির উপর। "যেকোন ঘটনা ঘটলেই যুব সমিতির লোকদের অ্যারেষ্ট করা হয়। এই একটি মাত্র ঘটনাই দেখলাম যেখানে সি, পি, আই, (এম) অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। এইটা খুবই পরিস্কার সেখানে টি, ইউ, জে, এসের কোন সংগঠন নেই। আর এর দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে যে কোন ঘটনার পরে ট্রাইবেলদের ধরা হয় উগ্রপন্থীদের সংগে যুক্ত করে সে সি, পি, এমই, হোক, কংগ্রেস হোক আর উপজাতি যব সমিতিরই হোক। ট্রাইবেলদের অ্যারেষ্ট করে হ্যারাস করা হচ্ছে। এই যে পুলিশের মানসিকতা এইটা যদি পরিবর্তন না করা হয় তাহলে পরে কখনই শান্তি আনা যাবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে উগ্রপন্থীদের এই যে ঘটনা এইটা অত্যন্ত নিন্দনীয় তাতে সন্দেহ নেই। আরও নিন্দনীয় হচ্ছে যারা এইটাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করতে চান তাদের কার্যকলাপ। গত ২৯ তারিখে এই দুর্ঘটনার ঘটল, এইটা খুবই দুঃখজনক। ৩০ তারিখে আমরা বিকাল ৪টার আগে এই খবরটা আগরতলায় বসে পত্রিকা পাওয়ার আগে পাইনি। কিন্তু উদয়পুর মহারাণীতে সকাল ১০টার সময় মিছিল করেন, তারা প্রচার করতে শুরু করল কমলপুরের শ্রীরামপুরে নারকীয় হত্যা কাণ্ড হয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে, তার জন্য দায়ী যুব সমিতির শ্যামাচরন ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া। এইসব প্রচার করে কি ইন্টিগ্রেশান, জাতি-উপজাতির মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি হবে? যদি কেউ এইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে

তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। অথচ যে কিছু জানেনা তার বিরুদ্ধে অপ্রচার করে একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে টেনশান সৃষ্টি করা, জাতি, উপজাতির মধ্যে এইভাবে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা এইটা কি সঠিক হচ্ছে? আমরা দেখতে পাই প্রতিটা ঘটনার সংগে উপজাতি যুব সমিতিকে যুক্ত করে আজকে বিবৃতি দেওয়ার যে মানসিকতা, এইটা হচ্ছে উগ্রপন্থীদের আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা, উগ্রপন্থীদের আড়াল করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার অপচেষ্টা। কারণ এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে টি, ইউ, জে, এসের কর্মীরা লোকেরা তারা চলাফেরা করতে পারে না। এই সুযোগ নিয়ে, এই সুযোগের সদ্‌-ব্যবহার করে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কাজেই আমি সরকার পক্ষের তাদের অনুরোধ করব শ্যামাচরন ত্রিপুরা, বা যে কোন লোকই হোক, এই ধরনের ঘটনার সংগে যারা যুক্ত হয়, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে শুধু অপপ্রচার কেন তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। আর যারা আদৌ জড়িত নয় ঘটনার সংগে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে রাজ্যের পরিবেশকে দূষিত করা থেকে বিরত থাকলে বোধহয় আরও বেশী সহায়ক হবে এবং উগ্রপন্থীদের দমনের ক্ষেত্রেও যদি সকলের সহযোগিতার প্রশ্ন যদি আসে তাহলে পরে সুসংহত হবে। উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য, আত্মসমর্পন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেমন আবেদন করেছেন, ঠিক সেই-রকম টি, ইউ, জে এসও আবেদন করেছেন। আমরা যুক্তভাবে সম্মেলন করেছি যুক্তভাবে বক্তব্য রেখেছি। সম্মিলিতভাবে বক্তব্য বা বিবৃতি দেওয়ার পরেও সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও অপপ্রচার চালানো হয়। এইটা কি সার্বিক স্বার্থের পক্ষে সহায়ক? কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তারা অবশ্যই উগ্রপন্থী, তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যারা নির্দোষী সে সি, পি, এমই হোক বা অন্য কেউ হোক তাদের প্রতি যাতে অত্যাচার না হয় সেইদিকে যেন পুলিশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। এইটা শ্রীরামপুরের ঘটনা বলে আমি বলছিনা, প্রতিটা ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা

দেখেছি কিছু সংখ্যক ট্রাইবেল যার সংগে ঘটানার কোনরকম সম্পর্ক নেই তাদেরকে ১০-১৫ মাইল দূর থেকে ধরে এনে নানারকম মারাধোর, অত্যাচার করা হয় তাদের উপর। এইসমস্ত যাতে বন্ধ করা হয় এবং সবচেয়ে খুশী হব যদি দায়িত্ব পালনে সরকার অক্ষমতাকে স্বীকার করে সরকার যদি পদত্যাগ করেন তাহলে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাব।

মি: স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা:— মাননীয় স্পীকার, গত ২৯ তারিখে কমলপুরের শ্রীরামপুর গ্রামে উগ্রপন্থীদের এই বর্বরোচিত এবং নারকীয় ঘটনার ব্যাপারে সরকারের যে নীরবতা এইটাকে তীব্র নিন্দা করছি। সত্যি অবাক লাগে, ভারতবর্ষের মত একটা গণতান্ত্রিক দেশে ত্রিপুরা পিছিয়ে পড়া একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে দীর্ঘদিনের এক ইতিহাস জাতি, উপজাতি সম্প্রদাযের যে শান্তি, সেই শান্তি এবং সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য এই রাজ্যে শাসক দলের সরাসরি উস্কানি, তাদের সক্রিয ভূমিকাব এর জন্য দায়ী। কমলপুরের ঘটনাতে, শ্রীরামপুরের ঘটনাতে যারা জড়িত বলে পুলিশ তথা প্রশাসন বা সরকার দায়ী করছে এবং যাদের ধরছে, কিংবা যাদের পুলিশ খোঁজ করছে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্ট অনুসারে শাসক দলের লোক এরা, শুধু লোক নয় সক্রিয় কর্মী। সুতরাং আজকে এই সরকার আমার মনে হয় বিন্দুমাত্র তার নৈতিক অধিকার নেই গদীতে বসে থাকার। আজকে ত্রিপুরার মানুষের প্রতি, তাদের গণতন্ত্রের প্রতি যদি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, গণতন্ত্রের প্রতি যদি তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে তাহলে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য আহ্বান করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন বাবু বলে গেছেন যে কমলপুরের ঘটনা ২৯ তারিখ রাত ৮টার সময় হল, পরের দিন খবর আসল জানাজানি হল। পরের দিন উদয়পুরে বেলা ১টা দেড়টার সময় নাম ধরে ডেকে শ্লোগান দিয়ে, মাইক নিয়ে মিছিল করছে, অমুক, অমুকের নাম ধরে। কমলপুরের যে ঘটনা ঘটেছে তা জনসাধারন বুঝে নিয়েছে তার জন্য দায়ী সি, পি, আই, (এম) শাসক দলের একটি অংশ। মাননীয় স্পীকার স্যার, চিন্তা করে দেখুন এইটা কত মর্মান্তিক কত বেদনাদায়ক ১৪ জন নিরীহ লোক এমনকি শিশু পর্য্যন্ত খুন করা হল। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ, যিনি এখন ভার-

প্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করছেন সাধারন একটা পূর্বাশা উদ্বোধন করার জন্য উনাকে কলকাতায় ছুটে যেতে হল, রাজ্যে এত বড় নরকীয় ঘটনার পর উনাকে কলকাতায় যেতে হল। কত নির্মম পরিহাস ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের প্রতি এই সরকারের। অত্যন্ত ধিক্কার-জনক ব্যাপার। পূর্বাশা উদ্বোধন করতে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতা ছুটে যেতে হবে ? আর এইভাবে মানুষকে খুন হতে হবে তাদেরই মদত তাদেরই আশ্রয়ে রাজ্যের নিরীহ মানুষকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বলুন কি করে এই সরকার গদীতে বসে থাকতে পারে ? আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব এই সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের মধ্যে প্রশ্ন এসেছে, যখন আমার প্রশ্ন ছিল জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রশ্ন, এক মন্ত্রী বললেন, না আমাদের এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, বিষয়বস্তুর মধ্যে বক্তব্য রাখুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, একজন মন্ত্রী বললেন, এই ধরনের পরিকল্পনা নাই। আর একজন মন্ত্রী বললেন, আমরা অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছি এইভাবে কাজ করার জন্য। আবার কমলপুরের ঘটনাতে আমাদের হয়ত ভুলক্রমে হয়েছে কিনা জানিনা, ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বললেন, পুলিশের এক অংশ এর জন্য দায়ী। এক মন্ত্রী বললেন এই ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি, এক মন্ত্রী বললেন, অফিসাররা আমাদের নির্দেশ শুনেনি। আর এক মন্ত্রী বলেন, পুলিশ এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত। কাজেই মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলতে চাই, এই সরকারে প্রতি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের বিন্দুমাত্র আস্থা কি থাকবে যে এই সরকার তাদের জন্য ?

· কমলপুরের ঘটনাটা, এইটা শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আমরা দেখেছি রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থীর তৎপরতা, এইটাকে বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এই সরকারের লোকরা জড়িত এবং এইটা আজকে অত্যান্ত সুপরিকল্পিতভাবে কমলপুরের এই নারকীয় ঘটনাটি করা হয়েছে। যখন না কি আগামী বিধানসভার নির্বাচন সামনে আসছে তখন মানুষকে সন্ত্রস্থ করার জন্য। কারণ আগের থেকে জানা ছিল কমলপুরের কোথায় কোথায় উগ্রপন্থীরা আস্তানা গেড়ে বসেছে এবং সেই অনুযায়ী

সেখানে বি, এস, এফ, থেকে শুরু করে সি, আর, পি, আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েম করা হয়েছে এবং তাদের নাকের ডগার উপর এত বড় একটা ঘটনা কি করে হয়েছে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যে আইন শৃংখলাকে সুদৃঢ় না করে রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য এই সরকার মদত দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের এই রূপটা যাতে মানুষের কাছে প্রকাশ না পায় তার জন্য বিভিন্ন সময় কংগ্রেস (ই) ও উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে তারা বিষোৎগার করছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব এই সরকারকে কমলপুরের মত আর যাতে কোথায়ও এমন কোন ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পরশু দিন ঐ চন্দ্রশেখর কলনী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র কলনীর লোকেরা একযোগে ঘেরাও দিয়েছিল নিরাপত্তার জন্য এবং সেখানে পুলিশ ক্যাম্প দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সেখানে এইটা দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি অনুরোধ করব এই সকল এলাকাগুলিতে যাতে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয় এবং এই সরকারের পদত্যাগ দাবী করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রী বিমল সিনহা।

শ্রী বিমল সিনহা ঃ — অনারেবল স্পীকার স্যার, কমলপুরের শ্রী রামপুরে যে নারকীয় ঘটনা সেই ঘটনাকে নিন্দার কোন ভাষা আমার নাই। আজকে এখানে বিরোধী দলের অনেকেই সমালোচনা করেছেন, সমালোচনাটা মূল সমস্যাটাকে সমাধানের জন্য যদি হত তাহলে আমরা সাদরে গ্রহন করতাম, কিন্তু যেটা আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটুক যাতে তারা আরও কিছু বলতে পারে এই ভাবে। কোন রকমের আন্তরিকতা নেই সেই মৃত মানুষগুলির জন্য এবং সেই উগ্রপন্থীদের দ্বারা বিধ্বস্ত গ্রামগুলির জন্য, এইটা আমরা গত কয়েক দিন আগে প্রমান পেয়েছি, নরেশ ভট্টাচার্য্য কংগ্রেস (ই) র বর্তমান প্রেসিডেন্ট, তিনি কয়েকজন লোক নিয়ে একটা টেকসী নিয়ে গেলেন সেই শ্রী রামপুর গ্রামে। কই একটু সহানুভূতি জানাবেন স্বজন হারা মানুষগুলিকে এবং একটু অভয় দেবেন. না তিনি গিয়ে তাদের বললেন যে সি, পি এমকে ভোট দিলে এই রকমই হয়, আরও ভোট দাও। এই ধরণের কথা যারা বলে তারা মানুষের কি চায় তা সহজেই বুঝা যায়। মাননীয় সদস্য শ্যামা চরন ত্রিপুরা অনেক কথা বলে গেলেন খুব যুক্তি দিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে এবং শেষে বলে গেলেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ করা উচিৎ। ভাল

কথা বামফ্রন্ট সরকার যদি সামাল দিতে না পারেন তাহলে পদত্যাগ করবে, তাহলে কাকে আনা হবে ? বিজয় রাংখলকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী করে ? যেমন করে মিজোরামে বহু মানুষের হত্যা, খুন, রাহাজানী ও অগ্নি-সংযোগের পর সেখানে লালডেঙ্গাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল ? আমরাও চাই রাজনৈতিক সমাধান, কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মা সমর্পন করা নয়, রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ তা নয়। আজকে সেই ঘটনার পর কিছু দিন আগেও মানে লালডেঙ্গার ঘটনার কিছু দিন আগে ত্রিপুরার উগ্রপন্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আজকে নূতন করে এই চুক্তির ফলে তারা উৎসাহিত হয়েছে, তারা আজকে প্রমান করতে চায় যে, আমরাও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি এবং কেন্দ্রের সঙ্গে এক টেবিলে একটা সেটেলমেন্টে বসার মত কব্জীর জোর রাখি। এই কব্জীর জোর প্রমান করার জন্যই তারা ত্রিপুরা রাজ্যে কমলপুরের সেই ঘটনাটা ঘটল। আর পুলিশ সম্পর্কে বলে লাভ নাই। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন, এক অংশের ব্যর্থতা, আমি বলব এক অংশের পরোক্ষ মদত। কারণ যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেই জায়গার দক্ষিন দিকের আর একটা গাঁওসভায় তার আগের দিন ২৮ তারিখ সকালবেলা চাঁদা করতে আসে উগ্রপন্থীরা যার, বাড়ীতে চাঁদা করতে আসে সেখান থেকে লোক ছুটে আসে এবং থানায় জানানো হল যে, আপনারা যান উগ্রপন্থীর এই ভাবে নেমেছে। অথচ সেদিন সকালে কোন পুলিশের লোক গেল না। গেল বিকাল বেলা সূর্য্য যখন ডুব ডুবে অবস্থায়। ততক্ষণে উগ্রপন্থীরা অনেক দূরে চলে গেছে। তারা তার তিন চার দিন আগে আমাদের একজন কমরেডকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সেখানকার গাঁওসভাটা হচ্ছে টি, ইউ, জে এস, এর গাঁওসভা, সাইকার বাড়ী গাঁওসভা সেখানে আমাদের একজন সদস্যের বাড়ীতে এই দলটাই আসে। আমি নাম বলতে পারব না কারণ নামটা প্রকাশ হলে আবার তার কাছে নামটা গিয়ে পৌছাবে এবং তারপর তাকে কোতল করা হবে। শুধু এই টুকুই বলছি যে, উপজাতি যুব সমিতির লোকরাই তাদেরকে নিয়ে যায়। নবান্ন উৎসব করার জন্য আমাদের গাঁও সভার সদস্যদের বাড়ীতে পূজার কাজ করছিল। খবর পেয়ে সে একটা গেঞ্জি ও গামছা পরে সেই সাইকার বাড়ী পাহাড় থেকে ছুটে আসে কমলপুরে এবং এখন পর্য্যন্ত সে কমলপুরে আছে বাড়ীতে যেতে পারেনি। তারপর সমস্ত এলাকায় একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে পুলিশ কেন যাচ্ছে না এবং তারা সবাই

থানায় গিয়ে বলল, ডি-এস-পি-কে বলল, সেখানকার কমাণ্ডারকে বলল, এস, পি, কে বলল, ডি, আই, জি, কে বলল, কিন্তু দেখা গেছে এত করে বলার পর তারা দায় সারা-ভাবে সাইকার বাড়ীতে যান।

একটু এগিয়ে গিয়ে ৪নং পুলের নিকটে একটা জায়গায় যেখানে গত বছর ৭ জনকে খুন করে একটি বধ্যভূমি তৈরী করেছিল -সেখানে তারা গিয়ে ২১টি গর্ত দেখতে পান। এখান থেকে তারা এম্বুশ করেছিল। তারা সেখানে শাল এবং সেগুন পাতা বিছানো দেখতে পান। তাছাড়া একটি বাঁশের চোঙ্গা, কয়েকটি কার্তুজ পান। তার মানে এরা এখান থেকে একটা বড় ধরনের এম্বুশ করতে চেয়েছিল। এই জায়গা থেকে বাংলা দেশের সীমানা মাত্র দেড় কিলোমিটার দূর। এর কয়েকদিন আগে জামথুম বাড়ী গাঁওসভার প্রধান টি, ইউ, জে, এস,-এর কৃষ্ণদাস হালাম তাদেরকে রায়তুইসামাতে নিয়ে যায়। সেখানে টি, ইউ, জে, এস, এর ছোটলেম তুইলাল হালামের বাড়ীতে তাদের খাওয়া দাওয়া করানো হয়। তারপর তাদের সাইকারবাড়ি থেকে বাংলাদেশ যেতে সাহায্য করে। কাজেই আপনারা এখানে উগ্রপন্থীদের নিন্দা করছেন আর আপনাদেরই গাঁও প্রধান এই টি, এন, ভি, দের সাহায্য দিচ্ছে। আপনারা আপনাদের সার্থকদের বলুন তারা যেন উগ্রপন্থীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে।

তারপর মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে মরাছড়া যে বি,এস, এফ, ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্প থেকে দেড় কি: মিঃ দূরে আপনারা নিশ্চয়ই সেই বিতর্কিত চন্দন নগরের নাম শুনেছেন। সেই চন্দন নগর গ্রামের পূর্ব দিকে বাংলাদেশের ভিতরে একটি ট্রাইবেল গ্রাম আছে। সেই গ্রামের নাম হচ্ছে তুইলংছড়া। তুইলংছড়াতে খোকা দেববর্মা নামে একজন লোক আছে যে এইসব ইন্টান্যাশন্যাল ক্রাইম-এর সঙ্গে জড়িত সে এই-সকল উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেয়। সেখান থেকেই উগ্রপন্থীরা দেড় মন চাল, ২টি হাঁস, এক কার্টুন সিগারেট নিয়ে আসে বাংলাদেশের চম্পা-রাই বাগান থেকে। এইগুলি নিয়ে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে সাইকার বাড়িতে আসে। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, এই এলাকায় ৩০ কিঃ মি:-এর মধ্যে একটিও বি, এস, এফ, নেই। ঔষধের জন্যও খোঁজে কোন বি, এস,এফ, সেখানে পাওয়া যাবেনা। সেই জায়গায় উগ্রপন্থীরা আসছে, যাচ্ছে, যেন এটা তাদের বাড়িঘর।

কিন্তু এখন আমার টি, ইউ, জে, এস,-এর মাননীয় বন্ধুরা একটু পরেই প্রশ্ন করবেন যে, আপনারা এত খবর রাখেন কিভাবে? যদি এত খবর জানেন তবে পুলিশকে সেটা আগে জানানো হলো না কেন? কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে বি, এস, এফকে এটা জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পুলিশকে বি, এস, এফকে জানানো সত্বেও কোন একসান নেওয়া হয়নি। এর কারন কি? আমার মনো হয় এর পেছনে কেন্দ্রিয় সরকার এর কোন গোপন সংকেত রয়েছে যাতে এই সব খবর পাবার পরেও বি, এস, এফ যেন এই উগ্রপন্থীদেব আসা যাওয়া তাদের কার্য্যকলাপ রোধে কোন ব্যবস্থা না নেয়।

আজকে শ্রীরামপুরে যারা উগ্রপন্থীদের হাতে যারা গেছেন তারা সকলেই মার্কস বাদী কমিউনিস্ট জাটির সমর্থক ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই গাঁও সভার এম, এল, এ,। এই গাঁওসভাতে আমি শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পেয়ে থাকি। সেই জায়গায় একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার জন্যই এই সব সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ সেখানে চালানো হচ্ছে। আজকে টি, ইউ, জে, এস-এর নেতৃবৃন্দ এখানে এত কথা বলছেন, দুঃখ করছেন, কিন্তু কই তারা তো একবারও সেখানে কেউ গেলেন না? সেখানে তো একজন উপজাতিও মারা গেছেন, আর নাম পবিত্র দেববর্মা। কিন্তু তার প্রতিও তো আপনারা কোন সহানুভূতি জানালেন না। কাজেই এখানে আপনারা যা বলছেন তা আপনারা বলার জন্যই বলছেন এটাই ধরে নিতে হবে!

এই ঘটনার পর কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী গোলাব নবী আজাদ এলেন। তিনি আসার আগেই কংগ্রেস (ই) তে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যায়, সুধীরবাবু, নরেশবাবু, বীরজিৎসিংহ, এবং আরো অনেকে কমলপুরে গেলেন। তারা ঠিক করলেন যে, গোলাম নবী আজাদের নিকট ডেপুটেশন দেবেন। কিন্তু গোলাম নবী আজাদ এয়ারপোর্টে হেলিকপ্টার থেকে নেবো শ্রীরামপুরের ক্ষতিগ্রস্ত সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেন। তাঁর সঙ্গে যান আমাদের মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কংগ্রেস (ই), এর কোন পাত্তা নাই। প্রায় দেড় হাজার পাহাড়ী-বাঙ্গালী, নারী পুরুষ সকলে মিলিতভাবে গোলাম নবী আজাদের কাজে ডেপুটেশন দেন। তারা গোলাম নবী আজাদকে সম্মুখের ভারত বাংলাদেশ যে সীমান্ত রয়েছে সেটি বন্ধ

করে দিতে আবেদন জানান এবং সেখানে আরো বি, এস, এফ নিয়োগ না করলে তারা বাঁচবেন না এটা তাঁকে জানান। এরপর গোলাম নবী আজাদ যখন আবার এয়ারপোর্টে এলেন তখন দেখা গেল সেখানে ৪১ জন কংগ্রেস (ই) সদস্য তারা গোলাম নবী আজাদের কাছে দাবী করছেন যে, এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হবে। কি অদ্ভূত কথা। তারা এ স্থানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করবার দাবী করছেন ? তাদের কেউ কেউ আবার উগ্রপন্থীদের দমন করবার কথাও বলেছেন। কিন্তু কি করে উগ্রপন্থীদের দমন হবে বলুন ? তাহলে আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস শোনাতে হবে। সেই তৈদু সম্মেলন করল কারা ? যারা করেছেন তারা আজকে এখানে এম, এল, এ, হয়ে বসে আছেন। সেই কার্সিয়ালাম কনফারেন্স এ বিজয় রাংখলকে কে জয়মাল্য পরিয়ে ছিল ? যারা পরিয়েছিল তারা আজকে কংগ্রেসের বিরাট জায়গায় আছেন। সেই আমবাসার গণ্ডাছড়াতে বিজয় রাংখলকে কে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিল ? সেটা ভুলে যায়নি কমলপুরের মানুষ। ভুলে যায়নি ত্রিপুরার সাধারন মানুষ। আজকে এইখানে বসে বসে ইন্টারনেশন্যাল রেসপনসিবিলিটির কথা তো বললে হবেনা. আজকে দেখতে হবে এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী শক্তির, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতাকা কারা বহন করছে সেটা দেখতে হবে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে, এখানে ডিস্টার্ব এরিয়া ঘোষনা করলেই নাকি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সেই দমকা কাঞ্চনপুরে সেখানে ডিস্টার্ব এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে কি দেখছি —সেখানে উগ্রপন্থীদের হাতে আদিদাস রিয়াং, রবি রূপিনী এবং সেই কৃষ্ণ টিলাতে ফরেষ্ট কর্মীরা মারা গেলেন। কাজেই এখানে তারা ডিস্টার্বড্ এরিয়া ঘোষণা করে এই জোনকে এই ট্রাইবেল জোনকে একটি পারমানেন্ট প্রিজন্ এ পরিনত করতে ষড়যন্ত্র করছেন। তারা চাইছেন এই জোনকে ভারতবর্ষের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। আজকে মিলিটারী এলে কি হবে ? হোইসেল দিয়ে নারী পুরুষ সকলকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে বলবে যে তুমি উগ্রপন্থী তোমাকে বুটের লাথি মারবে বেয়নেট মারবে আর মা বোনদের উপর চলবে অত্যাচার কাজেই আমাদের এই সব দাবী ছেড়ে দিতে হবে। ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষনা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। আসুন আমরা সকলে আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে

আন্তর্জাতিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবিলা করি। আর যারা আপনাদের দলে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতাকা বহন করছে গোপনে তাদের চিহ্নিত করে বের করে দিন দল থেকে। তাহলেই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পরাস্ত হবে। এবং এটাই হবে এই সমস্যার সমাধানের এক মাত্র পথ। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আজ বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার : — আমি, এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তো দূরের কথা, অন্য মন্ত্রী-রাও কেউ নেই।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য, সব মন্ত্রীই আছেন এবং এক্ষুনি আসছেন, কাজেই আলোচনা শুরু করতে আপত্তি কোথায় ?

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমার যে বক্তব্য আমি রাখতে চাইছি, সেটা হচ্ছে গত ৫ তারিখে এই বিধান সভা চলাকালীন কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী সুধীর মজুমদার মহোদয় একটা প্রস্তাব এনেছিলেন এবং সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাউস একমত হয়েছিলেন যে ওটা নিয়ে একটা আলোচনা হবে এবং তাতে ভারপ্রাপ্ত মুখমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রস্তাবটা আলোচনা হবে, অথচ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না, এটা কখনও হতে পারে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি মূল বিষয়ের উপর আলোচনা করুন। উনারা যে দুই জন এ্যাডজার্নমেন্ট মোশান দিয়েছিলেন, সেগুলি এ্যাড-মিটেড হয়নি। কিন্তু হাউসের সদস্যদের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এই আলোচনায় আপনারাও অংশীদার হতে পারেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— স্পীকার, স্যার, আমার বকতব্য হচ্ছে একটা প্রোপজ্যাল যখন আলোচনার জন্য এসেছে, তখন শুধু আলোচনাই হল, অথচ কোন ডিসিশন নেওয়া হল না, তাহলে সেটার আলোচনা করে লাভ কি ?

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা করার উদ্দেশ্য তো সরকারকে সতর্ক করে দেওয়াও হতে পারে ।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যখন মরন যন্ত্রনায় আঁতড়াচ্ছে, আজকে যেখানে এই রাজ্যের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই, এই যে এত সব নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল, তার পুনরাবৃত্তি যাতে ভবিষ্যতে না ঘটতে পারে; তার জন্য একটা সিদ্ধান্ত থাকবে না; এর চাইতে দুঃখের আর কি ব্যাপার থাকতে পারে ? আজকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, আর আমরা বসে বসে সেগুলিকে তামাসার মতো দেখছি, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করতে পারব না, এটা কি জনসাধারণ যারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, তারা মেনে নেবে ? তারা কখনও এটা মেনে নেবে না, তাই আমাদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে একটা সর্ব সম্মত প্রস্তাব এনে, তার উপর আলোচনা করে, সেটাকে গ্রহণ করতে হবে । একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় ।

শ্রীরসিক লাল রায় : — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে যে বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনাটা চলছে, তা অত্যনত দুঃখজনক । ২৯ শে আগষ্ট ১৯৮৬ ইং সনে কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে যে একটা নারকীয় ঘটনা হয়ে গেল, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম এই ধরনের ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে এই একটাই নয়, এর আগেও এই এই ধরনের অনেক ঘটনা এই রাজ্যে ঘটে গিয়েছে । আমার ধারনা, যে এই ঘটনা ঘটবে এটা বামফ্রট সরকার পূর্ব থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কারা এই ঘটনা ঘটাবেন তাও এই সরকারের কাছে ইন্‌ফরমেশান ছিল এবং এই ধরনের ইমফ্রমেশান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে দুষকৃতিকারীদের উপর কোন এ্যাকশান না নেওয়া হয়, তার একটা হিসাব করে টি, এস, আর, কে অনেক আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছে । টি, এস, আর সেখানে গিয়ে কাদের সাহায্য করলেন, সেই

সম্পর্কে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে, কোন বক্তব্য রাখা হল না। গত দিন এই সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল, তাতেও কেউ এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেন নি। তাই আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট দল এবং তার দলীয় লোকদের স্বার্থে এটা করতে গিয়ে কত রকমের কাল্পনিক গল্প ছড়িয়েছেন, যার ফলে আমরা জানতে পারলাম যে ঐ কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুরে ১৪ জন লোক মারা গিয়েছে এবং আরও ৫ জন ইনজুর্ড হয়ে আসপাতালে আছেন। ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে পুলিশের ব্যর্থতার জন্য এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। এই যদি হয়, তাহলে এই মন্ত্রী মহোদয়ের কি পদত্যাগ করা উচিত ছিল না? এখনও তিনি কোন অধিকারে গদীকে বসে আছেন? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা আর একটা লক্ষনীয় জিনিস দেখলাম, সেটা হল যে দিন এই ঘটনাটা ঘটলো সেই দিনই আমাদের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় একটি দোকান উদবোধন করতে গিয়েছিলেন, জানিনা ঐ দোকানটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা শুধু আমার একার অভিযোগ নয়, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের অভিযোগ যে ত্রিপুরাতে এমন একটা ক্লীব লিঙ্গ সরকার প্রতিষ্টিত রয়েছে, যে সরকার শুধু মানুষকে খুন করে চলেছে, আর যারা খুন করছেন তারা বামফ্রন্টের পুষ্যপুত্র।

আমাদের মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয় এখানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি সেখানে মিজোরামের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বি. এস. এফ. পাঠান মানুষকে খুন করার জন্য নয় ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু বি. এস এফ. সেটা করতে পারছে না এই বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতার জন্য। কাজেই তিনি যে মিজোরামের কথা বলেছেন—মিজোরামে কি হয়েছিল ? মিজোরামে খুন সন্ত্রাস হত্যা সেখানে তাদের ক্ষমা করা হয়নি। আমাদের মাননীয় ডেপুটী স্পীকার সেই কথাও বলেছেন। সেখানে কংগ্রেসের সরকার ছিল তাই আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী লালডেংগাকে মুখ্য মন্ত্রী করে দিলেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য দেখি তুমি মানুষকে খুনের হাত থেকে বাঁচাতে পার কি না। সেখানে কংগ্রেস সরকার থাকার ফলেই সেটা তিনি করতে পেরেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপ করুন ।

শ্রী রসিকলাল রায় — স্যার, আমি সংক্ষেপেই বক্তব্য রাখছি । স্যার, আমাদের কথা হল সেখানে সেই ১৪ জনকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বামফ্রন্ট সরকার খুন করিয়েছেন বিগত '৮০ জুনের দাংগার মত । স্যার এ এই সংগে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকারের থাপ্পলদারদের আমরা গত '৮০র দাংগার সময় সেই সব উগ্রপন্থীদের এলাকায় যেখানে সাধারন মানুষ যেতে পারত না সেখানে বামফ্রন্টে বিধায়কেরা যেতে পারতেন এবং তাদের সহায়তায় শরনার্থীদের নাম করে সেই সব থাপ্পলদারদের সহায়তায় সেই সব উগ্রপন্থীদের রেশনের চাউল পাঠিয়ে দেতেন । কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে শ্রী রামপুরের ঘটনায় এটা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে সেখানকার খুন কারা করেছে । কাজেই ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা — মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে আগষ্ট কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে যে ১৬ জন লোককে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে সেই সব নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানায় এবং যারা এই ঘটনা করেছে তাদের তীব্র ঘৃণা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি । মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই সভায় গত ৫ তারিখ শ্রীরামপুরে টি, এন, ভি, র দ্বারা যে ১৪ জন মানুষ নিহত হয়েছে তার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করার জন্য এই হাউসে নীরবতা পালন করা হয়েছে । সেই ৫ তারিখের একটি ঘটনা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি তুলে ধরছি তিনি বলেছেন যে এই ঘটনা টি, এন, ভি, র দ্বারা হয়নি, এই ঘটনার জন্য দায়ী কিছু দুষ্কৃতকারী । তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপনার বক্তব্যের সংগে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্যে একটা অমিল রয়ে গেছে । এবং আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এই বক্তব্যের দ্বারা তিনি দুস্কৃতকারীদের কথা বলে প্রকারন্তরে টি, এন, ভি, কে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা করছেন । . মিঃ স্পীকার স্যার, তাছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে, সেই ঘটনার দুই দিন আগে বলা হয়েছে যে সরকার থেকে বলা হয়েছে যে এই সব

উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বি, এস, এফ, দিচ্ছে না এবং রাজ্য সরকারকেও এর মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ পুলিশ বাহিনী গড়ার জন্য অনুমতি দিচ্ছেন না অথচ আমরা দেখছি সেখানে ২ / ৩ শত সি, আর, পি, মোতায়েত করার পরেও সেখানে এই রকম একটা নৃশংস ঘটনা ঘটে গেল। আর এই প্রসঙ্গে একটু আগে আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় বলে গেলেন যে, সেই উগ্রপন্থীদের উপজাতি যুব সমিতি আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু আমি প্রমাণ দিতে পারি যে সেখানে সি, পি, এম, (ই) তাদের আশায় দিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটছে ২৯শে আগষ্ট। তার আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট সেই এলাকার সি, পি, এম, গাঁও প্রধান এর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করেছে, সেখানে তারা চাঁদা আদায় করেছে। এই সব কথা সেই গাঁও প্রধান কিন্তু পুলিশের কাছে আগে প্রকাশ করে নাই। বা চাঁদা আদায় করে যে রসিদ দিয়েছিল সেই রসিদও পুলিশের কাছে থানায় জমা দেয় নাই—ঘটনাকে গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদি সে পুলিশের কাছে এই উগ্রপন্থীদের চাঁদা আদায়ের ঘটনার কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করত তাহলে হয়ত সেদিনের সেই ঘটনা ঘটত না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তখন এই সব কথা জানা গেল। কাজেই উগ্রপন্থীদের কারা আশ্রয় দেয় এর দ্বারাই প্রমাণ হয়। আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন যে এর জন্য রাজনৈতিক সমাধান চাই। আমরাও রাজনৈতিক সমাধান চাই কিন্তু এইগুলি রাজনৈতিক সমাধানের পথ নয়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে কেন্দ্র থেকে সি, আর, পি, দিচ্ছে না বি, এস, এফ, দিচ্ছে না, কিন্তু এই সব উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য কি পরিমান সি. আর, পি, বি, এস, এফ দরকার সেই কথা কিন্তু আজও প্রকাশ করছেন না। এই প্রসঙ্গে তাদের কোন সুসপষ্ট বক্তব্য নাই। শুধু কেন্দ্র দেয়না, এই কথাই বলছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, গত' ৭৯ সালে উত্তর প্রদেশে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে সেখানে খুন সন্ত্রাস হয়েছিল তখন তার প্রতিবাদে বিরোধী পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবী করা হয়েছিল, এবং তিনি সেটা করেছিলেন গনতন্ত্রকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে আমাদের এই ত্রিপুরায় আজকে কত লোক যে খুন হচ্ছে কত যে নারী নির্য্যাতন হচ্ছে কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী নির্বিকার এমন কি ত্রিপুরার জেলখানার মানুষ খুন হর্চ্ছে। কিছুদিন আগে কেরালায় জেলখানার মধ্যে একজন খুন হয়েছিল তখন সারা ভারতবর্ষ এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল তখন-

কার বিরোধী দল নেতা এবং বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীও এর প্রতিবাদে চিতকার করেছিলেন কিন্তু আজ— ? আজ ত্রিপুরাতে জেলের ভিতর অনেক খুন হয়েছে, নারী নির্যাতন হয়েছে কিন্তু তিনি নির্বিকার ভাবে গদিতে বসে আছেন। অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়েছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা আজকে কাদের শাসনে চলছে গিয়ে দেখুন দক্ষিণ ত্রিপুরায়, সেখানে সমস্ত বিছু টি, এন, ভি, রাই শাসন করছে।. ত্রিপুরাতে কোন প্রশাসান আছে এই কথা মনে হয় না কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার জনগনের দাবী মেনে নিয়ে— যে ভাবে মানুষ খুন হচ্ছে নারী নির্যাতন হচ্ছে তার জন্য আজকে এই প্রশ্ন উঠেছে।

তার জন্য জনসাধারনের রায়কে মেনে নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই ব্যাপারে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি যাতে এই সমস্ত ঘটনা পুনবার না ঘটে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে বিষয়টির উপর আলোচনা চলছে সেটা গত ২৯শে আগষ্ট কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর গ্রামে টি, এন, ভি, উপস্থীদের দ্বারা ভয়াভহ ঘটনা ঘটে যা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই আলোচনায় বিরোধী গ্রোপের মাননীয় সদস্যারা যেভাবে হৈ চৈ করছেন সেটা তারা করতে পারতো না যদি ঐ ঘটনার সময় তারা সেখানে উপস্থিত থেকে দেখতেন এবং আমার আশা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে তাদের মধ্যেও মানবতাবোধ ফিরে আসতো। আমি খুব মর্মাহত। এই ঘটনায় ১৪ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। এই ১৪ জনের মধ্যে আমার ৫/৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে, যে ১৪ জন নিহত হয়েছেন যাদেরকে আমরা শহীদ বলছি তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে পরবর্ত্তী সময়ে যখন সতকারের জন্য আমাদের কর্মীরা ডেড্ বডি নিয়ে চলছেন তখন শ্রীরামপুরের কিছু লোক জোর করে এই ডেড্ বডিগুলি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল। শহরের কোন কোন অঞ্চলে আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আলোচনা কালে শ্যামাচরণ বাবু অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আমরা কি জানি না কাদের হাতে এই টি, এন, ভি

এর জন্য, কারা মদত্ দিচ্ছে ? শ্যামা চরণবাবু কি বলতে পারেন যে শ্রীরামপুরের রুহি দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, প্রফুল্ল দেববর্মা তারা টি, এউ, জে, এসের লোক নয় ? তারা টি, এন, ভি'র নামে চাঁদা তুলেন না ? এরা টি, ইউ, জে এসের স্বক্রিয় কর্মী। সনজয় দেববর্মা, রাম চন্দ্র দেববর্মা, কিরণ দেববর্মা, কাজল দেববর্মা তারা কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসের লোক। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর উপজাতি জনসাধারণ এবং পুরানো কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগীতায় ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেখানে কংগ্রেসের গাও প্রধানও আছেন। এই ঘটনা ঘটার সংগে সংগে যদি পুলিশ আসতো তাহলে অর্ধেক লোককে বাঁচানো যেতো। কাজেই এই ব্যাপারটা তদন্ত হওয়া দরকার। কারা জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ঘটনার পর পুলিশ যদি এদের পেছনে ঠিকমত ধাওয়া করতে পারতো তাহলে তাদেরকে ধরতে পারতে।

স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, এই ঘটনার পর এই অঞ্চলে শান্তিকামী মানুষের স্বার্থে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যখন শান্তিকমিটি আপ্রান চেষ্টা করছেন, তখন ঐ কংগ্রেস (আই) এর সদস্যারা গ্রামে গ্রামে মানুষের মধে ভীতির সঞ্চার করছে। কিছু ট্রাইবেলের নাম বলে ডেগার নিয়ে ঘুরছে। মাননীয় কংগ্রেস (আই) সদস্যরা কি অস্বীকার করতে পারবেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের উপ প্রধান শ্রী উপেন্দ্র সরকার ও তার দলের লোকেরা ডেগার নিয়ে ঘুরছে না ? বলছে না, 'আমরা আর কত সহ্য করব ? এবার ট্রাইবেল কাটতে হবে ?' ট্রাইবেলের নামে নানা রকম শ্লোগান তোলা হচ্ছে। ওরা আজকে স্কুলে যেতে পারছে না, হাটে যেতে পারছে না। একটা ভয় ভীতির মধ্যে চলছে। শান্তি কমিটির লোকেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনছে। আমরা ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের সাথে, কমলপুরের শান্তিপ্রিয় মানুষ শ্রীরামপুরের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড যা উপজাতি যুব সমিতির মদতে সৃষ্টি টি, এন, ভি, কংগ্রেস (আই) এর স্নেহপুষ্ট টি, এন, ভি, করেছে তা সত্বেও শ্রীরামপুর অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমরা সেখানকার মানুষদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এইভাবে উপজাতি যুব সমিতির নাম দিয়ে উনি যা বলছেন তাঁ কি উনি প্রমান করতে পারবেন ?

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। মাননীয় সদস্য, আপনী আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বিভু কুমারী দেবী।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কিছুক্ষণ আগে এই লাঞ্চ ব্রেকের আগে আমার ফ্রেণ্ড খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। উনি এত সুন্দর বলেছেন যে, তাতে আমি মনে করি, এ রকম ল' ইয়ার বা উকিল পেলে আপনারা কোন কেইসে হারতে পারবেন না। একটা কথা আছে, 'বুদ্ধির তথ্য দিয়ে সব কিছু হয় না'। আপনাদের বুদ্ধি আছে। আপনারা বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বুঝাতে পারেন, সাজাতে পারেন। আমি সেটা পারি না। The very faet is that the statement of Dy. Chief minister was stated in item No. 4 of the business of the house then. Mr Speaker Sir, every member had a right to move a substitute motion. Discussion allowed by you means in Parliamentary ethics that it be taken into consideration. Reference, Kaul and Sakhadar—Page—571. What is amendment :- There should be a Judicial inguiry to ascertain on the face of information.

Mr. Speaker :— মাননীয়া সদস্যা, আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না। আপনি অথবা সময় নষ্ট করবেন না।

Shri Dasharath Deb : — The decision has been given by the Hon'blc Speaker on a certain point. Members have got no right to challenge it.

Maharani Bibhu Kumari Devi :— Sir, this is my request It

is my democratic right to speak, I think so. And we, doway like to have a judicial inquiry into the Kamalpur incident to ascertain the case with the information that ware received. I am just letting you know, that the extremists were moving around the area. It was evident from the I. B. and S. I. B. and other secret sources that they had informed the Govt. of this possibility.

From Press Report it is evident that there was continuous combing operation in the area for the last few days, in fact, even on the day of,occurance. It is a terrible gruesome murder.

It is reported that within 15 minutues of the occurance of this grisly carnage, Police was informed. But they went to the spot 2½/2 hrs later.

It proves that the distance between the place of gruesome attack and the Thana was less then 15 minutues walking distance.

Lastly, the people of Kamalpur and we had full confidence in your Government. But folloing the gruesome murder, they feel that your ministry here has got no right to be in the office. In such a case in U.P, Mr. B.P. Singh's Congress ministry with full majority resigned from the Govt.

But I don't think such sort of thing will take place here. It will be a high idealism. I have never seen this things here. But what our friend has sasd is not true. There are lots of proof of such mass killing. The people of Tripura can prove it.

I would like to bring it is the notice of your august ehair that

I always friend that there is a communal problem which is gradually getting up. Sir I attended the "Tauidu Conference" by invitation to attend a enltaral function. Kamalpur—Ambasa is an incident of Barkhy Hallom. Let me put this in right perspective Barkhy Hallam had their sitting here and there or anywhere in Tripura. It is an old institution Which does not command any political organization. Hallam means—fighter of the soil.

Sir, I would request you not to allow your members to speck with this sort of communal tone which is called Pahari-Bangali feeling." This "Pahari-Bangali" feeling has bee got into this House by your members. This is my request to you, I am not asking any explanation.

I am to end here, Sir, knowing very well that we have a very good Dy. Chief Minister who is the head of this House and he would give us the right dicision. But I think he should took into the right perspective instead of acting in a drama and a theatre to expose the political strength of any path. Thank you.

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— বামফ্রন্ট বলছে টি, ইউ, জে, এস, এই রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্য্যে লিপ্ত রয়েছে, অপরদিকে টি, ইউ, জে, এস, বলছে সি, পি, আই (এম) এই রাজ্যে উগ্রপন্থী কার্য্যে লিপ্ত আছে, এই ভাবে একে অপরের উপর দোষারূপ করে কি এ্যাক্সট্রিমিট সমস্যার সমাধান করা যাবে ? এই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে কোন সরকারই এ্যাক্সট্রিমিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। ভারতবর্ষে এই ধরনের কোন নজীর নেই। স্বতরাং রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক কার্য্য কলাপ পরিহার না করলে শুধু উগ্রপন্থী সমস্যাই নয়, কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয় ! স্যার, আমরা পত্র পত্রিকাতে দেখেছি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে পুলিশ ঠিকমত কাজ করছে না। পুলিশের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব

এড়িয়ে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার যদি নিজেই পুলিশের করতে চায় তাহলে পুলিশ অফিসার কেন কাজ করবে? ভেরিফিকেশান কি মিনিষ্টার করবেন নাকি পুলিশ করবে? এই বিষয়গুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে রাজ্যে ল' এণ্ড অর্ডার বলতে কিছুই নেই। এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা বাসীর নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ। সুতরাং তাদের ক্ষমতায় বসে থাকার আর কোন অধিকার নেই, আপনাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, উনার বক্তব্যে বলেছেন যে, উপজাতি যুব সমিতির গাঁও প্রধান, তাদের সমর্থকরা উগ্রপন্থীদের সাহায্যে এই কাজ করেছে। উনি আমাদেরকে দোষারূপ করে বলেছেন আমরা গিয়ে এই ঘটনাটি দেখেনি। কিন্তু, আমরা কি করে যাব? আপনারা সেখানে টেনশান সৃষ্টি করে রেখেছেন। পশ্চিম মহারাণীর মত জায়গাতে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে নগেন্দ্র জমাতিয়া, খুনী, শ্যামা চরণ ত্রিপুরা খুনী বলে শ্লোগান দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে যাব? কংগ্রেস (আই) নেতা নরেশ বাবু সেখানে গিয়েছেন। কিন্তু তাকে নানা ভাবে টিটকারী করা হয়েছে এই হাউসে। এই ভাবে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বিগত সর্বদলীয় বৈঠকে সমস্ত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী সমস্ত প্রস্তাবগুলিই নাকচ করে দিয়েছেন। এই ভাবে উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (আই) দলের উপর দোষারূপ করে আগামী দিনে ট্রেজারী বেঞ্চে থাকতে পারবেন না, সমস্ত আসন গুলিই আপনাদের হারাতে হবে। সুতরাং আপনাদের এই সমস্ত দৃষ্টিভংগী পরিহার করুন। পরস্পরের প্রতি দোষারূপ করলেই এ্যাক্টিমিষ্ট সমস্যার সমাধান হবে না. এর একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা দরকার। শ্রীরামপুরের ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক, ১৯৮০ ইং সালের জুনের দাঙ্গার পর আর এত বড় ঘটনা ত্রিপুরাতে হয় নি। এই বেদনাদায়ক ঘটনা দলাদলি করে সমাধান হবে না। আমি এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আবেদন রাখছি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছেড়ে এ্যাক্টিমিষ্ট সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানে এগিয়ে আসুন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি. স্পীকার : আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ বোধ করছেন, তিনি বসে বলার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন আমি অনুমতি দিয়েছি তিনি বসে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৯শে আগষ্ট টি, এল, ভিরা যে ঘটিয়েছেন সেটা খুব মর্মান্তিক এবং ঘটনার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা আমি খুজে পাচ্ছি না। এই ঘটনা সম্পর্কে আমি ইতি পূর্বেই ৫ তারিখে একটা প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটা বিবৃতি এই হাউসের সামনে আমি দিয়েছি এবং তখন এই কথাও বলা হয়েছে যে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এটাকে টেকেল করার জন্য তাদের উপর দায়িত্ব ছিল তাদের দিক দিকে প্রমট্লি এ্যাক্ট করার দিক থেকে কিছু গাফিলতি আছে কিনা, কিছু ত্রুটি আছে কিনা এটা তদন্ত করে সরকারের কাছে উপস্থিত করার জন্য আই, জি, পিকে একটা নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই নির্দেশ মতো আই, জি, পি প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে গত রাত্রে রিপোর্টটা দাখিল করেছেন। আমি সেই রিপোর্ট পরে আসবো। প্রথমতঃ এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন এই রকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার খবর পেয়েও উপ-মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ছুটে গেলেন কেন এই প্রশ্ন তারা তুলেছেন। হ্যাঁ, তাঁরা তুলতে পারেন কারন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতার প্রগ্রাম আরো কয়েক সপ্তাহ আগের থেকেই করা হয়ে আছে এবং এটা ঘোষিত হয়ে আছে সেই অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী সবাই এখানে আমন্ত্রণ করা আছে এবং সেই অনুযায়ী ৩০ তারিখ আমি যখন এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম ফাষ্ট ফ্লাইট ধরার জন্য তখন রাত্রিতে আমার টেলিফোন অচল ছিল বলে আমি রাতে কোন সংবাদ পাই নি। তবে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ১১/১২ টার সময় চেষ্টা করেছেন বলে তারা পরে বলেছেন এবং আমার বাড়ীর টেলিফোনের গোলমাল সম্পর্কে আমি মিটিং-এ বলেছিলাম যে মোষ্ট অব দি টাইম মাই টেলিফোন ডিড নট ওয়ার্ক। ডিরেক্টার অব টেলিফোন যেখান থেকে লোক পাঠিয়ে চেক্ আপ করিয়েছেন এবং এখন সম্পূর্ণ আলাদা কানেকশান দিয়েছেন এই ব্যাপারে আর ত্রুটি দেখা দেয়নি কিন্তু তখন ত্রুটি ছিল কাজেই এয়ারপোর্টে গিয়ে যখন খবর পেলাম তখন হবে না, এবং একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা দরকার। শ্রীরামপুরের ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক, ১৯৮০ ইং সালের জনের দাঙ্গার পর আর এত বড় ঘটনা ত্রিপুরাতে হয় নি। এই বেদনাদায়ক ঘটনা দলাদলি করে সমাধান হবে না। আমি এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আবেদন রাখছি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছেড়ে এ্যান্টিট্রাইবালিষ্ট সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানে এগিয়ে আসুন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

কক বরকঃ—

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার এই ঘটনা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যানি অনেক বেশী আগাগাই থাংখা। এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা এবং দুঃখের। কারন তাবুক পর্যন্ত আসাক বরক একসঙ্গে থাইয়াখ। কাজেই সেই দিয়া আ কক্ সানা থাংখানি বিভিন্ন টি, ইউ, জি, এস, বা কংগ্রেস-নি তরফ থেকে বরগনি আগিনি যে পুরানো কক্ অ কাচামন বরগ সীমাবদ্ধ তংখ। অর' কোন আইন শৃংখলা কারাই, ত্রিপুরা রাজ্যে অ রাষ্ট্রপতি শাসন নাই অ বরগ যেমন কাথাই নায়না। হানাই নরেশ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য যারা থানাই বরগ আর' জায়গা-অ থাংগাই ত নাযলায়া বরং রাষ্ট্রপতি শাসন নি শ্লোগান তাসাই রাথা। অবুক সাঅ আইন শৃংখলা কাবাইনি ফলে। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল- ব সাঅ যে, উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান খালাই মানগালাক। কাজেইন' পরিস্কার খালাইদি। এই যে একই কক। আগিনি আ একই কক্ যারফলে স'রা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরি ঘুরি বরগ বামফ্রন্ট সরকার, চিনি কাজ বঁধা সৃষ্টি খালাই ফাইঅ বরগ। পদত্যাগ খালাইদি হানাই সামানি বামফ্রন্ট সরকারন সারা ভারতবর্ষানি যে সমস্ত এলাকা পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্যন্ত সে এলাকা তংখানি আর যে খালাইমানি আর সাব খালাই? বামফ্রন্ট সরকার খালাইঅ, না কংগ্রেস সরকার খালাইঅ?

বামফ্রন্ট সরকারন' পদত্যাগ খালাইদি হানাই সামানি কিন্তু নরগ তাম সায়া আং কেন্দ্র সরকারান প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী নাং পদত্যাগ খালাইদি। তাম আংগাই অ কক্ নরগ সায়া? তাম আংগাই সায়া আং? অ কক্ সানানি ক্ষমতা বরগনি কারাই। বরগ ন অধিকার তংগ সামান্য। অথচ স্পীকার বিধানসভা চালুগাই তংগ, স্পীকার, ন অনুরোধ পর্যন্ত খালাইয়া। কেন্দ্র গর্ভনমেন্ট খানি বরগ দাবী খালাইঅ অথচ অর স্পীকার ন, সকল বাইনুক জায়গা বরগ। বুইনি অধিকারন হরন খালাইনাই একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য অ তংগ কংগ্রেস (আই) তাই টি, ইউ, জি, এস। বরগ বরক রাথ রনাই, বরক খুন খালাইনাই, বরগ সমস্ত বরক খুন খালাইনানি চেষ্টা খালাইনাই।

তাবুক সে সমস্ত ঘটনা ঘটোরী নাই সমস্ত কিছু ন' এই টি, ইউ, জি. এস, এবং কংগ্রেস (আই)। তাম অাংগাই বরগ তাবুক পর্যন্ত অাং। আবন প্রমান অাংগ যে বরগন ইন্ধন রীনাই টি, এন, ভি, বগন সমস্ত রকম মদত রীনাই আবন প্রমান অাংগ আবন সেই দিক দিয়া উচিত রাজীব সকরার যে. কাণ্ড কারখানা খীলাঅই তংমানি নরগ-নি মাধ্যাম নরগ-ব' অন্তত পদত্যাগ খালাই নানি. তাই রাজীবসরকার পদত্যাগ খীলাই-নানি, তাই রাজীব সরকার পদত্যাগ খালাইনানি উচিৎ তংমানি। এবং নরগ যে চিন্তা খীলাইমানি বিজয় রাংখল ন.মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে আচুকরীনা হ´নয় যে চেষ্টা খীলাইয়ানি আব বামফ্রন্ট সরকার তংসাক ক্লোন দিন সম্ভব অাংগালাক। গণতন্ত্র বিরোধীয় বামফ্রন্ট সরকার। লালডেঙ্গান' যেভাবে গণতন্ত্রন হত্যা খীলাইয়ুই মিজোরাম মুখ্যমন্ত্রী খীলাইমানি আব একেবারে অগনতান্ত্রি কারন, এই দিক দিয়া চিন্তা খীলাই সাঅ বরকনি অধিকারন রক্ষা খীলাই গণতান্ত্রিক ন রক্ষা খীলাই, চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে অন্তত সুখে শান্তিতে যে বরক বাস খীলাই মাননানি বাগাই যতন আলাপ আলোচনানি মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নাওয়ামু হীনয় আশা খীলাই অাং অরন' আনি বক্তব্য শেষ খীলাইখা।

— বঙ্গানুবাদ —

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ঘটনাগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় করে তুলছে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের এবং নিন্দনীয়। কারন এখন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এত লোক মারা যায়নি। কাজেই এই দিক দিয়া বলতে বাধ্য হচ্ছি যে. টি, ইউ, জি, এস, এবং কংগ্রেস (আই)রা এখনও এই সব পুরানো কাজে লিপ্ত আছে। এখানে কোন আইন শৃঙ্গলা নেই বলে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন দাবী করছে। যেমন যারা এ ঘটনায় মারা গেছেন তাদের দেখার জন্য নরেশ ভট্টাচার্য্য সেখানে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে জায়গায় তিনি যাননি। বরং না গিয়েই দাবী করছেন রাষ্ট্রপতি শাসন। উনারা এখানে বলছেন আইন শৃঙ্গলা না থাকার ফলেই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখলও এ কথা বলেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে পরিস্কার থাকা উচিৎ। সে কথা বলে এরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পদ-ত্যাগ করাব জন্যও বলা হচ্ছে। তবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন পাঞ্জাব,

আসামের মধ্যে উগ্রপন্থী যে, কার্য্য-কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এটা কারা করছে? বামফ্রন্ট সরকার না কংগ্রেস সরকার? বামফ্রন্ট সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য বলছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজীব গান্ধীকে কেন বলা হচ্ছেনা, পদত্যাগ করার জন্য? কেন বলতে পারছেন না? কেন বলছেন না? এ কথা বলার ক্ষমতা এদের নেই। এদের সামান্য ক্ষমতা। অথচ স্পীকার বিধানসভা পরিচালনা করছেন, উনাকে ত অনুরোধ করতে পারতেন। কিন্তু এরা কেন্দ্র সরকারকে চোঁখে দেখছেন না। অন্যের অধিকার হরন করছে একমাত্র টি, ইউ, জি, এস, এবং কংগ্রেস (আই) এরা মানুষ মারছে, খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, সমস্ত রাজ্যের মানুষকে মারার চেষ্টা করছে। এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সবই টি, ইউ, জি, এস এবং কংগ্রেস (আই) মদতে। সেই দিক দিয়া উচিৎ রাজীব সরকার যে কাণ্ড কারখানা করে যাচ্ছেন, তার জন্য এরা পদত্যাগ করা উচিৎ। উনারা যে চিন্তা ধারা করছেন বিজয় রাংখলকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য এটা বামফ্রন্ট সরকার থাকা কালীন কোন দিন সম্ভব হবে না। গণতন্ত্র বিরোধী নয় বামফ্রন্ট সরকার। লালডেঙ্গাকে যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে সেটা কিছুতেই মানা যায়না। এসব চিন্তা ধারা করেই বলছি, যদি অধিকার রক্ষা করতে হয়, আর গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়, যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ, এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ বোধ করছেন, তিনি বসে বলার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন আমি অনুমতি দিয়েছি তিনি বসে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রী দশরথ দেব :— মি স্পীকার স্যার, গত ২৯শে আগষ্ট টি, এন, ভরা যে ঘটনা ঘটিয়েছেন সেটা খুব মর্মান্তিক এবং এই ঘটনার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা আমি খুজে পাচ্ছি না। এই ঘটনা সম্পর্কে আমি ইতি পূর্বেই ৫ তারিখে একটা প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটা বিবৃতি এই হাউসের সামনে আমি দিয়েছি এবং তখন এই কথাও বলা হয়েছে যে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এটাকে টেকেল করার জন্য তাদের উপর দায়িত্ব ছিল তাদের দিক থেকে প্রমট্‌লি এ্যাক্ট্‌ করার দিক থেকে কিছু গাফিলতি আছে কিনা, কিছু ত্রুটি আছে কিনা এটা তদন্ত করে সরকারের কাছে

উপস্থিত করার জন্য আই, জি, পিকে একটা নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই নির্দেশ মতো আই, জি, পি প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে গত রাত্রে রিপোর্টটা দাখিল করেছেন। আমি সেই রিপোর্ট সম্পর্কে পরে আসবো। প্রথমত: এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন এই রকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার খবর পেয়েও উপ-মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ছুটে গেলেন কেন এই প্রশ্ন তারা তুলেছেন। হ্যাঁ, তাঁরা তুলতে পারেন কারন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতার প্রগ্রাম আরো কয়েক সপ্তাহ আগের থেকেই করা হয়ে আছে এবং এটা ঘোষিত হয়ে আছে সেই অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী সবাই এখানে আমনত্রন করা আছে এবং সেই অনুযায়ী ৩০ তারিখ আমি যখন এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম ফাষ্টফ্লাইট ধরার জন্য তখন রাত্রিতে আমার টেলিফোন অচল ছিল বলে আমি রাত্রে কোন সংবাদ পাই নি। তবে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ১১/১২ টার সময় চেষ্টা করেছেন বলে তারা পরে বলেছেন এবং আমার বাড়ীর টেলিফোন গোলমাল সম্পর্কে আমি মিটিং-এ বলেছিলাম যে মোষ্ট অব দি টাইম মাই টেলিফোন ডিড নট্ ওয়ার্ক। ডিরেকটার অব টেলিফোন সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে চেক্ আপ করিয়েছেন এবং এখন সম্পুর্ণ আলাদা কানেকশান দিয়েছেন এই ব্যাপারে আর ত্রুটি দেখা দেয় নি কিন্তু তখন ত্রুটি ছিল কাজেই এয়ারপোর্টে গিয়ে যখন খবর পেলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কনট্রাকট্ করা হয় এবং তিনিও আমার সঙ্গে কনট্রাকট্ করেছিলেন এবং উনাকে বলা হলো যে আপনি চলে যান, উনিও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছেন এবং আমার কলিক মনত্রীদের মধ্যে যাতে কেউ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং বিষয়টা ভাল করে দেখে কি প্রিকোয়েশান নেওয়া যায় এবং দুজন মনত্রী সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে গেছেন কাজেই আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার এই ঘটনায় কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি ওটা ঠিক নয়। এবং সভাবতই সব মন্ত্রীদের পক্ষে সব সময়, সময় যথেষ্ট থাকে না কারন সরকার পরিচালনা করতে গেলে তাদেব বিভিন্ন প্রগ্রাম থাকে। এক মুহুর্ত্তও আমি দেরী করিনি বিকাল ৫ টায় ৩০ তারিখ সরকারী ফাংশন শেষ হবার পর পরের দিন সকালের ফ্লাইটে আমি আগরতলায় চলে আসি। সেদিন প্রসিড করা একটু অসুবিধা ছিল কারন ৩১ তারিখ ত্রিপুরা বন্ধ বামফ্রণ্ট সরকার ডেকেছেন ১২ ঘণ্টা,

কংগ্রেস (আই) ডেকেছেন ২৪ ঘন্টা স্বভাবতই একজন মন্ত্রী হয়ে দায়িত্ব পূর্ণ মন্ত্রী হয়ে যদি এই বন্ধটাকে উপেক্ষা করে অমরপুরে চলে যাই তাহলে জনসাধারণের সেন্টিমেণ্টকে রেসপেক্ট্ করা হবে না কাজেই জনগণকে রেসপেক্ট্ করার জন্য ৩১ তারিখ আমি অমরপুরে যাবার প্রগ্রাম করেও যেতে পারিনি। এসে যখন শুনলাম যে ত্রিপুরা বন্ধ এবং সেই ৩১ তারিখ বিকাল বেলায় যখন আমি ট্রাংকল পেলাম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ-এর কাছ থেকে যে তিনি আসতে চান এবং আমি উনার সঙ্গে একত্রে অস্পিং স্পটে যেতে পারবো কিনা এবং সেখান থেকে হেলিকাপ্টারে ট্রাইবেল শরনার্থী ক্যাম্প তিনি দেখতে চান সাউথে। আমি এগ্রি করলাম এবং বললাম আপনি আসুন খুব ভাল আমি আপনার সঙ্গে একমপেনি করবো এবং উনি যখন বললেন যে আপনি তো অসুস্থ লোক যেতে পারবেন কিনা তখন আমি বললাম এখন পর্যন্ত যা দেখছি আমি যেতে পারবো, আপনি আসুন কাজেই আমি আর ৩১ তারিখ গেলাম না, এক সঙ্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করলাম কাজেই সেদিক থেকে আমার কোন ত্রুটি হয়েছে বলে আমি বুঝতে পারছি না। আর বাকী যে পয়েন্টগুলি উথ্থাপিত হয়েছে সব কথার জবাব আমি দেব না তবে একটা জিনিষ আমি বলতে চাই যে এই ঘটনায় পুলিশ ভারপ্রাপ্ত যারা আছেন তাদের দিক থেকে কোন গাফিলতি আছে কিনা এখনে এটার তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে আই, জি, পি'কে এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এবং এইখানে কিছু কিছু ভারপ্রাপ্ত অফিসার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে। এইটা আমরা দেখব। তবে আমরা প্রিলিমিনারী একটা সিদ্ধান্ত করেছি যে আমরা ত্রুটি যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েট ষ্টেপ আমরা নেব। কিভাবে নেওয়া হবে, কতটুকু নেওয়া হবে ডিটেইল বিচার করে ইমিডিয়েট আমরা কয়েক দিনের মধ্যে আমরা সেই ষ্টেপ নিতে পারব। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া প্রশ্ন করেছেন এই রিপোর্ট হাউসে দাখিল করা হবে কিনা। এইটা সম্পূর্ণ অফিশিয়েলি রিপোর্ট। অফিসিয়েলী রিপোর্ট ইজ অনলি ফর দি গভর্ণমেণ্ট। ইট ইজ নট ফর দি কনজামশান অফ দি পাবলিক। কাজেই কোনদিন এইটা প্রকাশ করা হবে না। এইখানে আমি একটা কথা বলতে পারি সদস্যদের ঠিক জিনিসটাকে সঠিকভাবে রিডিং করার অভ্যাসটা কম। আমি কখনই বলিনি ষ্টেইটমেণ্টে টি, এন, ভি এই কাজ করেছে। আমি

বলেছি দুস্কৃতকারী। যারা অপকর্ম করে দুস্কৃতকারীরা তাদের মিসক্রিয়েন্ট হিসাবে ধরা হয়। মিসক্রিয়েন্ট বলতে ইট ইজ নট টি, এন, ভি। এইটা বুঝায়না। কাজেই এইখানে ভুল রিডিং করা হয়েছে। এখানে অনেকে দাবী করেছেন যে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং করাপশান কেইসে রিজাইন করেছেন। তিনি কি জন্য রিজাইন করেছেন এইটা বিতর্কিত। মে বি রিজাইন করার কারণ কেন্দ্রে মন্ত্রী বানানোর জন্য হতে পারে, মে বি তিনি যদি চীফ মিনিষ্টর থাকেন তার দলকে একত্রিত করে রাখা যাবে না। সেদিক দিকে আমি যেতে চাইনা। সেটা তাদের ব্যাপার। তবে আমি বলতে পারি এইটা রিজাইন করার কোন প্রশ্ন উঠেনা। কারন সরকার পক্ষ থেকে সেখানে ত্রিপুরা ষ্টেইট রাইফেলস, দুটো ইউনিট রাখা হয়েছে, ৮টি ভেহিক্যাল্‌স রাখা হয়েছে। সরকারের কাছে কিছু কিছু খবর এসেছিল নর্থ ডিসট্রিক্টে বিশেষ করে কমলপুর এবং কৈলাশহরে এই এলাকায় নিয়ে কিছু এ্যাক্‌সট্রিমিষ্ট আনাগোনা করছে। খবর পেয়ে তখনই আমরা সেখানে দুটো ষ্টেইট রাইফেল্‌স ইউনিট রাখা হয়েছে, ভেহিক্যালস্‌ রাখা হয়েছে যাতে কুয়িক্লি মুভ করতে পারি এবং খবর পেয়ে বি, এস, এফ, থেকে কম্যানডেন্ট আরর্মি অফিসাররা, সি, আর, পি, এফ, বি, এস, এফ পুলিশের গুরুত্বপুর্ণ অফিসাররা তাদের দুইদিন আগেই রিপোর্ট করা হয়েছে। সরকার থেকে কোন ধরণের আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে আমরা যে বসে আছি এই অভিযোগ ঠিক নয়। কারন সব প্রস্তুত। তার আগের দিন কম্বিং অপারেশন করা হয়েছে। আমরা জনজীবনকে রক্ষা করার জন্য উদাসীন এই অভিযোগ ঠিক নয়। অন্য কোনখানে লেপ্‌সেস থাকতে পারে। এইটার জন্য ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠে না। এইটা ব্যার্থতা হয় তাহলে আমি বলব কেরালা, পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরা। যেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এখানে দুটো জায়গাতে বামফ্রন্ট আর একটাতে লেফ্‌ট ফ্রন্ট এবং ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট কেরালা, তখনই আমাদের কংগ্রেস আইয়ের বন্ধুদের কথা একটু বলি, তাদের ভক্ত টি, ইউ, জে, এস, সদস্যদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই হো ডিসক্রিমিনেইট টু হোম ? কে কাকে ডিসক্রিমিনেইট করল। ডাইরেক্টলি সার্কুলার দিয়ে দিল ত্রিপুরা, পশ্চিবাংলা, কেরালা সেখানে থেকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সার্ভিসে যাদের নিয়োগ করা হবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিশেষ পুলিশের ভেরিফিকেশান ছাড়া তাদের চাকরী দেওয়া হবেনা। দেখা গেল কেরালার একজন ভদ্রলোক তিনি

সিলেক্‌টেড হলেন সেন্ট্রাল সার্ভিসে কিন্তু যেহেতু পুলিশ ভেরিফি
তিনি চাকরীতে যোগদান করতে পারেননি। অনেকদিন
ভেরিফিকেশান হয়, হওয়ার পর তিনি চাকরীতে যোগদান ক
তিনি তার সিনিয়রিটি হারালেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে মা
সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বল হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে
সার্কুলার দিয়েছেন এটা অত্যন্ত অন্যায়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যের
অধিবাসীদের সমান অধিকার আছে কাকেও ডিসক্রিমিনেইট করা যায়না।
এইটা সুপ্রিম কোর্টের রায়। এই অন্যায়ের প্রতি কোন রিঅ্যাকট ত
করছেন না কংগ্রেস আইয়ের বন্দুরা ? টি, ইউ, জে, এসের বন্ধুরা। ইজ ইট
রাইড টু ডিসক্রিসিমইট সিটেজেনটু সিটিজেন ? যে হেতু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট
পার্টি। যেখানে সরকার আছেন সেখানে ইট ইজ রাইট ফর দি সিটিজেন। টুগেট
ইকোয়েল ট্রেটমেন্ট সেখানে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ডিসক্রিমিনেইট করেছে। তাহলে ত
আমি বলব রাজীব গান্ধীর রিজাইন করা উচিত। সবচেয়ে আগে। কারণ ওরা
এই সার্কুলার দিয়ে সবচেয়ে বেশী অন্যায় করেছেন কিন্তু আমরা দাবী করবনা।
কাজেই এই হচ্ছে প্রশ্ন। এখানে অনারেবেল মেম্বার শ্রীমতি বিভূ দেবী যে কোয়েশ্চান
রেইজ করেছেন সেটা হল যে এইটা জুডিশিয়েলী অ্যানকোয়ারী করা হোক। ষ্টেইট
গভর্ণমেন্ট মনে করেনা সেখানে জুডিশিয়েল অ্যানকোয়ারীর দরকার আছে। আমরা
তদন্ত করছি, উটাকে ভেরিফাই করব ইফ নেসেসারী। আমরা আর একটু তলিয়ে
দেখব বিষয়টা। নরম্যাল কোর্সে তদন্তে যদি কোন জিনিস ফ্যাক্‌ট বেরিয়ে না
আসে তখনই জুডিশিয়েল অ্যানকোয়ারীর প্রশ্ন উঠে। এর আগে প্রশ্ন
উঠেনা। যারা কর্মেতে গাফিলতি করেন, অটোমেটিক্যালি টু কিপ দি
ডিসিপ্লিন অফ দি পুলিশ সামস্টেপ হ্যাজ টু বি টেকেন। আমরা এইটাই
অ্যাকজামিন করছি। কাজেই অনারেবল মেম্বার বলছেন যে পুলিশ নিস্ক্রয়, পুলিশ
তামাক খাচ্ছে। পুলিশের মধ্যে আমরা যখন কাউকে দোষী পাই তাহলে তাদের
বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়ার ব্যাপারে অনারেবল মেম্বারদের আপত্তি আছে। তাহলে
তারা উনারা কি চান ? আর ইউ ফর অ্যানি অ্যাকশান অরশনন্ অ্যাকশান।

কাজেই কংগ্রেসের কথা বাদ দিন, কংগ্রেস (ই) তো এই টি এন ভি কে আড়াল
করার জন্য কিছু দিনের মধ্যেই আবার সারা ত্রিপুরায় আইন অমান্য আন্দোলনের

ডাক দিয়েছেন, কারন এই আইন অমান্য আন্দোলনের নামে সেখানেতো কিছু গোলমাল হবেই, যাতে পুলিশ ফোর্স'টা ডিস পাসড হয়ে যায় এবং যেখানে টি, এন. ভি রা ঘোরাফেরা করছেন সেই এলাকা থেকে পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে শহরের বিভিন্ন অফিসে ডিপোটেড হয়, আর টি, এন ভিরা যত খুশী চড়ে বেড়াতে পারেন ও খারাপ কাজ করতে পারেন। তার জন্য আমাদের যৎসামান্য যে পুলিশ ফোর্স আছে তাকে বিভিন্ন জায়গায় ডিসপোষ্ট করে দেওয়ার জন্য। এই সবতো পলিটিক্যালী আলোচনা চলছে, প্লান চলছে। আই এম নট টু স্পিকিং টু দেট, উইল লেট আস থিংক, হাউ টু ক্রিয়েট অল দিস। এইটা ফেইস্ করার জন্য নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব এখানে কেউ কেউ বলেছেন সরকারের পদত্যাগ করা উচিৎ, কোন প্রশ্নই উঠে না পদত্যাগ করার। কি হবে পদত্যাগ করে? প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের মেজরিটি জনগনের কনফিডেন্টস এখনও এই বামফ্রন্ট সরকার এনজয় করছে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই বামফ্রন্ট সরকার জনগনের আস্থা অর্জন করছেন ততক্ষন পযান্ত এই বামফ্রন্ট সরকারের পদত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না। আর পদত্যাগেব যদি প্রশ্নও উঠে তো আসবেট' কে, রাষ্ট্রপতির শাসন? ইজ দেয়ার এনি পলিটিক্যাল পার্টি ইন এসেম্বলী হু কেন ফর্মদা গভর্ণমেন্ট। আর রাষ্ট্রপতি শাসন হলে, এইটাতো হবে মোষ্ট আন-ডেমোক্রেটিভ এবং অগণান্ত্রিক, আমলাতন্ত্রের যে ক্ষমতা তার হাতে ক্ষমতা দেওয়াই হচ্ছে রাষ্টপতির শাসন। এইটা বামফ্রন্ট সরকার চায় না, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ চাইতে পারে না। হয়তো উপজাতি যুব সমিতি ও কংগ্রেস (ই) চাইতে পারে ভেরী অ্যানফরচুনেট যে তারা ডিপার্টেদ ফ্রম দা ডেমোক্রেটি কনষ্টিটিউশান ফ্রম এ ভেরী লং টাইম। আর কার কাছে ক্ষমতা দেব বামফ্রন্ট সরকার যাওয়ার পর. উপজাতি যুব সমিতিতো নয়ই। দেয়ার আব দা কলাবোরেটার অফ্ দা টি এন ভি, তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আমরা বখনও অফিস কুইট করব ন, করলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা বিশ্বাস ঘাতক বলে প্রমানিত হব। আমরা এই কাজ করব না। টি ইউ জে এস মেইনলী কলাবোটার অফ্ দা টি এন, ভি. এই ফোর্সের হাতে আমরা ক্ষমতা দেব, তার জন্য আমবা অফিস কুইট বরব না। দেয়ার স্টড নট দা এনি কনফিউশত্র এবাউট ইট, এর উপরে কোন বিভ্রান্তি থাকা উচিৎ নয়। তারপর রবীন্দ্রবাবু বলেছেন উগ্রপন্থী, হু আর উগ্রপন্থী, ইন ১৯৮০ টি এন ভি ওয়াজ নট ফর্ম কনষ্টিটিউশনালী, ইতিহাস ভুলবে না। ১৯৮০ র উগ্রপন্থী হচ্ছে টি ইউ জে এস, বারা তৈত্ব্য সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং এই তৈত্ব্য সম্মেলনের

প্রস্তাবটাকে কার্য্যকরী করার জন্য যারা তখন জুন মাসে ত্রিপুরায় বাজার বয়কটের ডাক দিয়েছিল, দে ওয়ার দা রিয়েল দুষ্কৃতিকারী টি, এন, ভি, তখনও হয়নি হয়তো তারা মনে মনে টি, এন, ভি, হয়ে গেছেন। পরবর্তী সময় হয়েছে কি না জানি না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখানে পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হয় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী :— উই হেভ নো কনফিডেনস ইন দা গভর্ণমেন্ট।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অনারবেল মেম্বার মহারানী অলসো ওয়াজ দা পারটিসিপেন্ট অফ্ দা তৈহু সম্মেলন, সো সি গট একসাইটেড।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া := আমার পয়েন্ট অফ্ অর্ডার আছে স্যার।

শ্রী দশরথ দেব :— আমি বলছি যে রবীন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন যে, জুনের দাঙ্গায় উগ্রপন্থী ছিল, কিন্তু উগ্রপন্থী তখন তৈরী হয়নি, তখন একমাত্র টি, ইউ, জে, এসরাই সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তা অণ্ড টু কেরী অফ্ ডিসিশান অফ্ দেয়ার কনফারেন্স। তারা ত্রিপুরা রাজ্য বয়কটের ডাক দিয়েছিল, দিস ইজ দা ফেক্ট, তখনও টি, এন: ভি সৃষ্টি হয়নি, দিস ইজ দা হিষ্টরী।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইটা করা ঠিক না, আপনারা আপনাদের জায়গায় বসুন। আপনাদেরকে আমি অনুরুধ করছি আপনারা আপনাদের জায়গায় বসে হাউস চালাতে সাহায্য করুন। এইভাবে কি হাউস চালাতে পারি ?

আমি মনে করি এইভাবে হাউস চলতে পারে না আমি ৫ মিনিটের জন্য হাউস এডজর্ন করলাম।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামপুরের ঘটনার যে বিবৃতি দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া আই, জি, পি,র রিপোর্ট সভায় প্রকাশ করার জন্য বললে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেন যে সেটা প্রকাশ করা অসুবিধা রয়েছে। তখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া দাবী করেন যে, জনস্বার্থে সেটা প্রকাশ করা দরকার। তারপর আমরা দাবী করেছি যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করাতে হবে এবং একই দাবী ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস এবং অন্যান্য সদস্যরাও দাবী করেছেন—যে, এই ব্যাপারে জুডিসিয়াল এনকুয়ারী বসানো উচিত যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের হত্যা বন্ধ হতে পারে এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের যাতে কঠোর শাস্তি হতে পাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা এবং এই ধরনের ঘঠনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না—এটা আমরা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু এটাতো পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না। এখানে রুলস্ অব্ প্রসিডিউর এণ্ড কনডাক্ট অব্ বিজনেসে রয়েছে—

'A point of Order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.

কাজেই এখানে তো সেটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না। আপনারা গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করেছেন এটা।

মিঃ শ্যামাচরন ত্রিপুরা : আমরা জানতে চাইছি যে, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আই, জি, পি, র রিপোর্ট বলে করবেন কি না। তদুপরি একজন মন্ত্রী একজন

মেম্বারের প্রতি যে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা তিনি করতে পারেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, যদি কোন মন্ত্রী কোন সদস্যের প্রতি অশালীন ভাষা ব্যবহার করে থাকেন তবে সেটা আমি প্রসিডিং শোনে সেটা প্রসিডিং থেকে এক্সপাঞ্জ করে দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে পারি- আমাদের মাননীয় স্পীকার বলেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে পয়েন্ট তুলেছেন সেটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না এবং রুলস্ অব প্রসিডিউর এণ্ড বিজনেস অব্ কনডাক্ট এও সেটা রুলস্ রয়েছে বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় স্পীকার বলেছেন যে, কোন মন্ত্রী কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করলে সেটা হাউসের প্রসিডিংস্ দেখে এক্সপাঞ্জ করা হবে। কাজেই এখানে তো আর হৈ হুল্লা করার কোন প্রশ্ন থাকে না।

(THE HOUSE RE-ASSEMBLED AT 3-25 P.M)

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : — মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে একজন মন্ত্রী বলেছেন একজন মেমবারকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তাঁকে যেন ঘাড়ে ধরে সভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এর বিচার করতে হবে।

(গোলমাল)

মিঃ স্পীকার : আপনারা সকলে বসুন। আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে দিন। আপনারা সকলে হৈ হল্লা করলে তো আর আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আপনারা সকলে বসুন।

মহারাণী শ্রীমতি বিভু কুমারী দেবী : মি: স্পীকার স্যার, আই হেভ সারটেন ডকুমেণ্ট। সাম অব মাই ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড সাম পিপল্ আউট্সাইড আর ট্রাইইং উইথ মেলাফায়েড্ ইনটেনসন টু রোজন্যা হেড অব্ কমিউন্যাল অর্গানস্ ......

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার : কিন্তু এটাতো আর পয়েন্ট অব্ অর্ডার হতে পারেনা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা : কিন্তু মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমাদের কথা না শোনেই বলেছেন যে এটা পয়েট অব্ অর্ডার হতে পারে না। তারপর একজন মন্ত্রী বা কোন মেম্বার কোন সদস্যকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে পারেন না, কিন্তু এখানে একজন মন্ত্রী সে ধরণের অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মি: স্পীকার : - কিন্তু পয়েন্ট অব্ অর্ডারটা কি সেটা না শুনে তো আমি বলতে পারিনা যে এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হবে কিনা। আগে আমাকে বলুন সেটা কি ?

শ্রী বিমল সিংহ : মি: স্পীকার স্যার, আমাকে একটু বলতে দিন। টি, ইউ, জে, এস, এর নেতারা তাদের পয়েন্টটি বলার আগেই চারিদিকে এমন হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে যে, আমি উনাদের বার বার অনুরোধ করি যে, উনারা যেন শান্ত হয়ে বসেন এবং উনাদের বক্তব্য বলেন কিন্তু উনারা সেটা করেননি। উপরন্তু উনারা মনে করেছেন যে, আমি হয়তো বলেছি যে, এটা পয়েণ্ট অব্ অর্ডার হবে না, সে জন্য উনারা আরো বেশী করে হৈ হৈ রৈ রৈ শুরু করেন।

মি: স্পীকার : ঠিক আছে আপনারা আমাকে সেটা আগে বলুন তারপর আমি দেখব সেটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় কিনা ?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি বলেছি যে আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড যদি ইউজড হয়ে থাকে, আমি প্রসিডিংস না দেখে তো কিছুই বলতে পারি না।

যদি আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ইউজড হয়ে থাকে তা হলে আমি নিশ্চয়ই সেটা একসপাঞ্জ করে দেব। আমি বলছি আমি দেখব। (গণ্ডোগোল)

মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী আপনি বলুন।

শ্রী দশরথ দেব : - আই, জি, পি, এর এনকোয়ারী রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। আমরা ফার্ষ্ট রাউণ্ড দেখেছি। তাতে কিছু ইন এডিকেসী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। আমরা এটাকে আরও ভাল করে একজামিন করব। যদি দেখা যায় যে সিরিয়াস টাইপ অব ইন এডিকেসী (In adiquacy) বা গাফিলতি আছে, তবে নিশ্চয়ই সেই ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের ক্ষেত্রে কিছু স্টেপ নিতে হতে পারে। সেখানে কোন রকম দুর্বলতা আমরা দেখাব না। পিপলের লাইফ সেভ করার জন্য আমরা এই ডিসিপ্লিন আরোপ করব। তা ছাড়া সরকারী লেবেল এবং পুলিশ লেভেলে যে এনকোয়ারী রিপোর্ট সেটা গভর্ণমেনটের কাছেই থাকবে। সেটা আমরা হাউসে লে করব না কিংবা পাবলিকে দেবনা। যদি এই রিপোর্টের ভিত্তিতে অ্যাকশান নিতে হয় আমরা নেব। যদি গভর্ণমেন্ট মনে করে যে ফারদার এনকোয়ারী দরকার তা হলে সেটা ও আমরা করব। তবে তার আগে একস্জিস্টিং রিপোর্টটাকে ফুললী সক্রটিন করে দেখতে হবে। আমি আবার হাউসকে অনুরোধ করব, আমি ডিবেটটা শুনেছি - যদিও আমি হার্ট এটাকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, আমি শুনেছি ১৪টা লোক নিহত, খুব মর্মান্তিক বেদনার কথা। আমি নিজে থেকে প্রস্তাব করেছিলাম যে, যদি হাউস চান তবে একটা ডিসকাশন ইনিসিয়েট করতে পারি। এই রকম একটা ঘটনার উপর নিশ্চয়ই আমরা বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সাজেশান পেলে উপকৃত হব পরবর্তী স্টেপ নেওয়ার জন্য। কিন্তু সে কারণের কিছুই আমরা পেলাম না। তবে আমরা একটা আউটপোস্ট করেছি এবং পুলিশ ফোর্সকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আরও যাতে কমিউনিকেশান গ্যাপটা কমানো যায় সেজন্য আমরা স্টেপ নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ সাহেব যখন এসেছিলেন তখন সিকিউরিটি ফোর্সের সংগে বসে আলাপ আলোচনা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার কথা বলেছেন। আমার সামনে আলোচনা হয় নি। কাজেই আমি বলতে পারব

না। কিন্তু দুঃখের কথা এত লোক নিহত হলো, টি, এন ভি হোক, বা যে-ই হোক— আমরা মনে করি টি, এন, ভি,—কিন্তু সেই টি, এন, ভি, এর বিরুদ্ধে একটা নিন্দা সূচক বক্তব্য রাখা হল না বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। ঘটনাকে নিন্দা করা আর তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা এক নয় (গণ্ডোগোল)। তাঁরা গভর্ণমেন্টের পদত্যাগ দাবী করতে পরেন। কিন্তু টি, এন ভি এর বিরুদ্ধে একটা কথা ও উচ্চারণ করলেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী :— উই আর কনডেম দি মিসক্রিয়েন্টস্ ড্রেড টাইমস। আই হ্যাভ সেড দ্যাট দে শুড বী ফিনিশড্ ফ্রম দিস ষ্টেট।

শ্রী দশরথ দেব :— আই এম হ্যাপী ইফ দে জয়েন হ্যাণ্ডস উইথ মী ইন কনডেমিং দি টি, এন, ভি! কাজেই মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে তা বলেছি এবং আমরা আশা করি মাননীয় সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং তাদের আর যদি কোন সাজেশান থাকে, পরামর্শ থাকে তাহলে সেট আমরা গ্রহন করবো। এটা শুধু ট্রেজারী বেঞ্চের ব্যাপার নয়। সমস্ত ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থেই আমরা এঠা করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এইন সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— সর্ট ডিসকাশন অন মেটার্স অব আরজেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্স। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। নোটিশটিরও বিষয়বস্তু হলো—"এম, এন, এফ, কর্তৃক বৃহত্তর মিজোরামের দাবী ও জাম্প পাহাড়কে মিজোরামের অন্তর্ভুক্তির দাবী সম্পর্কে"।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য আছে যে এই ধরণের ঘটানা আর যাতে না ঘটে সেজন্য একটি প্রতিশ্রুতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিবেন বলে আমি আশা করছিলাম। কিন্তু এই রকম গতানুগতিক বক্তব্য শুনতে আমরা রাজী নই।

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ের উপর আলোচনা শেষ।

(গণভোগোল)

শ্রী রসিকলাল রায় — মি: স্পীকার, স্যার, আমরা শুধু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে অ্যাস্যুরেন্স চাই যে আর ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা ঘটবে না।

(গণভোগোল)

শ্রী দিব্যচন্দ্র রাংখল : মি: স্পীকার, স্যার, এখানে বিষয়টা হলো "এম, এন, এফ, কর্তৃক বৃহত্তর মিজোরামের দাবী ত জমপুই পাহাড়কে মিজোরামের অনতর্ভুক্তির দাবী সম্পর্কে"। সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে এটা পরিস্কার করার জন্যই এই আলোচনা এনেছে। আমি এই বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মিজোরামের বৃহত্তর স্বার্থে লাল ডেঙ্গা যিনি লণ্ডনে ছিলেন, তাকে ভারত সরকার চুক্তিক্রমে এখানে এনেছেন, এটা ভাল কথা। কিন্তু এর সংগে সংগে এখানে একটা আওয়াজ উঠেছে যে জম্পুই পাহাড়কে মিজোরামের সংগে যুক্ত করে গ্রেটার মিজোরাম করার দাবী উঠেছে। এই সম্পর্কে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকেও দায়ী করতে চাই, কারণ কতগুলি ইনস্টেন্স আমার কাছে রয়েছে। যেমন কিছুদিন আগে এই জম্পুই পাহাড়ে কতগুলি অটোনমি পাওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে, যেগুলি স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানেন কিনা, আমি জানি না। এই জম্পুই পাহাড়ে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, সেগুলিতে রাজ্য সরকারের কোন সার্কুলার ছাড়াই অথবা রাজ্য সরকারের কোন অনুমতি ছাড়াই লুসাই ভাষায় পড়ানো হচেছ, এটা বামফ্রন্ট সরকার জানেন কিনা, জানলে তারা নিঃসতব্ধ কেন ? তাতেই আমার সন্দেহ হচেছ। আর এটাই প্রমাণ করে যে বামফ্রন্ট সরকার এন-ডাইরেক্টলি উস্কানী দিয়েছে, এই গ্রেটার মিজোরামের দাবী তোলার জন্য। এটা হয়তো তাদের কাছে সামান্য ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু জম্পুই পাহাড়ে যে সমস্ত প্রাইমারী, সিনিয়র বেসিক অথবা হাই স্কুল আছে সেগুলিতে লুসই ভার্নিকুলার বা লুসাই ভাষা পড়ানো হয়, যেটা ত্রিপুরা এডুকেশন বোর্ডের রিকগনাইজড নয়। যদি সেই রকম কিছু থাকে তো বামফ্রন্ট সরকার

এই হাউসে সেটা ডিক্লার করতে পারেন। তাই আমি বামফ্রন্ট সরকারকে এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে এসব কিছু দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি আরও বলতে চাই, আজকে হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন প্রান্তে আনচলিক পরিষদের দাবী উঠতে পারে, এবং সংবিধান অনুযায়ী আমরা এই আনচলিক পরিষদের দাবীকে বিরোধীতা করতে পারি না। কারণ ত্রিপুরাতে যেখানে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রয়ে গেছে এ্যাণ্ড আণ্ডার দীস অটোনমাস ডিস্টিক্ট কাউন্সিল দিয়ার ইজ এ প্রভিশন ফর রিজিন্যাল কাউন্সিল এ্যাণ্ড ফর দ্যাট রিজন্স উই ক্যানট অপোজ ইট। ভারতীয় সংবিধানের আর্টিক্যাল ২৪৪ (২) তে লেখা আছে— Under 6th Schedule there is a provison that there shall be a separate regional council for each area constituted as autonomous region under sub-paragaph (2) of paragraph 1 of its Schedule কাজেই ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে আনচলিক পরিষদ থাকতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জম্পুই পাহাড়কে গ্রেটার মিজোরাম সহ, এটাকে আনচলিক পরিষদ করতে হবে। এটাকে আমরা কোন মতেই সাপোর্ট করতে পারি না এবং আমরা কেন, বামফ্রন্টও এটাকে সাপোর্ট করার সাহস পাবে না। কারণ আমরা জানি যে, এই জম্পুই পাহাড়ে এক সময়ে টি, ইউ, জে, এর অনেক বেশী সমর্থন ছিল। তখন একবার মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার জম্পুই বাসীদের ৭/৮টা আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যেটা বড় সেটা হল যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সাংসকৃতিক যে সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি তারা দেখবেন। আর এই ধরনের আশ্বাস দেওয়ার পর বামফ্রট সরকার সেখানকার জম্পুই বাসীদের সি, পি, এমে ডাইভার্ট করতে পেরেছিলেন। সেখানে এই সি, পি, এমকে যারা সমর্থণ করেছিল, তারা ছিলেন মিজো কনভেনশান কংগ্রেসের সমর্থক এবং মিঃ কাইলুইয়া যিনি এখন এ, ডি, সির সি, পি, এমের মেম্বার, তিনি ও এই গ্রেটার মিজোরামের দাবীর সমর্থক, এটা আমরা খুব ভাল করে জানি। কিন্তু এই মিঃ কাইলুইয়া যদি এবার আবার ভোটে দাঁড়ান, তাহলে একটি ভোটও তিনি পাবেন না, কারণ এই জম্পুই বাসীরা লাল, সাদা অথবা কালো কিছুই জানে না, তাদের দাবী হল গ্রেটার মিজোরামের দাবী। কাজেই আমরা দেখছি যে এক্ষেত্রে বামফ্রন্টের ইণ্ডাইরেক্টলি মদত রয়েছে। ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে যখন মিজোরামে শান্তি চুক্তি হল, তখন রাজ্য

সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর খোঁজ নিয়ে দেখছেন কিনা, জানি না, সেখানে সেসব প্রাইমারী বা সিনিয়র বেসিক আছে এবং সেগুলির জন্য যে সব শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, তারা কিন্তু সেদিন থেকে স্কুলে যাচেছন না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলে স্কুলে গিয়ে কি হবে, মিজোরামে শান্তি চুক্তি হয়ে গেছে, তাই স্কুল বন্ধ। এই সব ব্যাপারে সরকার সতর্ক থাকবেন বলে আমি আশা করছি। কারণ এই মিজো চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা এবং সমালোচনা হয়ে গেছে। সংবিধান অনুযায়ী আমরা আনচলিক পরিষদের বিরোধীতা করতে পারি না। তবে আজকে যারা মিজো কনভেনশান কংগ্রেস করছে, তারা দাবী করছে যে লুসাই ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, আনচলিক পরিষদ দিতে হবে এবং সেই জম্পুই হিলকে মিজো-রামের সংগে যুক্ত করে গ্রেটার মিজোরাম করতে হবে, এই দাবী তোলার জন্য আগে থেকে সি, পি, এম, তাদের উৎসাহিত করেছিল। ত্রিপুরাবাসী সেই ট্রাইবেল হউক আর নন-ট্রাইবেল হউক, এর জন্য রাজনৈতিক মঞ্চে একটা মিস-আণ্ডারস্টেনডিং হয়ে গেছে, যার জন্য এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা আমি এখানে উপস্থিত করেছি, একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার. এখানে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাঙ্খল যে প্রস্তাবটা আলোচনার জন্য উপস্থিত করেছেন, আমি এই বিষয়ে সংক্ষেপে আমার আলোচনা রাখব। জম্পুই পাহাড়কে মিজোরামের অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর মিজোরামের যে দাবী লাল ডেঙ্গা. এম, এন, এফ, এবং মিজো কাউন্সিল থেকে উঠেছে, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং সেই সংগে সংগে এটাও আশা করব যে এই হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে এই অযৌক্তিক দাবীর বিরোধীতা করবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাঙ্খল তার প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেক প্রশ্নের অবতাড়না করেছে, আমি সেই সব প্রশ্নে যাচ্ছি না। আমি একথাই বলতে চাই আমাদের ভারতবর্ষে একটি রাজ্যে শুধু একটি মাত্র ভাষাভাষির লোকই থাকবে, অন্য ভাষাভাষীর লোক থাকবে না, এটা কখনও হতে পারে না। যেমন বিহার, উড়িষ্যা. আসাম প্রভৃতি রাজ্যে অনেক ভাষাভাষির লোকই রয়েছে· তেমনি

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরালাতেও নিজ নিজ ভাষাভাষি ছাড়া অন্য ভাষাভাষির লোকও রয়েছে। তবে সেই ভাষাভাষী লোকদের কেউ সংখ্যা ঘরিষ্ঠ, আর কেউ সংখ্যা লঘিষ্ঠ। তাই বলে প্রত্যেকটি রাজ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে, আবার ভাষা ভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক রাজ্য গঠন করতে হবে, এমন কোন মানে নাই। কারণ এভাবে যদি দেশকে কিছু দিন পর পর টুকরো করে বিভিন্ন রাজ্য পুনর্গঠন করা হয়, তাহলে এই দেশের আর কোন উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব হবে না। তাই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে স্বাধীনতা লাভের ৯০ বছর পরেও এই ধরণের অযৌক্তিক প্রশ্নগুলি মাথাচারা দিয়ে উঠছে, যেটার আমরা বিরোধী। এসব দাবী যারা করছেন, তাদের মধ্যে সবাই যে খারাপ লোক থাকবে, এটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি না, এর পিছনে যে অন্য কোন কিছুর ইন্ধন রয়েছে, সেটা আলোচনা করার জন্যই এটা এখানে এসেছে, আর এটাই হচ্ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। বিশেষ করে মিজো পাহাড়ে যে দাবী উঠেছে, তার সঙ্গে যে সব মিজোই যুক্ত আছে, তা মনে করার কোন কারণ নাই, হয়তো তাদের একটা অংশের মধ্যে কোন অশুভ শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মদত যোগাচ্ছে। কারণ এই মিজো কাউন্সিলের যারা নেতা, তাদের মধ্যে টি, ইউ, জে, এসের লোকও রয়েছেন, কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং মিঃ কাইনুইয়া যিনি এ, ডি, সির সদস্য; তাদের বে-নামীতে অনেক কাহিনী পত্র পত্রিকায় ছাপানো হচ্ছে, যেগুলির সম্পর্কে তারা দুই জনই দ্বিধাহীন ভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে, এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা বৃহত্তর মিজোরামের দাবীকে কোন মতেই সমর্থন করি না। কারণ এখন এই রকম এমন কোন পরিস্থিতি বা পরিবেশ নাই, যাতে করে কোন একটা রাজ্যের একটি অংশকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তা সত্বেও কেন এটা বলা হচ্ছে, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। এই কিছুদিন আগেও আমরা পত্র পত্রিকায় দেখলাম যে টি, ইউ, জে, এসের ধর্মনগরের বিভাগীয় সম্পাদকের নাম করে একটা বিবৃতি ছাপানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে মিঃ কাইনুইয়া নাকি এই বৃহত্তর মিজোরামের দাবীর পিছনে রয়েছেন।

এটা আমি বলব খুবই দুর্ভাগ্যজনক কারন একজন এ, ডি, সির নির্বাচিত সদস্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন এবং যার নামে বক্তব্য রাখছেন কাইনুইয়া তিনিও একজন জনপ্রতিনিধি। কাজেই আমরা জনপ্রতিনিধি হয়ে আর একজন জনপ্রতিনিধি

সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা বক্তব্য। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এ, ডি, সি, র নির্বাচনের পূর্বে মিজোদের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই তিনি রক্ষা করবেন। এবং এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে শুধু মিজোই নয় অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এইগুলির উন্নতির কোন সুযোগ পচ্ছিল না এবং সেজন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তিনি তাঁর সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। কারন এই এলাকাটা শুধু ত্রিপুরারই নয় এটা ভারতবর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য সংস্থান। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এখানকার বনজ সম্পদ এখানকার ফল সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সংস্থান করে নিয়েছে। এবং সেখানে শুধু মিজোরাই বাস করে না, সেখানে উপজাতি জনগোষ্টির অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষও বাস করেন — সেখানে ককবরক ভাষাভাষী রিয়াং ছাড়াও আশেআশে চাকমা এবং অন্যান্য ট্রাইবেলরাও রয়েছে, সেখানে একটি ভাষাভাষী গোষ্টিই সেখানে বাস করছে তা নয়। আর তিনি যে আঞ্চলিক পরিষদের কথা বলছেন যদিও সেটা ভারতবর্ষের সংবিধানে আইন সঙ্গত তবু এই সব কারনে এইখানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার কোন যুক্তি হয় না। আর যেখানে সারা ত্রিপুরার উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার গত ৮ বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছেন, ত্রিপুরার বুকে আগে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ আমরা ভাবেতই পারতাম না। কাজেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের প্রস্তাব এনে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্তকরা যাবে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রাংখল মহোদয়কে এবং এই হাউসের সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন আর কিছু পত্র পত্রিকার মাঝে এই ধরণের বিভ্রান্তিমূলক খবর লিখে জনগনকে বিভ্রান্তকরা। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগনের মধ্যে ঐক্য বদ্ধভাবে চলার মানসিকতা নষ্ট করে দেওয়া তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজের দিক থেকে সরিয়ে রাখা কাজেই আমি আজকে মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল জম্পই এলাকাকে বৃহত্তর মিজোরামের একটা অংশ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, তিনি যদি আজকে সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে ত্রিপুরার প্রকৃত উন্নতির জন্য কোন প্রস্তাব আনতেন তাহলে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাতাম। আজকে যে বৃহত্তর মিজোরামের দাবী উঠছে এর সংঙ্গে শুধু

ত্রিপুরা নয় তার সংগে মনিপুর, প্রভৃতি রাজ্যও জড়িত হয়ে পরেছে। আজকে লালডেঙ্গা মিজোরামের কংগ্রেস (আই) র সংগে কোয়ালিশান করে শাসন ক্ষমতায় এসেছে। এবং আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি সেই কোয়ালিশান মন্ত্রী হয়েছেন কাজেই আমি কংগ্রেস (আই) দলের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাব যে তাঁরা যেন লালডেঙ্গার কাছে অনুরোধ করে পাঠান এই দাবী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য, কারন এর দ্বারা মূল সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল যে আলোচনা এনেছেন, ত্রিপুরার জমি নিয়ে বৃহত্তর মিজোরামের অন্তভক্ত করা হউক সেই আলোচনায় আমি তীব্র বিরোধীতা করে এবং হাউসের সবাইকে এর বিরোধীতা করার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার – মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়

শ্রী রসিকলাল রায় :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল যে আলোচনা এনেছেন সেটা সম্পর্কে উনি পরিস্কার ভাবে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। তার পরও আমাদের ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মাননীয় সদস্য সুবোধ বাবু এর বিরোধীতা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উনি প্রশ্ন এনেছেন এই আলোচনা কেন শ্রী রাংখল এনেছেন এটা তিনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু বৃহত্তর মিজোরামের যে দাবী সেই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সুবোধ বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার সঙ্গে এক মত। এটা আলোচনার দরকার ছিল না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির বাস, এক জাতি নয়, অই অর্থে আমি ভারতবাসী। সেই রকম ত্রিপুরাও এক জাতির নয়, এখানে বহু জাতির বাস। আমরা ত্রিপুরাবাসী। কাজেই ত্রিপুরার কোন অংশকে আলাদা করা যাবে না। এখানে সর্ব অংশের মানুষের একই সুযোগ সুবিধা। কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনায় আনা হয়েছে এই কারনে যে সি, পি, আই (এম) তথা বামফ্রন্ট বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই জন্যই দিবা বাবু আগে থেকেই এই প্রস্তাব এনে হাউসের স্বীকৃতি চেয়েছেন! তারা তো ট্রাইবেল ও বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান, এবং ভাইয়ে ভাইয়ে দন্দের সৃষ্টি করে রাজনৈতিক মুনাফা সৃষ্টি করেন। যেমন করে তারা ক্ষমতায় এসেছেন। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার

স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের হাই কমাণ্ড অনেক আগেই বলেছেন যে, এই দাবী মানা যায় না। মিজোরামে যে লাল ডেংগাকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে সেটার কারণ হল সেক্রিফাইস। দেশের স্বার্থে এটা করতে হয়। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে এবং সুবোধ বাবু তার উপর যে বক্তব্য রেখেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। কিন্তু এই প্রস্তাবটাকে যদি রিজিউলিশন আকারে নেওয়া যেতো তাহলে ভাল হত। মন্ত্রীসভা অবশ্য এর আগে রিজিউলিশন নিয়েছেন। তথাপি বিধানসভার একটা দায়িত্ব এবং একটা কর্তব্য রয়েছে। এম, এন, এফ, কর্তৃক এইযে জম্পুই পাহাড়কে মিজোরামের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব উঠেছে এটা দুর্ভাগ্যজনক। ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। গত ৭ই আগষ্ট আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী পরিস্কার ভাষায় এই দাবী অস্বীকার করেছেন, এই দাবীর কোন প্রশ্নই উঠে না। ৬ই জুলাই আইজলে আমরা দেখি বৃহত্তর মিজোরাম ঘঠনের দাবী উঠেছে। তাতে থাকবে ত্রিপুরার একটা অংশ, মণিপুরের একটা অংশ এবং আসামের একটা অংশ লাইলাকান্দী। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্তীও জানেন যে হাইলাকান্দীতে মিজোরামের অফিস ঘরবাড়ী তৈরী হচ্ছে, জবর দখল চলছে। সেখানে আসামের মুখ্যমন্ত্রী নিরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। সেই জন্য আমরা চাই, ত্রিপুরা সরকার সচেতন থাকুন। জম্পুইএ মাননীয় মন্ত্রী বাদল বাবু তারা মিটিং করেছেন সেখানে আমাদের লোকও ছিল এবং সেখানে তারা দ্বার্থহীন ভাষায় এর বিরোধীতা করেছেন। সেটা শুনে আমি খুশী। কিন্তু গত ৩০শে আগষ্ট সেখানকার সি, পি, আই (এম) কর্মী কানুইয়া সে বৃহত্তর মিজোরাম গঠনের আন্দোলনে যুক্ত। অনেক টি, ইউ, জে, এসের কর্মীও যুক্ত। এই ব্যাপারে তারা এক। এটাকে প্রতিরোধ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বৃহত্তর মিজোরাম বলতে কিছু ছিল না। সংক্ষেপে বলছি যে ১৪০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ত্রিপুরা রাজা মহা মানিক্যের আমলে মিজোরা একবার বিদ্রোহ ঘোষণা

করছিল। তারপরে ১৪৯২ সালে একবার এবং পরে ১৮০৯ সালে মিজোরা বিদ্রোহ করেছিল। ১৮২৬-২৭ সালে তারা ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আন্দোলন বিস্তার করার চেষ্টা করে। ১৮৬১ সালে উদয়পুর আক্রমন করেছিল। পরবর্তী সময়ে রাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দেন মিজোরামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছিলেন না বলে।

তখন তিনি বৃটিশ সরকারের হাতে এই মিজোরাম তুলে দেন লিখিত ভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছিলেন না বলে। ১৮৭১ সালে ২টি বাহিনী দিয়ে এই মিজো বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং তখন থেকেই এটা আসামের অংশ হয়ে যায়। এরপরে পরবর্ত্তী মহারাজগণ বার বার অনুরোধ করেছেন এই মিজোরামকে ত্রিপুরার অংশ করার জন্য। তখনকার সার্ভে অফিসার এ, কে, লোধ ১৯৫৬ সনে এই প্রশ্নে ভারতীয় সার্ভে দপ্তরে জেনারেল ডিরেকটর জেনারেল অব সার্ভে অফিসারের কাছে ত্রিপুরার দাবীর কথা জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিরেকটর জেনারেল অব সার্ভে অফিসার জানান, এটা অনেকদিন থেকে আসামের সঙ্গে আছে, সুতরাং নতুন করে কিছু করা ঠিক হবে না। আর আশ্চর্য, যা ত্রিপুরার নিজস্ব ছিল সেই মিজোরাম থেকে আজকে দাবী জানান হচ্ছে, ত্রিপুরার কটি অংশ ছেড়ে দিতে হবে। সুবোধ বাবু এখানে যা বলেছেন তা ঠিক। শুধু মাত্র জনগোষ্ঠি বা ভাষা দিয়ে রাজ্য হতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে আমরাও মিজোরামের একটি অংশকে দাবী করতে পারতাম। ১৮ হাজার ত্রিপুরী আছে মিজোরামে। কিন্তু তাতো হবে না। আজকে জম্পুই পাহাড়ের মিজোরা অন্য ট্রাইবেল থেকে বেশী সুযোগ পাচ্ছে। কারণ তারা বেশী শিক্ষিত। এটা ঠিক নয় যে, কংগ্রেস সরকার বা বামফ্রন্ট সরকার তাদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন না। আমি সার্বিক ভাবে এই দাবীর বিরোধীতা করছি এবং সর্ব সম্মতি সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত সরকারের কাছে, মিজো সরকারের কাছে আমাদের উদ্বেগের কথা আমরা জানাতে পারি। আমাদের উপমুখ্য মন্ত্রী অসুস্থ হয়ে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন। আমি মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখব এটি প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করলে ভাল হবে সবচেয়ে বেশী। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসই।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই : – মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহাশয় যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি এখানে ২। ১টি কথা বলছি। মিজোরামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আলডেঙ্গার বৃহত্তর মিজোরামের দাবী নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয় এখানে এর উপর যে সংশোধনী এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে একটি কথা বলতে হয়, বিশেষ করে, টি, ইউ, জে, এস, এর কাছে আবেদন করব, আমাদের জম্পুই এলাকায় প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধান, এখন আমার নাম মনে নেই উনার সাথে টি, ইউ, জে এস, সমর্থকরা বৃহত্তর মিজোরাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটি মিজোরামের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এর কথা প্রচার করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘয়িত করতে চাই না। আমি শুধু করতে চাই, বৃহত্তর মিজোরামের দাবীতে যে কমিটি হয়েছে তার থেকে আপনাদের সমর্থকদের ফিরে আসতে বলুন। জম্পুই পাহাড়ে আমার বসত বাড়ী। জম্পুই পাহাড়ের মধ্যে কি কি আলোচনা হয় সে তথ্য আমি মোটামুটি ভাবে সংগ্রহ করছি। কাজেই সে দিক থেকেই আমি একথা বলছি। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মাননীয় সদস্য আপনি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল বৃহত্তর মিজোরাম সম্পর্কে যে আলোচনা রেখেন এবং আলোচনা করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বক্তব্য হল, মিজোরামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী লাল ডেঙ্গা ক্ষমতায় আসার আগে ঘোষণা দিলেন বৃহত্তর মিজোরামের জন্য। এটাই আমাদের হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশেষ

করে আসাম কংগ্রেস (আই) দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে, এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লাল ডেঙ্গাকে এই ব্যাপারে আমাদের যে মতামত সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমি প্রস্তাব রাখতে চাই, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় লেন প্রসাদ মালসই যে বক্তব্য রেখেছেন তা খুবই উদ্বেগ জনক। নিজের কথা উনি বললেন না।

সেখানে টি, ইউ, জে, এস, বা সি, পি, আই (এম) বা কংগ্রেস দল বলে কোন অস্তিত্ব নেই, তারা সবাই বৃহত্তর মিজোরাম নিয়ে ব্যাস্ত, সবাই নিয়ে তারা জনমত সংগ্রহ করছে। জম্পুই ছিল ত্রিপুরার একটা অংশ। কাজেই এই দিক দিয়ে বিষয়টি অত্যান্ত উদ্বেগজনক। কাজেই সম্মিলিত ভাবে আমাদের সবাইকে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে হবে। যারা বৃহত্তর মিজোরামের শ্লোগান তুলে ত্রিপুরাকে বিভক্ত করতে চাইছে, তারা অত্যান্ত নিন্দনীয়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে একটা প্রস্তাব দিতে চাই এই হাউস থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি করে এই এলাকায় জনসাধারনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারাভিজান চালানো হোক এবং মিজোদের মধ্যে একটা অংশ যে বিপদগামী হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা হোক। তা না করে এখানে বসে শুধু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেই কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। ত্রিপুরাবাসীর মত লালডেঙ্গা এবং ভারত সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে এবং এই হাউস থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি করে মিজোরামের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমানিক সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রী মানিক সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, যে বিষয়টি নিয়ে আমরা এই সভায় আলোচনা করছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু কিছু সদস্য মহোদয়ের আলোচনা থেকে তার গুরুত্বের গভীরতা অনুধাবন করছি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রেটার মিজোরাম যে ডিমাণ্ড এসেছে তার ব্যাক গ্রাউণ্ড কি? এ রকম হতে পারে যে মিজোভাষী

যে ভাই ও বোনেরা আছেন তারা মনে করছেন তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা, আর্থনীতি তথা সমগ্রিক দিক থেকে উন্নয়নের জন্য সমস্ত মিজোভাষীদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে সে কাজটি সম্ভব হবে। যদি সত্যিই এই দৃষ্টিভঙ্গী তারা নিয়ে থাকে তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং নীতিগত ভাবে বিরোধী। তাই যদি হত তাহলে নাগাল্যাণ্ডের মধ্যে তারাই সংখায় বেশী, আমি শুধু ত্রিপুরার কথা বলছি না ভারতবর্ষে এমন বহু রাজ্য আছে যেখানে তাদের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং একটা জাতিগোষ্ঠী জড়ো করতে পারলে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা আসলে ভুল চিন্তা। তাদের জীবনে যে সমস্যাগুলি রয়েছে-শিক্ষা, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, আমাদের সমাজের যে অর্থনৈতিক কাঠামো রয়েছে সেই কাঠামো থেকেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। মিজো-ভাষীদের এই সমস্যাগুলির কথা ভেবে আমরাও সমান ভাবে উদ্বিগ্ন। ভারতবর্ষের অন্যান্য আগ্রসরমান জাতিদের সংগে শিক্ষার দিক থেকে, কৃষ্টির দিক থেকে, আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে যাবার জন্য তাদের যে আকুতি এর সংগে আমরাও সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই সমস্যা সমাধানের কথা ভাবা হচ্ছে সেটা তো ভুল পথ। স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান, স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের শ্লোগান, স্বাধীন মনিপুরের শ্লোগান, এগুলিতে ভারতবর্ষকে টুকরো করবার শ্লোগান। এগুলি না করে ভারতবর্ষের বর্তমান যে আর্থিক কাঠামো সেই কাঠামোর মধ্যে আঘাত করা দরকার। ২য় যে প্রশ্নটা এম, এন, এফ দল-গ্রেটার মিজোরাম দাবী করছে, যদিও ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী তাদের এই দাবীর বিরোধীতা করেছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি এই প্রস্তাবটি হাউসে আসার আগেই। এই এম, এন, এফ, দল কংগ্রেস (আই) এর সংগে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠন করার প্রাক্ মুহূর্ত্তে আত্মগোপনকারী এম, এন, এফ দল গোপনে বসে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা গ্রেটার মিজোরামের দাবী ছেড়ে দিচ্ছে না, তার জন্য তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এর জন্য কংগ্রেস (আই) দলকে দেখলাম না ডিনাউন্স করতে। কাজেই এর জন্য আমরা উদ্বিগ্ন এবং আমরা আশা করব ভারত সরকার আরও স্পষ্ট ভাবে বিষয়টি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে উপস্থিত করবেন। ৩য়, আজকে অধিকারের প্রশ্ন তুলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি এই প্রশ্নগুলি তুলে নতুন করে রাজ্য গঠনের দাবী জানিয়ে গোটা ভারতবর্ষের ঐক্যকে

বিনষ্ট করাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করবার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই সমস্ত জাতি গোষ্ঠীকে উসকিয়ে দিয়ে তাদের মূল উদ্দেশ্যকে স্বার্থক করতে চাইছে। আমার মনে হয় এই গ্রেটার মিজোরাম দাবী মিজোভাষী ভাই-বোনদের মৌলিক সমস্যাগুলির কোন সমাধান করবে না। তাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য যারা তাদের এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করতে হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের নীতির লড়াইকে ভোতা করে দিচ্ছে। গ্রেটার মিজোরাম সমস্যার সমাধান নয়, মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে গোটা ভারত-বর্ষের আর্থিক কাঠামোর আমুল পরিবর্ত্তন। গোটা ভারতবর্ষে প্রায় ৬ কোটির মত ট্রাইবেল আছে, শুধু মধ্য প্রদেশেই ১ কোটির মত ট্রাইবেল আছে। তাদের ভাষা, বর্ণ, বিকৃষ্টি ওতো সেই দেশের থেকে আলাদা। বলতে পারেন তারাও এই গ্রেটার মিজোরামের বিরোধিতা করছে। মিজোভাই বোনদের যে মূল সমস্যা তার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং মিজো সমস্যা সম্পর্কে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। আমি আমাদের মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, বিধান-সভায় এই সম্পূর্কে যে চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এটা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পৌছে দেবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী বৈদ্য নাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল সর্ট ডিউরেশলর যে বিষয়টা এখানে এনেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিজো একর্ড কি পদ্ধতিতে হয়েছে, পদ্ধতি ঠিক আছে কিনা এটা সম্পর্কে আমাদের দ্বিমত থাকতে পারে। অনেকে হয়তো এটা সমর্থণ করেন না এই পদ্ধতিত যে ব্যাক গ্রাউণ্ড যে ভাবে এটা হয়েছে। কিন্তু মিজো একর্ড যখন হয়ে গেল তখন আমরা এখানে আমাদের মন্ত্রী সভাতে এই নিয়ে আলোচনা করলাম এবং আলোচনা করে একটা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহন করলাম ২৪, ৭,৮৬ ইং তারিখে, যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি যদি বিস্তৃত ভাবে কার্যকরী

করা হয় তাহলে মিজোরামের ২০ বছরের সশস্ত্র যে, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চলছে এবং এই অঞ্চলের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যে ত্রিপুরা সহ যেটা চলছে তার উপর একটা প্রভাব পড়বে সেই দিক থেকে আমরা কনডিশন্যাল সাপোর্ট সেখানে দিয়েছি সংগে সংগে সেই সিদ্ধান্তের মধ্যেই বা বিবৃতির মধ্যে আমরা এটাও বলেছি যে লালডেঙ্গার যে বৃহত্তর বা গ্রেটার মিজোরামের যে শ্লোগান তুলেছেন এটা অত্যন্ত বিপদজনক, নূতন করে এই এলাকার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। এবং এই বিবৃতি যখন দিলেন তখনই লক্ষ্য করা গেছে যে আসামে মুখ্যমন্ত্রী, মনিপুরের মূখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সরকার আমরাও তার বিরোধীতা করেছি যে এই অঞ্চলের মধ্যে নূতন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করার একটা নূতন কায়দা এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে; কাজেই আমরা এটার বিরোধীতা করেছি। এটা সুখের কথা যে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও এটার বিরোধীতা করেছেন। তার পরবর্ত্তী সময়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য এই ধরনের কোন কথাবার্ত্তা বা মতামত এখনও প্রকাশ করা হয় নি। আমরা যেটা দেখছি মূল প্রশ্ন হলো যে, এমন কোন রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে আছে কিনা যে রাজ্যের মধ্যে একটা জাতি গোষ্ঠীর লোক বাস করে? কোন রাজ্য নেই, সব রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষ থাকে, হয়তো একটা গোষ্ঠী বেশী থাকে অন গোষ্ঠীর লোকেরা কম থাকে। সেখানে যদি ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠী থাকে, তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হতে হবে এই যদি ভিত্তি হয় তাহলে ভারত আরও কত শত টুকরা হয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই। সেটা চেষ্টা কেন হচ্ছে? ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে যেমন উত্তরখণ্ড,ঝাড়খণ্ড, ওখানে গুর্খাল্যাণ্ড বিভিন্ন জায়গাতে, খালিস্থানে এই সেই বিভিন্ন জায়গাতে যেটা হচ্ছে আমরা বরাবরই বলছি যে এর পিছনে একটা গভীর চক্রান্ত আছে যে, ভারতবর্ষের যে ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট করার যে চক্রান্ত সেই চক্রান্ত ক্রিয়া করছে। মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা এখানে উল্লেখ করেছেন যে, মিজোরাম সরকারের লোকজন বা মিজো সরকারের লোকজন মিজো অধ্যুষিত এলাকাতে তারা বাড়ী তৈরী করতে শুরু করেছেন, এই ঘটনা শুধু এখানে নয় আমি মাস দুই আগে দিল্লীতে একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম, সেই মিটিং-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও ছিলেন। এবং এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীরাও ছিলেন। সেখানে অরুনাচলের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে আসাম আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে যদিও নেখানে প্রফুল্ল মহান্তিও

ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষনাৎ তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে আসামে উনি বিবৃতি দিয়েছেন যে অরুনাচল আমাদের জায়গা নিয়ে যাচ্ছে এবং উল্টা আমাদের অভিযুক্ত করছে। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে আসাম এবং নাগাল্যাণ্ডের বর্ডারে ক্লেশ হয়ে গেল এবং সেখানে বি, এস, এফ পোষ্টিং করতে হয়েছে। এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার ঠিকই বলেছেন, আমরা দেখছি তফাৎ হচ্ছে এই জায়গায়, একটা বুর্জুয়া ব্যবস্থাতে ছোট ছোট জাতি গোষ্টির যে বিকাশ তার অর্থ নৈতিক দিক থেকে, তার সাংস্কৃতিক দিক থেকে তার বিকাশের কোন সুযোগ থাকেনা। ভিয়েতনাম খুব বেশী দিন হয়নি স্বাধীন হয়েছে। সেখানে কম করে ১৭টা ট্রাইবেল ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠী তাদের বিকাশের জন্য এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ইত্যাদি করে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে কি করে সেটা তৈরী করা যায়। আমরা দেখেছি সোভিয়েত রাশিয়াতে, সেখানে আজকে বিভিন্ন সম্প্রাায় রয়েছে, বিভিন্ন জাতি গোষ্টির মানুষ রয়েছে বিশেষ করে এশিয়ার খণ্ডের মধ্যে যে কি করে তার নিজের ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে তার অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করার যে চেষ্টা সেই চেষ্টাকে গড়ে তোলা যায় তার জন্য সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায় সেটা নিহিত আছে। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে এই সমস্ত বৃহত্তর মিজোরাম থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত প্রশ্ন আসছে স্বাধীন ত্রিপুরা বলুন, গোর্খাল্যানড বলুন, খালিস্থান বলুন যা কিছু বলুন আমরা দেখছি মিজোরাম থেকে চাকমারা চলে আসছেন একই উপজাতির লোক, কিন্তু তাঁরা থাকতে পারছেন না চলে আসছেন নাগাল্যানড থেকে, সমস্ত নেপালীকে ট্রাক ভর্ত্তি করে পশ্চিমবঙ্গে ছেড়ে দিয়ে আসলেন। ওরা গিয়ে এখন দার্জিলিং-এ জায়গা নিয়েছেন। সেখানে কেন নূতন ভাবে প্রশ্ন আসছে যে গুর্খাল্যাণ্ড বাইরে থেকে এটার মদত চলছে। এই যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে তার মূল গত কারণ যেটা সেটা হচ্ছে যে সমাজের মধ্যে সামগ্রিক থেকে মানুষের বিকাশের, পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের বিকাশের সুযোগ কম তার অর্থ নৈতিক বিকাশ থেকে আরম্ভ করে সাংস্কৃতিক যা কিছু বিকাশের সুযোগ কম, একটা অংশের কিছু কিছু গোষ্টির মানুষ বা সম্প্রদায় পিছনে পড়ে আছে তো পিছনেই থেকে যাচ্ছে, অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। কোন অঞ্চলের মানুষ পিছনে আছে তো পিছনেই থেকে যাচ্ছে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তার থেকে যে সমস্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কোথাও স্বার্থান্বেষী ঐ সমস্ত অংশের।

তথাকথিত নেতারাই এই সমস্ত করছেন, বিদেশী চক্রান্ত তার মধ্যে কাজ করছে না। আলটিমেটলি যেটা সেটা হচ্ছে সমগ্র ভারতের যে ঐক্য, সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব, মানুষে মানুষে যে মৈত্রী সেটাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে সেখানে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় কিনা, কাজেই আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল যে সমস্ত কথা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার উস্কানি দিচ্ছেন, এটা আজকে দিবালোকের মত সত্য যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন যে, কারা বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়াচ্ছে, কারা সংহতি রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, এইগুলি নূতন করে বলতে হবেনা। এসেম্বলী হাউসের মধ্যে তাঁরা যত কথাই বলুন না কেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানছে কারা সংহতি মানুষ, কারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে লড়াই করছে।

আজকে মিজোরামে, মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় বলেছেন ওখানে লালডেঙ্গাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়া হল। এইরকম উদারত্ব কংগ্রেস ছাড়া কেউ করতে পারবে না। এমন কোন ঘটনা আছে আসামের মধ্যে যারা ৬৬ইং থেকে ১০ বৎসরের জন্য যারা ভারতবর্ষের নাগরিক তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে সেখানে চুক্তি করা হয়েছে। আজকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘুর জীবন আজকে বিপন্ন হয়েছে, সেখানে আজকে বামফ্রন্টের যারা লোক, সি, পি, আই (এম) এর যারা লোক তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাঞ্জাবে লড়াই করছে। সারা ভারতবর্ষে লড়াই করছে। এইটা বলে দিতে হবে না। রাজনৈতিক বক্তৃতা করা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। যারা সংবিধানকে পদদলিত করে, ইচ্ছামতো সংশোধন করে আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। মিজোরামের যে চুক্তি সেই চুক্তির উপর আমাদের বক্তব্য থাকতে পারে। তবু আমাদের শুভ বুদ্ধি রয়েছে। এই জিনিষটা ত্রিপুরার উপর চাপ পড়তে পারে। এর লক্ষন খুব খারাপ। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা রয়েছে, মিজোরা রয়েছে, তারা আমরা দেখছি মিজো ভাই বোনেরা বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মিছিলে সামিল হন। তারা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছেন। আমরাও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের যেসমস্ত অসুবিধা রয়েছে সমস্ত দিকের অসুবিধা যেমন শিক্ষা দীক্ষা উন্নয়নমূলক

কাজে সব দিক দিয়ে চেষ্টা করছি. আমাদের সাহায্য সম্প্রসারিত করছি। আমাদের বিশ্বাস লালডেঙ্গা বা এম. এন, এফ এর প্রভাবে মিজোরামের যে শ্লোগান তাতে তারা বিভ্রান্ত হবেন না। এই হাউসের মধ্যে দেখা গেছে যে একটি প্রশ্নে কি বিরোধী, কি সরকারী দল সমস্ত দলগুলি এক জায়গায় একমত। মিজোরামের যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে তার বিরোধী। সেইদিক থেকে আমি মনে করি আগামী দিনে যৌথভাবে আমরা এই যে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই অঞ্চলের মধ্যে সেই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে জনমত গঠন করতে পারব, এই আশা এখানকার অন্যান্য সদস্যরাও প্রকাশ করেছেন। এইটাকে আমরা আরো জোরদার করতে পারি এবং অগ্রসর করতে পারি, তার জন্য অত্যন্ত যুক্তিসহকারে উপস্থিত করতে পারি মিজো ভাই বোনদের কাছে, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য যদি আমরা পৌছে দিতে পারি সেইদিন থেকে সবাইকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এবং এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে সর্ব সম্মতিক্রমে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানতে চাই এই রকম কোন প্রস্তাব যাতে আলোচনা না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হল। দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্যকে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে আলোচনা উপস্থিত করছি সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে। এইটা এমন একটা সমস্যা যে সমস্যা হচ্ছে ভারত এবং বাংলাদেশ দুইটা সরকারের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। এইটা ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা এই হিসাবে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে ভারত এবং বাংলাদেশের সমস্যা। এইটার দায়িত্ব রাজীব সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রের সরকার রাজীব গান্ধীকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। এইবার নিয়ে আমরা দেখি উপজাতি শরনার্থী ত্রিপুরা রাজ্যে ৪ বার এল। ঘটনা একই। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৪ বার করে ত্রিপুরা রাজ্যে শরনার্থী এল। ওদের দুঃখ কষ্ট দেখেত আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা।

কাজেই ত্রিপুরা সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিরকম দায়িত্ব ? ওরা প্রথমে এসে কোন স্কুলে বা বাজারে গিয়ে উঠে। আশ্রয় নেয়। তাদের আশ্রয়ের জন্য সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এইটা করার জন্য স্কুল বন্ধ করতে হয়। কোন কোন জায়ায় বাজারের মধ্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। খাদ্য ও পোশাক বিতরনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা করতে হয়। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, স্কুলের মাষ্টার সমস্ত প্রশাসনিক কাঠামো থেকে লোক নিয়ে এই সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়। এর ফলে আমাদের প্রচলিত যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার মধ্যে ঘাটতি দেখা যায়। সেই সমস্যাগুলি বাড়তে থাকে। বেড়েও যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। স্কুলঘর ছাড়াও কিছু লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তারা ক্যাম্পে ছাড়াও অন্যত্র রয়েছে। যার ফলে তাদের অসুখ বিসুখ আছে, তারা হাসপাতালে গিয়ে ভীড় করছে সেই ভীড়ের ফলে হাসপাতালে মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সেটাও ব্যাহত হচ্ছে। সেখানে চিকিৎসার যে সুযোগ আছে সেটাকে সম্প্রসারিত যতটুকু করা সম্ভব সেটা পারা যাচ্ছেনা। সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশ অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। তারপর সেখানে বিভিন্ন জায়গায় শরনার্থীরা এসে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে, তার ফলে কি হয় ওরা একবার রেশন পাচ্ছে, আবার শ্রমিকের কাজ করছে। দুটো বেনিফিটের ফলে অল্প মজুরীতে ওরা কাজ করছে। কাজেই এখানকার যারা শ্রমিক তাদের মজুরীটা কমে যাচ্ছে। তাতে ২-১ টা জায়গায় সংঘাত দেখা যাচ্ছে। এই দিক থেকে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এইটাও আমাদের দেখাতে হবে। তারপর কাঁচা বাজার অর্থাৎ কাঁচা তরকারী বাজার থেকে কিনতে হয়, মাছ ইত্যাদি কিনতে হয়। এবং এইটা কিনতে গেলে কি দেখা যায় হঠাৎ করে ত উৎপাদন বাড়ানো যায়না। এইটা একটা গতানুগতিক ব্যবস্থা। সেই গতানুগতিক ব্যবস্থার ফলে হঠাৎ করে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আগুনের মত হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এত সমস্যা দেখছি এই সমস্যার সমাধান একমাত্র ত্রিপুরা সরকার করতে পারে না। কারন এটা ত্রিপুরা সরকারের এক্তিযার নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। আমরা দেখি রাজীব এবং এরশাদের মধ্যে যখন দিল্লীতে আলোচনা হল এই ব্যাপারে সুষ্ঠু

সমাধানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়নি। এই যে হারারে জোট. নিরপেক্ষ সম্মেলনে এই খানেও নীরব। এইটা একটা আন্তজাতিক সমস্যা। এইখানে ঘটনাটা কি? সেই ঘটনাটা মাননীয় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলতে চাই সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। স্বায়ত্ব শাসনের নাম করে সেখানে আন্দোলন চলচে। বাংলাদেশী ঘটনা কাজেই সেখানে খুব বেশী ব্যাখ্যা দিতে চাইনা। সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। সেই আন্দোলনের ফলে আমাদের এখানে এসেছে। ভারতের সরকারের যেখানে চাপ দিয়ে সেই দেশের সঙ্গে কি ব্যবস্থা করবে না করব সেটা ভারত সরকারের ব্যাপার। কিন্তু আমরা দেখছি উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে এসে পড়ছে। যে সমস্যা ভারত, বাংলাদেশর সমস্যা, সেই সমস্যা ত্রিপুরাবাসীর উপর এসে পড়েছে। যার জন্য আমরা নাজেহাল হয়ে পড়েছি। তারপর আমরা যেটা দেখি শরনার্থীদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখানকার যারা কংগ্রেসী যারা টি, ইউ, জে, এস তাদের চেহারা দেখেছি, কিছুতেই ক্যাম্পে যেতে দেবেনা। বার বার অনেক চেষ্টা করে সেখান থেকে ফৌজ নিয়ে, পুলিশ নিয়ে গিয়ে ধরে আনতে হয়েছে। ক্যাম্পে যেতে না দেবার কারন? সেখানে নানাভাবে চক্রান্ত করা হচ্ছে। তারা বলছে ক্যাম্পে গেলে মরে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে। এইটা নিয়ে নানারকম চক্রান্ত করছে, নানারকম কথা বলছে। তাদেরত বলা হচ্ছেই আবাব সাধারন যারা অ উপজাতি লোক আছে তাদের মধ্যে টি. ইছ, জে, এস, খুব সুগম্ভীর চক্রান্ত করে বলছে যে, দেখ রিফিউজিরা এখানে এসেছে আর তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে।

মি: স্পীকার: মাননীয় সদস্য আর ত মাত্র আধ মিনিট সময় আছে। এই আলোচনাটা আগামীকাল ক্যারিড ওভার করে নেই। ইট উইলবি ক্যারিড ওভার। আগামীকাল এইটা ডিসকাশাসেনর জন্য আনতে পারি। আর একটা শর্ট ডিসকাশান আছে, সেটাত ডিসক্যশানে কোণ অসুবিধা নাই। আমরা আগামীকাল নেব।

এই সভা আগামীকাল ৯ ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE--'A'

REPLY TO THE ITEM NO. 2 OF
The Admitted Starred Question No. 61.

মহকুমা	ব্লক	৩১শে মার্চ ৮৬ পর্যান্ত প্রকল্পের সংখ্যা			ব্যবহৃত সেচ জমির পরিমান		
		এল আই	গভীর নলকূপ	মোট	এল আই	গভীর নলকূপ	মোট (গ্রস)
ধর্মনগর	পানিসাগর	২০	৯	২৯	৪১৩	১১২	৫২৬
	কাঞ্চনপুর	৯	১	১০	১১২	৪৪	২১৬
	মোট –	১৯	১০	৩৯	৬২৬	১৫৬	৭৮২
কৈলাশহর	কুমারঘাট	১৩	২	২৫	৫৪৭	৩০	৫৭৭
	ছামনু	৪	২	৬	৫৯	৫০	১০৯
	মোট—	২৭	৪	৩১	৬০৬	৮০	৬৮৬
কমলপুর	সালেমা	৩০	[illegible]	৩৩	৭৭৬	৫৮	৮৩৪
খোয়াই	খোয়াই	৫	[illegible]	৮	২২৪	৩৮	২৬২
	তেলিয়ামুড়া	১৭	৩	১০	১৫০০	৮৮	১৫৯৮
	মোট—	১২	৬	২৮	১৭২৪	১৩৬	১৮৬০
সদর	জিরানীয়া	১৬	৫	২১	১২৩০	১২২	১৩৫২
	মোহনপুর	৪	১২	১৬	১০০	২৯৮	৩৯৮
	বিশালগড়	১৯	১৩	৩২	১৫২৭	৩৫৫	১৭৮২
	নন ব্লক আগরতলা সন্নিকটে	৬	—	৬	৪২৬	—	৪২৬
	মোট—	৪৫	৩০	৭৫	৩১৮৩	৭৭৫	৩৯৫৮
সোনামুড়া	মেলাঘর	১৮	৩	২১	৭৮৬	৪৯	৮৩৫
উদয়পুর	মাতাবাড়ী	৩৬	১০	৪৬	১১৩৩	৬১০	১৪৪৩

বিলোনীয়া	বগাফা	১০	৩	১৩	৭১৮	১২৯	৮৪৭
	রাজনগর	৯	৪	১৩	৩৪৩	৬০	৪০৩
	মোট—	১৯	৭	২৬	১০৬১	১৮৯	১২৫০
সাব্রুম	সাতচান্দ	১৫	৪	১৯	৬২০	১৩৫	৭৫৫
অমরপুর	অমরপুর	১৯	—	১৯	১২৭৬	—	—
	ডম্বুরনগর	৩	—	৩	—	—	—
	সর্বমোট—	৬৩	৭৭	৩৭০	১১৭৯১	১৮৮৮	১৩৬৭৯

ANNEXURE—'B'

STARRED QUESTION NO. 18 (ADMITTED NO. 12)

Name of the Member :—Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department, be pleased to state :—

১। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৬ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যে কতজন টি, এন, ভি, এবং এ, টি, পি, এল, ও, উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে,

২। আত্মসমর্পনকারী এ, টি, পি, এল, ও'র কোন সদস্য পুনরায় রাজ্যে উগ্রপন্থী কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়েছে এমন কোন তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট আছে কি না,

৩। টি, এন, ভি, এবং লামা কৌন্সিল ব্যতীত অন্য কোন গোপন সংগঠন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিবেশ নষ্ট করার কাজে লিপ্ত আছে কিনা, এবং

৪। এ পর্যান্ত কতজন কাদের হাতে আত্মসমর্পনকারী এ, টি, পি, এল, ও, এবং টি,এন,ভি, সদস্য নিহত হয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister Shri Dasaratha Deb, Dy Chief Minister, in-charge of the Home Department.

১। মোট ৪৬ জন টি, এন, ভি, এবং ১৬৮ জন এ, টি, পি, এল, ও, উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন।

২। শ্রীবালক মনি জমাতিয়া রাইয়াবাড়ীতে ২৩শে জুলাই ১৯৮৩ ইং সনে আত্মসমর্পন করেছিলেন। তিনি পুনরায় টি, এন, ভি'তে যোগদান করেছেন বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

৩। এমন কোন তথ্য জানা নেই।

৪। এপর্য্যন্ত ৬ জন আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থী নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন এ,টি, পি এল ও সদস্য নিহত হয়েছেন উপজাতি দুস্কৃতকারীদের দ্বারা। অপর ২ জন এ,টি,পি,এল, ও, এবং ২ জন টি,এন,ভি সদস্য নিহত হয়েছেন টি.এন,ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক।

Admitted Starred Question No. 15

Name of the Member :—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৯ইং সনে ১৫ই জুলাই তারিখে ধর্মনগর মহকুমায় আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থকগণ ত্রিপুরা বন্ধকে কেন্দ্র করে পদ্মবিল হাইস্কুলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উপর ব্যাপকভাবে হামলা করেছিল.

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত হামলার ফলে পদ্মবিল হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীভবরঞ্জন দাস পঙ্গু হয়েছে,

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সরকার উক্ত পঙ্গু ছাত্রটির জন্য কি কি সাহায্য সহায়তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ANSWER

Name of Minister :— Shri Dasaratha Deb, Chief Minister, I/C.

১। হ্যাঁ।

২। পদ্মবিল হাইস্কুলের ছাত্র মৃগিরোগে আক্রান্ত শ্রী ভবরঞ্জন দাস আমরা বাঙ্গালী সমর্থকদের হামলায় গুরুতর আহত হয়।

৩। আহত শ্রীভবরঞ্জন দাসকে মোট ৩৬০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 37

Name of the Member :— Shri Bidya Ch. Debbarma

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বনবাজার, আশারামবাড়ী, চেরমা হাওর ও করাঙ্গীছড়া (বিদ্যাবিল) হাওরের জলসেচের সুবিধার জন্য সুঁখিয়া ছড়াতে পাকা বাঁধ নির্মানের ব্যাপারে ক্ষুদ্র জলসেচ দপ্তরের এস,ডি,ও মহোদয় তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়েছেন ? এবং

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সেচ প্রকল্পটির কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

—উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। জরীপ প্রভৃতির পর প্রকল্প ব্যয় ও উপকারের নিরীখে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে ব্যয়ানুমোদনের পর কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 60

Name of the Member : Shri Samir Deb Sarkar

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই শহরের লালছড়ার উত্তরাংশে পানীয় জল সরবরাহের জন্য আর একটি ডিপ টিউবওয়েল খনন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

—উত্তর—

১। ইহা সত্য নহে।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 67

Name of Member :— Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Depertment be pleased to state :—

—প্রশ্ন—

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউসের নির্মান কাজ শুরু হবে বলে জানা যায়, এবং

২। এই সময়ের মধ্যে পানিসাগর ব্লক হেড কোয়ার্টারে একটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

—উত্তর—

১। মোট ৩ (তিন) টি।

২। আছে।

Admited Starred Question No. 72

Name of the Member :— Fayzur Rahaman

—প্রশ্ন—

১। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত ফুলবাড়ী, বাগান, জালাইবাড়ী, কালাছড়া, বিষ্ণুপুর, রাজেন্দ্রনগর গ্রামগুলির কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

৪। পাণিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত যে সব কৃষি জমিতে ইরিগেশন স্কীম চালু ছিল, তাহা বর্ত্তমানে বন্ধ রাখার কারন কি ?

—উত্তর—

১। আপাততঃ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সংগতি হেতু ত্রিপুরার সব কৃষিযোগ্য জমিতে একই সঙ্গে জল সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৪। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লক অন্তর্গত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির মধ্যে মাত্র ৪ (চার) টি প্রকল্প যথা—জলেবাসা (গভীর নলকূপ), পদ্মবিল (এল আই), ভাঁড়ছড়া (এল আই) এবং রাধাপুর (গভীর নলকূপ) বর্ত্তমানে চালু নাই।

Admitted Starred Question No. 84
Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman

—প্রশ্ন—

১। উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকরায় ও ইছাই কাশেমনগরে বর্ত্তমানে যে ইরিগেশন স্কীমটি চালু আছে তাহার মাধ্যমে নিকটবর্তী ইছাইপার, বকবকি হাওর, ইছাই বরুয়া কান্দি, ইছাইজয়পুর প্রভৃতি গ্রামে কৃষি জমিগুলিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা?

২। না করা হলে তবে তাহার কারন এবং

৩। ইছাইপার গ্রামের বাসিন্দারা রবি শষ্য চাষের জন্য হাইড্রেন্ট করা ব্যাপারে বার বার সরকারের নিকট আবেদন করা সত্বেও এখনও উক্ত গ্রামে হাইড্রেন্ট না করার কারন কি?

৪। উক্ত ব্লকের অন্তর্গত ইছাইলালছড়া গ্রামের গভীর নলকূপ হইতে জালাইবাড়ী, টুলুগাঁও, ইছাই, বরুয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রামে কৃষি ক্ষেতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা?

—উত্তর—

১। ঐ দুইটি প্রকল্প দ্বারা বকবকি হাওর, ইছাই বরুয়াকান্দি, ইছাই, জয়পুর প্রভৃতি গ্রামের কৃষি জমিতে জল দেওয়ার প্রস্তাব নাই তবে ইছাইপার গ্রামের কিয়দংশের জন্য প্রস্তাব

আছে।

২। চালু প্রকল্পগুলি হইতে ইছাইপার গ্রামের কিয়দংশ, অনান্য মাঠে জল দেওয়া কারিগরি বিচারে সম্ভব নয়।

৩। ইছাইপার গ্রামের কিয়দংশ ইছাই সোনাপুর প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে জল দেওয়া হইতেছে। অবশিষ্ট কিছু অংশে ইছাই কাশেমনগর প্রকল্প থেকে পাইপ লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।

৪। ইছাইলালছড়ার গভীর নলকূপ হইতে পার্শ্ববর্তী জালাইবাড়ি টুলু গাঁও ইছাই বরুয়া কান্দি প্রভৃতি গ্রামের কৃষিজমিতে জল দেওয়া সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করে দেখার পরই বলা সম্ভব।

dmitted Starred Question No. 95

Name of the Member :—Shri Hari Charan Sarkar

—প্রশ্ন—

১। মোহনপুর ব্লকাধীন সোনাই নদীতে ডাইভারসন স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়?

৩। যদি না থাকে তবে তার কারন?

—উত্তর—

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত কারিগরি এবং আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব নদীতে একই সঙ্গে সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

Assembly Admitted Starred Question No. 99

Name of the Member :—Shri Hari Charan Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be please l to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের সিনেমা হলগুলিতে টিকেটের কালোবাজারী বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তবে এব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister-in-charge of Home Department.

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

সিনেমা হলগুলিতে কালোবাজারী বন্ধ করতে সরকার সচেষ্ট। সিনেমাহলগুলির সামনে এবং টিকিট কাউন্টারের নিকট পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন যাতে টিকিট কালোবাজারে বিক্রী না হয়।

পুলিশ আইনের ৩৪ (খ) ধারায় ১৯৮৫ ইং সনে উত্তর ত্রিপুরায় ৬ জন কালোবাজারীর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছেন। ১৯৮৬ ইং সনের এপর্যান্ত পশ্চিম ত্রিপুরায় ২৬ জন কালোবাজারীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়েছে। কালোবাজারী বন্ধ করতে সিনেমা হলের মালিকগণকে কাহারো নিকট ২টির বেশী টিকিট বিক্রয় না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। দর্শকগণ যাতে সারিবদ্ধভাবে কাউন্টার থেকে টিকিট ক্রয় করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহিলা এবং ছাত্রদের জন্য সিনেমা হলগুলিতে টিকিট বিক্রয়ের পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা করার বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে।

কালোবাজারীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সিনেমা হলের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

Starred Question No. 168 (Admitted No. 103)

Name of the Member :—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায় থানা এলাকাধীন লালজুরী গাঁওসভার অশ্বিনী মালাকার গত ২৭/১২/৮৪ ইং হইতে আজ পর্যান্ত নিখোঁজ,

২। সত্য হইলে তার কারণ কি, এবং

৩। উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister, In-charge of Home Department.

১। হ্যাঁ।

২। সন্দেহ করা হচ্ছে উগ্রপন্থীগণ তাহাকে অপহরণ করে হত্যা করেছে।

৩। হ্যাঁ। ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

The Admitted Starred Question No, 61.

Admitted Starred Question No. 106

Name of the Member :—Shri Nagendra Jamatia

—প্রশ্ন—

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত সোনাছড়া কলোনীতে গভীর নলকূপটি কবে বসানো হয়েছিল,

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত নলকূপ থেকে এখনো জল সরবরাহ করা হচ্ছে না।

৩। সত্য হইলে তার কারণ ?

—উত্তর—

১। ১৯৮৩ ইং সালের মে মাসে।

২। হ্যাঁ।

৩। সেচের জন্য যথেষ্ট জল না পাওয়া যাওয়ায় এই নলকূপটি পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 107

Name of the Member :—Shri Nagendra Jamatia

—প্রশ্ন—

১। অম্পি ব্লকের অন্তর্গত ধনলেখা কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না,

২। নিয়ে থাকলে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

—উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। ধনলেখাছড়া হইতে ধনলেখা মাঠে একটি লিফ্‌ট ইরিগেসন প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 109

Name of the Member :—Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১৯৮৬ ইং সনে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তৈদুব সুপাংবোয়া গ্রামের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোট কয়টি পরিবারের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হয়েছিল,

২। তাদের মধ্যে কত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে ? (পরিবারের নামের তালিকাসহ ক্ষতির পরিমান)।

ANSWER

Name of the Member .—Shri Dasarath Deb, Dy Chief Minister, In-charge of Home Department.

১। ৯-২-১৯৮৬ ইং তারিখে তৈদুর সুপাংকুয়া গ্রামের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মোট ৩টি পরিবারের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২। ক্ষতির পরিমান অনুসারে নিম্নলিখিত ৩ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	আর্থিক ক্ষতির পরিমান।	আর্থিক সাহায্যের পরিমান
১। শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মা। পিতামৃত চাণক্য দেববর্মা। উত্তর সুপাংকুয়া, তৈদু।	৫,০০০ টাকা	১,৫০০ টাকা

২।	শ্রী মতী নেবুই সিয়াম কাইপেং। স্বামী ছৈলাহাউ কাইপেং। উত্তর মুপাং রুয়া, তৈদু।	৭,০০০ টাকা	১,২০০ টাকা।
৩।	শ্রী ময়াল লিয়ন কাইপেং। পিতা—ছৈলাহাউ কাইপেং। উত্তর মুপাংরুয়া, তৈদু।	৫,০০০ টাকা	১,১০০ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 112

Name of the Member :—Shri Diba Chanda Hrangkhwal.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Home Department be pleased to state.

১। হাসপাতালে বা অন্য কোন স্থানে মৃতব্যক্তির দেহের ময়না তদন্ত করার পূর্বে Magistrate-এর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না,

২। যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে কোন শ্রেণীর Magistrate-এর নিকট হইতে এই অনুমতি নেওয়া হয়। এবং

৩। ইহা কি সত্য যে পূর্বে Magistrate-এর অনুমতি ছাড়াই তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের পরামর্শ ক্রমে মেডিকেল অফিসারগণ মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে থাকেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasarath Deb, Deputy Chief Minister, In-charge of Home Department.

১। হ্যাঁ।

২। যদি কোন ব্যক্তি হাসপাতালে অথবা অনাত্র আত্মহত্যা করে অথবা অন্য ব্যক্তির দ্বারা অথবা প্রাণী বা কোন যন্ত্রের দ্বারা নিহত হয় অথবা দুর্ঘটনা জনিত কারনে মৃত্যু হয় বা সন্দেহজনকভাবে কোন কারনে মৃত্যু হয় অথবা কোন মৃত্যুর জন্য কোন ব্যক্তি জড়িত বলে সন্দেহ হয় সেইসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারন নির্ণয়ের জন্য মৃতদেহে তল্লাশী চালানো হয় এবং এইসব তল্লাশীর ক্ষেত্রে Magistrate-এর আদেশের প্রয়োজন হয়।

৩। ইহা সত্য নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 146

Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar

—প্রশ্ন—

১। খোয়াই ব্লকের ধলাবিল পঞ্চায়েতের হৃদয় দেববর্মাপাড়া ও পূর্ব গনকী কলোনিতে ডিপ টিউবওয়েল এবং পূর্ব বাচাইবাড়ী পঞ্চায়েতের রেমাছড়া ও বন বাজারে উদনী ছড়াতে লিফট ইরিগেশন প্রকল্প চালু করার জন্য বি ডি সির, কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে কিনা ?

২। করা হইলে উক্ত প্রস্তাব কার্যাকরী করার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করেছেন কিনা ?

— উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে আশারাম বাড়ী উদনাছড়াতে একটি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প ১৯৮৫-৮৬ সালে আর্থিক অনুমোদন লাভ করেছে। এবং দরপত্র আহ্বান প্রভৃতি পর্য্যায়ে আছে। এছাড়া খোয়াই মহকুমার আশারামবাড়ী বনবাজারে একটি ডিপ টিউবওয়েল ১৯৮৪-৮৫ সালে মঞ্জুর হইয়াছে। এছাড়া বাকী প্রস্তাবগুলি প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্য্যায়ে আছে।

STARRED QUESTION NO. 246 (ADMITTED NO. 160)

Name of the Member :—Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased be state :—

১। ক) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র আছে,

খ) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকে ১টি করে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র খোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে,

গ) যদি সত্য হয় তবে বর্তমান বৎসরে মোহনপুরে একটি অগ্নিনির্বাপক খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

ঘ) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কেন্দ্রটি স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasarath Deb, Dy: Chief Minister, In-charge of Home Department.

ক) ১৩ টি

খ) হ্যাঁ।

গ) ও ঘ) :— সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প ধাপে ধাপে রূপায়িত হবে। মোহনপুরে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রশ্নটি সরকার যথাসময়ে বিবেচনা করবেন।

Admitted Starred Question No. 194
Name of the Member :— Shri Matilal Saha

—প্রশ্ন-

১। বিশালগড় ব্লকের উত্তর চড়িলাম, দক্ষিণ চড়িলাম, পদ্মনগর, লালসিংমুড়া, সুতারমুড়া, বংশীবাড়ী এসমস্ত গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ভূমিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে জলসেচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে, তাহা হলে কতদিনের মধ্যে উক্ত গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

—উত্তর—

১। উত্তর চড়িলামে ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে একটি ডিপ টিউবওয়েল এবং সুতারমুড়ার ১৯৮৪ ৮৫ সালের বাজেটে একটি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প ধরা হইয়াছে।

২। সুতারমুড়া ডিপ টিউবওয়েল এর কাজ শেষ হইয়াছে। প্রকল্পটি চালু করা হইয়াছে। উত্তর চড়িলাম ডিপ টিউবওয়েল এর জরিপ ইত্যাদির কাজ বর্তমান বৎসরে আরম্ভ হইবে।

Starred Question No 286 (Admitted No. 223)

Name of the Member :—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home D partment be pleased to state.

১। ইহা সত্য যে গত ২৫ ৪ ৮৬ ইং তারিখে রাত্রি ৩ টার সময় সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত তৈলকাজলার পেক্সের ঘরের তালা খুলে চাউল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের হাতে দুই ব্যক্তি ধরা পড়েছে,

২। ইহাও কি সত্য যে পরের দিন অর্থাৎ ২৬ ৪ ৮৬ ইং তারিখে সকাল ৯ টার সময় ধৃত উক্ত দুই ব্যক্তিকে মালামাল সহ পুনরায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,

৩। সত্য হলে উক্ত ঘটনার ব্যাপারে কোন কেইস সোনামুড়া থানায় নথিভূক্ত করা হয়েছে কিনা,

৪। না করা হলে তার কারন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister-in-charge of Home Department.

১। ইহা সত্য নহে।

২নং ৩নং ও ৪নং প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 225

Name of Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Depertment be pleased to state :—

১৯৮৫ইং হইতে ১৯৮৬ইং সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোন্ কোন্ মহকুমার কতজন পথচারি ও যাত্রী বিভিন্ন রকম যানবাহন দুর্ঘটনা জনিত কারণে হতাহত হয়েছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

ANSWER

Name of Minister :— Shri Dasaratha Deb, Dy. Chief Minister, In-charge of Home Department.

১৯৮৫ইং হইতে ১৯৮৬ইং সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় হতাহত পথচারি এবং যাত্রীদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

মহকুমা	ঘটনার সংখ্যা	পথচারী		যাত্রী	
		হত	আহত	হত	আহত
১। সদর	১৪০	৬	১৯	২৬	১৭০
২। খোয়াই	৩৪	—	৫	৯	৬৫
৩। সোনামুড়া	৮	—	১	২	১৪
৪। উদয়পুর	১৭	৫	১	১	১২
৫। সাব্রুম	৭	—	—	২	১১
৬। বিলোনীয়া	৫	—	—	১	৮

৭। অমরপুর	৭	১	—	২	৮
৮। কৈলাসহর	১৬	১	২	২	৬৮
৯। ধর্মনগর	৩০	—	—	৫	৫২
১০। কমলপুর	১০	১	—	—	২৯
		১৪	২৮	৫০	৪৩৫

১৯৮৬ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত।

মহকুমা	ঘটনার সংখ্যা	পথচারী		যাত্রী	
		হত	আহত	হত	আহত
১। সদর	৪১	—	৫	১০	৩৬
২। খোয়াই	১০	—	১	৬	১৩
৩। সোনামুড়া	৬	—	—	১	৬
৪। উদয়পুর	২০	—	—	৪	২৬
৫। সাব্রুম	৩	—	—	—	৫
৬। বিলোনীয়া	৫	—	—	১	২৪
৭। অমরপুর	৩	১	—	-	১৪
৮। কৈলাশহর	৩	—	—	—	৬
৯। ধর্মনগর	২০	—	৩	৩	৬০
১০। কমলপুর	৬	১	—	১	৬০
		২	৯	২৬	২২৮

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 226

Name of the Member :—Shri Monoranjan Majumder

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়াটার ট্যাপ এর কিছু কিছু পয়েন্ট কিছু লোক বেড়া দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে নিয়েছে; এবং

২। সত্য হলে উল্লেখিত পয়েন্টগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

—উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, চেষ্টা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 238

Name of the Member :—Shri Kashiram Reang

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য বগাফা ব্লক অন্তর্গত লক্ষ্মীছড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়ের সম্মুখস্থ ড্রিপ

টিউবওয়েলটি অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে ?

২। সত্য হইলে উক্ত ডিপটিউব ওয়েলটি পুনরায় চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

—উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, আছে।

Admitted Starred Question No. 239

Name of the Member :— Shri Narayan Das

—প্রশ্ন—

ক) ১। সোনামুড়া সাব ডিভিসন কাঠালিয়া গাঁওসভায় কামাই নদীর উপরে স্লুইস গেইট স্থাপন করে জলসেচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

খ) যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

—উত্তর—

ক) ১। আপাতত: নাই।

খ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 241.

Name of member :—Shri Rasik Lal Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department bc pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া সদর এবং খোয়াই মহকুমায় বর্তমানে কত পরিবার তপশিলী উপজাতিভুক্ত লোক বাস করছেন, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব,

উত্তর

১) ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুসারে উক্ত তিনটি মহকুমায় উপজাতির সংখ্যা নিম্ন-রূপ :—

ক) সদর— ১,৪৭,১৩১ জন (২৫, ৯৩০ পরিঃ)

খ) খোয়াই— ৮১,৯৫৭ " (১৪,৬৫৬ পরিঃ)

গ) সোনামুড়া— ১৫,০৫৮ " (২,৭৬২ পরিঃ)

মোট— ২,৪৪,১৪৬ জন (৪৩,৩৪৮ পরিঃ)

প্রশ্ন

২। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিবারগুলিকে সাহায্য বাবত নিউক্লিয়াস বাজেটে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার আলাদা হিসাব ?

উত্তর

২) উক্ত সময়ে এই তিনটি মহকুমায় উপজাতি পরিবারদের নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে

প্রদত্ত সাহায্যের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) সদর— ২,১৫,০০০ টাকা
খ) খোয়াই— ৯৫,০০০ টাকা
গ) সোনামুড়া—২,২৮.৯২০ টাকা
মোট— ৫,৩৮,৯২০ টাকা

Admitted Starred Question No, 250.
Name of the Member :— Mati Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৩ ইং হইতে ১৯৮৬ই এর ১০ই মে পর্যন্ত ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগ হইতে মোট কতজন S I, A S I, Constable, Home Guard, Chowkider চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন, (পদ ভিত্তিক আলাদা হিসাব) এবং

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতগুলি S I, A S I, Constable, Home Guard, Chowkiderএর পদ খালি হয়েছে এবং এরমধ্যে কতগুলি শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, By Chief Minister in-charge of Home Department.

১। মোট ১৩৯ জন চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। পদ ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

১। S. I.— ২১ জন।
২। A. S. I.— ১০ জন।
৩। Constable—১০৫ জন।
৪। Chowkider— ৩ ”

মোট— ১৩৯ জন

Home guard একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। সুতরাং এই সংস্থার সদস্যদের চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

২। এই সময়ের মধ্যে S. I., A. S. I. এবং Constable সহ মোট ১৭২২টি পদ খালি হয়েছে এবং ১০৫০টি শুন্যপদ পূরণ হয়েছে যথা :—

পদের নাম	পদের সংখ্যা	শুন্যপদ পূরণের সংখ্যা
S I. —	১০১	৭৬
A S I. —	৭৯	৩১
Constable —	১৫৪২	৯৪৩
	১৭১২	১০৫০

Chowkider পদের সংখ্যা মোট ২১২। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কর্মরত Chowkider গণ চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের সাথে সাথে সেই পদটি অবলুপ্ত হবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণের প্রশ্ন উঠে না।

কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য Home Guard এর সংখ্যা স্থির করেছেন মোট ৩০৩৬ জন। তাহাদের প্রয়োজন ভিত্তিক কাজে আহ্বান করা হয়। কর্মে নিযুক্ত অবস্থায় দৈনিক ভাতার হার ১৫ টাকা। রাজ্য সরকার কর্মরত Home guardদের তদ্ অতিরিক্ত প্রতিদিন ২ টাকা হারে প্রত্যেককে Financial Relief দিয়ে থাকেন। বর্তমানে কর্মরত Home guard দের সংখ্যা মোট— ১৪১৪ জন।

Admited Starred Question No. 257
Name of member : Shri Monoranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political Department be pleased to state—

QUESTION

২। অধুনা বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমনে বিদ্ধস্ত হাজার হাজার বাংলাদেশী নাগরিকের সাব্রুম ও অমরপুর সীমান্ত পথে ত্রিপুরা প্রবেশ রোধে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে ?

Name of the Minister-in-charge of the Political Department.
(Chief Minister.)

ANSWER

গত ২৯শে এপ্রিল থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৬ইং পর্য্যন্ত ২৭ ১২৫ জন উপজাতি উদ্বাস্তু চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ হতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী ও অধিবাসী কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে প্রাণভয়ে ত্রিপুরার অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

উদ্বাস্তু আগমন রোধ করার মত অমানবিক পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেন নাই। তবে ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে উদ্বাস্তু হিসাবে অবস্থান করছে তাদের ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হয়েছে :—

১) সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী (বি এস এফ) কর্তৃক সীমান্ত প্রহরা জোরদার করা হয়েছে।

২) অতিরিক্ত তন কোম্পানী বি এস এফ সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে

মোতায়েন করা হয়েছে।

৩) সীমান্ত চৌকীগুলির দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য অতিরিক্ত তিনটি নুতন সাময়িক চৌকী স্থাপন করা হয়েছে।

৪) বাংলাদেশী উদ্বাস্তু আগমন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানী কমাণ্ডার ও কমাণ্ডার পর্য্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন বৈঠকই ফলপ্রসু হয়নি। পরে গত ১৭ই মে ৮৬ ইংরাজী তারিখে সেক্টর কমাণ্ডার পর্য্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উদ্বাস্তু ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে এবং বাংলাদেশী নাগরিক যাতে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ না করে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ সেক্টর কমাণ্ডার বলেন যে বাংলাদেশী নাগরিক যাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ না করতে পারে সেই বিষয় নিশ্চিত করতে বি ডি আর প্রচেষ্টা নেবে। উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ সেকটর কমাণ্ডার বলেন যে উদ্বাস্তুদের নাম, ঠিকানা, ভারতে প্রবেশের তারিখ ইত্যাদি সম্বলিত বিস্তারিত তথ্য ভারত প্রদান করলে তা পরীক্ষা করার পর তাদের ফেরৎ নেওয়া হবে এবং একথাও তিনি বলেন যে, এই বিষয়ে যেন বাংলাদেশের খাগড়াছড়ির ডেপুটি কমিশনার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক পর্য্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩১শে মে ৮৬ইং তারিখে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক ও বাংলাদেশের খাগড়াছরির ডেপুটি কমিশনার পর্য্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ডেপুটি কমিশনারের নিকট উদ্বাস্তুদের নামের তালিকা, ঠিকানা এবং প্রবেশের তারিখ সম্বলিত একটি তালিকা অর্পন করা হয়। বাংলাদেশের ডেপুটি কমিশনার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এইসব নামের তালিকা পরীক্ষা করার পর যারা যথার্থ বাংলাদেশের নাগরিক তাদের বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে ফেরৎ নেয়া হবে। ভারতের তরফ থেকে এইসব উদ্বাস্তু যাতে সাতদিনের মধ্যে ফেরৎ নেয়া হয় তার উপর জোর দেওয়া হয়। বাংলাদেশ এই দাবী কার্যকর করা সম্ভবপর নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন ভারত সরকার বিভিন্ন কূটনৈতিক পর্যায়ে অপ্রতিহত উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশকে বলেছেন এবং যাঁরা ইতিমধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের অবিলম্বে ফেরৎ নেওয়ার জন্য দাবী করেছেন।

৫) উদ্বাস্তুদের সীমান্ত অতিক্রম রোধ কল্পে সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী

(বি, এস, এফ,) ব্যতীত পুলিশ বাহিনীর অন্তর্গত মোবাইল টাস্ক ফোর্সকেও নিয়োজিত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No :—262.
Name of Member :— Jahar Saha.

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ ও ডেপাইছড়িতে লিফট ইরিগেশন সেণ্টার করানোর পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল?

২। উক্ত পরিকল্পনাগুলির কাজ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ কি এবং

৩। উক্ত মহকুমার রামপুর, দেববাড়ী রাঙ্গামাটি ২নং,—ঝরঝরিয়া ও উত্তর একছড়ি ইরিগেশন সেণ্টার-এ পাইপ বসানোর কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বীরগঞ্জ লিফট ইরিগেশন-এ ১১-৭-৮৫ ইং তারিখ এবং ডেপাইছড়ি লিফট ইরিগেশনে ৩০-১১-৮৭ ইং তারিখ হতে কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

২। প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করতে দেরী হওয়ায় এখনও কাজগুলো সম্পূর্ণ হয়নি।

৩। রামপুর লিফট্ ইরিগেশন-এর পাইপ লাইনের কাজ এ-বছরই আরম্ভ করা হবে এবং আগামী আর্থিক বছরে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

দেববাড়ী, রাঙ্গামাটি ২নং এবং ঝরঝরিয়া লিফট্ ইরিগেশন প্রকল্পের পাইপ লাইনের কাজ অনেক আগেই শেষ করা হয়েছে। উত্তর একছড়ি লিফট্ ইরিগেশন প্রকল্পের পাইপ লাইনের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বছরেই শেষ করা হবে। শতকরা ৭০ ভাগ কাজ আগেই শেষ করা হয়েছে।

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

Admitted Starred Question No. 264.

Name of the Member :— Shri Narayan Das,

প্রশ্ন

১। ক) সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর Police out postটিকে পুলিশ ষ্টেশনে পরিণত করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

খ) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, Deputy Chief Minister, In-charge of Home Deptt.

১। হ্যাঁ।

২। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮৮-৮৯ইং সনের মধ্যে পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে।

Admitted starred Question No. 284.

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Harangkhawal

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরে কৈলাশহরে এবং পার্শ্ববর্তী স্থানে Embankment-এর কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারগণ এখনও তাহাদের কৃত Work-এর সম্পূর্ণ Payment পান নাই ?

১। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে তার কারণ কি কি ? এবং উক্ত কাজে কত

জন ঠিকাদারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

Assembly Starred Question No. 302.

Name of member :—Shri Kashiram Reang

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ট্রাইবেল অটোনোমাস এরিযাতে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার বিষযটি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের একিয়ারভুক্ত এবং বিষযটি জেলা পরিষদের বিবেচনাধীন আছে।

২। নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা এখনও নির্দ্ধারন করা হয় নাই।

Admited Starred Question No. 308

Name of member : Maharani Bibhu Kumari Debi,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and Primitive Group Department be pleased to state—

Question No. 1. .— What is the criteria for defination of 'Primitive'.

Answer :– The criteria for identification of primitive Tribal group are as follows :—

a) . Pre-agricultural level of economy viz. food gathering, hunting or shifting cultivation (Jhuming) .

b) . Low literacy level.

Question No. 2. :—Is there any direction of the Tribal advisory board and A. D. C. for naming of particular group as primitive ?

Answer :— No. 'Reang' was identified as primitive group in 1976-77. The Tribal Advisory Committee was not consulted. The A. D. C. was not in existance at the relevant time.

Admitted Starred Question No, 324.
Name of the Member :— Shri Dhirendra Debnath,

Will the Minister-in-charge of the Political Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বিজয়নগর মৌজা মোহনপুর তহশীলাধীন মোহনপুর রেভিনিউ সার্কেলের ৬৭১ নং খতিয়ান ১৪৬৫ সাবেক দাগ ১৯৪২ হালে ৬ একর ২৮ শতক ভুমি বাংলাদেশ সরকার দখল করে নিয়েছেন।

২। সত্য হলে উক্ত সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন।

৩। উক্ত ভূমি বাংলাদেশ সরকার দখল করে নেওয়ার পর যে সকল পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ঐ সকল পরিবারবর্গের ক্ষতি পুরনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

Minister-in-charge of the Political Department.
(Chief Minister.)

উত্তর

১। না।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 339.

Name of the Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department pleased to state :—

১। আগরতলার আশ্রমচৌমুহনী এলাকায় কলেজটিলার টি, ও, পিতে হাবিলদার, কনষ্টেবল ইত্যাদি স্টাফ-এর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা ; এবং

২। উপরিউক্ত টি, ও, পিতে Night petrol এর ব্যবস্থা আছে কি না ?

ANSWER

Name of the Minister-Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister,
In-charge of Home Department.

১। আগরতলা আশ্রমচৌমুহনীতে বর্তমানে কোন টি, ও, পি নাই। এই স্থানের টি, ও,

পি'টি গত ১লা মার্চ, ১৯৮৫ ইং সনে আড়ালিয়াতে স্থানান্তরীত করা হয়েছে।

২। পূর্ব আগরতলা থানা হইতে এই এলাকায় Night petrol এর ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Starred Question No. 342.
Name of Member :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহর আশপাশ এলাকাস্থিত হাওড়া নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?
২। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

১। আপাতত: নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred Question No. 354.
Name of the Member :— Shri Monoranjan Majumder.
Will the hon'ble Minister-in charge of the Home department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং সনের জুন পর্যন্ত সোনামুড়া ও চড়িলামে সর্বমোট কত সংখ্যক গবাদি পশু অপহৃত হওয়ার ঘটনা থানায় নথিভুক্ত করা হইয়াছে ; এবং

২। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সোনামুড়া ও চড়িলামে চুরি, ডাকাতি, খুন সীমান্তে অপরাধ মূলক ঘটনার সংখ্যা কত ?
(পৃথক পৃথক হিসাব)।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister, In-charge of Home Department.

১। মোট ১৪টি গবাদি পশু অপহৃত হওয়ার ঘটনা নথিভূক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে সোনামুড়ায় ১৯টি ঘটনায় ১৭২টি এবং চড়িলামে ৫টি ঘটনায় ২১টি গবাদি পশু অপহৃত হয়েছে।

২। সোনামুড়া ও চড়িলামে চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা যথাক্রমে ১৪২ এবং ১৫। নিম্নে পৃথক পৃথক হিসাব দেওয়া গেল :—

	ডাকাতি	চুরি	হত্যা	সীমান্ত অপরাধ
১। সোনামুড়া	১৯	৯৭	১৪	১২
২। চড়িলাম	৩	১২	—	—

Admitted Starred Question No. 363
Name of member : Shri Kali Kumar Deb Barma,

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় গরীব জুমিয়াদিগকে বাকীতে রেশনের চাল দেওয়া হচ্ছে কি না,

২। উক্ত ব্যাপারে প্রকৃত গরীব জুমিয়া বাছাই করার পদ্ধতি কিরূপ,

৩। উক্ত ঋণ সরকারকে পরিশোধ করার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়, দুঃস্থ জুমিয়া অধ্যুষিত ৭টি ব্লক এলাকার জুমিয়াদেরকে বাকীতে রেশনের চাল দেওয়া হচ্ছে।

২। বি, ডি,সির সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়েত সমূহ দুঃস্থ জুমিয়া পরিবারের তালিকা ব্লক অফিসে দাখিল করে। এই তালিকার ভিত্তিতে বাকীতে রেশন প্রাপকদের নামের তালিকা মহকুমা শাসকের অফিসে প্রেরণ করা হয়। মহকুমা শাসকদের অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট ন্যায্যমূল্যের দোকানে নামের তালিকা পাঠান হয় এবং সেই অনুসারে জুমিয়ারা বাকীতে রেশনের চাল পান।

৩। ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

Admitted Starred Question No. 384

Name of member :—Shri Kali Kumar Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর উপর চাকমাঘাট ব্যারেজ নির্মানের জন্য কত একর জমি কত টাকা মূল্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে ?

২। উক্ত ব্যারেজ নির্মানের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উক্ত কাজ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। ইহা কি সত্য যে উক্ত ব্যারেজ নির্মাণের কাজ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ ইট, সিমেন্ট, রড, ইত্যাদি মজুত করা হয়েছিল তাহা অবৈধভাবে অন্যত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে।

৪। যদি সত্যি হয় তবে তাহা বন্ধ করার জন্য এবং পাচার কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। মোট ৫১, ৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ইহার মূল্য বাবদ ৪০৮,৭৭৮, ৮০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

২। প্রাথমিকভাবে মোট ৭,১০,০০,০০০'০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উক্ত কাজ আনুমানিক ১৯৮৯ইং-এর মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩। বিগত ৮ মাসে ৫টি চুরির ঘটনা ঘটেছে।

৪। পুলিশে জানানো সহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 393.
Name of the Member :— Shri Buddha Deb Barma,

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাবাটি গাঁওসভার অধীনে পশ্চিম গোলাঘাটিতে গভীর নলকূপ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পশ্চিম গোলাঘাটির সিপাহীজলা স্কুলের নিকট একটি গভীর নলকূপের পরিকল্পনা ১৯৮৬-৮৭ সনের বাজেটে ধরা হয়েছে।

২। পরিকল্পনাটির যাবতীয় জরিপের কাজ শেষ হইয়াছে। বর্তমানে পরিকল্পনাটির এষ্টিমেট তৈয়ারীর পর্যায়ে আছে, ব্যায়ানোমোদনের কাজ হাতে নেয়া হবে।

৩। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 398.

Name of Member :— Shri Buddha Deb Baama.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত কাঞ্চনমালা গাঁও সভার কাঞ্চনমালা বাজারের নিকটবর্তী সিনাই নদীর দুই পারে বন্যা প্রতিরোধের জন্য হানা দেওয়া হইয়াছে কি ?

২। না দেওয়া হলে, কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে কাঞ্চনমালা বাজার রক্ষা করার কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted starred Question No. 399.

Name of the Member :— Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। ক) ১৯৮৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত কৈলাসহর মহকুমা শাসকের দপ্তর হইতে কতজনকে ভারতীয় নাগরিকত্ব কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

খ) ইহা কি সত্য যে, যথোপযুক্ত প্রমানপত্র থাকা সত্বেও জনগণকে নাগরিকত্ব কার্ড প্রদানে বিলম্ব ও হয়রানী করা হচ্ছে।

গ) যদি সত্য হয় তবে তাহা তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

Minister-in-charge of the Political Department.
(Chief Minister.)

উত্তর

১। ক) ২,২৯৪ জনকে।

খ) সত্য নহে।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—407.

Name of Member :— Shri Syed Basit Ali.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আথিক বৎসরে উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহর বিভাগে বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্পের মাধ্যমে নালকাটা মনুনদীতে ব্যারেজ নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

খ) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

গ) না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। ক) মনুনদীর দুই তীরের জমিতে জলসেচ ব্যবস্থার জন্য নালাকাটাতে একটি ব্যারেজ নির্মানের পরিকল্পনা আছে তবে উহা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য নহে।

খ) উক্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এবং চলিত ১৯৮৬ ৮৭ আথিক বৎসরে ব্যারেজের কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায়।

গ) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

(সংযোজনী-ক)

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	লিফট ইরিগেশান		ডিপ টিউবওয়েল	
		অবস্থিতি	সেচের আওতাধীন জমি (হেক্টর)	অবস্থিতি	সেচের আওতাধীন জমি (হেক্টর)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পানিসাগর	—	—	—	—
২।	কাঞ্চনপুর	১। লক্ষীপুর নং-১	৪০	১। রাধামাধবপুর	৩০
		১। সাতনালা	৩০		
		৩। মাছমারা	২৪		
		৪। ছুপাতাছড়া	৬০		
		৫। কমলাপুর	৬০		
		৬। কাঞ্চনপুর	৫২		
		৭ লক্ষীপুর নং -২	৭৬		
		৮। সোনেনালা	৬০		
		৯। সুব্রতনগর	৪০		
		১০। উরিছড়া	—		
	মোট—	১০ টি	৪৪২	১টি	৩০
৩।	কুমারঘাট	১। রাধানগর (ফটিকছড়া)	৫১	—	—
	মোট—	১টি	৫১	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
৪।	ছামনু	১। ঘাগরাছড়া	৫২	১। ময়নামা	৩০
		২। ধুমাছড়া	২৪	২। করমছড়া	৩০
		৩। বাকছড়া	৩২		
	মোট—	৩টি	১০৮	২টি	৬০
৫।	সালেমা	—	—	—	—
৬।	খোয়াই	১। সিপাহি হাওয়া	৪০	১। বাইজলবাড়ী	৩০
		২। মুহুরীছড়া	৮০	২। সমতল পদ্মবিল	৩০
				৩। চন্দ্রঠাকুর পাড়া	৩০
	মোট—	২টি	১২০	৩টি	৯০
৭।	তেলিয়ামূড়া	১। বর্মাবিল	৮০	১। বালুছড়া	৩০
		২। চাকমাঘাট	২০		
	মোট—	২টি	১০০	১টি	৩০
৮।	জিরানীয়া	১। চন্দ্রসাধু বাড়ী	৪০	১। কোয়াড়া খামার	২৪
		২। জিরানীয়া	৬০	২। গুনমনিঠাকুর পাড়া	৩০
		৩। বিশ্বমনিপাড়া	১২	৩। অজেন্দ্রনগর	৩০
		৪। রসিরামসিপাইপাড়া	১০	৪। কৃষ্ণ কোবরা	৩০
		৫। রাধামোহনপুর (অস্থায়ী)	১৭ ”		
		৬। ভূবনচন্দ্রাই পাড়া	৪০		
	মোট—	৬টি	১৭৯	৪টি	১১৪

Admitted Starred Question No. 408.
Name of Member :— Shri Sayed Basit Ali.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ ৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছরের জুন মাস পর্য্যন্ত কৈলাশহর মহকুমার কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ? এবং

২। উক্ত সময়ে প্রকল্পের জন্য ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ্ কত ?

৩। উক্ত ব্যায়িত অর্থের মাধ্যমে উক্ত সেচ প্রকল্পের সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, এবং

৪। না হয়ে থাকলে আরও কতটি প্রকল্পের কাজ এখনও বাকী আছে।

উত্তর

১। ১৯৮৫-৮৬ইং সনে পুরানো প্রকল্পের ৭টি নূতন প্রকল্পও ৩টি উন্নতিকরণ মোট ১০টির এবং ১৯৮৬-৮৭ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত ১টি অস্থায়ী প্রকল্পের কাজ কৈলাশহর মহকুমার কৃষি জমিতে ক্ষুদ্র সেচের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছিল।

২। ১৯৮৫-৮৬ইং সনের এবং ১৯৮৬-৮৭ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত উক্ত প্রকল্পগুলিতে মোট ৮৯৬৫০০, টাকা ব্যায়িত হয়।

৩। না। এই ব্যায়িত অর্থের মাধ্যমে কোন সেচ প্রকল্পের কাজই সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নাই।

৪। উপরোক্ত ১০টি প্রকল্পের সবগুলিই বিভিন্ন পর্য্যায়ে অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। সার্বিকভাবে প্রায় ২০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 429.

Name of the Member :— Shri Kali Kr. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ সনের জুন পর্যান্ত রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কতটি লিফট্ ইরিগেশন এবং টিউবওয়েল বসানো হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত লিফট্ ইরিগেশন এবং ডিপ-টিউবওয়েলগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে কতটি চালু অবস্থায় আছে এবং

৩। বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আরও লিফট্ ইরিগেশন ও ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৮৬ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সেচের জন্য ৫৮টি লিফট্ ইরিগেশন ও ২১টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া গেল। (সংযোজনী 'ক')

২। বর্ত্তমানে ৫৮টি লিফট্ ইরিগেশন এবং ২১টি ডিপ-টিউব ওয়েলের মধ্যে যথাক্রমে ৫০টি ও ১৮টি চালু অবস্থায় আছে।

৩। হ্যাঁ বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরের মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আরও ৪২টি লিফট্ ইরিগেশন ও ২৩টি ডিপ-টিউব ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে।

১	২	৩	৪	৫	৬
	২)	গণ্ডাছড়া	১২		
	৩)	কৃষ্ণপুর	১২		
	মোট—	৩টি	৩৬	—	—
সর্ব্বমোট—		৫৮টি	২৬৯৮	২১	৬১৪

সংযোজনী—খ

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে সকল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু নাই, তাহার তথ্য :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	প্রকল্পের প্রকৃতি	প্রকল্পের অবস্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	খোয়াই	গভীর নলকূপ	১। বাইজল বাড়ী	১। পাম্পসেট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালু করা হইবে।
	ঐ	এল. আই.	২। বেলছড়া	২। ১৯৮৬ইং সালের জানুয়ারী মাস হইতে চালু নাই। ট্রেন্সফরমার জ্বলিয়া গিয়াছে। সাক্সান হোস পাইপ এবং শাখা মরশুমী বাঁধও দুস্কৃতকারীরা দুইবার নষ্ট করিয়াছে।
২।	কাঞ্চনপুর	ঐ	৩। উরিছড়া (অস্থায়ী)	৩। জমি সংক্রান্ত গোলযোগের জন্য আদৌ চালু করা যাইবে না।

১	২	৩	৪	৫	৬
৩।	তেলিয়ামুড়া গভীর নলকূপ		৪। বালুছড়া	৪। ট্রেন্সফরমার জ্বলিয়া যাওয়ায় ৫/৮/৮৬ইং হইতে চালু নাই।	
৪।	মাতাবাড়ী এল. আই.		৫। জৈনবাড়ী	৫। অধিগ্রহণ খালে অত্যাধিক পলি জমিয়া যাওয়ায় ১/৭/৮৬ইং হইতে বন্ধ আছে। চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।	
৫।	বগাফা গভীর নলকূপ		৬। রাজাপুর	৬। মোটর জ্বলিয়া যাওয়ায় ১০/৬/৮৬ইং হইতে চালু নাই। মেরামতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।	
৬।	অমরপুর এল.আই.		৭। মৈলাক ছড়া	৭। দুর্গম অঞ্চলের জন্য এই স্কীমটি চালু রাখা যাইতেছে না।	
৭।	ডম্বুরনগর	ঐ	৮। গণ্ডাছড়া	৮। ডম্বুর জলাধারে জলের স্বল্পতা হেতু পাম্পবাহী নৌকা প্রয়োজনীয় স্থানে নেওয়া যাইতেছে না।	
৮।	ডম্বুরনগর এল.আই.		৯। রইস্যা বাড়ী	৯। ডম্বুর জলাধারে জলের স্বল্পতা হেতু পাম্পবাহী নৌকা প্রয়োজনীয় স্থানে যাইতেছে না।	

১	২	৩	৪	৫	৬
৯।	মোহনপুর	১। সোনাইছড়ি	৪০	—	—
		মোট— ১টি	৪০	—	—
১০।	বিশালগড়	১। গোলাঘাটি-১	১০০	১। টাকার জলা	৩০
		২। আমতলি -১	২০	২। সূতারমুড়া	৩০
		৩। গোলাঘাটি-২	৭২		
		৪। টাকার জলা	৮৬		
		৫। আমতলি-৬	৩০		
		মোট— ৫টি	৩০৮	২টি	৬০
১১।	মেলাঘর	—	—	—	—
১২।	মাতাবাড়ী	১) পিত্রাছড়া নং-১	৫৬	১) বাগমা	২০
		২) ঐ ” ন'-২	১৫	২) কুপিলং	৩০
		৩) জৈনবাড়ী	৮৬	৩) কাঞ্চনী	৩০
		৪) দক্ষিণ মহারানী	৫২	৪) হোলাফেত	৩০
		৫) নাজিলা বাড়ী	২০		
		মোট— ৫টি	২২৯	৪টি	১১০
১৩।	বগাফা	১) কলসীবাজার	৬০	১) পূর্বচরকবাই	৩০
		২) বাথানবাড়ী	৮৩	২) রাজাপুর	৩০
				৩) মধ্যপিলাক	৩০
		মোট— ২টি	১৪৩	৩টি	৯০
১৪।	রাজনগর	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১৫।	সাঁত চাঁদ	১) চালিতা মন্নু বনকুল নং -১	৮৮	১) সাতচাঁদ	৩০
		২) বৈষ্ণবপুর ১নং	১২		
		৩) ঐ ২নং	১২		
		৪) সিন্ধুক পাথর	৩২		
		৫) উত্তর বনকূল	৭২		
		৬) চালিতা মন্নু বনকুল নং-২	৫৬		
	মোট—	৬টি	২৭২	১টি	৩০
১৬।	অমরপুর	১) নতুন বাজার	২০		
		২) গামাকো বাড়ী ১নং	২০		
		৩) ঐ ১নং	২০		
		৪) অম্পিমাঠ	৮০		
		৫) জম্বুকছড়া	১০৪		
		৬) যন্ত্রণা পাড়া	১০০		
		৭) দালাক	৩৬		
		৮) চালিয়া খোলা	৩০		
		৯) একছড়ি	৫৫		
		১০) কাউয়ামারা	৩৬		
		১১) মৈলাকছড়া	২০০		
		১২) ঢাক'ইয়ার চর	২০		
	মোট—	১২টি	৭২১	—	—
১৭।	ডম্বুরনগর	১) রইশ্যাবাড়ী	১২		

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

(সংযোজনী-গ)

১৯৮৬-৮৭ সনে উপজাতি এলাকায় নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়ার তালিকা :-

ব্লকের নাম	লিফট ইরিগেশান	ডিপ টিউবওয়েল
১	২	৩
১। পানিসাগর	——	——
মোট	——	——
২। কাঞ্চনপুর	১) করইছড়া ২) লক্ষীপুর নং ১ (উন্নতিকরন) ৩) নবীনছড়া	১) কৃষ্ণটিলা ২) কীমচিমতুইচামা
মোট—	৩টি	২টি
৩। কুমারঘাট	—	—
মোট	—	—
৪। ছামনু	১) পূর্ব করমছড়া ২] রাধানগর ৩] ছামনু ৪] লালছড়ি ৫] মাছলিমুখ ৬] মানিকপুর ৭] পূর্ব্বমাছলি ৮] চক্রমনি রোয়াজা পাড়া	—
মোট—	৮টি	—

১	২	৩
৫। সালেমা	১] ধলাই ২] চানকাবপুর ৩] জগন্নাথপুর	১] পশ্চিম নলিছড়া
মোট—	৩টি	১টি
৬। খোয়াই	১] পূর্ব চাম্পাহাওর	১] আক্রাবাড়ী কলোনী (দক্ষিন রামচন্দ্রঘাট) ২] উত্তর পদ্মবিল ৩] পশ্চিম রাজনগর [কলা-বাগান]
মোট—	১টি	৩টি
৭। তেলিয়ামুড়া	১) দক্ষিণ গকুলনগর ২) সাতুছড়া	১] আমপুরা ১) বাদলাবাড়ী
মোট	২টি	২টি
৮। জিরানিয়া	১] ভৃগুদাসবাড়ী	১] কোরবানগর [বিনন কোবরা পাড়া] ২] চালিতাবাড়ী [মান্দা-ইর সন্নিকটে]
মোট—	১টি	২টি
৯। মোহনপুর	১) কাম্বুকছড়া ২) তৈরাজ্ঞাছড়া (কামালঘাট বাজারের সন্নিকটে)	১) উজান ফটিকছড়া ১] বালুরগাঁও ৩] সোনাইছড়ি
মোট—	২টি	৩টি

১	২	৩
১০। বিশালগড়	১] প্রমোদনগর	১] জম্পুইজলা
	২] পাথালিয়াঘাট [ওয়ারিং-বাড়ী]	২] বরইমুড়া
	৩] চাকলাকছড়া	
	৪] নবীনগর	
মোট—	৪টি	২টি
১১। মেলাগড়	—	—
মোট—	—	—
১২। মাতাবাড়ী	১] জালেমাছড়া	১] তোতাবাড়ী
	২] দেওয়ানবাড়া	২] আঠারভোলা
	৩] তৈস্নানী	৩] তেলাকুম
মোট—	৩টি	৩টি
১৩। বগাফা	১] পূর্ব্বপিলাক	১] লাউ গাং
	২] রতনপুর	২] পশ্চিম মনু
	৩] কোয়াই ফাং	
মোট—	৩টি	২টি
১৪। রাজনগর	১] উত্তর সোনাইছড়ী	১] কুকি ছড়া
মোট—	১টি	১টি

১	২	৩
১৫। সাঁতচাঁদ	১] আইলমারা	১] বড়বিল
	২] পশ্চিম সাক্রম	
	৩] শিলাছড়ি	
	৪] শুকনাছড়ি	
মোট—	৪টি	১টি
১৬। অমরপুর	১] ধনলেখাপুর [ধনলেখাপুব-ছড়া হইতে]	১] মধু কৃষ্ণপুর
	২] চেলাগাং	
	৩] নাগরাইবাড়ী	
	৪] একজানছড়া নং ১	
	৫] ঐ নং ২	
	৬] ঢেপাছড়া	
	৭] বৈশ্যমনি পাড়া	
মোট—	৭টি	১টি
১৭। ডম্বুরনগর	—	—
মোট—	—	—
সর্ব্বমোট—	৪২টি	২৩টি

Admitted Starred Question No. 436.

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma,

Will the Minister-in-charge of the Tribal Rehabilitation on Plantation and Primitive Group Programe be pleased to State :—

প্রশ্ন

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর (১৯৭৮ সন্ থেকে) ডম্বুরনগর ব্লক এলাকায় কত পরিবার উপজাতি জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১৯৭৭-৭৮ইং সন হতে ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বৎসর পর্যন্ত মোট ৪৩০টি উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে ডম্বুরনগর ব্লক এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 441.

Name of Member :— Shri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৬ইং সনের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরায় আগত উপজাতি শরনার্থীর সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে কতজন শরনার্থীকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে (সম্প্রদায় ও নারী পুরুষের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উপরোক্ত শরনার্থী থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাবদ এই পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ;

৩। ১৯৮৬ইং সনের ৩০শে এপ্রিল হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত কতজন শরনার্থী বিভিন্ন রোগে মারা গিয়াছে ?

Name of the Minister, In-charge of the Political Department. :— (Chief Minister,)

ANSWER

১। গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৮৬ইং থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৮৬ইং পর্য্যন্ত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ত্রিপুরায় আগত উপজাতি শরনার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ২৫,৪৬৬ জন। উক্ত শরনার্থীদের সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

সম্প্রদায়	পরিবারের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
চাক্‌মা	৪,২৩০	১৮,৯৫৩ জন
ত্রিপুরী	৮৩৫	৩,৭৭২ জন
মগ	৫৪৯	২.৭০৪ জন
সাওতাল	৮	৩৭ জন
সর্বমোট :—	৫,৬২২	সর্বমোট :— ২৫,৪৬৬ জন

পুরুষ ও নারীর আলাদা সংখ্যা নিরূপণ করা হয়নি। সম্প্রদায় ভিত্তিক ও পরিবার ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়েছে।

উপরোক্ত শরনার্থীদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কাউকেই ফেরৎ পাঠানো হয়নি।

২। উপরোক্ত উদ্বাস্তুদের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। করবুক, তাকুমবাড়ী, শিলাছড়ি ও কাঠালছড়িতে মোট চারটি ক্যাম্প খোলা হয়েছে।

থাকার জন্য শরনার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে ঘর তৈয়ার করে দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত হারে রেশন দেওয়া হয়েছে।

১। চাউল— ৪০০ গ্রাম প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের প্রতিদিন মাথাপিছু

২। ডাল— ৫০ ,, ,, ,, ,, ,,

৩। রান্নার তৈল—৫ ,, ,, ,, ,, ,,

৪। তরকারি অথবা

শুকনা মাছ—৩৮ পয়সার ,, ,, ,, ,, ,,

৫। জ্বালানী— ২০ ,, ,, ,, ,, ,,

৬। শুকনা মরিচ—১০ গ্রাম প্রতি পরিবার পিছু।

আট বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্করা এর অদ্ধেক পায়। এছাড়া টিফিনের জন্য মাথাপিছু প্রতিদিন ২৫গ্রাম চিড়া ও ১০গ্রাম গুর দেওয়া হয়। দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিশুরা প্রতিদিন মাথাপিছু ২০০ মিলিলিটার দুধ পায়। প্রতিদিন প্রত্যেক শরনার্থীকে নগদ ২০ পয়সা অন্যান্য খরচ বাবদ দেওয়া হয়। চিকিৎসার জন্য প্রতি ক্যাম্পে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারত সরকারের নিকট হতে ইতিমধ্যে ৫১ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। আরও ৫০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ ভারত সরকারের নিকট চাওয়া হয়েছে।

৩। ১৯৮৬ই· সনের ৩০শে এপ্রিল হতে ২৮শে জুলাই ১৯৮৬ই· পর্য্যন্ত সর্বমোট ১৭৪ জন উদ্বাস্তু বিভিন্ন রোগে মারা গেছে।

Admitted Starred Question No :—449.

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

QUESTION

১। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসনের জন্য রাজ্যে রিয়াং সম্প্রদায়ের বিশেষ করে রতনমনি রিয়াং এর অনুগামীদের মধ্য হইতে সর্বমোট কতজন এযাবৎ আবেদন করেছেন।

২। এদের মধ্যে বর্তমানে কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছেন।

৩। পরবর্তীকালে এই ব্যাপারে আরো কোন আবেদন রাজ্য সরকার কর্তৃক বিবেচনা করা হবে কিনা ?

Minister-in-charge of the Political Department.
(Chief Minister.)

ANSWER

১। সর্ব্বমোট ৯১০ জন আবেদন করেছিলেন।

২। সর্বমোট ১১৩ জন রিয়াং স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন পাচ্ছেন ?

৩। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০-৪-৮০ইং অতিক্রান্ত হওয়ায় আর কোন আবেদন বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

Admitted Starred Question No. 465.

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ছাওমনু টি ডি ব্লক অন্তর্গত ময়নামাস্থিত ডিপ টিউবওয়েলটি পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর হাতে তোলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে ?

২। সত্য হলে তার কারণ ? এবং

৩। যদি উক্ত টিউব ওয়েলটি দ্বারা উক্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়, তবে ঐ ঐ এলাকায় জমিতে জল সেচের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উক্ত এলাকায় একটি পানীয় জলের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল করার প্রয়োজন থাকায় দ্বিতীয় টিউবওয়েল করা হলে উভয় টিউব ওয়েল থেকে জল সরবরাহ কমে যাবে। সেজন্য সেচের বিকল্প ব্যবস্থা থাকায় উক্ত টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

৩। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মনু নদী অথবা ময়নামা ছড়া হইতে উক্ত এলাকায় জমিতে জল সেচের জন্য একটি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্পের জরীপ কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 469.

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের পঞ্চায়েত, কৃষি ও রাজস্ব বিভাগ স্ব-শাসিত জেলাপরিষদের হাতে হস্তান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। ঐ রূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) জেলা পরিষদকে হস্তান্তরের কোন সংস্থান নেই।

Admitted Unstarred Question No. 4

Name of the member :— Shri Subodh Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Rehabilita. tion in plantation and primitive group programme Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি আদিম জাতি জুমিয়া পাববারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছিলেন।

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৮১-৮২ ইং আর্থিক বছর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আদিম জাতি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৬০০ টি আদিম জাতি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন

২। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন ব্লক এলাকাধীন কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে,

উত্তর

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবং তৎপার্শ্বে উল্লেখিত ব্লক এলাকায় মোট ২২৬৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পুনর্বাসনপ্রাপ্ত পরিবারেব সংখ্যা	ব্লক ভিত্তিক মোট পরিবার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। কাঞ্চনপুর	১] দক্ষিণ মাছমারা	৪৯	
	২] দক্ষিণ ধনীছড়া	১৯	
	৩] মনু ছৈলেংটা	৪৩	
	৪] উত্তর লালজুরী	১০১	
	৫] আন্ধার ছড়া	১৭৪	
	৬] পিপলাছড়া	১১১	
	৭] জমারাম	৬১	৫৫৮
২। ছাওমনু	৮] পূর্ব্বকরম ছড়া	১২	১২
৩। কৈলাশহর	৯] ঊনকোটি	৪৩	
	১০] দেওভ্যালী	৬০	১০৩
৪। পানিসাগর	১১] জুরী রিজার্ভ	৮৬	৮৬
৫। তেলিয়ামুড়া	১২] আঠারমুড়া	৪০	
	১৩] দক্ষিণ গকুলনগর	৮০	১২০
৬। কমলপুর	১৪] হরিমঙ্গল	৪০	
	১৫] গঙ্গানগর	১১৯	
	১৬] কর্ণমনি	৭	
	১৭] সিদ্ধাপাড়া	২৪	
	১৮] জগন্নাথপুর	৬২	
	১৯] কমলাছড়া	৪৯	
	২০] অপবেশকর	২০	
	২১। শ্বেতরাই	৩৬	
	২২। কুলাই রিজার্ভ এক্সটেনশান	১১৫	
	২৩। রাধারামবাড়ী	৩৮	৫১

১	২	৩	৪
৭। অমরপুর	২৪। নূতনবাজার	৯৬	
	২৫। করবুক	৪০	
	২৬। পশ্চিম করবুক	৩০	
	২৭। কুর্মাবাড়ী	৭০	
	২৮) দেববাড়ী	৩০	
	২৯) লাউগাঙ	৫৪	
	৩০) রামভদ্র	৫৩	
	৩১) কুমলুগাবাড়ী	৩৭	
	৩২) রাজকাঙ	২০	
	৩৩) পাহাড়পুর	২০	৪৫০
৮। মাতাবাড়ী	৩৪) পূর্বমগপুস্করিণী	২৫	
	৩৫) মগপুস্করিণী	৬৪	
	৩৬) তৈনানী	১৫	
	৩৭) চন্দ্রপুর রিজার্ভ	১২৬	২৩০
৯। বগাযগ	৩৮) বীরেন্দ্রনগর	৭৫	
	৩৯) দেবীপুর	৩০	
	৪০) কাঠালিয়াছড়া	২০	
	৪১) লক্ষ্মীছড়া	৭৫	২০০
		সবমোট—	২২৬৯

প্রশ্ন

৩। ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক বছরে আর কত পরিবারকে কোথায় পুনর্বাসন দেওয়ার পরি-কল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন।

উত্তর

৩। ১৯৮৬ ৮৭ ইং আর্থিক বছরে নিম্ন উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও তৎপার্শ্বে উল্লেখিত ব্লক এলাকায় সর্বমোট ১১৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে :—

ব্লকের নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পুনর্বাসনপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	ব্লক ভিত্তিক মোট পরিবার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। কাঞ্চনপুর	১) শিবনগর	৪৩	
	২) কাঞ্চনছড়া	৭৬	
	৩) দামছড়া রিজার্ভ	৭০	
	৪) পিপলাছড়া	৬০	
	৫) মনু ছৈলেংটা	১৯	২৬৮
২। ছাওমনু	৬) পূর্ব করমছড়া	৪২	
	৭) কাঞ্চনছড়া	১৬	৫৮
৩। কৈলাশহর	৮) রাজকান্দি	৬৯	
	৯) দেওভ্যালী	৬০	
	১০) পূর্ব বেতাছড়া	৩৮	
	১১] উনকোটি	৪০	২০৭
৪। কমলপুর	১২] শিকারী বাড়ী	৬৯	
	১৩] কমলাছড়া	৭০	
	১৪] পূর্ব দলুছড়া	৫১	১৯০
৫। তেলিয়ামুড়া	১৫) পূর্ব লক্ষীছড়া	১৫	
	১৬) দক্ষিণমহারানীপুর	১২	২৭
৬। অমরপুর	১৭) নূতনবাজার	২০	
	১৮) পূর্ব ডলুমা০	১০	
	১৯) লাউগাঙ	২৭	
	২০) রাজগাঙ	২০	
	২১) রামভদ্র	২৫	
	২২) পশ্চিম করবুক	১২	
	২৩] দক্ষিণ করবুক	১২	
	২৪] ইছাছড়ি	৬	

১		২		৩	৪
		২৫]	রাংকাঙ	৩০	
		২৬]	পাহাড়পুর	২৮	১৯০
৭।	মাতাবাড়ী	২৭)	পূর্বমগ পুস্করিণী	৩০	
		২৮)	চন্দ্রপুর রিজার্ভ	৫৩	
		২৯)	চন্দ্রপুর গ্রাম	৩	
		৩০)	ব্রহ্মছড়া	৪	৯০
৮।	বগাফা	৩১)	বীরচন্দ্রনগর	২৫	
		৩২)	কাঠালিয়াছড়া	৩০	
		৩৩)	লক্ষীছড়া	৩৫	
		৩৪)	পূর্ব পিলাক	৭	
		৩৫)	বীরেন্দ্রনগর	২৩	১২০
				সর্বমোট ঃ—	১,১৫০

Admitted Unstarred Question No. 17

Name of the Member -— Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Minister In-charge of the Political Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ ইং-এর মার্চ মাস পর্য্যন্ত বাংলাদেশ ও মিজোরাম থেকে কতজন অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল (বাংলাদেশ ও মিজোরামের বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। তাদের মধ্যে কতজনকে ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। ফেরৎ পাঠানোর আগে পর্য্যন্ত বহিরাগতদের থাকা খাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কি কি সাহায্য দিয়েছিলেন ?

Name of the Minister-in-charge of the Political Department :—(Chief Minister)

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর—

১৯৮৩ইং জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ইং মার্চ পর্য্যন্ত বাংলাদেশ ও মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা (বাংলাদেশ ও মিজোরামের বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশকারীর হিসাব—

সন	অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা	তাদের মধ্যে ফেরৎ পাঠানো অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা
১৯৮৩—	১৯৭৭ জন—	১৯৭০ জন
১৯৮৪—	৪০৯৮ জন—	৪১৪৫ জন (এর মধ্যে ৭ জন অনুপ্রবেশকারী ১৯৮৩ সনের)
১৯৮৫—	২৯০৭ জন—	২৯০৭ জন
১৯৮৬ – (৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত)	৭১৮ জন—	৭১৮ জন

মিজোরাম হইতে অনুপ্রবেশকারীর হিসাব—

সন—	অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা	তাদের মধ্যে ফেরৎ পাঠানো অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা
১৯৮৩ –	X —	X
১৯৮৪—	X —	X
১৯৮৫—	৬৫টি পরিবারে মোট ২৫৯ জন	X

১৯৮৬— (৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত)	৫৫টি পরিবারে মোট ৩২৮ জন	X

৩নং প্রশ্নের উত্তর—

বাংলাদেশ থেকে প্রবেশকারী সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য দেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

মিজোরাম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের কাউকেও ফেরৎ পাঠানো হয়নি। এইসব লোকদের সাহায্যের বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

১৯৮৫ইং সনে অনুপ্রবেশকারী ৬৫টি পরিবারকে পরিবার পিঁছু ১০০্ টাকা খয়রাতি এবং ৩০০্ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য দেয়া হয়।

১৯৮৬ইং সনে অনুপ্রবেশকারী ৫৫টি পরিবারের মধ্যে ৫৩টি পরিবারকে পরিবার পিছু ১৫০্ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য দেয়া হয়। অবশিষ্ট ২টি পরিবারকে ৯৬৩্ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের Nucleus Budget থেকে শূকরছানা ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

উপরোক্ত ১২০টি পরিবারকে ধারে চাউল সাহায্য দেয়া হয়।

Admitted Unstarred Question No. 18

Name of the member :— Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। ১৯৮৪ ইং হইতে ১৯৮৬ ইং সনের মার্চ পর্য্যন্ত আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত ধর্মনগর মহকুমার বাগবাসা হইতে আগরতলা পর্যন্ত যাতায়াতকারী যান-বাহনের মধ্যে কতগুলি বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটেছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব];

২। দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত ব্যক্তিদের এবং যানবাহনের মালিকদেরকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকার হইতে কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয়েছিল কি

৩। দেওয়া হইলে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ; (রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পৃথক পৃথক হিসাব)।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb,
Chief Minister in-charge

১। মোট ১০২ টি।

বছর ভিত্তিক হিসাব :—

১৯৮৪ ইং— ৩৬ টি।

১৯৮৫ ইং— ৫৮ টি।

১৯৮৬ ইং সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮ টি

২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর :— যান বাহন দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি প্রকল্প প্রবর্তন করেছেন। একটি "No fault Liability Scheme" এবং অপরটি "Solatium fund Scheme (Hit and Run)।

"No fault liability scheme" অনুযায়ী বেসরকারী গাড়ীর ক্ষেত্রে গাড়ীর মালিক অথবা—Insurance company (যেখানে গাড়ীটি বীমা করা আছে), সরকারী এবং সরকার পরিচালিত সংস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। ক্ষতিপূরণের পরিমান নিহত ব্যাক্তিদের জন্য মং ১৫,০০০ এবং গুরুতর আহত হয়ে পঙ্গু ব্যক্তির জন্য মং ৭০৫০০ টাকা।

এ পর্যন্ত পাঁচজন নিহত ব্যাক্তির পরিবারকে মং ১৫,০০০ টাকা হিসাবে মোট ৭৫,০০০ টাকা Vehicles Accidents Tribunals এর রায়ের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার হইতে দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারী ক্ষেত্রের ১৩ টি ক্ষতিপূরণের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট Insurance Company তে পাঠানো হয়েছে। আরো ১৮ টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে যাহা বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

"Solatium Fund Scheme"

যদি গাড়ীর চালক দুর্ঘটনার সাথে সাথে আহত বা নিহত ব্যক্তিকে ফেলে গাড়ীসহ পলাইয়া যায়—সেক্ষেত্রে Solatium Fund Scheme [Hit and Run] হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমান গুরুতর আহত ব্যাক্তির জন্য মং ১০০০ এবং নিহত ব্যাক্তির জন্য মং ৫০০০ টাকা।

এপর্যন্ত ১১ টি ক্ষেত্রে এই Scheme হইতে মোট ৩৯০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবত দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রমান পত্র দাখিল করিতে হয় এবং অনুসন্ধানের পর Sub-Divisional Magistrate এর সুপারিশ অনুযায়ী সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। ইতিমধ্যে সাহায্যের জন্য আরো ৩টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে।

এছাড়াও Chief Minister's Accidental Relief Fund হইতে ৫ জনকে তৎকালীন সাহায্য বাবত মোট ২১৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে। সাহায্যের জন্য আরো ৪টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।

যানবাহনের মালিকগন Insurance Company হইতে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন।

Admitted Un-starred Question No. 19.

Name of Member :— Shri Tarani Mohan Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। কর্মরত অবস্থায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী মারা গেলে তার পরিবারের অন্য একজনকে চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে ১৯৭৮ ইং এর মার্চ্চ হইতে ১৯৮৬ ইং এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন কোন দপ্তরে কতজন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়াছে এবং পরিবারস্থ কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক ও দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)।

ANSWER

Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department : (Shri D. Deb) Deputy Chief Minister.

১। হঁ্যা, ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ নীতিতে কর্মরত সরকারী কর্মচারী মারা গেলে তার পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যদি ঐ পরিবারে অন্য কোন ব্যাক্তি চাকুরীতে না থাকেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে শূন্যপদে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী দেওয়া হয়ে থাকে।

২। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ১৯৭৮ইং মার্চ থেকে ১৯৮৬ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ১৫৬৩জন কর্মচারী মারা গেছেন। তাদের পরিবারের মোট ১০৩১ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবারের লোকজনকে চাকুরী দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

Admitted Starred Question No :—19.

Sl No	Name of Department	No. of employees died in service during March'78 to March, 1986.	No of employment made against die in harness cases.
১।	ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ	২	১
২।	মহাকরণ পরিচালন দপ্তর	২০	১৫
৩।	সমাজ কল্যাণ সমাজশিক্ষা দপ্তর	৩২	৮
৪।	উপজাতি কল্যাণ দপ্তর	১৭	১৪
৫।	এ্যামপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এবং এম, পি	২	২
৬।	কমিশনার অব্ ট্যাক্সেস্	১	—
৭।	ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং বীমা দপ্তর	১	১
৮।	কারা বিভাগ	৬	৫
৯।	পরিবহন দপ্তর	১	—

১	২	৩	৪
১০।	পশুপালন দপ্তর	৪২	২৮
১১।	বন বিভাগ	৩০	২৬
১২।	অগ্নি নির্বাপক বিভাগ	৮	৩
১৩।	মুদ্রণ ও মনোহারী বিভাগ	৮	৬
১৪।	উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৫০	৪১
১৫।	নির্বাচন বিভাগ	২	২
১৬।	এল্. এম. জি. দপ্তর	১	১
১৭।	জেলা, ও দায়রা জর্জ (পঃ ত্রিপুরা)	১০	৮
১৮।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা দপ্তর (উত্তর ত্রিপুরা)।	১২	৩
১৯।	খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর	৩১	২৩
২০।	শ্রম বিভাগ	১	১
২১।	ভূমি লেখ্য ও জরিপ বিভাগ	২২	২১
২২।	আইন বিভাগ	১	—
২৩।	ওজন ও পরিমাপ দপ্তর	২	২
২৪।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা বিভাগ (পঃ ত্রিপুরা)।	৬০	৫৮
২৫।	তথ্য, সংস্কৃতি, ও পর্যটন দপ্তর।	১২	৯
২৬।	মৎস্য দপ্তর	৬	৩
২৭।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার (উঃ ত্রিপুরা)	১	—
২৮।	ডিফেন্স অর্গানাইজেসন	১	১
২৯।	পরিসংখ্যান দপ্তর	৪	২
৩০।	পঞ্চায়েত বিভাগ	৩০	২৬
৩১।	ইভালিউসন্ অর্গানাইজেসন্	১	—
৩২।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (দঃ ত্রিপুরা)	২০	২০
৩৩।	সমবায় দপ্তর	১০	৫

১	২	৩	৪
৩৪।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার (প: ত্রিপুরা)	১	—
৩৫।	রুরাল ইন্জিনিয়ারিং ডিভিসন, উত্তর ত্রিপুরা।	২	২
৩৬।	সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর	৫৯	২৪
৩৭।	কৃষি বিভাগ	৬৩	৩৬
৩৮।	জেলা পরিষদ	২	২
৩৯।	এ্যাসিটেন্ট ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার	১	—
৪০।	আরক্ষা দপ্তর	১৫৭	১২৬
৪১।	পূর্ত দপ্তর	২৫২	২১৯
৪২।	রিলিফ ও রিহেবিলিটেশন্ ডিপার্টমেন্ট।	৩	১
৪৩।	শিল্প দপ্তর	৪৬	৩১
৪৪।	কালেক্টর অব একসাইস্ (দক্ষিণ ত্রিপুরা)।	১	—
৪৫।	স্বাস্থ্য দপ্তর	৯২	৮৯
৪৬।	স্কুল এ্যাডুকেশন ডাইরেক্টরেইট।	২৩৭	১৬৫
		১৩৬৩	১০৩১

Admitted Unstarred Question No. 36

Name of the member :— Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬ ইং সনে উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে আগাম ঋণ হিসাবে চাউল দেওয়া হয়েছে কিনা,

২। যদি হ্যাঁ হয় তবে এখন পর্য্যন্ত কতজন উপজাতি জুমিয়াকে কি পরিমান চাউল দেওয়া হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়। রাজ্যের সাতটি ব্লকে দেওয়া হয়েছে।

২। যে সাতটি ব্লকে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং যত উপজাতি জুমিয়া উপকৃত হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম		উপকৃত জুমিয়ার সংখ্যা	প্রদত্ত মোট রেশনের (চাউল পরিমান)
ক) তেলিয়ামুড়া	—	৩১,০১০ জন	২,৬৩,১০৫ কেজি
খ) সালেমা	—	২৭,৮৭০ ”	৬,৭২,৪৫৯ ”
গ) কাঞ্চনপুর	—	৫০,৩২২ ”	১০,৪৬,১২৪ ”
ঘ) ছামনু	—	৩০,৯৩৭ ”	৪,৯৪.৪২৯ ”
ঙ) অমরপুর	—	২৯,০০৯ ”	৩,৮১,০৩৯,৫০০ কেজি
চ) ডুম্বুরনগর	—	২৪,০১০ ”	৪,৬০,১০০,০০ ”
ছ) সাতচাঁদ	—	৪৮৫০ ”	১৯,৫৭৯,০০ ”
	মোট—	১৯৮,০৪৮ জন	৩৩,৩৬,৮৩৫,৫০০ কেজি

Admitted Un-starred Question No. 43.

Name of the Member :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর ব্লকের এ ডি সি এলাকায় ৪২টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে

কয়টি পঞ্চায়েতের কতগুলি জুমিয়া পরিবার রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকার ভিতরে ও বাইরে বসবাস করিতেছ ।

২। উক্ত জুমিয়া পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। যদি থাকে তবে কোন কোন পঞ্চায়েতের কতগুলি পরিবারকে কি কি স্কীমে কত টাকা কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৪। যদি কোন পরিকল্পনা না দেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহার কারন ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লক অন্তর্গত ৪২ টি গাঁও পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৫৪৩ টি জুমিয়া পরিবার রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় এবং ৪১৪৩ টি জুমিয়া পরিবার রিজার্ভ ফরেষ্ট বহির্ভুত এলাকায় বসবাস করিতেছেন ।

২। ১৯৭৮ সালের বেঞ্চমার্ক সার্ভে অনুসারে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে সম্পূর্ণভাবে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ১৬,১৫০ টি উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে ৭ম পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন প্রকল্পে পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। কাঞ্চনপুরের ৪২ টি গাঁও সভার জুমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিবারগুলিও এর আওতায় আসবে।

৩। পঞ্চায়েত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় নি। তবে ১৯৮৬-৮৭ সনে ৩৩২৭ টি জুমিয়া পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্পে যথা—কৃষি ভিত্তিক, হর্টিকালচার ভিত্তিক, পশুপালন ভিত্তিক, মৎস্যচাষ ভিত্তিক, বনায়ন ভিত্তিক পি, জি, পি, ও রবার বাগান প্রকল্পে ও জমি ক্রয় করে জুমিয়াদের মধ্যে বন্টন করে পুনর্বাসন প্রদান প্রকল্পে দশটি মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। অধিকাংশ প্রকল্পেই আর্থিক অনুদানের পরিমান ৮ হাজার টাকা।

৪। প্রশ্ন উঠে না

Admitted Unstarred Question No. 46
Name of M.L.A :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সকল অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি.না,

৩। থাকিলে তাহা কিরূপ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt.

(Shri Dasharath Deb)
Deputy Chief Minister,

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বর্তমানে মোট ৩২৬৯ জন অনিয়মিত কর্মচারী আছেন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া আছে।

২। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছেন।

৩। সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের মেমো নং F. 10 (1) Fin (G) 180-III তারিখ ৩১-১-৮০ মোতাবেক যে সকল অনিয়মিত কর্মচারী ৫ বৎসর (তপঃ জাতি, তপঃ উপজাতির ক্ষেত্রে ৩ বৎসর) কর্মরত আছেন তাদেরকে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদ পাওয়া গেলে নিয়মিত করা হয়ে থাকে।

Sl No.	Name of Department	Number of Irregular Employees
১।	ষ্টেট প্ল্যানিং মেশিনারী	১
২।	ভিজিলেন্স অর্গানাইজেশন	৪
৩।	সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান দপ্তর	৫৯
৪।	ইন্‌কোয়ারিং অথ'রটি	২
৫।	কারা বিভাগ	২
৬।	পরিসংখ্যান দপ্তর	৪
৭।	বন দপ্তর	১৩
৮।	কমিশনার অব টেক্সেস	৭
৯।	ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসন জাজ (পশ্চিম ত্রিপুরা)	৩
১০।	পাব্‌লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট	৩০১
১১।	ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসন জাজ (উত্তর ত্রিপুরা)	৬
১২।	ডিরেক্টর অব, ফায়ার সার্ভিস,	১০
১৩।	মৎস্য দপ্তর	১৩
১৪।	ডিষ্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলোপমেণ্ট এজেন্সী (উত্তর ত্রিপুরা)	১২
১৫।	লোক সেবা আয়োগ	১
১৬।	তপঃ জাতি কল্যান আধিকারিক	৩
১৭।	মুদ্রন ও মনোহারী দপ্তর	৮
১৮।	গৌহাটী হাইকোর্ট (আগরলা শাখা)	১
১৯।	সমবায় দপ্তর	১৪
২০।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিস্টার (পঃ ত্রিপুরা)	২
২১।	ভূমিলেখ্য ও জরিপ দপ্তর	৩৬৬
২২।	আইন বিভাগ	২

২৩।	তপঃ উপজাতি কল্যান দপ্তর	৭
২৪।	কমিশনার অব্ লেবার	১
২৫।	ডিরেক্টর অব্ রিসার্চ	১
২৬।	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার	৫৮
২৭।	উচ্চ শিক্ষা দপ্তর	৯২
২৮।	ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসন্ জাজ (দঃ ত্রিপুরা)	৬
২৯।	সেচ্ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তর	২৮৫
৩০।	পঞ্চায়েত দপ্তর	৪
৩১।	পশুপালন দপ্তর	৩৪৮
৩২।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (প: ত্রিপুরা)	১৫
৩৩।	স্বশাসিত জেলা পরিষদ	৭৫
৩৪।	আরক্ষা দপ্তর	৮২
৩৫।	চীফ ইন্সপেক্টর অব ফেক্টরীজ	২
৩৬।	কৃষি বিভাগ	৮৮০
৩৭।	উপজাতি পূর্নবাসন দপ্তর	৩
৩৮।	মহাকরন প্রশাশন বিভাগ	৫৬
৩৯।	এ্যাসিট্যাণ্ট ট্রেন্স.পার্ট কমিশনার	২
৪০।	খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর	১৬
৪১।	জেলা সাশক ও সমাহর্তা (দঃ ত্রিপুরা)	৫০
৪২।	শিল্প দপ্তর	৫৬
৪৩।	স্বাস্থ্য দপ্তর	১০২
৪৪।	স্কুল এডুকেশন	১৩৮
৪৫।	বিদ্যুৎ দপ্তর	১৩২
৪৬।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (উঃ ত্রিপুরা)	৭
		৩২৬৯

Name of the Member :— Shri MatiLal Saha, M. L. A.

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৬ ইং এর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বিশালগড় থানায় মোট কতটি কেইস ডাইরি করা হয়েছে। (ঘটনা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ে কতজন আসামীকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩। তার মধ্যে কতজনকে থানা থেকে জামিন দেওয়া হয়েছে, এবং কত জনকে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, Dy. Chief Minister, In-charge of Home Department.

১ নং, ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হল :—

ঘটনা	ঘটনার সংখ্যা	গ্রেপ্তার করা আসামীর সংখ্যা	থানা থেকে জামিনে প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	আদালতে চালান দেওয়া আসামীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১। ডাকাতি	৪	২৭	—	২৭
২। দস্যুবৃত্তি (Robbery)	৫	৩	—	৩
৩। সিঁধেল চুরি	১৬	২	—	২
৪। চুরি	৯	৩	—	৩
৫। খুন	১	১	—	১
৬। অন্যান্য অপরাধ	৪৫	৭৯	৪৩	৩৬
মোট —	৮০	১১৫	৪৩	৭২

Admitted Un-starred Question 53.

Name of member :— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে তীর্থমুখ (ডুম্বুর) মেলা ও গড়িয়া পূজার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল (বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। এ পর্য্যন্ত কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক থক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। তীর্থমুখ (ডুম্বুর) মেলার জন্য পৃথত বরাদ্দ থাকে না। তীর্থমুখ সহ বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :—

১৯৮৪-৮৫ — ৩.০০ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ — ৩.০০ লক্ষ টাকা গড়িয়া পূজার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ আলাদাভাবে করা হয় না।

২। তীর্থমুখ মেলার জন্য খরচ ছিল নিম্নরূপ :—

১৯৮৪-৮৫ — ২,০৪,৯৩১.৪০ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ — ২,৩০,৬০৭.০০ টাকা।

গড়িয়া পূজার জন্য ১৯৮৪-৮৫ সনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টাকা থেকে ৩০,০০০.০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং উক্ত টাকা খরচ করা হয়েছে।

Admitted Un-starred Question No. 54

Name of Member :-- Shri Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister in-charge o. the Tribal Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যে কতটি উপজাতি পরিবারকে সিড্যাল ট্রাইব কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। উক্ত সময়ে যত সংখ্যক উপজাতি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

ব্লকের নাম	বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		
	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
ক) আগরতলা মিউনিসিপাল এলাকা	৮০ পরিঃ	১১০ পরিঃ	৫৭১ পরিঃ
খ) বিশালগড়-	১৯০ পরিঃ	২১০ ,,	৩৪০ ,,
গ) জম্পুইজলা-টাকারজলা সাব ব্লক	১৮০ ,,	২০০ ,,	৩০০ ,,
ঘ) মোহনপুর	১৮০ ,,	২০০ ,,	৪১১ ,,
ঙ) জিরানীয়া	১৮০ ,,	২০০ ,,	৩৪২ ,,
চ) মেলাঘর	১৮০ পরিঃ	২০০ পরিঃ	২৯৭ পরিঃ
ছ) তেলিয়ামুড়া	২৩০ ,,	২৬০ ,,	৩২০ ,,
জ) খোয়াই	১৯০ ,,	২১০ ,,	২০৫ ,,
ঝ) মাতাবাড়ী	১৯০ ,,	২১০ ,,	৬১৭ ,,
ঞ) বগাফা	২৭০ ,,	২৫৫ ,,	৫৫৭ ,,
ট) রাজনগর	১৮০ ,,	২০০ ,,	১৩৭ ,,
ঠ) সাতচাঁদ	১৮০ ,,	২০৫ ,,	৫৪৮ ,,
ড) অমরপুর	২৩০ ,,	২৬০ ,,	৫৭০ ,,

ঢ)	ডুম্বুরনগর	২৩০ পরিঃ	২৫০ পরিঃ	৬৫ পরিঃ
ণ)	কমলপুর	২৩০ ,,	২৩৫ ,,	৬২৫ ,,
ত)	ছামনু	২৩০ ,,	২৫০ ,,	৬৫১ ,,
থ)	কাঞ্চনপুর	২৩০ ,,	২৫০ ,,	৬৬৯ ,,
দ)	কুমারঘাট	১৯০ ,,	২১০ ,,	২২৩ ,,
ধ)	পানিসাগর	১৩০ ,,	১৫০ ,,	৭৭ ,,
	মোট —	৩৬৬০ পরিঃ	৪০৬৫ পরিঃ	৭৫২৫ পরিঃ

২। ৩০-৬-৮৬ পর্য্যন্ত কতটি পরিবারকে উক্ত কর্পোরেশন এর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

২। ব্লক ভিত্তিক উপকৃত পরিবারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক)	আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকা	১২১ পরিবার
খ)	বিশালগড়	৫৩৭ ,,
গ)	জম্পুইজলা টাকারজলা	২২৯ ,,
ঘ)	মোহনপুর	৩৮ ,,
ঙ)	জিরানীয়া	২৭৭ ,,
চ)	মেলাঘর	২৪৬ ,,
ছ)	তেলিয়ামুড়া	১২৮৪ ,,
জ)	খোয়াই	১২৫ পরিবার
ঝ)	মাতারবাড়ী	২৪৬ ,,
ঞ)	বগাফা	৯৪৯ ,,
ট)	রাজনগর	৬৮ ,,
ঠ)	সাতচাঁদ	৯৫ ,,
ড)	অমরপুর	২৫৭২ ,,
ঢ)	ডুম্বুরনগর	১৬৭ ,,
ণ)	কমলপুর	১৮৬ ,,
ত)	ছামনু	—
থ)	কাঞ্চনপুর	৩৩৮ পরিবার
দ)	কুমারঘাট	২২৩ ,,
ধ)	পানিসাগর	১৪০ ,,
	মোট—	৭৮১২ পরিবার

৩। ঐ প্রকল্পে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আর্থিক সাহায্যের পরিমান কত ? (টাকার অংকে)

৩। প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণ সাহায্যের পরিমাণ ১৯ হাজার ৩শত ৫০ টাকা ও সর্বনিম্ন ২শত টাকা

Name of the Member :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Honble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬ সালের ১৫ই জুন পর্যান্ত রাজ্যের ব্লকগুলিতে উপজাতি মহিলাদের জন্য বিনামুল্যে কত পরিমাণ কাপড় তৈরীর সুতা বরাদ্দ করা হইয়াছে (এডিসি / নন এডিসি এরিয়াতে বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব), এবং

২। ১৫-৬-৮৬ ইং পর্যান্ত কোন কোন ব্লকে কি পরিমাণ উক্ত বরাদ্দকৃত সুতা বিলি করা হয়েছে (এডিসি / নন-এডিসি এরিয়াতে বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব) এবং

৩। কি পদ্ধতিতে উক্ত মহিলাদের বেনিফিসিয়ারী হিসাবে নির্ধারন করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে সূতা বরাদ্দের ব্লক ও বছর ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' তে দেওয়া হল।

২। সূতা বন্টন সম্পর্কীয় ব্লক ও বছর ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সংযোজনী 'খ' তে দেওয়া হল।

৩। পঞ্চায়েত কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী তালিকা বি, ডি, সি, / বি, আই, ডি, সি এর অনুমোদনক্রমে চুড়ান্ত করে সূতা বিলি করা হয়।

সংযোজনী—'ক'

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	বরাদ্দকৃত সুতার পরিমাণ (মুঠা হিসাবে					
		১৯৮৪-৮৫		১৯৮৫-৮৬		১৯৮৬-৮৭	
		এ,ডি,সি/নন এ.ডি.সি		এ,ডি,সি/নন এ,ডি.সি		এ,ডি,সি	নন এ,ডি.সি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	খোয়াই	১২০০		৩৯০১	৩৪৮	১[illegible]০০	—
২।	তেলিয়ামুড়া	.২৫৭১	৬২৭	৬০০	—	১৬১০	—
৩।	জিরানীয়া	১২০০	—	১১১২		৩৬২৬	
৪।	মোহনপুর	১১৭৬	৭৮৬	১২৭৪	—	৬৭১	—
৫।	বিশালগড়	৬০০	১১৭১	৫৮৮	-	৮৯০	—
৬।	জম্পুইজলা টাকারজলা	১২৫০	—	১১৭৬	—	১৬৮০	
৭।	মেলাঘর	৭০০	৯১৫	২৯৪	৭৮৬	৩৬০	
৮।	সালেমা	১০৪২	—	১১১১		১৩২০	—
৯।	ছামনু	১৪৯	—	১৪৭	—	২১৬০	—
১০।	কুমারঘাট	৬০৩	১০৫৬	১৭১০	১১[illegible]৫	[illegible]৮০	—
১১।	কাঞ্চনপুর	২৪০০	—	২৭৯৬	—	২২[illegible]০	—
১২।	পানিসাগর	৬০০	—	৭৯৮	১০১১	১২০	—
১৩।	মাতাবাড়ী	১৪০০	১০৪৭	৮২৮১	—	১৭১০	
১৪।	অমরপুর	৩৫৮৬	—	২৯৬৪	—	৯৯২৪	
১৫।	ডুম্বুরনগর	২১০০	—	৭৫৬		১০৮০	
১৬।	বগাফা	১২৪৮	৮৬১	২৪৮৬	-	১৩২৯	—
১৭।	রাজনগর	৭০০	—	৯৮		১২০	
১৮।	সাতচাঁদ	২৪২৬	৫৬৭	১১৭৬	—	১৪১০	—

সংযোজনী—'খ'

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	খোয়াই	—		৩৯০১	৩৪৮	—	—
২।	তেলিয়ামুড়া	২৫৭১	৬২৭	৬০০	—	১৬১০	—
৩।	জিরানীয়া	—	—	—	—	৩৬২৬	—
৪।	মোহনপুর	১১৭৬	৭৮৬	১২৭৪	—	৬৭৯	—
৫।	বিশালগড়	৬০০	১১৩১	—	—	—	—
৬।	জম্পুইজলা টাকারজলা	—	—	—	—	—	—
৭।	মেলাঘর	৭০০	৯১৫	২৯৪	৭৮৬	—	—
৮।	সালেমা	২৪৪২	—	১১১১	—	—	—
৯।	ছামনু	১৪৩	—	১৪৭	—	—	—
১০।	কুমারঘাট	৬০৩	১০৫৬	১৭১০	১১৮৫	—	—
১১।	কাঞ্চনপুর	—	—	—	—	—	—
১২।	পানিসাগর		—	—	৭৯৮	১০১১	—
১৩।	মাতারবাড়ী	১৪০০	১০৪৭	৮২৮১	—	—	—
১৪।	অমরপুর	৩৫৮৬	—	—	—	২৯২৪	—
১৫।	ডুম্বুরনগর	—	—	—	—	—	—
১৬।	বগাফা	১২৪৮	৮৬১	২৪৮৬	—	—	—
১৭।	রাজনগর	৭০০	—	৯৮	—	—	—
১৮।	সাতচাঁদ	২৪২৬	৫৬৭	১১৭৬	—	—	—

Admitted un-Starred Question No. 61

Name of the Member :– Shri Jawhar Shaha.

Will the Honble Minister-in-charge of the Tribal *R*ehabilitation in Plantation and Primitive Group Progiamm, Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যের ব্লক গুলিতে জুমিয়াদের বিনামূল্যে বীজধান দেওয়ার জন্য কত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছিল ; (বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ৩০-৬-৮৬ ইং পর্য্যন্ত কত জনকে কত টাকার জুমবীজ বা বীজের জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে ; (বছর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। কি নীতি ভিত্তিতে ঐ সকল বীজ বিলি বন্টনের জন্য জুমিয়াদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 62

Name of Member : - Shri Tarani Mohan Sinha.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে জল সেচ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কোন্ কোন্ ব্লকে কয়টি সেন্টারে কতগুলি ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত পাম্প মেসিন আছে ?

২। উক্ত পাম্প মেসিনগুলির মধ্যে বর্তমানে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। যেসব পাম্প মেসিন্ অকেজো অবস্থায় বন্ধ হয়ে আছে সেগুলি মেরামত করে পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে জল সেচ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ৩৪২টি প্রকল্পে ৭৫টি ডিজেল এবং ৫৬২টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প মেসিন আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী' ক'তে দেওয়া হইল।

২। উক্ত ৭৫টি ডিজেল চালিত এবং ৫৬২টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্প মেসিনের মধ্যে যথাক্রমে ৬২টি ও ৫১১টি মেসিন চালু আছে। ১৩টি ডিজেল এবং ৫১টি চালিত বিদ্যুৎ পাম্প মেসিন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

৩। অকেজো পাম্প মেসিনগুলি মেরামত করে পুনরায় চালু করার সম্ভাব্য সব নেওয়া হয়েছে।

Admitted Uu-starred Question No. 67

Name of Member :— Shri Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মহকুমা শাসকের অফিসগুলিতে এবং ব্লক অফিসগুলিতে বরাদ্দকৃত নিউক্লিয়াস্ ফাণ্ডের টাকা বিলি বন্টনের জন্য কিসের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনীত করা হয়ে থাকে,

২। ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ৮৬-৮৭ সালে রাজ্যের মহকুমা শাসকের অফিস এবং ব্লক অফিসগুলিতে (এডিসি. নন-এডিসি সহ) উক্ত ফাণ্ডের কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার বছর ভিত্তিক এবং ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। ফিল্ড এ্যানকোয়ারী ও নিউক্লিয়াস বাজেট বর্ণিত বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুদানের টাকা মঞ্জুর করা হয়।

২। ব্লক ও মহকুমা শাসকের অফিসগুলিতে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ সংযোজনী 'ক'তে প্রদত্ত হল।

সংযোজনী—'ক'

ক্রমিক নং	মহকুমা / ব্লক অফিসের নাম	বরাদ্দেরর পরিমাণ		
		১৯৮৪-৯৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭
১।	সদর	৭,০০০·০০	২,১৫,০০০·০০	৪০,০০০·০০
২।	সোনামুড়া	২০,৫২৩ ০০	১,৭৮,৯২০·০০	১৪,০০০·০০
৩।	খোয়াই	৫৭,২০০·০০	৯৫,০০০·০০	২১,০০০·০০
৪।	কমলপুর ,, ,,	৯৬,৮৫০·০০	৮৮,০০০·০০	—
৫।	কৈলাশহর ,, ,,	৭৬,৭০০ ০১	১২৩৭৭৫·০০	—
৬।	ধর্মনগর ,, ,,	৮১,১২০·৩৩	১,২২,২০০·০০	১০০০.০০
৭।	উদয়পুর ,, ,,	৯৮,০০০ ০০	১,৭৬,০০০·০০	৭৭,০০০·০০
৮।	অমরপুর ,,. ,,	৫৯,০০০·০০	১,০০,০০০·০০	১১,০০০·০0
৯।	বিলোনীয়া,, ,,	১,০২,৬১৯ ০০	১,৮৭,৪০০·০০	৮৮,৩০০ ০০
১০।	সাব্রুম ,, ,,	১,২১,০০০ ০০	২,২৭,০০০·০০	১,৩০,০০০·০০
	মোট —	৭,১৯,৯০৪ ৩৬	১৫,১৩,২৯৫·০০	৩,৮২,৩০০·০০
১।	খোয়াই	৮৫,000 00	৫৫,000·00	৫0,000·30
২।	তেলিয়ামুড়া	৫৫,000·00	৫0,000.00	৬৫,000·00
৩।	জিরানীয়া	১,১৫,000·00	১,৩৯,0৭৫·00	৬0,000·০০
৪।	মোহনপুর	৭৭,৫00 00	৪৫,000·00	৭১,৬২৫·00
৫।	বিশালগড়	৪৯,২00 00	৫0,000·00	৩0,000·00
৬।	জম্পুইজলা টাকারজলা	৪৩,৫00·00	৭৫,000 00	৬0,000 00
৭।	মেলাঘর	২২,000·00	৫,000·00	১৫,000·00
৮।	সালেমা	৫৫,000-00	৯0,000·00	৬৫,000·00
৯।	ছামনু	৫0,000 00	১,00,000·00	৭0,000·00
১০।	কুমারঘাট	২0,000·00	৬১,000·00	২0,000·00
১১।	কাঞ্চনপুর	৫২,000·00	৮0,000·00	৭৫,000 00
১২।	পানিসাগর	১১,000·00	২৫,000·00	১0,000 00
১৩।	মাতারবাড়ী	৭0,৮৭১ 00	১,২৬,000 00	৫0,000·00
১৪।	অমরপুর	৬৭,৫৭৫·00	১,২৬,000·00	৯0,000·00
১৫।	ডুম্বুরনগর	৩৫,000·00	৬0,000·00	৫৬,২00·00
১৬।	বগাফা	৭0,000·00	৬৫,000-00	৪১,000·00
১৭।	রাজনগর	৬,000·00	১৭,000·00	১১,000·00
১৮।	সাতচাঁদ	৪২.000·00	৭0,000·00	৫৬,000·00
	মোট—	৯,২৬,৬১0 ৫0	১২,১৬ ৩৭৫ 00	৮,৯৫,৮২৫·00
	সর্বমোট—	১৬,৪৬,৫১৪·৫0	২৭,২৯,৩৭0·00	১২,৭৮,১২৫·00

Admitted Un-Starred Question No. 71.

Name of M.L.A. : Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে শূন্য পদের সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক পদের পৃথক হিসাব)

২। উপরিউক্ত শূন্যপদগুলি কবে নাগাদ পূরন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister in-Charge of Appointment & Services Deptt.

(Shri D. Deb)
Deputy Chief Minister.

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮৮২৪টি শূন্য পদ আছে। দপ্তর ভিত্তিক পদের পৃথক হিসাব স লগ্ন তালিকায় দেওয়া হল।

২। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলি পূরন করা হবে। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 71.
by Shri Jawhar Shaha, MLA.

Sl. No	Name of Department	Number of vacant posts in				TOTAL
		Class I	Class II	Class III	Class IV	
1	2	3	4	5	6	7
১।	ষ্টেট্ প্ল্যানিং মেশিনারী	—	৩	৫	৪	১২
২।	কারা দপ্তর	—	২	২১	২৩	৪৬
৩।	এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার	—	১	২	—	৩
৪।	লোকসভা আয়োগ	১	—	২	১	৪
৫।	ডাইরেক্টরেট অব রিসার্চ	১	—	২	—	৩
৬।	নির্বাচন বিভাগ	—	১	১৯	১	২১
৭।	সিভিল ডিফেন্স	—	—	২	—	২
৮।	মুদ্রণ এবং মনোহারী দপ্তর	—	১	৪৫	৯	৫৫
৯।	ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্টার (পঃ ত্রিপুরা)	—	—	২	—	২
১০।	রাজ্য সৈনিক বোর্ড	—	—	১	—	১
১১।	সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর	—	৬	৪২	১৫	৬৩
১২।	ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেস্‌ন জাজ দক্ষিণ ত্রিপুরা	১	১	৯	১১	২২
১৩।	ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বীমা দপ্তর অধিকার	—	—	১	—	১
১৪।	ওজন ও পরিমাপ দপ্তর	—	২	৪	২	৮
১৫।	অগ্নি নির্বাপক দপ্তর	—	২	৭৫	১৪	৯১
১৬।	ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসন জাজ পশ্চিম ত্রিপুরা।	—	—	—	১	১
১৭।	চীফ্ ইনস্‌পেক্টর অব ফ্যাক্টরী	১	১	৯	৪	১৫
১৮।	রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন (পশ্চিম ত্রিপুরা)	—	—	২	২	৪

1	2	3	4	5	6	7
১৯।	রুরাল ডেভালাপ.মেণ্ট এজেন্সী (দক্ষিণ ত্রিপুরা)	—	৪	—	—	৪
২০।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (পশ্চিম ত্রিপুরা)	—	—	৯১	১৯	১১০
২১।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার (উঃ ত্রিপুরা)	—	—	২	২	৪
২২।	রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিশন (উত্তর ত্রিপুরা)	—	—	৫	—	৫
২৩।	ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেসন জাজ (উত্তর ত্রিপুরা)	—	—	৯	৬	১৫
২৪।	ইন্‌কোয়ারিং অথরিটি	—	৩	২	১	৬
২৫।	এ্যামপ্লয়মেণ্ট সার্ভিসেস্ ও ম্যান পাওয়ার	—	৫	১০	—	১৫
২৬।	কালেক্টর অব্ এক্সাইস্ (পঃ ত্রিপুরা)	—	—	১	২	৩
২৭।	ভিজিলেন্স অরর্গানাইজেশন	১	১	২	—	৪
২৮।	কালেক্টর অব্ এক্সাইস্ (উত্তর ত্রিপুরা)	—	—	৩	৪	৭
২৯।	উচ্চ শিক্ষা অধিকার	৬	৩০	২৭	৪৬	১০৯
৩০।	কমিশনার অব্ টেক্সেস্	—	২	৩৫	২	৩৯
৩১।	গৌহাটি হাই কোর্ট, আগরতলা	—	—	—	—	—
৩২।	মহাকরণ প্রশাসন দপ্তর	—	—	৫৪	৩০	৮৪
৩৩।	পশু পালন দপ্তর	১	৩০	২৩৯	১০	২৮০
৩৪।	পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট	১০	২৭	৪৩১	২৩০	৬৯৯
৩৫।	উপজাতি কল্যান দপ্তর	—	১	৪৬	১৬	৬৩
৩৬।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা দঃ ত্রিপুরা।	—	—	৭৪	১০	৮৪
৩৭।	ইনস্পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ	—	৩৯	১৩৫৯	৮০	১৪৭৮
৩৮।	ডি, আর, ডি, এ, (উঃ ত্রিপুরা)	—	১	১	—	২
৩৯।	উপজাতি পুনর্বাসন দপ্তর	২	১	৫৯	৩০	৯২

1	2	3	4	5	6	7
৪০।	পঞ্চায়েত দপ্তর	—	২	৩৪	৪	৪২
৪১।	মৎস্য দপ্তর	—	১২	১১৫	৩২	১৫৯
৪২।	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর	১	১০	৭৫	৫	৯১
৪৩।	রিলিফ এ্যাণ্ড রিহেবিলিটিশন	—	—	২	—	২
৪৪।	বন দপ্তর	—	৫	১৬৩	৯	১৭৭
৪৫।	স্বাস্থ্য দপ্তর	—	৪৫	৫৭৩	৪৩৩	১০৫১
৪৬।	ভুমিলেখ্য ও জরিপ বিভাগ	—	—	৫৭	৭	৬৪
৪৭।	সমবায় দপ্তর	—	৭	১৫৭	১৫	১৭৯
৪৮।	শ্রম দপ্তর	—	১	১৮	৫	২৪
৪৯।	চীফ ইঞ্জিনীয়ার (ইলেক্‌ট্রিকেল)	৪	৫	১১১	২০০	৩২
৫০।	টাউন ও কানট্রি প্ল্যানিং	১	১	৫	২	৯
৫১।	পরিসংখ্যান দপ্তর	১	৪	৩৭	—	৪২
৫২।	শিল্প দপ্তর	১	২৪	২৪২	৪৩	৩১০
৫৩।	ডিরেক্টর অব্‌ স্কুল এডুকেশন	২	১৭৮	১২২৩	৬	১৪০৯
৫৪।	কৃষি দপ্তর	৮	৪০	৫৫৯	৮৩	৬৯০
৫৫।	সেচ্‌ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	—	—	২৮৫	১৮৯	৪৭৪
৫৬।	জেলা শাসক ও সমাহর্তা (উ: ত্রিপুরা)	—	—	৫৪	৩৬	৯০
৫৭।	আইন বিভাগ	২	২২	৫	৪	৩৩
৫৮।	ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার (দ: ত্রিপুরা)	—	—	৩	১	৪
৫৯।	এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ও সার্ভিসেস দপ্তর	৬	৬১	৪৫	—	১১২
		৫১	৫৯০	৬৫০৭	১৬৭৬	৮৮২৪

* এই পদগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট। এরমধ্যে আবার বেশীর ভাগই তপসিলী উপজাতি ও তপসিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত।

Assembly Admitted Un-starred Question No. 84

Name of the Members :— Shri Moncranjan Majumder, MLA.
Shri Dhirendra Debnath, MLA.
Shri Sudhir Ranjan Majumder MLA
Shri Jawhar Shaha, MLA.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং হইতে ১৯৮৬ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরায় কয়টি চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, খুন ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে (বৎসর ও বিভাগ ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

২। উক্ত ঘটনায় কতজন অপরাধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং আরও কতজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখনও কতজন সরকারী বিচারাধীনে আছে ? (পৃথক পৃথক হিসাবে)।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, Deputy Chief Minister, In-charge of Home Deptt.

১নং, ২নং ও ৩নং— প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল।

মহকুমা	সন	ঘটনার সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত আসামীর সংখ্যা	গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এরূপ আসামীর সংখ্যা	শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	বিচারাধীন আসামীর সংখ্যা	চার্জশীট দেওয়া কেইসের সংখ্যা	ফাইনেল রিপোর্ট দেওয়া কেইসের সংখ্যা	তদন্তাধীন কেইসের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কমলপুর চুরি	১৯৮০	২৭	৮	৪	—	—	৭	২০	—
	১৯৮১	৩৮	৯	১	১	২	১৬	২২	—
	১৯৮২	৩০	৫	৪	—	—	২	২৮	—
	১৯৮৩	৪৭	১৩	—	—	১	৬	৪১	—
	১৯৮৪	৪৯	১৮	৮	২	১৬	১৩	৩৬	—
	১৯৮৫	৪৮	২৮	৩	২	৩	৮	৩৮	২
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	২৫	৩	২	—	—	১	২১	৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কমলপুর রাহাজানি	১৯৮০	২১	১	—	—	—	৩	১৮	—
	১৯৮১	২৪	৪	১	—	১	৩	২১	—
	১৯৮২	৩৩	৯	—	—	২	৪	২৯	—
	১৯৮৩	৬১	১৭	—	—	৬	৩	৫৮	—
	১৯৮৪	৭০	২৩	—	১	৩	৬	৬৪	—
	১৯৮৫	৫০	১২	৭	—	৮	৫	৪৫	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	২১	১৩	—	—	৪	৫	১৫	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কমলপুর ডাকাতি	১৯৮০	২	১৫	—	—	—	—	২	—
	১৯৮১	১	২	—	—	—	১	—	—
	১৯৮২	১১	২২	৫	—	১৬	৪	৫	২
	১৯৮৩	১৭	৫৭	১	—	৪	৫	৯	১
	১৯৮৪	১৪	১৯	—	—	৩	২	৮	২
	১৯৮৫	৮	১৩	—	—	—	৩	৫	৭
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	১	—	—	—	—	—	১	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কমলপুর খুন	১৯৮০	৬	১৪	—	—	—	৪	২	—
	১৯৮১	৩	১৬	—	—	—	২	১	—
	১৯৮২	৮	১২	—	—	২	০	৩	২
	১৯৮৩	৭	১৭	—	—	১	৫	১	১
	১৯৮৪	৯	২৭	২	—	৪	৫	২	২
	১৯৮৫	১৩	৪২	১	—	১০	২	৪	৭
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যন্ত)	২	৭	—	—	—	—	—	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কমলপুর নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	—	—	—	—	—	—	—	—
	১৯৮১	৩	৭	—	—	৫	৩	—	—
	১৯৮২	৪	৪	—	—	—	১	৩	—
	১৯৮৩	৩	৫	—	—	৩	২	১	—
	১৯৮৪	৩	৩	—	—	৬	৩	—	—
	১৯৮৫	৫	৯	১	—	৩	৪	১	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৭	৯	২	—	৪	৬	১	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধর্মনগর চুরি	১৯৮০	৮১	৫৮	২	২	৩০	২৩	৫৮	—
	১৯৮১	৮৮	১৫৯	—	২	৪১	৮	৮০	—
	১৯৮২	৭৬	১৩৭	—	১	২৫	৩৩	৪৩	—
	১৯৮৩	১১৯	১৬৪	৫	—	৫২	৩৫	৮৪	—
	১৯৮৪	১২৮	১৬৩	১	২	৩১	২৫	৯৭	৬
	১৯৮৫	৫৬	১৪৭	৪	১	৩৯	১৬	৪০	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৭৪	৭৩	২	—	১৪	৮	৬৮	২৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধর্মনগর রাহাজানি	১৯৮০	৮২	৫২	৪	—	৮১	৬	৭৬	—
	১৯৮১	৮৫	৩৯	—	২	৩৪	৯	৭৬	—
	১৯৮২	৬৫	২১	১	—	১৩	৮	৫৭	—
	১৯৮৩	৯২	৩২	—	—	৮	১১	৮১	—
	১৯৮৪	৮২	৬১	—	—	১৪	১২	৭০	১
	১৯৮৫	৭০	৪৪	—	১	৩	১৭	৫৩	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৪০	২৭	—	—	৩	৭	২৫	৮

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধর্মনগর ডাকাতি	১৯৮০	৬	১৫	—	—	১২	৪	২	—
	১৯৮১	২৪	৬৯	৩	—	১৫	১১	১৩	—
	১৯৮২	২৭	৫৬	—	—	৭	৯	১৮	—
	১৯৮৩	২৮	৫৩	—	—	১৪	১২	১৪	২
	১৯৮৪	২৪	৪১	—	—	১১	৫	১৮	১
	১৯৮৫	১২	৩২	—	—	১১	৩	৮	১
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	৬	১৩	—	—	—	১	১	৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধর্মনগর খুন	১৯৮০	৮	১১	—	—	৪	৬	২	—
	১৯৮১	৯	১৭	—	—	—	৫	৩	১
	১৯৮২	৭	২৬	—	—	১৮	৫	২	—
	১৯৮৩	১০	৩০	—	—	১৬	৬	৪	—
	১৯৮৪	১৩	১৭	—	—	৬	১০	২	১
	১৯৮৫	১৩	৩৭	—	—	৮	৭	৩	৩
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৫	১৯	—	—	—	২	—	৩

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধর্মনগর নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	১০	২৬	৫	—	১	৮	২	—
	১৯৮১	২১	৪৭	৩	—	৫	১০	১১	—
	১৯৮২	১৭	৪৯	—	—	১	৭	১০	—
	১৯৮৩	১২	৫৮	—	—	১	৮	৪	—
	১৯৮৪	১৭	২৭	—	—	১৩	১২	৫	—
	১৯৮৫	১৭	৪৪	—	—	৪৬	১২	৫	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৮	১৪	—	—	১৩	৩	২	০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৈলাশহর চুরি	১৯৮০	৯৯	৬৮	—	—	১৬	২৫	৭৪	—
	১৯৮১	১০৮	২৮	১২	৪	২৮	২৮	৮০	—
	১৯৮২	৯৫	৬৮	—	৩	১৫	২৫	৭০	—
	১৯৮৩	১৪১	৪১	১	—	৯	১৬	১১৫	—
	১৯৮৪	১১৬	৩৮	১	—	১৬	২১	৯৫	—
	১৯৮৫	১০৯	৫০	৪	—	৪৮	২১	৮৮	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৪৩	৪১	—	—	১১	১০	১৭	১৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৈলাশহর রাহাজানি	১৯৮০	৮৪	৩২	—	—	১৯	১৯	৬৫	—
	১৯৮১	১০৫	২৫	—	৪	২১	১৮	৮৭	—
	১৯৮২	১০৭	৩৯	—	৫	৩	২৩	৮৪	—
	১৯৮৩	৮৫	১৩	—	১	১২	১৪	৭১	—
	১৯৮৪	১২২	২৬	১	—	২১	১৪	১০৮	—
	১৯৮৫	১১৯	২৩	—	১	১৮	৮	১০৮	৩
	১৯৮৬ (৩০শ জুন পর্যান্ত)	৩৩	১০	—	—	৩	২	২৫	৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৈলাশহর ডাকাতি	১৯৮০	২	২২	—	—	১৫	১	১	—
	১৯৮১	৪	৭	—	—	৭	৩	১	—
	১৯৮২	১৬	৭৩	—	—	১১	৪	১১	১
	১৯৮৩	১৭	৫৫	—	৩	৪৭	৫	১২	—
	১৯৮৪	৩৪	৩৩	৭	—	৩১	১৪	১৮	২
	১৯৮৫	৮	২৬	—	—	১৬	২	৩	৩
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৫	৯	—	—	—	—	১	৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৈলাশহর নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	৭	১১	—	—	—	৫	২	—
	১৯৮১	১০	১৫	—	—	—	৭	৩	—
	১৯৮২	৫	৫	১	—	—	৩	২	—
	১৯৮৩	৪	৩	—	—	—	২	২	—
	১৯৮৪	১৩	১২	—	—	—	৪	৯	—
	১৯৮৫	১৬	২০	—	—	—	১০	৬	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৮	৮	—	—	—	৩	৪	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৈলাশহর খুন	১৯৮০	১০	৩০	—	৪	—	৮	২	—
	১৯৮১	৮	১৩	—	২	১	৭	১	—
	১৯৮২	১১	২৭	—	১	২১	৭	৪	—
	১৯৮৩	৭	১৯	৩	১	১৪	৬	১	—
	১৯৮৪	১২	২৭	—	১	২৪	৭	৪	১
	১৯৮৫	১০	২৭	—	—	১৭	৮	—	২
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৭	৩৫	২	—	—	১	—	৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর চুরি	১৯৮০	৬৭৭	৭৫	২	৩৯	২৩৬	৪৮	৬২৯	—
	১৯৮১	৬২৩	১২৩	৩	—	৫৭	৮৬	৫৩৭	—
	১৯৮২	৫৪৭	৭০	১২	১৩	২০১	৬৫	৪৮২	—
	১৯৮৩	৭১৩	১১২	১৭	২৪	১৫৩	৮৩	৬৩০	—
	১৯৮৪	৬৫৮	৬১	২৬	১২	৩১৬	৬৮	৫৯০	—
	১৯৮৫	৫৩৪	৯০	১৬	১৩	২৫৬	৬৭	৪৪৯	১৮
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৩৫	৩১	২৪	১	১০১	৯	১০৭	১৯

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর রাহাজানি	১৯৮০	৬০১	১০৬	৭	১৮	৭৪	৩২	৫৬৯	—
	১৯৮১	৫৭৫	১১০	১১	২৫	১৩৪	৪৯	৫২৬	—
	১৯৮২	৩৮৪	১২০	১৯	—	১৬১	৫৩	৩৩১	—
	১৯৮৩	৪১২	১১১	২৫	১২	১৫৯	৪৩	৩৬৯	—
	১৯৮৪	৫৬১	৯৭	৩৯	২	৪৯	৩৭	৫২৪	—
	১৯৮৫	৪৩০	১০০	১৫	৪	১২০	৪৫	৩৬৭	১৮
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৫৯	৭৭	১৯	১	৫৫	১৫	১১৫	২৯

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর ডাকাতি	১৯৮০	৬২	২৫৩	৩	৩	১০০	১৪	৪৮	—
	১৯৮১	৫৯	১১০	৭	—	২১	১৭	৪২	—
	১৯৮২	৬৮	১৫০	৫	১	৬৮	৯	৫৭	২
	১৯৮৩	৬১	৭৫	১৬	—	২৮৫	৯	৫১	১
	১৯৮৪	৭৫	৩৬	২৩	৬	১৮৬	৭	৬৭	১
	১৯৮৫	৫৫	৭০	১৭	৫	৭২	৯	৪১	৫
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	২০	৩৩	১৪	—	৩৩	৩	৫	১২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর খুন	১৯৮০	৯৬	৪৮০	৩	৩২	৬২৬	৬১	৩৫	—
	১৯৮১	৩৫	৬০	৭	১৩	৯৪৭	২২	১৩	—
	১৯৮২	৩৫	৪৭	১০	৭	৫১	২৪	১১	—
	১৯৮৩	৪৭	৬৪	২১	৩২	৮৭	৩০	১৬	১
	১৯৮৪	৫২	৭৮	২৭	১২	৩৫	২৮	১৪	১০
	১৯৮৫	৪৮	৬১	৮	১৬	৫১	২৪	৭	১৭
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	৮	৯	১০	৬	২৪	১	—	৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর নারী নির্যাতন	১৯৮০	৪৮	৩	৯	—	১৩	২০	২৮	—
	১৯৮১	৫২	৭	২৩	—	৭	২৩	২৯	—
	১৯৮২	৪১	১৩	৭	—	১৫	১৭	২৪	—
	১৯৮৩	৪৩	৯	২৪	—	১২	১০	৩৩	—
	১৯৮৪	৪০	১৪	১৭	—	২২	২৩	১৬	১
	১৯৮৫	৩৭	১০	১৯	—	১২	১৬	১৩	৫
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৫	৮	২৭	—	৫	২	২	১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সোনামুড়া চুরি	১৯৮০	৬৯	২০	১৬	২	১৬	১৯	৫০	—
	১৯৮১	২২৯	৩৪	৩৬	৩	২৫	২৯	২০০	—
	১৯৮২	২১৯	৫৩	১৫	—	১৪	১৯	২০০	—
	১৯৮৩	১৮৯	২১	২৫	১	৩৩	৩৫	১৫৪	—
	১৯৮৪	১৩৯	২০	৩৭	—	১৪	২২	১১৭	—
	১৯৮৫	৬৪	১৬	১৮	—	১৪	১৩	৫১	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	২১	৪	১৯	১	২	৪	১৫	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সোনামুড়া রাহাজানি	১৯৮০	৮১	২০	—	—	৪	১০	৭১	—
	১৯৮১	১১৭	২৩	—	—	১৩	৮	১০৯	—
	১৯৮২	১২৩	১০	৪	—	৭	৭	১১৬	—
	১৯৮৩	১১৮	২৭	১৬	—	৭	৬	১১২	—
	১৯৮৪	৮৭	২৮	১২	—	৯	১০	৭৭	—
	১৯৮৫	৬৫	৬	১৯	—	৫	৯	৫৬	—
	১৯৮৬ (৩০.শ জুন পর্য্যন্ত)	২৮	৭	২২	—	১	১	২৭	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদর ডাকাতি	১৯৮০	২৮	৪৫	১৯	৬	১৬	১০	১৮	—
	১৯৮১	১৬	৩২	৬	—	২১	৩	১৩	—
	১৯৮২	২১	৩৫	১১	—	৭	৯	১২	—
	১৯৮৩	২৪	৪২	১৭	—	৭	৬	১৮	—
	১৯৮৪	৪১	৩৬	২২	—	৪	১৪	২৭	—
	১৯৮৫	৩১	১৯	৩২	—	২০	৮	২৩	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৫	—	১৭	—	—	—	১	৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সোনামুড়া খুন	১৯৮০	৩	৬	—	—	৫	২	১	—
	১৯৮১	৫	১৬	—	—	৩৩	৫	—	—
	১৯৮২	৪	৬	২	—	২৯	৩	১	—
	১৯৮৩	৭	১৭	৪	১	১৫	৫	২	—
	১৯৮৪	৭	১৫	৭	—	২৯	৫	১	১
	১৯৮৫	১১	৩৬	২	—	১১	৫	৩	৩
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	—	—	—	—	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সোনামুড়া নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	—	—	—	—	—	—	—	—
	১৯৮১	—	—	—	—	—	—	—	—
	১৯৮২	—	—	—	—	—	—	—	—
	১৯৮৩	—	—	—	—	—	—	—	—
	১৯৮৪	২	৩	—	—	৩	—	২	—
	১৯৮৫	১	১	—	—	১	—	১	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	১	৪	১	—	—	—	—	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
খোয়াই চুরি	১৯৮০	১৬৮	৫৬	৫	—	৭	২১	১৪৭	—
	১৯৮১	১৯৮	৫২	৬	—	৮	২৩	১৭৫	—
	১৯৮২	১৫০	৭২	৯	—	১৫	২০	১৩০	—
	১৯৮৩	১৬৮	৫৩	১০	—	১৫	২১	১৪৭	—
	১৯৮৪	১৬৯	৬৬	৪০	—	৩০	১৮	১৪৯	২
	১৯৮৫	১০৫	৭১	৩০	—	২৬	২০	৮৩	২
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	৩৬	২২	১৫	—	১৬	৭	২৭	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
খোয়াই রাহাজানি	১৯৮০	১০৮	২২	—	—	২	১০	৯৮	—
	১৯৮১	১২২	২১	৩	—	৬	১১	১১১	—
	১৯৮২	৯৭	১১	২	১	৫	৯	৮৮	—
	১৯৮৩	৬৩	২০	—	২	৯	১০	৫৩	—
	১৯৮৪	৯৬	২০	৪	—	১১	৯	৮৭	—
	১৯৮৫	৭০	৬	৪	১	১২	৮	৬২	৬
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৪০	—	—	—	২	২	৩৮	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
খোয়াই ডাকাতি	১৯৮০	২০	২৯	—	—	—	৪	১৬	—
	১৯৮১	২০	৪	২	—	৮	৩	১৭	—
	১৯৮২	১৯	৩৮	৪	—	৮	৭	১২	—
	১৯৮৩	১৯	১৯	১০	—	১৯	৬	১৩	—
	১৯৮৪	১৭	১	৬	—	৫	১	১৬	—
	১৯৮৫	২১	২৩	৯	—	৫	৩	১৭	১
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১	২	৪	—	—	—	—	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
খোয়াই খুন	১৯৮০	২০	১৪০	২০	—	৩	১৪	৬	—
	১৯৮১	৯	১৩	১০	—	১৮	৮	১	—
	১৯৮২	১৩	২৯	৫	—	১৩	৯	৩	১
	১৯৮৩	১১	৩৪	৪	—	১৫	৯	২	—
	১৯৮৪	৯	১৯	২	—	১৪	৭	২	—
	১৯৮৫	৭	২৪	৩	—	৮	৪	১	২
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	৬	৭	৮	—	৮	২	—	৪

১	২	৩	৪	৫	৬ক	৭	৮	৯	১০
খোয়াই নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	২	১১	৪	—	—	২	—	—
	১৯৮১	৫	৩	—	—	—	২	৩	—
	১৯৮২	৪	৫	৩	—	—	৪	—	—
	১৯৮৩	৫	৬	২	—	—	২	২	১
	১৯৮৪	৩	২	৩	—	—	২	১	—
	১৯৮৫	৪	৪	২	—	—	৩	১	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	৫	৫	২	—	—	৩	—	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উদয়পুর চুরি	১৯৮০	৭৬	৪৩	—	৭	১০	২১	৫৫	—
	১৯৮১	৮৯	৩৮	—	২	৩	১৪	৭৫	—
	১৯৮২	৮১	৮৪	—	২	৬	১৫	৬৬	—
	১৯৮৩	৭৯	৩২	—	৪	১৪	৩৩	৪৬	—
	১৯৮৪	৬০	৪৮	—	৫	২৭	২০	৪০	—
	১৯৮৫	৫২	৪৭	—	৩	১৩	১১	৪১	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	২০	১২	৪১	১	১১	১১	৯	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উদয়পুর রাহাজানি	১৯৮০	৩৭	১৮	—	৩	—	৮	২৯	—
	১৯৮১	৫৮	১৬	—	৪	১৪	৮	৫০	—
	১৯৮২	৬৬	১৫	—	২	৬	১৫	৫১	—
	১৯৮৩	৭৮	১৮	—	৩	৯	১৬	৬২	—
	১৯৮৪	৫০	১৯	—	৫	৬	৩	৪৭	—
	১৯৮৫	৩২	১৬	—	২	৬	৮	২৪	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৯	১২	—	১	১৪	৭	১২	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উদয়পুর ডাকাতি	১৯৮০	৯	২৫	—	—	—	৪	৫	—
	১৯৮১	৯	১০	—	—	৩	২	৬	১
	১৯৮২	৮	৩০	—	২	—	২	৬	—
	১৯৮৩	১৩	৩৭	—	—	৬	৪	৯	—
	১৯৮৪	১৭	৪২	—	—	৬	৬	১১	—
	১৯৮৫	১৬	৬২	—	২	৮	৭	৯	—
	১৯৮৬ ৩০শে। জুন পর্য্যন্ত	৪	১৯	—	—	৩	২	—	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উদয়পুর খুন	১৯৮০	১৮	১০২	—	—	৪	১৩	৫	—
	১৯৮১	৬	৩৪	—	—	২	২	১	৩
	১৯৮২	৭	৩৪	—	—	২০	৪	১	২
	১৯৮৩	৮	১৬	—	—	২৫	৩	—	৫
	১৯৮৪	৬	১৪	—	৪	৮	২	১	৩
	১৯৮৫	১৩	২৫	—	—	১২	৩	১০	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত।	৩	৫	২	—	৩	২	১	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
উদয়পুর নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	৫	৬	—	—	৬	৩	২	—
	১৯৮১	১	১	—	—	—	১	—	—
	১৯৮২	৩	৩	—	—	—	১	২	—
	১৯৮৩	৩	৪	—	—	—	২	১	—
	১৯৮৪	৩	৪	—	—	২	২	১	—
	১৯৮৫	৯	১২	—	—	২	৯	—	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৩	৫	—	—	২	২	১	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিলোনীয়া চুরি	১৯৮০	৭৫	২৬	—	১	৩	১০	৬৫	—
	১৯৮১	৮৫	৬২	—	২	৪	২৩	৬২	—
	১৯৮২	৯০	১৯	—	১	১২	৭	৮৩	—
	১৯৮৩	৮০	২৯	—	২	—	১৮	৬২	—
	১৯৮৪	৬৮	৩৫	—	১	১৩	১১	৪৯	—
	১৯৮৫	৫৭	৩৮	—	২	১৭	২১	৩৬	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	১৭	১১	—	—	৬	১১	৬	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ছিনোনীয়া রাহাজানি	১৯৮০	১০	৭	—	১	৪	৭	৩	—
	১৯৮১	৬১	২৫	—	২	৩	১০	৫১	—
	১৯৮২	৫১	২১	—	১	১০	১৭	৩৪	—
	১৯৮৩	৬০	১৬	—	২	—	১০	৫০	—
	১৯৮৪	৪০	১০	—	২	১১	৬	৩৪	—
	১৯৮৫	৪৫	৩০	—	২	১৫	১১	৩৪	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৯	৮	—	১	৫	৫	১৪	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিজোনীয়া ডাকাতি	১৯৮০	১	৬	—	—	৬	১	—	—
	১৯৮১	৮	১৫	—	—	১২	৩	৫	—
	১৯৮২	৫	১৮	—	—	৭	২	৩	—
	১৯৮৩	১১	২৯	—	—	৪	৪	৭	—
	১৯৮৪	১৭	২২	—	—	১৫	৫	১১	১
	১৯৮৫	১৬	৩২	—	৫	১২	৮	৮	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৪	১২	৭	—	—	—	—	৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিলোনীয়া খুন	১৯৮০	১	২	—	৬	২	১	—	—
	১৯৮১	৫	৭	—	—	২	৩	২	—
	১৯৮২	৬	৮	—	৩	৩	২	৪	—
	১৯৮৩	৭	১১	—	৫	৪	২	২	৩
	১৯৮৪	৫	১০	—	—	৩	৪	—	১
	১৯৮৫	৮	৯৬		—	৫	৩	২	৩
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্যান্ত	২	৫	—	—	—	—	—	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিলোনীয়া নারী নির্যাতন	১৯৮০	১	৩	—	—	৩	১	—	—
	১৯৮১	৬	৬	—	—	১	৪	২	—
	১৯৮২	২	২	—	—	২	১	১	—
	১৯৮৩	১	২	—	—	২	১	—	—
	১৯৮৪	৬	৮	—	—	২	৪	২	—
	১৯৮৫	৩	৭	—	—	৪	১	২	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	৭	১১	—	—	২	৩	২	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অমরপুর চুরি	১৯৮০	৫৫	৩৮	—	১	১	১০	৪৫	—
	১৯৮১	৫৩	২৩	—	৪	—	১১	৪২	—
	১৯৮২	৫৮	২৬	—	৩	৬	১২	৪৬	—
	১৯৮৩	৬৩	৩১	—	—	৯	১১	৫২	—
	১৯৮৪	৪৯	২৮	—	—	১১	১০	৩৯	—
	১৯৮৫	৫২	২২	—	—	১৪	১৪	৩৮	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৭	৫	—	—	৩	২	৩	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অমরপুর রাহাজানি	১৯৮০	১২	৩	—	—	১	২	১০	—
	১৯৮১	২৬	৬	—	—	—	৬	২০	—
	১৯৮২	৪১	১৮	—	—	২	১২	২৫	৪
	১৯৮৩	২৬	১৫	—	৩	২	৮	১৮	—
	১৯৮৪	৪৭	৫	—	—	৬	৫	৪২	—
	১৯৮৫	১২	১৪	—	—	৫	৪	১৮	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	১৭	৭	—	—	৩	৫	৮	৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অমরপুর ডাকাতি	১৯৮০	১৪	৯	—	—	১	১	১৩	—
	১৯৮১	৪	১০	—	—	—	২	২	—
	১৯৮২	১০	৩২	—	—	—	১	৯	—
	১৯৮৩	৩২	২২	—	—	৩	২	১০	—
	১৯৮৪	২২	২৭	—	—	৮	৪	১৮	—
	১৯৮৫	২২	৫৪	—	৫	১০	৮	১২	২
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	১১	১২	৫	—	৩	১	—	১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অমরপুর খুন	১৯৮০	২৮	৭১	—	—	১	২১	৭	—
	১৯৮১	৬	১২	—	—	৪	২	৪	—
	১৯৮২	৬	২৫	—	—	২	২	৪	—
	১৯৮৩	৮	৭	—	—	১	৩	৩	২
	১৯৮৪	৪	৪	—	—	৪	২	২	—
	১৯৮৫	১০	৩৫	—	—	৭	৫	৪	১
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	৯	১৪	—	—	৪	১	২	৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
অমরপুর নারী নির্য্যাতন	১৯৮০	—	—	—	—	—	১	—	—
	১৯৮১	—	—	—	—	—	২	—	—
	১৯৮২	১	৩	—	—	—	১	—	—
	১৯৮৩	১	২	—	—	—	২	—	—
	১৯৮৪	—	—	—	—	—	৪	—	—
	১৯৮৫	৩	৩	—	—	৩	৮	১	—
	১৯৮৬ ৩০ শেজুন পর্য্যন্ত	—	—	—	—	—	১	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাক্রম চুরি	১৯৮০	৫৪	৪২	—	১	—	১৮	৩৬	—
	১৯৮১	৫৯	৩২	—	২	২	১৭	৪২	—
	১৯৮২	৭৯	৩৯	—	১	২	১৩	৬৬	—
	১৯৮৩	৬৫	৩১	—	—	৩	১১	৫৪	—
	১৯৮৪	৩৬	১৩	—	—	২	৭	২৯	—
	১৯৮৫	৫৬	২২	—	—	৩	১৩	৪৩	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত	১৪	৯	—	—	৫	৪	১০	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাক্রম রাহাজানি	১৯৮০	৩৫	১২	—	—	—	৫	৩০	—
	১৯৮১	৪৬	১২	—	—	—	৭	৩৯	—
	১৯৮২	৬৫	১৮	—	—	—	১৩	৫২	—
	১৯৮৩	৫১	১৩	—	—	৯	১৫	৩৬	—
	১৯৮৪	৩৪	৮	—	—	২	২	৩২	—
	১৯৮৫	২৯	৮	—	—	২	৩	২৬	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্যান্ত)	২১	১৩	৩	—	৫	৫	১০	৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাক্রম ডাকাত্তি	১৯৮০	৪	৫	—	—	—	১	৩	—
	১৯৮১	৬	১২	—	—	—	৪	২	—
	১৯৮২	১২	১৭	—	—	২	৬	৬	—
	১৯৮৩	১৪	২৬	—	—	১৩	৩	১১	—
	১৯৮৪	২২	৬৭	—	—	৭	৬	১৬	—
	১৯৮৫	১৮	২৮	—	১	৫	৬	১২	—
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৮	১৫	৬	—	১০	২	১	৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাক্রম খুন	১৯৮০	২৮	৭২	—	—	১	২১	৭	—
	১৯৮১	৬	১২	—	—	৪	২	৪	—
	১৯৮২	৬	২৫	—	—	২	২	৪	—
	১৯৮৩	৮	৭	—	—	১	৩	৩	২
	১৯৮৪	৪	৪	—	—	৪	২	২	—
	১৯৮৫	১০	৩৫	—	—	৭	৫	৪	১
	১৯৮৬ (৩০শে জুন পর্য্যন্ত)	৯	১৪	—	—	৪	১	২	৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সাঃক্রম নারী নির্যাতন	১৯৮০	১	১	—	—	—	১	—	—
	১৯৮১	৩	৩	—	—	—	২	১	—
	১৯৮২	১	১	—	—	—	—	১	—
	১৯৮৩	৪	৪	—	—	—	৩	১	—
	১৯৮৪	২	৩	—	—	—	২	—	—
	১৯৮৫	৫	৯	—	—	—	৩	২	—
	১৯৮৬ ৩০শে জুন পর্যন্ত	৩	৪	—	—	২	২	১	—

Admitted Starred Question No :—85.

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮০ সালের দাঙ্গার আগে ও পরে যে সমস্ত লাইসেন্স যুক্ত বন্দুকগুলি আটক করা হয়েছিল, সে সমস্ত বন্দুকগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং

২। যদি ফেরৎ দেওয়া না হলে তবে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb, Deputy Chief Minister, in-charge of the Home Department.

১। ২,০৭৮টি লাইসেন্সযুক্ত বন্দুক আটক করা হয়েছিল। জেলা ভিত্তিক হিসাব।

পশ্চিম ত্রিপুরা—৬২৯
দক্ষিণ ত্রিপুরা— ১০০৭
উত্তর ত্রিপুরা— ৪৫০

মোট— ২,০৭৮টি

৬৯৪টি বন্দুক এ পর্য্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব :

পশ্চিম ত্রিপুরা—৩৩৪
দক্ষিণ ত্রিপুরা—২৩৬
উত্তর ত্রিপুরা—১২৪

মোট—৬৯৪ টি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২। সরকার ২৬টি পুলিশ থানা এলাকার জমা দেওয়া বন্দুক ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঐ সমস্ত এলাকার যে সকল বন্দুকের মালিক তাহাদের লাইসেন্স নবীকরণ করেন নাই অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা আছে তাহাদের বন্দুক এখনও ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। ৯টি পুলিশ থানা যথা—

১। তেলিয়ামুড়া
২। কল্যানপুর
৩। কিল্লা
৪। অমরপুর
৫। অম্পি
৬। কমলপুর
৭। আমবাসা
৮। মনু এবং
৯। ছামনু থানায় জমা দেওয়া বন্দুকগুলি ফেরৎ দেওয়ার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সুতরাং ঐ সমস্ত থানায় জমা দেওয়া বন্দুক ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

Admitted Un-starred Question No. 87.

Name of the Member :— 1) Shri Dhirendra Debnath,
2) Shri Sudhir Ranjan Majumder,
3) Shri Jawhar Saha,
4) Shri Monoranjan Majumdar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ত্রিপুরা-

রাজ্যে মোট কয়টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে ও তার মধ্যে কতজন লোক আহত ও নিহত হয়েছে (উগ্রপন্থী সহ আহত নিহতের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত হামলায় আহত ও নিহত পরিবারদের মধ্যে কতজনকে সরকার হইতে চাকুরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই ;

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করিয়াছে ও কত জনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে ; এবং

৪। ঐ সময়ের মধ্যে মোট কতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ও মামলায় কতজনের শাস্তি হয়েছে ও কতজন বেকসুর খালাস পেয়েছে তাহার হিসাব ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Dasarath Deb. Chief Minister. in-charge of Home Department.

১। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ১৯৮৬ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ২০৩টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে। এই হামলায় ৪ জন উগ্রপন্থী সহ ১৯২ জন নিহত হয়েছে এবং ২০৫ জন আহত হয়েছে।

২। ১লা জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখের পূর্বে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী উগ্রপন্থী হামলায় নিহত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারকে নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যান্ত সাহায্য দেয়া হয়েছে এই সাহায্যের পরিমান গত ১লা জুলাই ১৯৮৩ থেকে ১০,০০০ (দশহাজার) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের উপযুক্ত একজনকে সরকারী চাকুরী দেয়া হয়েছে। আহত সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুসারে মোট ৫০০ (পাঁচ শ) টাকা থেকে মোট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেয়া হয়েছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবার বর্গকে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আহত ব্যক্তিদের ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা থেকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা সরকারী সাহায্য দেয়া হয়েছে। আর্থিক সাহায্য সর্বক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে।

৩। ৩১৬ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। ৩৪ জন উগ্রপন্থীদের আটক করা হয়েছে।

৪। ৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬ জনের শাস্তি হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত কেউ বেকসুর খালাস পায়নি।

Admitted Unstarred Question No. 92

Name of the member :— Shri Monoranjan Majumder

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগে রামবাবু টিলা সংলগ্ন বিলোনীয়া ছড়ার উপর Lift Irrigation এর মাধ্যমে জলসেচের কোন প্রস্তাব পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ?

২। করে থাকলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।